صور من حياة الصحابة

সাহাবীদের জীবন চিত্র

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা

১

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

صُوَرٌ مِنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ

সাহাবীদের জীবন চিত্র

প্রথম খণ্ড

মূল
ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা
বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ ও সম্পাদনা
জি এম মেহেরুল্লাহ
এম. এম, বিএ (অনার্স), এম. এ (ঢাবি)
বিসিএস (শিক্ষা)
মুহাদ্দিস, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মুহতামিম, জামিয়া মিল্লিয়া বাংলাদেশ।

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী
দাওয়ারায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
দারুস সালাম বাংলাদেশ
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯,
০১৯৭৫৮১৯৮৬৯,

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মোঃ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০১৪

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া : ৩৪০.০০ টাকা মাত্র।

دُعَاءُ الْمُصَنِّفِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ صَحَابَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْدَقَ الْحُبِّ اَعْمَقَهُ فَهَبْنِيْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ لِاَيٍّ مِنْهُمْ؛ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ اِنِّيْ مَا اَحْبَبْتُهُمْ اِلَّا فِيْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

লেখকের দোয়া

“পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি”

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে অন্তরের অনন্তল থেকে গভীরভাবে ভালোবাসি। সুতরাং কিয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আপনি আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সঙ্গে হাশর নসীব করুন।

হে সর্বাধিক পরম করুণাময়!

নিশ্চয়ই আপনি জানেন আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে ভালোবেসেছি।

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার যিনি মুসলমানদেরকে দ্বীনের জন্যে আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করার আদর্শ হিসেবে আত্মত্যাগী এক দল সাহাবায়ে কেরামকে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম অতুলনীয় এক আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন।

সাহাবীদের জীবনীর ওপর লিখিত মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা'র صُوَرٌ مِنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ কিতাবটি আরবী ভাষাভাষী সর্বস্তরের মানুষের মনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। কিতাবটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, তা বিশ্বের অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

ইসলামের খিদমতে সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগের বিস্ময়কর ও অতুলনীয় অবাক করা ইতিহাস বাংলা ভাষাভাষীদের নিকটে তুলে ধরতে আমরা এ কিতাবটি অনুবাদ করার ইচ্ছা করি। অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আমার সম্মানিত ওস্তাজ মাওলানা জি. এম. মেহেরুল্লাহ (দাঃ বাঃ)-এর তত্ত্বাবধায়নে কিতাবটির অনুবাদ সম্পূর্ণ করি।

সম্মানিত পাঠক! এ কিতাবটি অনুবাদ করার সময়ে ইসলামের জন্যে সাহাবীদের কষ্ট, মসিবত, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করার ঘটনাগুলো লিখতে গিয়ে আমার চোখ অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি। আর সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে এ অধম, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী কলমের কালি দিয়ে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করি।

সত্যিই অতুলনীয় সেই সকল বীর মুজাহিদ, আত্মত্যাগী ও জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী। আশা করি এ কিতাবটি পাঠ করতে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর সাথে সাথে ঈমানদীপ্ত কাহিনীগুলো আপনাদের ঈমানকে তাজা করবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলার নিকটে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে সেই সকল সাহাবীদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

দোয়া কামনায়
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

সূচিপত্র

হযরত আনাস
বিন মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"হে আল্লাহ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাকে বরকত দান করুন।"

[তাঁর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ দোয়া]

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ফুটন্ত গোলাপের বয়সি ছিলেন তখনই তাঁর মা গুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত শিখিয়ে দিলেন। তাঁর মায়ের কোমল হৃদয় ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় সিক্ত ছিল।

তেমনি হযরত আনাস তাঁর মায়ের থেকে শুনে শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় আসক্ত হয়ে পড়েন।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা কখনো কখনো চোখে দেখার চেয়েও কানে শুনার দ্বারা মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

আর তাই এই ছোট শিশু মক্কায় গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক নযর দেখে সৌভাগ্যবান হওয়ার কতই না আশা করত।

* * *

তবে তাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি, এরই মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সাথি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সৌভাগ্যবতী ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত ভূমি ইয়াসরিবের দিকে তাঁদের হিজরতে সফর শুরু করেন। এতে মদিনার প্রতিটি ঘরে খুশির বাতাস বইতে শুরু করে আর সকলের অন্তর আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে।

তখন থেকে সকলের দৃষ্টি ও অন্তর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতে সাথির পথপানে অপলক চেয়ে রইল।

* * *

মদিনার যুবকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বার্তা প্রতি দিন সকাল হলে এ বলে প্রচার করত-

মুহাম্মদ মদিনায় আগমন করেছেন..............

মুহাম্মদ মদিনায় আগমন করেছেন..............

এ প্রচার শুনে হযরত আনাস অন্যান্য শিশুদের সাথে সেই দিকে দৌড় দিতেন, কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে না পেয়ে বিষণ্ন মনে ফিরে আসতেন।

* * *

এক সুন্দর সকালে কিছু লোক ইয়াসরিবে ঘোষণা করল- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সাথি মদিনার অতি নিকটে চলে এসেছেন।

এ ঘোষণা শুনে সকলে অধীর আগ্রহে ওই মোবারকময় পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে পথ কল্যাণময় ও সঠিক পথের প্রদর্শক নবীকে তাদের নিকটে নিয়ে আসবে এবং তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্যে দলে দলে তারা এগিয়ে যেতে লাগল।

শিশুদের দলগুলো মানুষের ভিড়ের মাঝে অবস্থান নিল। তাদের চেহারায় আনন্দ-বন্যা বইয়ে যাচ্ছিল যা তাদের কচি মন ও ছোট হৃদয়গুলোকে খুশিতে ভরে দিচ্ছে।

আর সেই শিশুদের দলগুলোর অগ্রভাগে ছিলেন হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

* * *

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সাথে নিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছলেন। তখন তাঁদেরকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে সবাই স্বাগতম জানাতে লাগল।

আর অন্দর মহলের মহিলারা ও ছোট ছোট শিশুরা উঁচুস্থানে আরোহণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে লাগল আর বলতে লাগল-

কোন ব্যক্তি তিনি?.............

কোন ব্যক্তি তিনি?..............

এ সকল কারণে সেই দিনটি ছিল স্মরণীয় একটি দিন। যা শত বছর পার হওয়ার পরেও হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্মরণে ছিল।

* * *

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় অবস্থান করতে থাকলেন; এরই মাঝে একদিন উম্মে আনাস গুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর পুত্র আনাসকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন তাঁর সাথে তাঁর ছেলেও ছিল। যে তাঁর আশপাশে ছুটা-ছুটি করছিল। আর তখন তার চুলগুলো কপালের ওপর হাওয়ায় উড়তে ছিল।

তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অভিবাদন জানানোর পর বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আনসারী সকল পুরুষ ও মহিলা আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে, কিন্তু আমার কাছে আপনাকে হাদিয়া দেওয়ার মতো কিছুই

নেই সুতরাং আপনি আমার এই ছেলেকে আপনার খাদেম হিসেবে গ্রহণ করুন, যাতে করে সে আপনার মর্জি অনুযায়ী আপনার খেদমত করতে পারে।"

নবী করীম ﷺ এতে আনন্দিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তাঁকে পরিবারের একজন সদস্য করে নিলেন।

* * *

হযরত আনাস যাঁকে আদর করে উনাইস বলে ডাকা হতো, তিনি যেদিন রাসূল ﷺ-এর খেদমতে নিয়োজিত হয়ে সৌভাগ্যবান হলেন ওই দিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।

তিনি ওই দিন থেকে নবী করীম ﷺ তাঁর প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তাঁর কোলে ও তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করেন।

আর এতে তিনি রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শে তাঁর জীবনের পূর্ণ দশ বছর অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করেন।

এ দীর্ঘ সময়ে তিনি নবী করীম ﷺ থেকে হেদায়াতের এমন সুধা পান করেন যার দ্বারা তাঁর অন্তর পবিত্রতা লাভ করেছে, এবং তাঁর থেকে মতো সংখ্যক হাদীস সংরক্ষণ করেন যা দ্বারা তাঁর বক্ষ পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি নবী করীম ﷺ-এর এমন এমন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারেনি।

* * *

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ﷺ থেকে এমন ভালোবাসা ও আদর স্নেহ পেয়েছেন যা কোনো পুত্র তার পিতা থেকেও পায়নি।

শুধু তাই না; বরং তিনি নবী করীম ﷺ-এর উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারের স্বাদ এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যা দেখে দুনিয়াবাসী ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

তাঁর প্রতি নবী করীম ﷺ-এর ব্যবহার কেমন ছিল তা তাঁর বর্ণিত হাদীস পড়ে আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারব। কেননা তাঁর নিজস্ব বর্ণনাটি ওই ব্যাপারে আমাদেরকে সহজে ও ভালোভাবে বুঝাতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখবে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"রাসূল ﷺ ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সবার চেয়ে উদার মনের অধিকারী এবং সবার চেয়ে অধিক দয়ার অধিকারী।

তিনি একদিন আমাকে কোনো এক প্রয়োজনে এক জায়গায় পাঠালেন, আমি বের হলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল আমি বাজারে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করব। আর খেলাধুলা করার জন্যেই তিনি আমাকে যে কাজের আদেশ

দিয়েছেন সেই কাজে আমি যায়নি। যখন আমি তাদের নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমি আমার পেছনে কোনো এক ব্যক্তির অস্তিত্ব অনুভব করলাম। তিনি আমার কাপড় টেনে ধরলেন।

আমি ফিরে দেখি তিনি অন্য কেউ না তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন: হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যাওয়ার জন্যে বলেছি সেখানে গিয়েছ?

তখন আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখনই যাচ্ছি।

আল্লাহর শপথ! আমি দশ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি, কিন্তু তিনি কখনো আমার কোনো কাজে আমাকে এ কথা বলেননি "তুমি কেন এটি করেছ" অথবা কোনো কাজ না করার কারণে তিনি এও বলেননি "তুমি কেন তা করনি।"

* * *

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসকে আদর করে উনাইস বলে ডাকতেন।

যার কারণে তিনি কখনো তাঁকে "উনাইস" বলে ডাকতেন আবার কখনো ডাকতেন "হে আমার ছেলে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রচুর পরিমাণে উপদেশ ও নসীহত করতেন যা তাঁর অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছে এবং জ্ঞানকে পূর্ণতা দিয়েছে ।

উপদেশগুলো এমন ছিল.................

"হে বৎস! কারো প্রতি কোনো প্রকার হিংসা ও বিদ্বেষ ব্যতীত যদি তুমি সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে সক্ষম হও, তবে তুমি তা কর।"

"হে বৎস! এটি আমার সুন্নাত আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করল সে আমাকে ভালোবাসে............

আর যে আমাকে ভালোবাসে সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে.............. ।"

"হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবারের নিকটে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সালাম দিবে কেননা তা তোমার জন্য ও তোমার পরিবারের জন্য বরকতময় হবে।"

* * *

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরে আশি বছরের অধিক বেঁচে ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর অন্তর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইল্‌মে

ভরে যায় এবং নবুওয়াতের ফিক্হী জ্ঞানে তাঁর আকল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর ওই সকল জ্ঞান দ্বারা সাহাবী ও তাবেয়ীদের অন্তর জীবিত হতো। যে সকল জ্ঞান তিনি রাসূল ﷺ-এর পথ-প্রদর্শনা থেকে প্রচার করতেন এবং রাসূল ﷺ-এর পবিত্র বাণী ও মহান কর্ম থেকে বর্ণনা করতেন।

মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে হযরত আনাস তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। যখন তারা কোনো কাজে জটিলতায় পড়তো তখন তারা তাঁর নিকটে ছুটে আসত অথবা কোনো বিধান যদি তাদের বুঝে না আসত তারা ওই বিধানের ব্যাপারে তাঁর সমাধান মেনে নিতো।

এই রকম একটি ঘটনা-

ধর্ম নিয়ে বিতর্ককারী কিছু লোক, কিয়ামতের দিনে রাসূল ﷺ-এর হাউজে কাউসারের সত্যতা নিয়ে বিতর্ক শুরু করল। অতঃপর তারা এর সমাধানের জন্য হযরত আনাস رضي الله عنه-এর নিকটে আসল।

তিনি বললেন:

"আমি এ ধারণা করেছি যে, আমার জীবিত অবস্থায় তোমাদের কিছু লোক হাউজে কাউসার নিয়ে বিতর্ক করবে। আমি আমার জীবনে এমন কোনো নামাজ আদায় করিনি যে নামাজে রাসূল ﷺ-এর হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করার দোয়া করিনি।"

* * *

হযরত আনাস رضي الله عنه তার জীবনে অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে অতিবাহিত করা দিনগুলোর বর্ণনা করে কাটাতেন।

তিনি যেদিন রাসূল ﷺ-এর কাছে এসেছেন সেই দিনের কথা বলে খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন, আর যেদিন রাসূল ﷺ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সেই দিনের কথা বলে খুব কান্নাকাটি করতেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর কথা ও কাজ অনুসরণ করার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। রাসূল ﷺ যা পছন্দ করতেন তিনিও তা পছন্দ করতেন আর রাসূল ﷺ যা অপছন্দ করতেন তিনিও তা অপছন্দ করতেন। তিনি দুইটি দিনের কথা বেশি বেশি বলতেন:

ওই দিনের কথা যেদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আর ওই দিনের কথা যেদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর শেষ সাক্ষাতের সমাপ্তি হলো।

যখন তিনি প্রথম দিনের কথা বলতেন তখন তিনি খুব গর্ব বোধ করতেন এবং খুব আনন্দিত হতেন। আর যখন দ্বিতীয় দিনের কথা বলতেন তখন নিজেও খুব কাঁদতেন, মানুষদেরকেও কাঁদাতেন।

তিনি বেশি বেশি বলতেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যেদিন তিনি আমাদের মাঝে আগমন করেন। আর ওই দিনও দেখেছি যেদিন তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। এই দুই দিনের মতো আর কোনো দিন দেখিনি।

যেদিন তিনি মদিনায় আগমন করেন সেই দিন মদিনার সবকিছু আলোকিত হয়েছিল.............

আর যেদিন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে গেলেন সেই দিন সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল..............

আমি শেষবার যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকালাম সেদিন ছিল সোমবার যখন তাঁর কক্ষের পর্দা খুলে ফেলা হলো। তখন আমি তাঁর চেহারা মোবারক দেখলাম পবিত্র পাতার মতো। সেদিন সকল মানুষ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিছনে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছিল। মানুষ খুব অস্থির হয়ে যাচ্ছিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবাইকে স্থির থাকার ইশারা করলেন।

এরপর এ দিনের শেষ মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁকে মাটিতে ঢেকে দেওয়ার পর থেকে আমরা তাঁর চেহারা মোবারকের মতো উত্তম আর কিছুই দেখতে পাইনি।

* * *

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসের জন্যে অনেক বার দোয়া করেছিলেন......

তাঁর দোয়ার মধ্যে বিশেষ একটি দোয়া-

"হে আল্লাহ! তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাকে বরকত দান করুন।"

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর এই দোয়া কবুল করেছেন। আর এই কারণে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্তান ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীর সংখ্যা এক শতের উপরে দেখে গেছেন।

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর হায়াতেও বরকত দান করেছেন। তিনি পূর্ণ এক শতাব্দী বেঁচে ছিলেন। তিনি একশত তিন বছর হায়াত পেয়েছেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাওয়ার অনেক বেশি আশা করতেন। আর এই কারণেই তিনি বেশি বেশি বলতেন:

"আমি অবশ্য কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ আশা করি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি বলব: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সেই ছোট খাদেম উনাইস।"

* * *

যখন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলেন তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে বললেন: তোমরা আমাকে "লা ইলাহা ইল্লাহ"-এর তালক্বীন দাও।

এরপর তিনি কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

তিনি অসীয়ত করে গিয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ছোট লাঠি তা যেন তাঁর সাথে কবরে দেওয়া হয়। আর ওই লাঠিটা তাঁর অসীয়ত মতো তাঁর কোমর ও জামার মাঝে রাখা হয়েছিল।

* * *

আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর যা কিছু হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে দান করেছেন তা তাঁর জন্য সুখকর হোক।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে পুরো দশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

হাদীস বর্ণনাকারীদের মাঝে তিনি তৃতীয়। হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমরের পরেই তাঁর স্থান।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে আর তাঁর মাকে ইসলাম ও সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।
৩. তাহযীবুত্ তাহযীব - ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ.।
৪. আল জাম্উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃ.।
৫. উস্দুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফওয়াতে - ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃ.।
৭. আল মাআ'রিফ - ১৩৩ পৃ.।
৮. আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃ.।
৯. সিরাতু বাতল - ১০৭ পৃ.।
১০. তারীখুল ইসলাম লিয্যাহাবী - ৩য় খণ্ড, ৩২৯ পৃ.।
১১. ইবনু আসাকির - ৩য় খণ্ড, ১৩৯ পৃ.।
১২. আল জারহু ওয়াতা'দীল - ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃ.।

হযরত সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী এমন একজন ব্যক্তি, যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন" [ঐতিহাসিকদের মন্তব্য]

হযরত সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাঁরা কোরাইশ নেতাদের আহ্বানে 'তানঈম' এলাকার দিকে বের হয়ে পড়েছে। যাতেকরে তারা খুবাইব বিন আদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হত্যার দৃশ্য উপভোগ করতে পারে। যাঁকে তারা বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে বন্দি করেছিল।

হযরত সাঈদ মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাঁর পূর্ণ যৌবন ও প্রস্ফুটিত তারুণ্য কাটিয়েছিলেন। এমনকি তিনি কোরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ান, সফওয়ান বিন উমাইয়া ও অন্যান্য নেতাদের সমকক্ষ হয়ে গেলেন, যারা নেতৃত্বের শীর্ষে অবস্থান করত।

আর এ কারণেই হযরত সাঈদের কোরাইশী বন্দিকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসার দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়ে উঠল। তখন সকল মহিলা, শিশু ও যুবক ওই বন্দির মৃত্যুর দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় ছিল। যাতেকরে এই হত্যার দ্বারা তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে এবং বদর যুদ্ধে তাদের নিহত নেতাদের বদলা গ্রহণ করতে পারে।

* * *

যখন মানুষের এই বিশাল দল একত্রিত হয়ে বন্দি হযরত খুবাইবকে হত্যা করার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে তখন হযরত সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী সেখানে পা লম্বা করে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হত্যার স্থানে অবস্থান নিলেন। ঠিক সেই সময়ে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে কাঠের শূলিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন সময় তিনি মহিলা ও শিশুদের প্রচণ্ড শোরগোলের মাঝে প্রশান্ত ও দীপ্ত কণ্ঠের একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন।

আর সেই আওয়াজটি ছিল হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পবিত্র মুখ থেকে বেরকৃত আওয়াজ।

তিনি বললেন: "তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় হত্যা করার আগে আমাকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দিবে, তাহলে দাও।"

হযরত সাঈদ বিন আমের তাঁর দিকে লক্ষ্য করলেন, তিনি দেখলেন হযরত খুবাইব কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ সম্পূর্ণ করেন।

আহা! কতই না সুন্দর ছিল ওই নামাজ আর কতই না পরিপূর্ণ ছিল।

এরপর হযরত সাঈদ তাঁকে দেখলেন তিনি মক্কার নেতাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন- "আল্লাহর শপথ করে বলি, যদি তোমরা এই ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি তাহলে আমি আরো দীর্ঘ করে নামাজ আদায় করতাম।"

তারপর সাঈদ নিজ চোখে দেখলেন কিভাবে তার জাতি হযরত খুবাইবকে জীবিত অবস্থায় একের পর এক অঙ্গ কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করছিল। তারা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক কাটছিল আর বলছিল-

"তুমি কি এটি পছন্দ কর তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করা হবে আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

হযরত খুবাইবের শরীর থেকে তখন রক্ত অনবরত ঝরছিল সেই কঠিন মুহূর্তে তিনি বললেন:

"আল্লাহর শপথ করে বলি, আমি নিরাপদে আমার পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি কাঁটা বিঁধতে হবে তাও আমি পছন্দ করি না............।"

মানুষ তখন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে জোরে জোরে বলতে লাগল:

তাকে হত্যা কর........

তাকে হত্যা কর..........

তারপর সাঈদ বিন আমের দেখলেন, শূলিবিদ্ধ খুবাইব চক্ষু আকাশের দিকে তুলে বলতে লাগলেন:

"হে আল্লাহ! তুমি এদের সংখ্যা গুণে রাখ এবং এদেরকে হত্যা করে ধ্বংস করে দাও আর এদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।"

এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁকে মতো বেশি তরবারি ও বর্শা দ্বারা আঘাত করা হয় যা কেউ গণনা করতে সক্ষম হয়নি।

* * *

তারপর কোরাইশরা মক্কায় ফিরে আসে। এরপর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা খুবাইবকে ভুলে গেল এবং ভুলে গেল তাঁকে হত্যা করার সেই বিস্ময়কর দৃশ্যকে, কিন্তু টগবগে যুবক হযরত সাঈদ বিন আমের তা ভুলতে পারেননি। কোনো এক মুহূর্তের জন্যেও খুবাইবের সেই ঘটনা তাঁর চোখ থেকে অদৃশ্য হয়নি।

তিনি ঘুমের মাঝে তা স্বপ্নে দেখতেন এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও ওই দৃশ্যগুলো তাঁর সামনে ভাসতো। হযরত খুবাইবের কাঠের শূলির সামনে নির্বিঘ্নে দুই রাকাত

নামাজ আদায় করার সেই দৃশ্য বার বার তাঁর সামনে ভেসে উঠত। হযরত খুবাইবের কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে বদদোয়া করেছেন সেই প্রতিধ্বনিগুলো তাঁর কানে বার বার বেজে উঠত। আর এই কারণে তিনি সর্বদা ভয়ে থাকতেন না জানি আকাশ থেকে কোনো বজ্র এসে তাঁর ওপর পতিত হয়। আবার না জানি আল্লাহর কোনো গজব এসে তাঁকে ধ্বংস করে দেয়।

তথাপি হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাঈদ বিন আমেরকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা তিনি আগে জানতেন না।

তিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন- সত্যিকারের জীবন হচ্ছে ধার্মিকতার জীবন ও মৃত্যু পর্যন্ত ওই ধার্মিকতার পথে জিহাদ করার জীবন।

তিনি তাঁকে আরো শিক্ষা দিয়েছেন- সুদৃঢ় ঈমান আশ্চর্যজনক কাজ করে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে।

তিনি তাঁকে আরেকটি বিষয় বললেন: যে লোকটিকে সাহাবিগণ ভালোবাসেন তিনি আসমান থেকে প্রেরিত নবী।

এই সকল বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাআলা হযরত সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বক্ষকে ইসলামের জন্যে প্রশস্ত করে দিলেন। তিনি এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন- তিনি কুরাইশদের এই সকল পাপ থেকে আজ থেকে মুক্ত, সকল মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত এবং তিনি আজ থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করেছেন।

* * *

এরপর হযরত সাঈদ বিন আমের মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় এসে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে থাকতে শুরু করেন। খায়বারসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকটে চলে গেছেন তখন তিনি খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতের সময়ে নাঙ্গা তলোয়ারের মতো ইসলামের পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি ওই সকল মুমিনদের মতো ভিন্নভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন যাঁরা দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করেছিলেন এবং মনের সকল চাহিদা ও শরীরের সকল কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর প্রতিদানকে পছন্দ করেছিলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তাকওয়া ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানতেন এমনকি তাঁরা তাঁর উপদেশ শুনতেন এবং বিশেষ গুরুত্বের সাথে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

হযরত সাঈদ বিন আমের হযরত উমর -এর খেলাফতের শুরুতে তার নিকটে প্রবেশ করে বললেন:

"হে উমর! আমি তোমাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। আর আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে তুমি মানুষকে ভয় করবে না। তুমি তোমার কথার সাথে কাজের অমিল করবে না, কেননা উত্তম কথা হচ্ছে- যে কথা বাস্তবায়ন করা হয়।

"হে উমর! তুমি তোমার চেহারা, কাছের ও দূরের ওই সকল মুসলমানদের দিকে ফিরাও যাদের জন্যে আল্লাহ তোমাকে নিয়োজিত করেছেন। তুমি নিজের জন্যে ও নিজের পরিবারের জন্যে যা পছন্দ কর তা তাদের জন্যেও পছন্দ করবে আর যা অপছন্দ করবে তা তাদের জন্যেও অপছন্দ করবে। সত্যের পথে অবিচল থাকতে সকল প্রকার কষ্টকে স্বাচ্ছন্দ্যে বরণ করে নিবে। আর আল্লাহর হুকুম বাস্ত বায়নে কারো নিন্দার ভয় করবে না।"

হযরত উমর বললেন: হে সাঈদ! কে আছে এমন যে এর ওপর আমল করতে সক্ষম হবে?

হযরত সাঈদ বললেন: তোমার মতো লোক এর ওপর আমল করতে সক্ষম হবে যাকে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ -এর উম্মতের অভিভাবক বানিয়েছেন, কেননা তোমার ও আল্লাহর মাঝে আর কেউ নেই।

* * *

তখন হযরত উমর হযরত সাঈদ -কে তার সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করলেন।

তিনি বললেন: হে সাঈদ! আমি আপনাকে হেমস্‌বাসীদের আমীর হিসেবে নিয়োগ দিলাম।

হযরত সাঈদ বললেন: হে উমর! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আমাকে পরীক্ষায় ফেলবে না।

তার এই কথায় হযরত উমর খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন: কি আশ্চর্য...........! তোমরা আমার ঘাড়ে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না। এরপর তিনি তাঁকে হেমস্‌ শহরের গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত করলেন।

হযরত উমর বললেন: আমি কি আপনার জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারিত করে দিব না?

হযরত সাঈদ বিন আমের বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! বেতন ভাতা দিয়ে আমি কি করব? কেননা বায়তুলমালের বেতন-ভাতা আমার প্রয়োজনের থেকেও বেশি। তারপর তিনি হেমসে চলে গেলেন।

* * *

কিছুদিন পার না হতেই আমীরুল মুমিনীনের বিশ্বস্ত হেমসের কিছু লোক তাঁর নিকটে আগমন করে।

হযরত উমর তাদেরকে বললেন: তোমরা তোমাদের গরিব লোকদের নামের তালিকা দাও যাতেকরে আমি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারি।

তারা তাঁর হাতে গরিব লোকদের একটি তালিকা দিল, সেখানে অনেক ব্যক্তির নাম ছিল তার মধ্যে হযরত সাঈদ বিন আমেরের নামও ছিল।

হযরত উমর বললেন: সাঈদ বিন আমের কে?

তারা বলল: আমাদের গভর্নর।

হযরত উমর আশ্চর্য হয়ে বললেন: তোমাদের গভর্নর গরিব!

তারা বলল: হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এমন অনেক দিন অতিবাহিত হয় তাঁর চুলায় আগুন জ্বলে না।

এ কথা শুনার পর হযরত উমর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি মতো বেশি কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে গেল। তিনি তাঁর নিকটে এক হাজার দিনার পাঠানোর ইচ্ছা করেন। ওই দিনারগুলো একটি থলেতে দিয়ে বললেন: তোমরা তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে আর বলবে: আপনার প্রয়োজন মিটানোর জন্যে এগুলো আমীরুল মুমিনীন আপনাকে দিয়েছেন।

* * *

হযরত ওমরের পাঠানো প্রতিনিধি দল দিনারের থলে নিয়ে তাঁর নিকটে আগমন করল। হযরত সাঈদ দিনারের থলেটি দেখার সাথে সাথে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন বলে তা দূরে নিক্ষেপ করলেন। মনে হয় যেন তাঁর ওপর বিশাল কোনো মসিবত নেমে এসেছে অথবা মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে বললেন: হে সাঈদ! আপনার কি হয়েছে?....... নাকি আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করেছেন?

তিনি বললেন: ; বরং এর থেকেও ভয়ানক।

তাঁর স্ত্রী বললেন: মুসলমানরা কি কোথাও আক্রান্ত হয়েছে?

তিনি বললেন: ; বরং এর থেকেও ভয়ানক।

তাঁর স্ত্রী বললেন: এর থেকে ভয়ানক কি ঘটেছে?

তিনি বললেন: আমার আখেরাত নষ্ট করার জন্যে দুনিয়া আমার নিকটে চলে এসেছে। ফিতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

তাঁর স্ত্রী বললেন: আপনি তা থেকে মুক্ত হোন।

অথচ তাঁর স্ত্রী তখনো দিনার সম্পর্কে কিছুই জানেননি।

তিনি বললেন: তুমি কি আমাকে এতে সাহায্য করবে?

তাঁর স্ত্রী বললেন: হ্যাঁ।

এরপর তিনি থলেটি নিয়ে গরিব মুসলমানদের মাঝে সবগুলো দিনার বিলিয়ে দিলেন। নিজের জন্যে একটি দিনারও রাখলেন না।

* * *

এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হেমসের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন সিরিয়া যাওয়ার পথে হেমস্ শহরে যাত্রাবিরতি করেন। এই শহরকে 'কুহাইফা' বা ছোট কুফা নামেও ডাকা হতো। এটি কুফা শব্দের তাসগীর এবং হেমসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কেননা এই শহরের অধিবাসীরা তাদের গভর্নর ও সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে অধিক অভিযোগ করত যেমনিভাবে কুফাবাসীরা করত।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহরে পা রাখার পর শহরের অধিবাসীরা তাঁকে সালাম ও স্বাগতম জানাতে ছুটে আসল।

তিনি তাদেরকে বললেন: তোমাদের গভর্নর কেমন?

তারা হযরত সাঈদের ব্যাপারে তাঁর নিকটে চারটি অভিযোগ করে। এইগুলো একটি অন্যটির চেয়েও মারাত্মক ছিল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

এরপর আমি সাঈদকে ও শহরের অধিবাসীদেরকে একত্রিত করলাম। আর আল্লাহর নিকটে দোয়া করলাম আল্লাহ যেন সাঈদের ব্যাপারে আমার সু-ধারণাকে নষ্ট না করে দেয়। কেননা তাঁর ব্যাপারে আমি অনেক ভালো ধারণা করতাম। যখন তাদের গভর্নর ও তারা আমার নিকটে একত্রিত হলো তখন আমি তাদেরকে বললাম: তোমাদের গভর্নরের ব্যাপারে তোমাদের কি কি অভিযোগ?

তারা বলল: সূর্য পূর্বাকাশ ছেড়ে উপরে না উঠা পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকটে আসেন না। অর্থাৎ প্রত্যহ দেরি করে দরবারে উপস্থিত হন।

আমি বললাম: হে সাঈদ! এই অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

হযরত সাঈদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি এ কথা বলতে অপছন্দ করি, কিন্তু আমি এখন বলতে বাধ্য, তা হচ্ছে আমার কোনো খাদেম নেই আর এই কারণেই আমি সকালে আমার পরিবারের জন্যে গম পিসে ময়দা বানিয়ে দিই। তারপর তা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এরপর তা দ্বারা

আমার পরিবারের জন্য রুটি বানাই। রুটি বানানো শেষ করে আমি অযু করি এবং মানুষের নিকটে বের হয়ে আসি।

হযরত উমর বললেন: তারপর আমি তাদেরকে বললাম: তার ব্যাপারে তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল: তিনি রাতে কারো ডাকে সাড়া দেন না।

আমি বললাম: হে সাঈদ! এই অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

হযরত সাঈদ বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি এই বিষয়টি প্রকাশ করা অপছন্দ করছি........... আর তা হচ্ছে আমি দিনে জনকল্যাণকর কাজের জন্যে নির্ধারণ করেছি আর রাত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্যে নির্ধারণ করেছি।

আমি বললাম: তার ব্যাপারে তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল: তিনি মাসে এক দিন আমাদের নিকটে আসেন না।

আমি বললাম: হে সাঈদ! এই অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

হযরত সাঈদ বললেন: আমার কোনো খাদেম নেই আর আমার পরিহিত এ জামা ব্যতীত আর কোনো জামাও নেই। এই কারণে আমি মাসে একবার জামাটি ধৌত করি। এরপর জামাটি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। দিনের শেষে জামাটি শুকানোর পর আমি তাদের নিকটে আসি।

আমি বললাম: তার ব্যাপারে তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল: অনেক সময় তিনি সভায় থেকেও অন্যমনস্ক হয়ে যান।

আমি বললাম: হে সাঈদ! তুমি এমন কর কেন?

হযরত সাঈদ বললেন: আমি খুবাইব বিন আদীকে হত্যা করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি মুশরিক ছিলাম। আমি কোরাইশদেরকে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করতে দেখেছি। তখন তারা তাকে বলল: তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করা হবে আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে, তুমি কি তা পছন্দ কর।

হযরত খুবাইব তখন বললেন: আল্লাহর শপথ করে বলি, আমি নিরাপদে আমার পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ -কে একটি কাঁটার আঘাত সইতে হবে তাও আমি পছন্দ করি না।

আল্লাহর শপথ! যখনি আমার এই ঘটনা মনে পড়ে আমি কেন তাঁকে সাহায্য করলাম না তখনি আমার মনে হয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না, আর এই চিন্তা আমাকে অন্যমনস্ক করে ফেলে।

হযরত সাঈদ বিন আমের থেকে অভিযোগের এই জবাবগুলো শুনে হযরত উমর বললেন: সকল প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার যিনি সাঈদের ব্যাপারে আমার ধারণাকে সঠিক করেছেন।

তারপর হযরত উমর তাঁর জন্যে এক হাজার দিনার পাঠালেন যাতেকরে তিনি তাঁর প্রয়োজন মিটাতে পারেন।

যখন তাঁর স্ত্রী তা দেখলেন তিনি বললেন: সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্যে যিনি এই দিনারগুলো দ্বারা আমাদেরকে আপনার পরিশ্রম করা উপার্জন খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে এর দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করুন এবং একজন খাদেম নিয়োজিত করুন।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে বললেন: তোমার জন্যে এমন কিছু নেই যা এর থেকে উত্তম হবে?!!!

তিনি বললেন: তা কি?

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: যিনি এই সম্পদ আমাদেরকে দান করেছেন আমরা তাঁর কাছে তা ফেরত দিব, কেননা তাঁর নিকটে যা আছে এর জন্যে আমরা আরো বেশি মুখাপেক্ষী।

তিনি বললেন: তা কি?

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমরা উত্তম প্রতিদানের জন্যে আল্লাহর নিকটে তা গচ্ছিত রাখব।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাই করুন এবং আপনি উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হউন।

তিনি বসার থেকে উঠার আগেই তা কয়েক ভাগে ভাগ করে তাঁর পরিবারের একজনকে বললেন: তুমি এগুলো নিয়ে অমুক বিধবাকে দিয়ে আস এবং এগুলো নিয়ে অমুক ব্যক্তির ইয়াতিম সন্তানদেরকে দিয়ে আস এবং এগুলো নিয়ে অমুক মিসকিনকে দিয়ে আস এবং এগুলো নিয়ে অমুক গরিবকে দিয়ে আস।

* * *

আল্লাহ হযরত সাঈদ বিন আমের আল জুহানীর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি ছিলেন ওই লোকদের কাতারে যাঁরা দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জীবনের সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

তথ্য সূত্র

১. তাহযীবুত্ তাহযীব - ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃ.।
২. ইবনু আসাকির - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৫-১৪৭ পৃ.।
৩. সিফাতুস্ সফওয়া - ১ম খন্ড, ২৭৩ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলীয়া - ১ম খন্ড, ২৪৪ পৃ.।
৫. তারীখুল ইসলাম - ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃ.।
৬. আল ইসাবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৩২৬ পৃ.।
৭. নসবু কোরাইশ - ৩৯৯ পৃ.।

হযরত তোফাইল বিন আমর আদ্দাউসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

"হে আল্লাহ! তাকে একটি নিদর্শন দান কর যা তাকে তার নিয়তকৃত ভালো কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করবে।"

[তাঁর জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশেষ দোয়া]

হযরত তোফাইল বিন আমর আদ্দাউসী জাহিলী যুগে দাউস গোত্রের সর্দার ছিলেন এবং আরবদের বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের একজন ছিলেন। তাছাড়াও আরবদের উল্লেখযোগ্য বীরদের তালিকায় তিনিও ছিলেন।

তাঁর চুলা থেকে কখনো পাত্র নামানো হতো না এবং তাঁর ঘরের সামনের দরজা কখনো বন্ধ করা হতো না।

তিনি ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, বিপদগ্রস্তকে নিরাপত্তা দিতেন আর আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দিতেন।

তিনি একজন ভাষাবিদ, প্রখর মেধার অধিকারী ও প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি এমন একজন কবি ছিলেন যাঁর কবিতা মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করত, তাঁর বক্তৃতা মানুষের ওপর জাদুর মতো কাজ করত।

* * *

হযরত তোফাইল তাঁর গোত্রের লোকদেরকে তিহামায় রেখে মক্কার দিকে পথ দিলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কোরাইশ কাফেরদের মাঝে দ্বন্দ্ব চলছিল। উভয় পক্ষের লোকেরা নিজেদের পক্ষে ব্যাপক প্রচার করছে এবং নিজের দলের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করছে।

উভয় দল নিজের সহযোগী বাড়ানোর ও নিজের দলের প্রতি সাহায্য পাওয়ার কামনা করত।

একদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করছেন তাঁর হাতিয়ার হচ্ছে ঈমান ও সত্যবাদিতা।

অন্যদিকে মক্কার কাফেররা জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও মিথ্যাবাদিতা দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই লড়াইয়ের মাঝে হযরত তোফাইল কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এসে পড়েছেন এবং কোনো রকম ইচ্ছা ব্যতীত এর মাঝে জড়িয়ে পড়েন।

কিন্তু তিনি মক্কা নগরীতে এ রকম কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেননি এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কোরাইশদের ব্যাপারে তাঁর কোনো ধারণাও ছিল না। কিন্তু

তারপরেও ঈমান ও কুফরীর লড়াইয়ে তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা কখনো ভুলার মতো না। আর সেই ঘটনাটি আমরা এখন মনযোগ সহকারে শ্রবণ করব। কেননা তা অনেক আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা।

* * *

হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই সেই ঘটনা বর্ণনা করেন........

তিনি বলেন:

আমি মক্কা আগমন করার পর কোরাইশদের নেতারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করলো এবং তারা আমাকে অনেক উত্তমভাবে স্বাগতম জানাতে লাগল এবং অনেক বেশি সম্মান করতে লাগল।

তারপর কোরাইশদের বড় বড় নেতারা আমার নিকটে জমা হলো এবং তারা বলল: হে তোফাইল! তুমি এইমাত্র আমাদের দেশে এসেছ, আর এ ব্যক্তি যে নিজেকে নবী মনে করে আমাদের কাজে ফাসাদ সৃষ্টি করছে, আমাদেরকে হেস্ত নেস্ত করছে, আমাদের দলকে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। এ জন্যেই আমরা তোমার ও তোমার গোত্রের ব্যাপারে ভয় করছি, না জানি সে তোমার ও তোমার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তুমি লোকটির সাথে কোনো কথা বলবে না এবং তার কোনো কথা শুনবেও না। কেননা তার কথা জাদুর মতো, যা বাবা ও ছেলের সম্পর্ক, ভাই ও বোনের সম্পর্ক এবং স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে দেয়।

হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আল্লাহর শপথ করে বলি, তারা আমাকে তাঁর ব্যাপারে যে আশ্চর্যজনক খবর শুনিয়েছে এবং তাঁর বিস্ময়কর কাজের কথা বলে আমার ও আমার গোত্রের ব্যাপারে যে কঠিন ভয় দেখিয়েছে তা আমার মন থেকে যাচ্ছিল না। এমনকি আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি আমি তাঁর নিকটবর্তী হব না এবং তাঁর সাথে কোনো কথা বলব না, তাঁর কোনো কথা শুনবও না।

যখন আমি সকালবেলা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে এবং কা'বার ভেতরে থাকা মূর্তিদের থেকে পুণ্য লাভ করতে গেলাম, যে সকল মূর্তির নিকটে আমরা হজ্ব সম্পাদন করি এবং তাদেরকেই শুধু সম্মান প্রদর্শন করি তখন আমি আমার কানে তুলা গুঁজে দিলাম। যাতেকরে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কথা শুনতে না পাই, কিন্তু আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে সেই নামাজ আমাদের নামাজের মতো না। তিনি ইবাদত করছেন যে ইবাদত আমাদের ইবাদতের মতো না। তাঁর নামাজ ও ইবাদতের দৃশ্যটি আমার হৃদয়ে প্রভাববিস্তার করতে থাকে। আমি দেখলাম আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি

ধীরে ধীরে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি এবং আসতে আসতে আমি তাঁর নিকটে চলে আসছি। যদিও আমি তাঁর কথা শুনার ভয়ে কানে তুলা দিয়েছি, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তিনি আমার কর্ণকুহুরে তাঁর বাণী পৌছাবেনই। আর তাই কানে তুলা থাকার পরেও আমি তাঁর মনোমুগ্ধকর কালাম শুনতে পেলাম।

তারপর মনে মনে বলতে লাগলাম- হে তোফাইল! তোমার মা তোমাকে হারাতো, এই লোকটি একজন প্রজ্ঞাবান কবি। আর তোমার নিকটে খারাপ ভালো অস্পষ্ট নয়। তাহলে লোকটি যা বলে তা শুনতে তোমার বাধা কিসের..........?

যদি লোকটি ভালো কথা বলে তাহলে তুমি তা গ্রহণ করবে আর যদি খারাপ কথা বলে তাহলে তা তুমি পরিত্যাগ করবে।

* * *

হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: তারপর আমি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকলাম, কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমিও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম।

আমি তাঁকে বললাম: হে মুহাম্মদ! আপনার জাতির লোকেরা আপনার ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেছে। আল্লাহর শপথ! আপনার ভয়ে আমি আমার কান পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছি, যাতেকরে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে না পাই, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা আমাকে শুনাবেনই আর আমি যা শুনেছি তা অনেক সুন্দর..........। সুতরাং আপনি আপনার বিষয়টি আমার নিকটে স্পষ্ট করে তুলে ধরুন..........।

তিনি তাঁর বিষয়টি আমার নিকটে তুলে ধরলেন এবং তিনি আমাকে সূরা ইখলাস ও ফালাক পাঠ করে শুনালেন। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর কথা থেকে উত্তম কথা আর শুনতে পাইনি এবং তাঁর কাজ থেকে অধিক সঠিক কাজ আর কাউকে করতে দেখিনি। আর তখনি আমি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিই এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করি।

* * *

হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইসলামের বিধানসমূহ জানার জন্যে কিছু দিন মক্কায় অবস্থান করি এবং সেই সময়ে আমার নিকটে কোরআনের যে সকল আয়াত সহজে মুখস্থ করা সম্ভব হয়েছে তা মুখস্থ করি। যখন আমি আমার দেশে ফেরার ইচ্ছা করি তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার গোত্রের লোকেরা মান্য করে, আর আমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে এমন একটি নিদর্শন দান করেন যা তাদেরকে মুগ্ধ করে আমার আহ্বান করা পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে।"

রাসূল ﷺ বললেন: হে আল্লাহ আপনি তাকে একটি নিদর্শন দান করুন।

তারপর আমি আমার গোত্রকে যেখানে রেখে এসেছি সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। যখন আমি তাদের নিকটে এসে পৌছলাম তখন একটি নূর এসে আমার দুই চোখের মাঝে বাতির মতো জ্বলছিল।

আমি বললাম: হে আল্লাহ! তুমি এই নূর আমার চেহারা ব্যতীত অন্য স্থানে রাখ। কেননা আমি ভয় করলাম আমার জাতি যদি ধারণা করে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে শাস্তিস্বরূপ এটি আমার চেহারায় এসে পতিত হয়েছে............।

তারপর আল্লাহ তাআলা তা আমার মাথার মধ্য ভাগে নিয়ে এসেছেন। আর মানুষ এই নূরটি আমার মাথায় ঝুলন্ত বাতির মতো দেখছিল। আমি তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে নামছিলাম। যখন আমি বাহন থেকে নামলাম আমার বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি অনেক বৃদ্ধ ছিলেন।

আমি বললাম: হে আমার পিতা! আমার থেকে দূরে সরে যান কেননা আমি আপনার কেউ না আপনিও আমার কেউ না।

আমার পিতা বললেন: কেন হে বৎস?

আমি বললাম: আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য করেছি।

আমার পিতা বললেন: হে আমার ছেলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম: আপনি গিয়ে গোসল করুন এবং আপনার জামা-কাপড় পবিত্র করে আসুন তারপর আমি যা শিখেছি আপনাকে তা শিখাব।

তারপর তিনি গোসল করতে গেলেন এবং জামা-কাপড় পবিত্র করে আসলেন। তখন আমি তার নিকটে ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম। আর তিনি তা গ্রহণ করলেন।

তারপর আমার স্ত্রী আমার নিকটে আসল। আমি তাকে বললাম: আমার থেকে দূরে সরে যাও কেননা আমি তোমার কেউ না তুমিও আমার কেউ না।

আমার স্ত্রী বলল: আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হউক, কেন আমি দূরে সরে যাব?

আমি বললাম: ইসলাম তোমার আর আমার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করেছি।

আমার স্ত্রী বলল: তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম: তাহলে যাও, জুশ্‌শরায়ের পাশ ঘেঁষে পাহাড় হতে প্রবাহিত ঝর্নার পানি দ্বারা গোসল করে পবিত্র হয়ে আস।

আমার স্ত্রী বলল: আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। আপনি কি জুশ্‌সরায় সেই তরুণীর (মূর্তি) ব্যাপারে কোনো ভয় করেন না?

আমি বললাম: তোমার ও জুশ্‌সরায়ের জন্যে ধ্বংস। তুমি যাও, মানুষ থেকে দূরে গিয়ে গোসল করে আস। আমি তোমার জিম্মাদার, ওই বোবা পাথরের মূর্তিটি তোমার কিছুই করতে পারবে না।

তারপর সে গিয়ে গোসল করে আসল। তখন আমি তার নিকটে ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম আর সে তা গ্রহণ করল।

তারপর আমি দাউস গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলাম। আবু হুরায়রা ব্যতীত সকলেই আমার আহ্বানে সাড়া দিতে অনেক দেরি করে। তবে আবু হুরায়রা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

"তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মক্কায় গমন করি। আমার সঙ্গে আবু হুরায়রাও মক্কায় আসেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: তোমার গোত্রের কি অবস্থা?

আমি বললাম: তাদের অন্তরে কঠিন কুফরী রয়েছে, যা সত্যের পথে অন্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যার কারণে দাউস গোত্রের মাঝে গুনাহ ও অবাধ্যতা প্রাধান্য পেয়েছে।

এটি শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার জন্যে উঠে গেলেন। অযু করার পর তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর আসমানের দিকে দুই হাত উঁচু করেন।

হযরত আবু হুরায়রা বলেন: আকাশের দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত তোলা দেখে আমি ভয় পেয়েছি না জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জাতির বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেন আর এতে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি বলতে লাগলাম- হায় আমার জাতি............!

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন:

হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর...........

হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর............

হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর............

তারপর রাসূল ﷺ তোফাইলকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি তোমার জাতির নিকটে ফিরে যাও, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকতে থাক।

* * *

হযরত তোফাইল (রা.) বলেন:

রাসূল ﷺ-এর থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার এলাকায় ফিরে গেলাম। দাউসের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার পর আমি দাওয়াতের কাজে মগ্ন হই। আমি দীর্ঘ সময় ধরে টানা ইসলাম প্রচারের কাজ করি। এর মধ্যে একদিন রাসূল ﷺ নিজ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। আর এরই মাঝে পেরিয়ে গেল বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মতো ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মৃতিময় ও স্মরণীয় যুদ্ধগুলো। তারপর একদিন আমি দাউস এলাকা থেকে আশিটি পরিবার নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসি। যারা প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম অনুসারে তাদের জীবন গড়েছে। এতে রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং অন্য মুসলমানদের মতো আমাদের জন্যেও খায়বারের গনীমতের অংশ নির্ধারণ করলেন।

আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক যুদ্ধে আপনার ডান পার্শ্বে রাখুন (অর্থাৎ, বিশেষ বাহিনী হিসেবে রাখুন)। আর আমাদের একটি নির্দিষ্ট প্রতীক নির্ধারণ করুন।

তারপর থেকে মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত আমি রাসূল ﷺ-এর সাথেই ছিলাম।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে জুল কাফ্‌ফাইনে প্রেরণ করুন যাতেকরে আমি আমর বিন হামামার মূর্তিটি পুড়িয়ে ফেলতে পারি। রাসূল ﷺ আমাকে এ কাজে অনুমতি প্রদান করলেন।

যখন হযরত তোফাইল (রা.) সেখানে পৌঁছলেন এবং তা পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা করলেন। তখন পুরুষ, মহিলা ও শিশু নির্বিশেষে সেখানে এসে জড় হলো। তারা মনে মনে হযরত তোফাইল (রা.)-এর ধ্বংস কামনা করতে লাগল। ওই মূর্তি ধ্বংস করতে গেলে হযরত তোফাইলের ওপর কঠিন গজব আছড়ে পড়বে এরূপ কিছু দেখার জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্যদিকে হযরত তোফাইল মূর্তিটির হাজার হাজার পূজকদের সামনেই মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন প্রজ্বলনকালে তিনি ছন্দে ছন্দে আবৃতি করতে লাগলেন।

يا ذا الكفين لست من عبادكا

ميلادنا أقدم من ميلادكا

إني حشوت النار في فؤادكا

বঙ্গানুবাদ-

হে জুল কাফ্‌ফাইন
আমরা তোর পূজা করি না।
আমাদের জন্ম তোর জন্মের পূর্বে,
তাই এটা করা শোভাও পায় না।
আমি তোর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি
পারলে প্রতিশোধ নে না.....।

আগুন মূর্তিটিকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। আর সাথে সাথে জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে দাউস গোত্রের শিরক ও সব অপকর্ম। মূর্তির এই করুণ দৃশ্য দেখে দাউসে বসবাসরত সমগ্র জাতি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল।

* * *

এই ঘটনার পর থেকে তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ওই দিন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে ছিলেন যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকটে চলে গেলেন।

যখন খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে আসে, তখন তিনি নিজের জান, মাল ও সন্তানদেরকে খলীফার নির্দেশে কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে রিদ্দার যুদ্ধের ডাক আসলে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যারা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হলেন তিনি তাদের অগ্রভাগে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর ছেলে আমরও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন।

ইয়ামামার দিকে যুদ্ধযাত্রার পথে এক রাতে তিনি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকে বললেন: আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা আমাকে এর ব্যাখ্যা করে দাও।

তারা বলল: তুমি কি দেখেছ?

তিনি বললেন: আমি দেখেছি আমার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে, আর একটি পাখি আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। এরপর একজন মহিলা আমাকে তার পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলছে এবং আমার ছেলে আমর আমাকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করতে লাগল, কিন্তু তার মাঝে আর আমার মাঝে একটি প্রতিবন্ধক করে দেওয়া হলো যা তাকে আমার নিকটে আসতে দিচ্ছে না।

তারা বলল: আল্লাহ্ আপনার ভালো করুক..........।

আমি বললাম: জেনে রাখ, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর ব্যাখ্যা করে ফেলেছি।

আমার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে আমার মাথা কেটে ফেলা হবে।

আর যে পাখি আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে তা হচ্ছে আমার রূহ। আর যে মহিলা আমাকে তার পেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে তা হচ্ছে যমীন। যার পেটে আমাকে দাফন করা হবে।

...... যার কারণে আমি একান্তভাবে আশাবাদী, অবশ্যই আমি শাহাদাত বরণ করব।

আর আমার ছেলে আমর আমাকে অন্বেষণ করবে অর্থাৎ সে আমার ন্যায় শাহাদাত বরণ করতে প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধ করবে যে শাহাদাত দ্বারা আল্লাহ্ তাকে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু তা এই যুদ্ধে না; বরং অন্য আরেকটি যুদ্ধে সে লাভ করবে।

* * *

ইয়ামামার যুদ্ধে জলীলুল কদর সাহাবী হযরত তোফাইল বিন আমর আদ্দাউসী শত্রুদের মারাত্মক আক্রমণের শিকার হলেন। তিনি শত্রুদের পক্ষ থেকে মতো মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হলেন যে, যুদ্ধের ময়দানেই তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

আর তাঁর ছেলে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদেরকে তীব্র আক্রমণ করে। অবশেষে শত্রুদের আঘাতে আঘাতে তিনিও দুর্বল হয়ে পড়লেন। শত্রুরা তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে। যুদ্ধ শেষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা ও নিজ কর্তিত হাত ইয়ামামার মাটিতে দাফন করে মদিনায় ফিরে আসেন।

* * *

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত কালে একদিন হযরত আমর বিন তোফাইল তাঁর নিকটে আগমন করেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে খাবার নিয়ে আসা হলো, মানুষেরা তাঁর নিকটে বসা ছিল, তিনি সবাইকে খানা খাওয়ার জন্যে আহ্বান করলেন, কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন: তোমার কি হলো? মনে হয় তোমার ডান হাত না থাকায়, লজ্জায় তুমি খাদ্য গ্রহণ করছ না।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: জ্বী, আমীরুল মুমিনীন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি এই খাদ্যের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করব না যতক্ষণ না তুমি তোমার কর্তিত হাত দ্বারা এই খাদ্য ঘেটে দিবে।

আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে তুমি ব্যতীত কেউ এমন নেই যার কিছু অংশ জান্নাতে চলে গেছে (এই কথা দ্বারা তিনি কর্তিত হাতকে বুঝিয়েছেন)।

* * *

পিতার শাহাদাতের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে শাহাদাত বরণ করার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। যখন ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হলো তখন অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তিনিও জিহাদে অংশগ্রহণ করলেন। এই যুদ্ধে তিনি কঠিনভাবে শত্রুর বিপক্ষে অবস্থান নেন। অবশেষে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করতে করতে সেই কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেন যা তাঁর জন্য তাঁর বাবা কামনা করেছিলেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা হযরত তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর রহম করুক। তিনি নিজেও শাহাদাত বরণ করেছেন, আর তাঁর পুত্র আমরও শাহাদাত বরণ করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবাহ্ - ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃ।
৩. উস্‌দুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৪৫-৫৫ পৃ.।
৪. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়াহ্ - ১ম খণ্ড, ২৪৫-২৪৬ পৃ.।
৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ২৪৮-২৫০ পৃ.।
৬. মুখতাসারু তারিখি দিমাস্ক - ৭ম খণ্ড, ৫৯-৬৪ পৃ.।
৭. আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃ.।
৮. শুহাদাউল ইসলাম - ১৩৮-১৪৩ পৃ.।
৯. সিরাতু বাতল লি মুহাম্মদ যায়দান (দারুস সাউদিয়া) ১৩৮৬ হিঃ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুজাফা আস্‌সাহমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার কপালে চুমু খাওয়া, আর আমি নিজেই সর্বপ্রথম তা শুরু করছি।"

[তাঁর সম্মানে হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বাণী]

আমাদের এই জীবন-কাহিনীর বীর হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত সাহাবী যাঁকে আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা আস্‌সাহমী বলে ডাকা হতো।

কোনো প্রকার কথা বলা ব্যতীত ইতিহাস তাঁকে পাশ কেটে চলে যেত যেমনিভাবে তাঁর গোত্রের অন্য সাধারণ আরবদেরকে পাশ কেটে চলে গেছে। কিন্তু ইসলাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে তৎকালীন বিশ্বের শক্তিশালী দুই সম্রাটের সাথে দেখা করার সুযোগ করে দিল। তারা হচ্ছে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা এবং রোমান সম্রাট কায়সার।

আর এই দুই সম্রাটের সাথে সাক্ষাতে আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার সাহসিকতা সবাইকে অবাক করে দিল। যা ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে।

যা হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সকল মুসলমানদের অন্তরে স্থান করে দিয়েছে।

* * *

পারস্যের সম্রাট কিস্‌রার সাথে ঘটিত ঘটনা যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল.....

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের থেকে এক দল লোককে অনারব সম্রাট কিস্‌রার নিকটে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করার সংকল্প করলেন।

এটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করতে পেরেছেন।

কেননা তারা একটি দূরবর্তী দেশে যাবে আর ওই দেশের সাথে মুসলমানদের কোনো প্রকার শান্তি চুক্তিও নেই..........।

তাছাড়া পত্রবাহকরা ওই দেশের ভাষাও জানে না। আর ওই রাজ্যের সংস্কৃতিও তাদের পরিচিত না।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, পত্রবাহকরা তাদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্ম, কর্ম, সম্মান ও নেতৃত্ব ত্যাগ করে এমন এক জাতির ধর্ম গ্রহণ করতে বলবে, যে জাতি

কিছু দিন আগেও তাদের অনুসারী ছিল। আর এই সকল কারণে সফরটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, যে এই সফরে যাবে তাকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যেতে হবে। কেননা এই সফর থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আর যে ফিরে আসতে পারবে সে যেন নব-জন্মগ্রহণকারী শিশুর মতো আরেকটি জীবন পাবে।

এ মহান কাজের কঠিন পরিস্থিতির কথা ভেবে সাহাবায়ে কেরাম যাতে মনোবল না হারান এবং মানসিকভাবে এ মহান কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন।

এ ভাষণে তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর বললেন:

"আমি ইচ্ছা করেছি তোমাদের থেকে কিছু লোককে অনারবদের রাজ্যে প্রেরণ করব। সুতরাং বনী ইসরাইল যেভাবে তাদের নবীদের বিরোধিতা করেছে তোমরা তাদের মতো আমার বিরোধিতা করবে না।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণ বললেন: আপনি যা করতে চাইবেন আমরা তা বাস্তবায়ন করব। সুতরাং আপনি যেখানে চান আমাদেরকে প্রেরণ করুন।

* * *

আরব ও অনারবদের রাজ্যে পত্র প্রেরণ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে ছয়জনকে বেছে নিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাও ছিলেন। তাঁকে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার নিকটে চিঠি প্রেরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা তাঁর বাহন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান থেকে বিদায় নিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান আদেশ পালন করতে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এই বিপদসঙ্কুল পথ কখনো তাঁকে পাহাড়ের উঁচুতে উঠিয়েছে আবার কখনো নিম্নভূমিতে নামিয়েছে। আর তিনি একা একাই এই মরণরাস্তা অতিক্রম করছিলেন, সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই ছিল না। অবশেষে তিনি পারস্য রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলেন।

পারস্য রাজভবনের সামনে গিয়ে তিনি সম্রাট কিস্‌রার নিকটে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং সম্রাটের অনুচরকে পত্রের ব্যাপারে অবহিত করলেন।

আরব থেকে দূত আগমন করার কথা জেনে সম্রাট তার ভবনকে সাজানোর নির্দেশ দিল। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী রাজভবনকে সুন্দর করে সাজানো হলো। সম্রাট তার বিশিষ্ট নেতাদেরকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করল। তার

আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা সভায় উপস্থিত হলো। এরপর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে রাজকক্ষে প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাধারণ জুব্বা ও পাগড়ি পরিধান করা বেদুঈনদের বেশে পারস্য সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর সাহসিকতা ছিল আকাশচুম্বি, মনোবল ছিল পাহাড়ের মতো অটল। আর তখন তাঁর চেহারা মোবারক ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

যখন সম্রাট তাঁকে পত্রটি হস্তান্তর করার জন্য সামনের দিকে আসতে দেখলো, তখন সে তার নিয়োজিত ব্যক্তিদের একজনকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার হাত থেকে পত্রটি নেওয়ার জন্যে ইশারা করল।

কিন্তু তিনি বললেনঃ না, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন পত্রটি যেন সরাসরি আপনার হাতে হস্তান্তর করি। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না।

তখন সম্রাট বললঃ তাকে আমার কাছে আসতে দাও। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা তার নিকটে গিয়ে তার হাতে পত্রটি হস্তান্তর করলেন।

সম্রাট কিসরা তখন হিরার অধিবাসী এক আরবী লেখককে ডেকে পাঠাল। তাকে আদেশ দিল কিতাবটি তার সামনে খুলে পাঠ করে শুনাতে এবং এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে। সম্রাটের আদেশ অনুসারে লেখক পত্রটি পাঠ করা শুরু করল-

> "পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি।
>
> আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের সম্রাটের প্রতি। যারা হেদায়েতের ওপর আছে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক...................... ।"

এতটুকু শুনার পর তার বক্ষে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল, তার চেহারা লাল হয়ে গেল, তার ঘাড়ের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম দিয়ে পত্রটি শুরু না করে নিজের নাম দিয়ে শুরু করেছেন। সে লেখকের হাত থেকে পত্রটি ছিনিয়ে নিল এবং তাতে কি আছে তা জানা ব্যতীতই পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। আর চিৎকার করে বলতে লাগল- সে আমার গোলাম হয়ে আমার নিকটে এটি লিখল.....?!

তারপর সে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে সভা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিল। তার নির্দেশমতো তাঁকে বের করে দেওয়া হলো।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুজাফা সম্রাটের সভা থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি তখনো জানেন না আল্লাহ তাঁর ভাগ্যে কি লিখে রেখেছেন। তাঁকে কি হত্যা করা হবে না কি ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু তিনি মনে মনে বললেন: আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া দায়িত্ব পালন করার পর এর পরিণতির ব্যাপারে আমি কোনো কিছুই পরওয়া করি না। এরপর তিনি বাহনে চড়ে মদিনার পথে রওয়ানা দিলেন।

যখন সম্রাটের রাগ কমে তখন সে আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে তার দরবারে ডাকলো, কিন্তু তাঁকে সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা তাঁকে আরবের রাস্তায় খুঁজতে লাগল, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পায়নি। কেননা তিনি এতক্ষণে পারস্যের সীমান্ত পার হয়ে গেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিলেন এবং পত্র ছিড়ে টুকরো টুকরো করার কথা জানালেন। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এটুকু বললেন: আল্লাহ তাআলা তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে ফেলুক।

* * *

ওই দিক দিয়ে পারস্য সম্রাট ইয়ামানের গভর্নর বাজানের নিকটে ফরমান জারি করে পত্র পাঠালো- তুমি দুই জন শক্তিশালী লোককে প্রেরণ করে হিজাজে উদিত সেই লোকটিকে আমার নিকটে ধরে নিয়ে আস। বাজান তার পছন্দের দুই জন লোককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে পাঠালেন। তারা বাজানের যে পত্রটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যাবে, তাতে লিখা ছিল- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন কালবিলম্ব না করে তাঁর প্রেরিত সৈন্যদের সাথে পারস্য সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার দরবারে হাজির হয়।

বাজান তার দুই সৈন্যকে বলে দিলেন- তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান ও কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখে এবং এই ব্যাপারে তাঁকে অবগত করে।

* * *

সৈন্য দুই জন তাদের যাত্রা শুরু করে। চলতে চলতে তারা তায়েফে এসে পৌঁছলো। তায়েফে তাদের সাথে কোরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলার দেখা হলো। তারা তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কাফেলার লোকেরা বলল: সে ইয়াসরিবে আছে।

এরপর ব্যবসায়ী কাফেলা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে মক্কায় ফিরে গেল। মক্কায় গিয়ে তারা কোরাইশদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে বলল: তোমরা চক্ষু শীতল কর অর্থাৎ- সুসংবাদ গ্রহণ কর, মুহাম্মদের পেছনে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা লেগেছে। আর কিস্‌রার শাস্তিই তোমাদের প্রতিশোধের জন্য যথেষ্ট।

অন্যদিকে ওই দুই জন সৈন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশে মদিনার দিকে রওয়ানা করে। মদিনায় পৌছে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পত্রটি হস্তান্তর করল। তারা বলল: আমাদের সম্রাট বাজানকে পারস্য সম্রাট এ আদেশ দিয়েছে- তিনি যেন আপনার নিকটে সৈন্য প্রেরণ করে আপনাকে তার দরবারে হাজির করেন। আর তাই আমরা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি; সুতরাং আপনি যদি বিনা বাক্যে আমাদের সাথে রওয়ানা করেন তাহলে আমরা পারস্য সম্রাটের নিকটে আপনার জন্য সুপারিশ করব। যা আপনার উপকারে আসবে এবং তার শাস্তি থেকে আপনাকে বাঁচাবে। আর যদি আপনি যেতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনাকে ও আপনার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারস্য সম্রাটের কতটুকু ক্ষমতা ও শক্তি আছে, সে সম্পর্কে তো অবশ্যই আপনার জানা আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন: আজ তোমরা সস্থানে ফিরে যাও। আগামী কাল এসো।

পরের দিন সকালে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল: আপনি পারস্য সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্যে আমাদের সাথে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন: আজকের পর আর তোমরা পারস্য সম্রাটের সাথে দেখা করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে হত্যা করেছেন। অমুক মাসের..... অমুক রাতে...... আল্লাহ্ তাআলা তার ছেলে শিরাওয়াই-এর হাতে তাকে পরাভূত করেছেন।

তাদের দৃষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো। তাদের চেহারায় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

তারা বলল: আপনি জানেন আপনি কি বলছেন? আমরা এটি বাজানের নিকটে লিখব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, এবং তোমরা তাকে বলবে:

"আমার ধর্ম অতি শীঘ্রই কিসরার রাজ্য যতটুকু পৌছেছে ততটুকু পৌছে যাবে। সুতরাং তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমাকে আমি তোমার আয়ত্তে থাকা রাজ্যটি দান করব এবং তোমাকে তোমার গোত্রের বাদশাহ্ বানাব।"

* * *

তারপর ওই দুই সৈন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে চলে গেল। তারা বাজানের নিকটে এসে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল।

বাজান বললেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি একজন নবী আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা তাকে দেখে নিব। তাঁকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি এর মধ্যে একদিন শিরাওয়াই-এর পত্র তার নিকটে এসে পৌছলো। সেই পত্রে শিরাওয়াই বলল: আমি পারস্য সম্রাটকে হত্যা

করেছি। আমার জাতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই আমি তাকে হত্যা করেছি। কেননা সে অনেক সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে তাদের মহিলাদেরকে বন্দি করেছে এবং তাদের সম্পদ লুট করেছে। যখনই আমার পত্র তোমার নিকটে পৌছবে তখনই তোমার কাছে যারা আছে তাদের থেকে আমার আনুগত্যের স্বীকৃতি নিবে।

এ পত্রটি পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাজান ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন এবং তার সাথে ইয়ামানে অবস্থানরত সকল পারস্যবাসীও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

* * *

বর্ণিত কাহিনীটি ছিল হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার সাথে পারস্য সম্রাটের সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনী।

তাহলে রোমান সম্রাটের সাথে ঘটে যাওয়া সেই কাহিনীটি কী?

হ্যাঁ, এবার শুনুন রোমান সম্রাটের সাথে ঘটে যাওয়া সেই কাহিনী-

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসন কালে রোমান সম্রাটের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার সাথে ঘটে যাওয়া সেই কাহিনীটি অনেক চমৎকার।

ঊনবিংশ হিজরীতে রোমের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাও ছিলেন। ইতোমধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ঈমানী শক্তি ও সাহসিকতার কথা রোমান সম্রাটের কানে গিয়ে পৌছে। আল্লাহর জন্যে যুদ্ধের ময়দানে নির্ভীকভাবে মুসলিম সৈন্যদের শহীদ হওয়ার কথাও সে জানতে পারে।

আর তাই সে তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ করে- যখন তারা বিজয় লাভ করবে তখন তারা যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের থেকে কাউকে বন্দি করে জীবিত নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা তাদের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন। তারা তাঁকে বন্দি করে তাদের সম্রাটের নিকটে নিয়ে গিয়ে বলল: এ লোকটি মুহাম্মদের অগ্রগামী সাহাবীদের একজন। আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে। আমরা তাকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছি।

* * *

রোমের সম্রাট আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর বলল: আমি তোমার সমীপে একটি প্রস্তাব পেশ করছি।

হযরত হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: কী প্রস্তাব?

সম্রাট বলল: তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি তুমি তা কর আমি তোমাকে ছেড়ে দিব এবং তোমাকে যথেষ্ট সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করব।

তখন হযরত হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘৃণা ও দৃঢ়তার সাথে বললেন: হায় আফসোস! তুমি আমাকে যেদিকে ডাকছো তা করা থেকে হাজারবার মৃত্যুবরণ করা আমার নিকটে অধিক উত্তম।

সম্রাট বলল: আমি তোমাকে বিচক্ষণ মনে করছি...... । সুতরাং তুমি যদি আমার কথায় সাড়া দাও তাহলে তোমাকে আমার কাজে অংশীদার করব এবং আমার রাজত্বের ভাগ দিব।

এ কথা শুনে লোহার শিকলে বন্দি হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা মৃদু হেসে বললেন: আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমাকে তোমার সমগ্র রাজত্ব দিয়ে দাও এবং আরবে তুমি যা কিছুর মালিক সব দিয়ে দাও তাহলেও আমি মুহাম্মদের ধর্ম থেকে একচুল পরিমাণও নড়ব না।

সম্রাট বলল: তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তিনি বললেন: তোমার ইচ্ছে।

তারপর সম্রাট তাঁকে শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিল। সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে শূলিতে চাড়ানো হলো। সম্রাট তীরন্দাজকে বলল: তোমরা তার হাতের আশপাশে তীর নিক্ষেপ কর। এরপর সম্রাট তাঁকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট আবার বলল: তোমরা তার পায়ের আশপাশে তীর নিক্ষেপ কর। অন্যদিকে সে তাঁকে তার নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট নিরাশ হয়ে তাঁকে শূলি থেকে নামানো আদেশ দিল। সে তার লোকদেরকে বড় একটি পাত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। সেই পাত্রটি তেল ঢেলে ভর্তি করা হলো। এরপর তা আগুনের উপরে রেখে উত্তপ্ত করা হলো। তেলগুলো আগুনের তেজে টগবগ করতে লাগল। এরপর সম্রাট মুসলিম বন্দিদের থেকে দুই জন বন্দিকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। তাদের একজনকে গরম তেলে নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তার গোশতগুলো গলে হাড্ডি থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং খালি হাড্ডিগুলো ভেসে উঠল। এরপর সম্রাট আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান করে। এবার তিনি আগের থেকেও জোর গলায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট যখন হতাশ হয়ে গেল তখন তাঁকেও তাঁর সঙ্গীদের মতো গরম তেলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে চলে গেল। সম্রাট চলে যাওয়ার পর হযরত হুজাফা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর কান্না দেখে তারা সম্রাটকে গিয়ে বলল: সে তো কাঁদছে........

সম্রাট ধারণা করল তিনি ভয় পেয়েছেন। আর তাই সে তাদেরকে বলল: তাকে আমার নিকটে নিয়ে আস। তারা তাঁকে নিয়ে আসলে সম্রাট আবারও তাঁকে

খ্রিস্টান হওয়ার প্রস্তাব দিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সম্রাট বলল: তোমার ধ্বংস হতো! তাহলে তুমি কেন কেঁদেছ?

তিনি বললেন: আমি এ ভেবে কেঁদে ছিলাম যে, আমাকে এখন তেলে নিক্ষেপ করা হলে তো আমি মাত্র একবার মারা যাব, কিন্তু আমার তো ইচ্ছা আমার শরীরে যত পশম আছে তত সম পরিমাণ যদি আমার আত্মা থাকতো তাহলে আমাকে ততবার এ পাত্রে নিক্ষেপ করা হতো। আর আমি ততবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতাম।

সম্রাট বলল: তুমি কি আমার কপালে চুমু খাবে? তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।

তিনি তাকে বললেন: সকল মুসলমান বন্দিকে ছেড়ে দিবে?

সম্রাট বলল: হ্যাঁ, সকল মুসলমান বন্দিকে ছেড়ে দিব।

তিনি বলেন:

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- সে আল্লাহর শত্রু, আমি তার মাথায় চুমু খাব আর এতে সে আমাকে ও মুসলিম বন্দিদেরকে ছেড়ে দিবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

এ কথা ভেবে তিনি তার নিকবর্তী হলেন এবং তার কপালে চুমু খেলেন। তারপর রোমের সম্রাট তার নিকটে সকল মুসলিম বন্দিকে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিল।

* * *

তিনি খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে ফিরে এসে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিলেন। ঘটনাটি শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অনেক বেশি খুশি হলেন।

আর বললেন: "প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার কপালে চুমু খাওয়া, আর আমি নিজেই সর্বপ্রথম তা শুরু করছি।"

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবাহ্ - ২য় খণ্ড, ২৫৬ পৃ.।
২. আস্ সিরাতুন নববিয়্যাতে লি ইবনে হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৩. হায়াতুস্ সাহাবা লি মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দাহলভী - (সূচিপত্র)।
৪. তাহযীবুত্ তাহযীব - ৫ম খণ্ড, ১৮৫ পৃ.।
৫. ইমতাউল আসমা' - ১ম খণ্ড, ৩০৮, ৪৪৪ পৃ.।
৬. হুসনুস্ সাহাবা - ৩০৫ পৃ.।
৭. আল মুহাব্বার - ৭৭ পৃ.।
৮. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ৮৮ পৃ.।

হযরত
উমাইর বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"উমাইর ইসলাম গ্রহণ করে আমার নিকটে আমার কতক সন্তান থেকেও অধিক প্রিয় হয়ে গেল"

[তাঁর ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মন্তব্য]

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন, কিন্তু অন্যদিকে তাঁর ছেলে ওহাব মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে যায়।

আর তাই উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভয় করছিলেন যে, তাঁর অপরাধের কারণে মুসলমানরা তাঁর ছেলেকে ধরবে এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিবে। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছেন।

* * *

এরই মধ্যে একদিন সকালবেলা উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কা'বা ঘর তাওয়াফ করার জন্য ও মূর্তিদের থেকে বরকত হাসিল করার জন্য কা'বার প্রাঙ্গণে গেলেন। তখন তিনি সেখানে সফওয়ান বিন উমাইয়াকে পাথরের নিকটে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন: সুপ্রভাত, হে কোরাইশ সর্দার।

সফওয়ান বলল: সুপ্রভাত, হে আবু ওয়াহাব। বস আমরা কিছুক্ষণ কথা বলি। কেননা গল্প করলে সময় কেটে যায়।

হযরত উমাইর তার নিকটে গিয়ে বসলেন। তাঁরা বদর যুদ্ধ ও এর চরম পরাজয় নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। বদরের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের হাতে বন্দি হওয়া কোরাইশদের সংখ্যা গণনা করতে লাগলেন। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন ওই সকল কোরাইশ নেতাদের জন্য যারা বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে এবং তাদের লাশ ক্বালীব নামক কূপে নিক্ষেপ করে মাটিচাপা দিয়ে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে।

কথা বলতে বলতে সফওয়ান বিন উমাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল: আল্লাহর শপথ! তাদের মৃত্যুর পরে, আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো সার্থকতা নেই।

হযরত উমাইর বললেন: আল্লাহর শপথ! তুমি সত্য বলেছ ....।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি আবার বললেন: কা'বার প্রতিপালকের শপথ করে বলি, যদি আমার এ ঋণগুলো না থাকতো যেগুলো আমি পরিশোধ করতে পারছি না, আর আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয় না হতো

তাহলে অবশ্য আমি মুহাম্মদের নিকটে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করতাম এবং তার এ দ্বীন প্রচারকে স্তব্ধ করে দিয়ে মানুষকে তার ক্ষতি থেকে মুক্ত করতাম।

এরপর নিচু স্বরে সুফওয়ানের কানে কানে বলতে লাগলেন- আমার ছেলে তো তাদের হাতে বন্দি আর এ কারণে আমি ইয়াসরিব গেলে তারা কোনো প্রকার সন্দেহ করতে পারবে না।

* * *

সফওয়ান একে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। এ সুবর্ণ সুযোগ সে হারাতে চাইলো না। সে উমাইরের দিকে তাকিয়ে বলল: হে উমাইর! তোমার সকল ঋণ, তা যত বেশি হোক না কেন, সেগুলো আমার দায়িত্বে। আমি তা পরিশোধ করে দিব। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি ততদিন তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও আমার।

আমার সম্পদের পরিমাণ মতো বেশি যে, তা দ্বারা তারা সকলে অনেক আরাম-আয়েশে খেয়ে যেতে পারবে।

তখন হযরত উমাইর বললেন: তাহলে তুমি এ বিষয়টি গোপন রাখবে। কাউকে তা অবগত করবে না।

সফওয়ান বলল: তুমিও তা গোপন রাখবে।

* * *

উমাইর অন্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে ছিল। তিনি তাঁর কথা অনুসারে উঠে পড়লেন এবং মদিনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তাঁর মদিনা ভ্রমণের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করবে এরূপ কোনো ভয় ছিল না। কেননা মক্কার কোরাইশ বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদেরকে মুক্ত করার জন্য বার বার মক্কা-মদিনার পথে আসা যাওয়া করছিল।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আদেশে তাঁর তরবারিকে শান দিয়ে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করা হলো এবং তাতে বিষ মেখে খাপে পুরে নিল।

তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। বাহন প্রস্তুত করা হলে তিনি বাহনে চড়ে বসেন এবং মদিনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

তিনি মদিনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অতঃপর মসজিদের নিকটে এসে তিনি উট বসিয়ে তা থেকে মদিনার মাটিতে পদার্পণ করেন।

* * *

হযরত উমর মসজিদে নববীর দরজার অদূরে অন্য সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। তাঁরা বদর যুদ্ধের বন্দি ও নিহতদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং মুসলিম মুহাজির ও আনসারদের সাহাসিকতা ও বীরত্বের কথা বলছিলেন। আর তাঁদের প্রতি আল্লাহর তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করছিলেন এবং তাদের দৃষ্টির সামনে আল্লাহর শত্রুদের যে কঠিন পরিণতি ও লাঞ্ছনা তারা দেখেছেন সেই সকল বিষয় তারা তুলে ধরলেন। হঠাৎ করে হযরত উমরের দৃষ্টি গিয়ে হযরত উমাইর-এর ওপর পড়ল। তখন তিনি তাঁর বাহন থেকে নামছিলেন। তিনি তাঁর তরবারি গলায় ঝুলিয়ে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

হযরত উমর তাঁকে আসতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন: এ কুকুর আল্লাহর শত্রু উমাইর বিন ওয়াহাব.........। আল্লাহর শপথ! সে কোনো না কোনো খারাপ মতল নিয়েই এসেছে। সে মক্কায় মুশরিকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত এবং বদরের পূর্ব পর্যন্ত সে তাদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছে।

তারপর উমর মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন: তোমরা রাসূল -এর নিকটে যাও এবং তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে বস। আর ষড়যন্ত্রকারী এ খবীসের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখ।

তারপর তিনি রাসূল -এর নিকটে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শত্রু উমাইর তরবারি ঝুলিয়ে এদিকে আসছে, আমার ধারণা সে খারাপ কোনো উদ্দেশ্যেই আসছে।

রাসূল বললেন: তাকে আসতে দাও।

হযরত উমর উমাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন, তিনি তাঁর জামা শক্ত করে ধরলেন এবং তাঁর গলায় ঝুলানো তরবারি নিয়ে নিলেন তারপর তাঁকে রাসূল -এর নিকটে নিয়ে এলেন।

যখন রাসূল এ অবস্থা দেখে উমর -কে বললেন: হে উমর তাকে ছেড়ে দাও।

রাসূল উমর -কে পুনরায় বললেন: তুমি পিছনে যাও। হযরত উমর পিছনে গেলেন।

রাসূল হযরত উমাইরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে উমাইর! তুমি আরো কাছে আস।

হযরত উমাইর কাছে এসে বললেন: শুভ সকাল।

রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর থেকেও উত্তম শুভেচ্ছা বিনিময় শিক্ষা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে 'সালাম' দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর তা হচ্ছে জান্নাতবাসীদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পদ্ধতি।

উমাইর বলল: আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের এ শুভেচ্ছা বিনিময়ের পদ্ধতিতে কিছুদিন আগেও ছিলেন। আর সালামের পদ্ধতি তো আপনি কিছু দিন আগ থেকে শুরু করেছেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: হে উমাইর! তুমি কেন এসেছ?

হযরত উমাইর বললেন: আপনার হাতে বন্দি হওয়া লোকদের মুক্তির জন্যে আমি আপনার নিকটে এসেছি, সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।

রাসূল ﷺ বললেন: তাহলে তোমার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে আনার কারণ কি?

তিনি বললেন: আল্লাহ তরবারিকে ধ্বংস করুক, সেটি কি বদরের প্রান্তে আমাদের কোনো উপকারে এসেছে?

রাসূল ﷺ বললেন: তুমি আমার নিকটে সত্য কথা বল। তুমি কেন এসেছ?

তিনি বললেন: আমি এ কারণেই এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন: ; বরং তুমি ও সফওয়ান পাথরের নিকটে বসে বদরের নিহত নেতাদের নিয়ে আলোচনা করেছিলে। তারপর তুমি বলেছ- যদি আমার ঋণ না থাকতো এবং আমার পরিবারের ক্ষুধার্ত থাকার ভয় না করতাম তাহলে মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে আমি ছুটে যেতাম.......। তুমি আমাকে হত্যা করবে এ শর্তে সফওয়ান তোমার ঋণ ও তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। আর তোমার এ কথাগুলো আল্লাহ আমার কানে পৌছালেন।

রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে উমাইর رضي الله عنه হতভম্ব হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আর অপেক্ষা না করে বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আসমানী যে সকল সংবাদ শুনাতেন তা আমরা মিথ্যা বলতাম, কিন্তু আমি আর সফওয়ানের মধ্যে যে কথা হয়েছে তা আমি আর সে ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর আমার বিশ্বাস, এ সংবাদ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আপনাকে জানায়নি।

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে হেদায়েত দেওয়ার জন্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। তারপর তিনি সাক্ষ্য দিতে লাগলেন- আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর এভাবেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমাদের ভাইকে দ্বীন ও কোরআন শিক্ষা দাও এবং তার বন্দিদেরকে মুক্ত করে দাও।

* * *

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানরা খুবই খুশি হলো। এমনকি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতে লাগলেন- "যখন উমাইর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আগমন করেছে তখন তাঁর থেকে একটি শুকুর আমার নিকটে উত্তম ছিল। আর এখন সে ইসলাম গ্রহণ করে আমার নিকটে আমার কতক সন্তান থেকেও অধিক প্রিয় হয়ে গেল।"

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনায় অবস্থান করে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে পবিত্র করতে লাগলেন এবং কোরআনের আলোতে নিজের অন্তরকে আলোকিত করতে লাগলেন। তিনি মক্কা ও মক্কার অধিবাসীদের কথা ভুলে গিয়ে মদিনায় জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও মূল্যবান সময়গুলো কাটাতে লাগলেন।

ওই দিকে সফওয়ান অনেক বড় আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে মক্কাবাসীদেরকে বলতে লাগল তোমরা অচিরেই অনেক বড় সুসংবাদ শুনতে পাবে যা তোমাদের বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দিবে।

* * *

কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করার পরও যখন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মক্কায় ফিরে আসেননি তখন তার দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তার মনে উমাইরের প্রতি ক্ষোভ জাগতে থাকে। সে বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে বার বার উমাইর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, কিন্তু কারো থেকে কোনো প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পেল না।

হঠাৎ একদিন এক লোক মদিনা থেকে মক্কা এসে বলল: উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ সংবাদটি যেন তার মাথায় বজ্রের মতো আঘাত করে। তার কাছে সমগ্র বিশ্ববাসী ইসলাম গ্রহণ করলেও মতো কষ্ট লাগতো না, উমাইর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যতটুকু কষ্ট লেগেছে।

* * *

ওই দিকে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার দ্বীন শিখার পর এবং কোরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্থ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল!

আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমার জীবনের অনেক সময় আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে কাজ করেছি এবং মুসলমানদেরকে অত্যাচার করেছি। আর এখন আমি তা পছন্দ করি আপনি আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিবেন, সেখানে গিয়ে আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। যদি তারা ইসলামের দিকে আসে তাহলে ভালো আর যদি না আসে তাহলে আমি তাদেরকে শাস্তি দিব যেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মুসলমানদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা গিয়ে সফওয়ানের ঘরে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন: হে সফওয়ান! তুমি কোরাইশ নেতাদের মধ্যে একজন এবং জ্ঞানীদের মধ্যেও তুমি অন্যতম। তোমার মতো কি তুমি যে পাথরের মূর্তি পূজা করছ এবং তাদের জন্য পশু জবাই করে উৎসর্গ করছ তাকি কোনো ধর্মের কাজে পড়ে?.....

আর দেখ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

* * *

এভাবে হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর আহ্বানের সাড়া দিয়ে আল্লাহর অনেক বান্দা ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁর কবরকে নূরে উজ্জ্বল করুন।

তথ্য সূত্র

১. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. সীরাতে ইবনে হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৩. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
৪. তাবাকাতু ইবনে সা'দ - ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬ পৃ.।

হযরত বারা
বিন মালিক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"সাবধান! তোমরা বারাকে কখনো সেনাপতির দায়িত্ব দিবে না, কেননা ভয় হয় সে নির্দ্বিধায় তার সৈন্যদেরকে শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দিবে।"

[হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখযোগ্য একজন সাহাবী হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যার চুলগুলো ছিল এলোমেলো উস্কুখুস্কু। তাঁর শরীর সর্বদা ধুলায় মলিন থাকতো। গোস্তবিহীন হাড্ডিসার শরীর যার প্রতিটি হাড্ডি ভেসে ছিল। দর্শকের দৃষ্টি তাঁর দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়লেও সেই দৃষ্টি সাথে সাথে ফিরে আসত।

এরপরও তিনি এমন একজন লোক ছিলেন যিনি মল্লযুদ্ধে শতজন মুশরিক বীরকে নিজ হাতে হত্যা করেছেন।

তিনি ছিলেন সশস্ত্র সাহসী বীরযোদ্ধা যিনি যুদ্ধে সর্বদা সম্মুখে অবস্থান করতেন। এ কারণে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার শানে বলেছেন: "সাবধান! তোমরা বারাকে কখনো সেনাপতির দায়িত্ব দিবে না, কেননা ভয় হয় সে নির্দ্বিধায় তার সৈন্যদেরকে শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দিবে।"

হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আপন ভাই।

যদি আমরা বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বীরত্ব নিয়ে আলোচনা করি তবে বইয়ের পাতা ফুরিয়ে যাবে তবুও তাঁর বীরত্বের কথা শেষ হবে না। তাঁর বীরত্বের উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ঘটনা তুলে ধরলাম। যে ঘটনাটি তাঁর অসাধারণ বীরত্বের দিকটি ফুটিয়ে তুলবে এবং তাঁর অন্যান্য বীরত্বময় ঘটনাকে অনুমান করতে সাহায্য করবে।

* * *

এই ঘটনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের কয়েক ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মক্কা, মদিনা ও তায়েফের লোকেরা ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের লোকেরা একযোগে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যেতে লাগল। যেমনিভাবে তারা ইসলামের বিজয় দেখে একযোগে ইসলামে প্রবেশ করেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম ত্যাগ করে একযোগে মুরতাদ হতে লাগল। তখন মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও অন্যান্য কিছু গোত্রের লোকেরা যাদের অন্তরকে আল্লাহ ঈমানের ওপর মজবুত রেখেছে তারাই ইসলামে স্থায়ী ছিলেন।

* * *

ইসলামবিরোধী ধ্বংসাত্মক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এই ফিতনা মোকাবিলা করতে হযরত আবু বকর পর্বতমালার ন্যায় কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে এগারো জন সেনাপতি প্রস্তুত করলেন। আর এই এগারো জনকে পথ প্রদর্শন করতে আরো এগারো জন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করলেন। মানুষকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসার জন্যে এবং যারা ইসলাম থেকে বিমুখ হতে চায় তাদেরকে তরবারির আঘাতে সোজা করার জন্যে, তিনি প্রস্তুতকৃত সেনাপতিদেরকে জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন।

তখন ইসলাম ত্যাগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংখ্যায় আধিক্যে ছিল বনু হানীফা নামক গোত্রটি। যারা ভণ্ড নবী মুসায়লাতুল কাজ্জাবের সহচর। মুসায়লামাতুল কাজ্জাব তার গোত্র ও সহকারী গোত্র থেকে মোট চল্লিশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈনিক নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

বনু হানীফ গোত্রের লোকদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অনেক বেশি কাজ করত। যার কারণে তাদের অধিকাংশ লোক ইসলাম ত্যাগ করে মুসায়লামার পক্ষে অবস্থান নেয়। আবার তাদের কেউ কেউ এ কথা বলতো যে মুহাম্মদ সত্য এবং মুসায়লামা মিথ্যা, কিন্তু এরপরও কোরাইশ গোত্রের সত্যকে সহযোগিতা করার থেকে নিজ গোত্রের মিথ্যাকে সহযোগিতা করা আমাদের নিকটে উত্তম।

* * *

হযরত আবু বকর হযরত ইকরামা-এর নেতৃত্বে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে আক্রমণ করার জন্যে এক দল মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা মুসায়লামাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলো।

এরপর হযরত আবু বকর খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। সেই বাহিনীতে মুহাজির ও আনসার অনেক সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। আর তাঁদের অগ্রভাগে অবস্থান করলেন হযরত বারা বিন মালিক ও আরো কিছু শক্তিশালী বীর মুজাহিদ।

* * *

ইয়ামামার ময়দানে উভয় দল যুদ্ধের মুখোমুখি হলো। তাদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসায়লামা ও তার বাহিনীর বিজয়ের পাল্লা ভারি হতে লাগল। যুদ্ধের অবস্থা মতো ভয়াবহ হয় যে, মুসলমানরা ময়দানে দাঁড়াতে পারছিল না। তাদের পায়ের তলের মাটি কাঁপতে শুরু করে। আর তাই তারা ধীরে ধীরে পিছনের দিকে যেতে লাগল। এমনকি শত্রু বাহিনীর সৈন্যরা খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর তাঁবুটিও দখল করে নিল। যে তাঁবুটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় তাঁবু ছিল। তারা তাঁবুটি উঠিয়ে ফেলল

এবং উহার পর্দাগুলো ছিঁড়ে ফেলল। তারা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেলেন।

এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে যে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তা মুসলিম বাহিনী আঁচ করতে পারে। যদি মুসলমানরা আজ তাদেরকে পরাজিত করতে না পারে তাহলে ইসলাম আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। শরিকবিহীন সত্ত্বা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মতো কেউ আর এই পৃথিবীতে বাকি থাকবে না।

আর তাই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে এনে তাদেরকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন। তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে দুইটি বাহিনীতে ভাগ করলেন। আর তৃতীয় বাহিনী হিসেবে বেদুঈনদেরকে নির্ধারণ করে সর্বোপরি মুসলিম সৈন্যদেরকে মুহাজির, আনসার ও বেদুঈন তিন ভাগে ভাগ করলেন।

তিনি প্রত্যেক সন্তানকে তাদের পিতার ঝাণ্ডার নিচে একত্রিত করলেন যাতে করে তারা যুদ্ধে তাদের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে।

* * *

মুসলমান ও মুরতাদদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যে যুদ্ধের মতো যুদ্ধ মুসলমানরা কখনো দেখেনি। মুসায়লামার বাহিনী অটল পর্বতের মতো যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। অন্যদিকে মুসলমানরা এমন দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব দেখাতে লাগল, যদি তা লিপিবদ্ধ করা হতো তাহলে তা অতুলনীয় রণকাব্যে রূপ নিত।

ইনি হলেন হযরত সাবিত বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু। যার হাতে আনসারদের ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরে নিজের জন্যে একটি কবর খুঁড়ে তাতে নেমে পড়লেন। তিনি সগোত্রীয় ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে স্থির অবিচল থেকে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ইনি হলেন হযরত জায়িদ বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আপন ভাই। তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন: হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের অবস্থানে অনড় থাক, তোমাদের শত্রুদেরকে খতম করতে থাকো এবং সামনের দিকে পা বাড়াও..........। আল্লাহর শপথ! আমি এর পরে আর কোনো কথা বলব না যতক্ষণ না মুসায়লামাকে পরাজিত করব অথবা আমি শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাব।

তারপর তিনি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করলেন। অবশেষে লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

আর ইনি হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হাতে নিলেন, কিন্তু অন্যান্যরা তাঁর দুর্বলতার কারণে অটল অবিচল না থাকার ভয় করতে লাগল। তারা তাঁকে বলল: আমরা আপনার দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করছি।

তিনি বললেন: যদি তোমরা আমার দিক থেকে আক্রান্ত হও তাহলে আমি কতই না নিকৃষ্ট কোরআন ধারণকারী।

এরপর তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বীরত্বের দিকে তাকালে এই সকল মহান বীরদের বীরত্ব অনেক ক্ষুদ্র মনে হবে।

তা হচ্ছে, যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধের ময়দান অনেক উত্তপ্ত দেখলেন তিনি বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডাক দিয়ে বললেন: হে আনসারী যুবক তুমি এদের দিকে যাও।

বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জাতির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন- হে আনসার বাহিনী! তোমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তাও করবে না। আজকের পর তোমাদের জন্য মদিনা বলতে কিছুই নেই; বরং তোমাদের জন্য এক আল্লাহ রয়েছেন.........

এরপর জান্নাত................

তারপর তিনি মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সাথে একযোগে আনসাররাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি শত্রুদের কাতার ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং তাঁর তরবারি দ্বারা শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে লাগলেন। আক্রমণ তীব্র হওয়ার কারণে মুশরিকরা পিছু হঠতে বাধ্য হলো। তারা তাদের বাগানে আশ্রয় নিল। যে বাগান ইতিহাসে মরণ বাগান নামে পরিচিত। কেননা সেখানে একত্রে অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল, যার তুলনা ইতিহাসে নেই।

* * *

এই বাগানটি চারদিকে উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। তাই মুসায়লামা ও তার অনুগত সৈন্যরা এর ভেতরে ঢুকে ফটক বন্ধ করে দিল। বাগানের দেওয়ালটি সুউচ্চে তাই তারা এর ভেতরে দুর্গের মতো আশ্রয় নিল। তারা ভেতর থেকে মুসলমানদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় মুসলমানরা তাদের ওপর কোনোভাবেই আক্রমণ করতে পারছিল না। আর তখনি বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে গিয়ে বললেন: হে আমার গোত্রের লোকেরা তোমরা আমাকে চাকতিতে বসাও, তারপর তা বর্শার দ্বারা উপরে তুলে

আমাকে বাগানের ভেতরে দরজার নিকটে ছেড়ে দাও। হয় আমি শহীদ হয়ে যাব, অন্যথায় তোমাদের জন্য দরজা খুলে দিব।

* * *

চোখের পলকে বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাকতিতে বসলেন। তিনি ছিলেন চিকন ও হালকা ওজনের মানুষ। তারপর ওই চাকতিটি দশটি বর্শা দ্বারা ওপরে তুলে তাঁকে বাগানের ভেতরে মুসায়লামার হাজার হাজার সৈন্যের মাঝে ফেলে দিল। তিনি তাদের সামনে বজ্ররের ন্যায় পতিত হলেন। তিনি দরজার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্যদিকে মুসায়লামার সৈন্যরা তাঁকে দেখে তাঁর দিকে তেড়ে আসে। তিনি তাদের দশ জন সৈন্যের ঘাড়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তাদেরকে খতম করে দিলেন। অবশেষে তিনি দরজা খুলতে সক্ষম হলেন। এর মধ্যে তার শরীরে আশিটিরও বেশি তরবারি ও বর্শার আঘাত লাগে।

দরজা খোলার সাথে সাথে মুসলমানরা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এরপর তারা মুরদাত ও ইসলামের শক্রদের মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এমনকি সেখানে মুসলমানরা মুসায়লামার বিশ হাজারের কাছাকাছি সৈন্যকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে তারা মুসায়লামার নিকটে পৌঁছে গেল এবং তাকে হত্যা করে ধরাশায়ী করল।

* * *

হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিকটে এক মাস অবস্থান করেন। দীর্ঘ এক মাস পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তাঁর সাহসী ভূমিকায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন।

* * *

হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বদা শাহাদাত লাভের আশায় বিভোর থাকতেন। যে শাহাদাতের কামনা তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে করেছিলেন, কিন্তু সেদিন তার ভাগ্যে তা লিখা ছিল না। এ কারণে তিনি একের পর এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি আশা করতেন তিনি শহীদ হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হবেন।

পারস্যের তুসতর নামক এলাকা বিজয়ের দিন পারস্যবাসী একটি মজবুত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা সেই দুর্গের চারদিক ঘেরাও করে।

যখন কাফেরদের ওপর যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো তখন তারা ওপর থেকে লোহার শিকলে বাঁধা উত্তপ্ত লাল টকটকে আংটা ফেলতে শুরু করল। সেই সকল লোহার আংটা যার গায়ে বিঁধে যেত সে হয় মারা যেত না হয় পঙ্গু হয়ে যেত।

অবশেষে তারা আঘাতকৃত লোকটিকে মৃত বা পঙ্গু অবস্থায় তাদের নিকটে নিয়ে যেত এবং তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে হত্যা করত।

এমন একটি লোহার টুকরা বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ভাই আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ওপরে পতিত হলো। তিনি তা দেখে দেওয়ালের দিকে লাফ দিলেন এবং সে লোহার আংটাটি ধরে ফেললেন। এতে তাঁর হাত পুড়ে গিয়ে হাতের গোস্ত খসে পড়তে লাগল, কিন্তু তিনি সেই দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না; বরং তিনি তাঁর ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। আর তখন তাঁর হাতে কোনো গোশত বাকি ছিল না। গোশতগুলো খসে পড়ে হাড্ডিগুলো ভেসে উঠল।

এই যুদ্ধে তিনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করেছেন আল্লাহ যেন তাঁকে শাহাদাত দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাকে শহীদী মৃত্যু দান করেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চেহারাকে জান্নাতে উজ্জ্বল করুক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহবতে তাঁর চক্ষু শীতল করুক। তিনি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃ.।
৩. আত্ তাবাকাতুল কুবরা - ৩য় খণ্ড, ৪৪১ পৃ. ও ৭ম খণ্ড, ১৭, ১২১ পৃ।
৪. তারীখুত্ ত্বাবারী - ১০ম খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. আল কামিল ফিত্ তারীখ - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৭. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৮. কা'দাতু ফাতহি ফারিস লশিত খাত্তাব।

হযরত

সুমামা বিন উসাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)

"যিনি কোরাইশদেরকে অর্থনৈতিক অবরোধ করেছেন"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ষষ্ঠ হিজরীতে আল্লাহর দ্বীনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তাই তিনি আরব ও আজমের সম্রাটদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আটটি পত্র প্রেরণ করেন।

যাদের নিকটে পত্র পাঠানো হয় তাদের মধ্যে হযরত সুমামা বিন উসাল অন্যতম ছিলেন।

তিনি আরব বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের একজন ছিলেন।

তিনি হানীফা গোত্রের নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। যে গোত্রটি আরবের উল্লেখযোগ্য গোত্রের একটি ছিল।

তিনি ইয়ামামার রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বে তাঁর অনেক জনপ্রিয়তা ছিল। এমনকি তাঁর জাতি কখনো তাঁর কথার অবাধ্য হতো না।

* * *

সুমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পত্র পেয়ে অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। তাঁর মাঝে পাপের কারণে ঔদ্ধত্য বাড়তে থাকে। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্য ও কল্যাণের পথের আহ্বান শুনা থেকে নিজের কানকে বন্ধ করে রাখেন।

এরপর তাঁর ওপর শয়তানী বুদ্ধি প্রবল হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করার জন্যে ও ইসলামের দাওয়াতকে কবর দেওয়ার জন্যে তাঁকে শয়তান প্ররোচিত করতে লাগল। তাই তিনি এর সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এক দিন সেই সুযোগ চলে আসে। শেষ মুহূর্তে যদি তাঁর চাচা তাঁর সংকল্পিত কাজ থেকে তাঁকে বাঁধা না দিতেন তাহলে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করে ফেলতেন, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তাঁর রাসূলকে তাঁর দ্বীন বিজয় হওয়া পর্যন্ত বাকি রাখবেন তাই হযরত সুমামা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো ক্ষতি করতে পারেননি। আর তাই দেখা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে কত ঝড় এসেছিল সব ঝড় থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাজত করে ইসলামকে বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু সুমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনোপ্রকার ক্ষতি করতে না পেরে সাহাবীদের ওপর অত্যাচার করে সেই প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি এর জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। আর তাঁর জন্যে সেই সুযোগ এসেও যায়। তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবীকে বন্দি করে তাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেন এবং

তাদেরকে হিংস্রভাবে হত্যা করেন। তাঁর এমন হিংস্র আচরণে রাসূল ﷺ তাঁর রক্ত মুসলমানদের জন্য বৈধ করে দিলেন এবং তাঁকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

* * *

এরপর কিছু দিন অতিবাহিত না হতেই হযরত সুমামা মক্কায় গিয়ে উমরা করার ইচ্ছা করেন। তাই তিনি ইয়ামামা ত্যাগ করে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ ও মূর্তিদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করার মান্নত করেন।

* * *

হযরত সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার উদ্দেশ্যে মদিনার নিকটবর্তী এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর বিপদ চলে আসবে এমন কিছু তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কারো দ্বারা মদিনায় আক্রমণ হবে অথবা কোনো দূর্ঘটনা ঘটবে এই ভয়ে, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল যোদ্ধা মদিনার সীমান্তে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁর অজান্তে সেই সকল সাহাবিগণ তাঁকে ঘিরে ফেললেন এবং তাঁকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসলেন। তাঁরা তাঁকে মসজিদের এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। রাসূল ﷺ এসে বন্দির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন এবং তাঁর বিচার করবেন সাহাবিগণ এই অপেক্ষায় ছিলেন।

নবী করীম ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে আসার পথে সুমামাকে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা কি জান তোমরা কাকে ধরে এনেছ?

তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল।

নবী করীম ﷺ বললেন: সে হচ্ছে সুমামা বিন উসাল আল হানাফী। সুতরাং তোমরা তোমাদের বন্দির সাথে সুন্দর আচরণ কর।

সেখান থেকে রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের নিকটে ফিরে এসে বললেন: তোমাদের নিকটে যেসব খাদ্য আছে তা একত্রিত করে সুমামার নিকটে প্রেরণ কর।

তিনি রাখালকে সকাল-সন্ধ্যা উটের দুধ দোহন করে সুমামাকে দিতে নির্দেশ দিলেন।

রাসূল ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বেই এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন।

* * *

এরপর রাসূল ﷺ সুমামাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর দিকে অভিমুখী হলেন। তিনি তাঁকে বললেন: হে সুমামা! তোমার ভাবনা কি?

সুমামা রাদিআল্লাহু আনহু বললেন: মুহাম্মদ! আমার ভাবনা ভালোই.........। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে অপরাধী হিসেবে করতে পারেন। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি আপনার কৃতজ্ঞ হব। আর যদি আপনি আমার বিনিময়ে মাল চান তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই দিব।

রাসূল ﷺ প্রথম দিন তাঁকে এই অবস্থায় রেখে গেলেন। তিনি তাঁকে প্রতিদিন মানসম্মত খাদ্য ও পানীয় খেতে দিতেন এবং তাঁকে উটের দুধ পান করাতেন।

এরপর দ্বিতীয় দিন তিনি তাঁর নিকটে এসে আবার বললেন: হে সুমামা! তোমার ভাবনা কি?

হযরত সুমামা বললেন: আমার ভাবনা ভালোই............। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে অপরাধী হিসেবে করতে পারেন। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি আপনার কৃতজ্ঞ হব। আর যদি আপনি আমার বিনিময়ে মাল চান তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই দিব।

দ্বিতীয় দিনও তাঁকে এই অবস্থায় রেখে গেলেন।

তারপরের দিন এসে বললেন: হে সুমামা তোমার ভাবনা কি?

সুমামা বললেন: আপনাকে পূর্বে যা বলছি তা ব্যতীত আমার অন্য কোনো ভাবনা নেই............। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে অপরাধী হিসেবে করতে পারেন। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি আপনার কৃতজ্ঞ হব। আর যদি আপনি আমার বিনিময়ে মাল চান তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই দিব।

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন: তোমরা সুমামাকে মুক্ত করে দাও।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর কথামত তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

* * *

হযরত সুমামা মুক্তি পওয়ার পর মদিনার এক প্রান্তে বাকী নামক এক খেজুরের বাগানে তাঁর উটকে বাঁধলেন। সেখানে প্রচুর পানি ছিল। তিনি সেখানে গোসল করে পবিত্র হয়ে পুনরায় মসজিদে নববীতে ফিরে আসলেন।

মসজিদে নববীর নিকটে ফিরে এসে তিনি সকল মুসলমানের সামনে ঘোষণা দিলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ! আপনার চেহারা ছিল আমার নিকটে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট চেহারা........

কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় চেহারা।

আল্লাহর শপথ! আপনার ধর্ম ছিল আমার নিকটে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধর্ম..............

কিন্তু এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম।

আল্লাহর শপথ! আপনার শহর ছিল আমার নিকটে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শহর............

কিন্তু এখন আপনার শহরই আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় শহর।

তারপর তিনি বললেন: আমি আপনার কিছু সাহাবীকে হত্যা করেছি। এর ক্ষতিপূরণে আমার ওপর কি করা আবশ্যক?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সুমামা! তোমার পূর্বের কাজের জন্যে তোমার ওপর কোনো অভিযোগ নেই। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী সব গুনাহ মুছে দেয়।

এরপর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য যে সকল নেয়ামত লিখে রেখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেই সকল সুসংবাদও দিলেন।

হযরত সুমামা রাদিআল্লাহু আনহু আনন্দিত হয়ে বললেন: আমি অবশ্যই মুশরিকদেরকে হত্যা করব যেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছি। আর আমি আমাকে, আমার তরবারি ও সঙ্গীদেরকে আপনার ও আপনার দ্বীনের সাহায্যে নিয়োজিত করব।

তারপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবিগণ আমাকে ধরে আনার পূর্বে আমি উমরা করার নিয়ত করেছি, আমি কি তা করব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তোমার উমরা আদায় কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমরার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

* * *

হযরত সুমামা রাদিআল্লাহু আনহু অবশেষে মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন। মক্কার নিম্ন ভূমিতে পৌঁছে তিনি উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন-

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক

লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক

ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক্

লা শারীকা লাক্

পৃথিবীর বুকে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি মক্কা নগরীতে তালবিয়া পাঠ করতে করতে প্রবেশ করেছেন।

* * *

কোরাইশ লোকেরা তাঁর তালবিয়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে খুব ক্ষিপ্ত হলো। তারা তাদের খাপ থেকে তরবারি বের করে তালবিয়ার আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটে আসে।

কোরাইশদেরকে আসতে দেখে তিনি আরো জোরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন। ঈমানের অহংকার ও গর্বভরা দৃষ্টিতে তিনি তাদের দিকে তাকালেন। তাদের মধ্যে এক যুবক তার দিকে তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়।

কিন্তু তারা তাকে বারণ করে বলে- তোমার ধ্বংস হোক, তুমি জানো এই ব্যক্তি কে?

এই ব্যক্তি হচ্ছে ইয়ামামার সম্রাট সুমামা বিন উসাল।

আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাঁর কোনো প্রকার ক্ষতি কর তাহলে সে আমাদেরকে খাদ্য যোগান বন্ধ করে দিয়ে অনাহারে মারবে।

তারা তাদের তরবারি খাপে ঢুকিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল।

তারা বলল: হে সুমামা! তোমার কি হয়েছে?

তুমি কি তোমার ও তোমার বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ?

তিনি বললেন: আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি; বরং আমি উত্তম ধর্মের অনুসরণ করেছি.......... এবং মুহাম্মদের ওপর ঈমান এনেছি।

এরপর তিনি বললেন: আমি এই ঘরের প্রতিপালকের শপথ করে বলছি: আমি দেশে ফিরে যাওয়ার পর তোমাদের নিকটে সেখান থেকে একটি শস্যও আসবে না যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেকে মুহাম্মদের দ্বীনের অনুসরণ কর।

* * *

হযরত সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরাইশদের চোখের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো পদ্ধতিতে উমরা আদায় করেন। তিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য পশু জবাই করেছেন। জাহিলী যামানার কোনো প্রকার রীতিনীতি তিনি অনুসরণ করেননি। কোনো মূর্তির নিকটে প্রার্থনা করেননি। মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য পশু জবাই করেননি।

এরপর তিনি মক্কা থেকে ইয়ামামায় ফিরে গেলেন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে মক্কায় কোনোপ্রকার খাদ্যশস্য প্রেরণ না করতে নির্দেশ

করে দিলেন। তারা তাঁর আদেশমতো মক্কায় কোনোপ্রকার খাদ্য প্রেরণ করা বন্ধ করে দেয়।

* * *

ওই দিকে খাদ্যশস্য না পাওয়ার কারণে মক্কায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। হযরত সুমামা বিন উসালের খাদ্য অবরোধ তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল। তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গেল। এমনকি তারা তাদের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সেই শঙ্কায় পড়ে গেল। এভাবে চলতে থাকলে তারা ও তাদের সন্তান সবাই নিঃশেষ হয়ে যাবে এই ভয়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে চিঠি লিখে।

চিঠির ভাষা ছিল এমন-

> আপনার সাথে আমাদের চুক্তি ছিল আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।
>
> কিন্তু এখন আপনি আমাদের সাথে সেই সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। আপনি আমাদের বাপ-দাদাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন আর এখন আমাদের সন্তানদেরকে অনাহারে রেখে মেরে ফেলছেন।
>
> সুমামা বিন উসাল আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে আমাদের মারত্মক ক্ষতি করছে। সুতরাং আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমাদের যা প্রয়োজন তা পাঠানোর জন্য সুমামাকে নির্দেশ দিবেন তাহলে দিন।

এই চিঠি পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুমামাকে খাদ্যশস্য পুনরায় প্রেরণ করার নির্দেশ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি পেয়ে হযরত সুমামা পুনরায় তাদের জন্যে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা শুরু করেন।

* * *

হযরত সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরবর্তী জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়ে গেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে করা ওয়াদা রক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর আরবের লোকেরা একত্রে মুরতাদ হতে শুরু করে এবং তাঁর গোত্রে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব নামক ব্যক্তি মিথ্যা নবী দাবি করে। সে তার প্রতি ঈমান আনতে মানুষকে আহ্বান করে, কিন্তু হযরত সুমামা নিজ ঈমানের প্রতি পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন।

তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে বললেন: হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা এই জালিম মিথ্যাবাদী থেকে দূরে থাক।

আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যারা এই মিথ্যাবাদীর আনুগত্য করবে সে হতভাগা হবে। আর যারা নিজ ঈমানের ওপর অটল থাকবে তাদের ওপর অনেক বড় পরীক্ষা আসবে।

তারপর তিনি বললেন: হে আমার জাতি তোমরা শুন একই সময়ে দুই জন নবী আসেন না।

তাছাড়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না এবং তাঁর কাজেও কোনো নবী শরিক হবে না।

তারপর তিনি তাদেরকে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলেন-

حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

অর্থ- "হা মীম। এই কিতাব প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। যিনি গুনাহ্ ক্ষমাকারী ....।" [সূরা গাফির-১-৩]

তারপর তিনি বললেন: এই হলো মহান রব আল্লাহর বাণী।

আর কোথায় মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের প্রলাপ.....

يَا ضِفْدَعُ نِقِّي مَا تَنِقِّيْنَ، لَا الشَّرَابُ تَمْنَعِيْنَ، وَلَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ،

অর্থ- হে ব্যাঙ! তুই যতই ঘেঁঙ্গর ঘেঁঙ্গর করিস না কেন, এটি না লোকদেরকে পানি পান থেকে বিরত রাখবে, আর না পানিকে ঘোলাটে করবে।

যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তিনি তাদেরকে নিয়ে সরে গেছেন। তিনি মুরতাদদেরকে দমন করে আল্লাহর কালাম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমরণ জিহাদ করে গেছেন।

* * *

আল্লাহ্ তাআলা হযরত উসামা বিন উসালকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে জান্নাত দান করে সম্মানিত করুক। যে জান্নাতের ওয়াদা তিনি আল্লাহভীরুদের জন্য করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃ।
৩. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. আল আ'লাম লিজ্ জিরিকলী - ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃ.।
৫. উসদুল গবাহ - ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

হযরত
আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"যাকে কনস্ট্যানটিনোপল নগরীর প্রাচীরের অদূরে দাফন করা হয়।"

বনূ নাজ্জার গোত্রের এই মহান সাহাবীর আসল নাম খালিদ বিন জায়েদ বিন কুলাইব।

তাঁর উপনাম ছিল আবু আইয়ূব, আর তাঁকে আনসারদের দিকে নিসবত করে আনসারী বলে ডাকা হতো।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কে এমন আছে যে ব্যক্তি আবু আইয়ূব আল আনসারীকে চিনে না?

আল্লাহ তাআলা পশ্চিম-পূর্ব উভয় দিগন্তে তাঁর মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আগমন করলে সেখানে অবস্থান করার জন্যে আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানদের মাঝে তাঁর ঘরকে নির্বাচন করে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন। আর হযরত আইয়ূব আল আনসারীর গর্ব করার জন্য এটিই যথেষ্ট..........!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা এসে তাঁর ঘরে আগমনের সময় যে ঘটনাটি ঘটেছে তা এতই স্মরণীয় ঘটনা যে, যত বেশি তা বর্ণনা করা হয় তত এর মজা ও মিষ্টতা বাড়তেই থাকে। আর সেই ঘটনাটি..........

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা আগমন করলে তাঁর সাথে মদিনার সম্মানিত লোকেরা সাক্ষাৎ করতে লাগল যেমনিভাবে কোনো প্রতিনিধি আগমন করলে এলাকার নেতারা সাক্ষাৎ করেন।

তাঁদের প্রতিটি চক্ষু তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল যেমনিভাবে ভালোবাসায় পাগল তার ভালোবাসার লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁদের অন্তর খুলে দিলেন যাতে করে তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন।

তাঁরা তাঁদের ঘরের প্রধান দরজা খুলে দিলেন যাতেকরে তিনি তাঁদের ঘরে সসম্মানে মেহমানদারি গ্রহণ করেন।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে অল্প দূরে কোবা নগরীতে চার দিন অবস্থান করলেন এবং সেখানে প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

তারপর তিনি উটে আরোহণ করে কোবা নগরী থেকে বের হয়ে মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। তখন মদিনার সম্মানিত নেতারা পথে অপেক্ষা করতে ছিলেন,

প্রত্যেকের প্রত্যাশা রাসূল -কে নিজ ঘরের মেহমান বানিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবের মেজবান হওয়ার মর্যাদা অর্জন করবেন।

এক নেতার পর এক নেতা রাসূল -এর উটটি থামাতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন- হে আল্লাহর রাসূল! সঙ্গী সাথি, সম্পদ ও নিরাপত্তার সাথে আপনি আমাদের ঘরে অবস্থান করুন।

রাসূল বললেন: তোমরা উটকে ছেড়ে দাও, কেননা তা কোথায় গিয়ে অবস্থান করবে সে ব্যাপারে সে আদিষ্ট।

উটটি তার গন্তব্যের দিকে হাঁটতে লাগল। প্রত্যেকের চোখ তার পানে তাকিয়ে রইল আর অন্তরকে তার সাথে লেগে রাখল।

যখনি উটটি কোনো দরজার নিকটে আসত তখন তার মালিক আশা পোষণ করতেন রাসূল আমার ঘরেই থাকবেন, কিন্তু যখনি তাঁর ঘর অতিক্রম করে চলে যেত তখন তিনি হতাশ হয়ে যেতেন। আর পরের ঘরের মালিকেরা আশায় থাকতেন। এ রকম অনেককে হতাশ করে উটটি সামনের দিকে চলতে লাগল। আর মানুষও সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে দেখার জন্যে উঁটির পেছনে পেছনে চলতে লাগল। অবশেষে উটটি হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারীর ঘরের সামনে একটি খালি মাঠে গিয়ে তার যাত্রাবিরতি করল এবং সেখানে বসে পড়ল।

কিন্তু রাসূল তার পিঠ থেকে নামলেন না।

এতে উটটি লাফিয়ে উঠে আবার চলা শুরু করল। আর রাসূল -ও তার লাগাম ঢিলে করে দিলেন। কিন্তু উটটি কয়েক কদম সামনে গিয়ে পুনরায় পূর্বের স্থানে ফিরে এসে বসে পড়ল।

এতে হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারীর অন্তর আনন্দে ভরে গেল। তিনি মতো বেশি খুশি হয়েছেন যে সমগ্র দুনিয়া পেলেও মতো খুশি হতেন না। তিনি রাসূল -কে স্বাগতম জানাতে লাগলেন। নিজ হাতে রাসূল -এর আসবাপত্র নামাতে লাগলেন। যেন তিনি তাঁর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছেন।

* * *

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী -এর ঘর ছিল দোতলাবিশিষ্ট। তিনি রাসূল -কে আপ্যায়ন করার জন্যে তাঁর ঘরের উত্তম আসবাবপত্র উপরের তলায় একত্রিত করেন। আর সেখান থেকে তাঁর ও তাঁর পরিবারের আসবাবপত্র নিচে নিয়ে আসেন।

কিন্তু রাসূল নিচ তলা নিজের জন্য বেছে নিলেন। তিনি তাঁদেরকে উপরের তলায় থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী

রাসূল -এর আদেশ বাস্তবায়নে তিনি উপরে অবস্থান করেন এবং রাসূল -কে তাঁর পছন্দের স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত ঘনিয়ে আসলে রাসূল তাঁর বিছানায় গেলেন এবং হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী ও তাঁর স্ত্রী উপরের তলায় অবস্থান নিলেন। কিন্তু যখন তিনি দরজা বন্ধ করেন তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার জন্য আফসোস্! আমরা কি করছি?

রাসূল নিচে থাকবেন আর আমরা উপরে থাকব?

আমরা কি রাসূল -এর উপরে হাঁটাচলা করব?

আমরা কি নবী ও অহীর মাঝে আড়াল হব? তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

বিষয়টি ভেবে তাঁরা লজ্জিত হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন কি করবেন তা ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না। তাঁদের অন্তরে কিছুতেই প্রশান্তি লাগছিল না।

আর তাই তাঁরা উপরের তলায় এক পাশে অবস্থান নিলেন কেননা মধ্য ভাগ বরাবর নিচে রাসূল অবস্থান করছেন। এতে তাঁরা একটু শান্ত হন। তাঁরা ভয় করতে লাগলেন যদি সামান্য নড়াচড়ার কারণে ওপর থেকে রাসূল -এর গায়ে ধুলোবালি পড়তে পারে। এতে রাসূল -এর কষ্ট হবে। আর তাই তাঁরা সেই স্থান থেকে নড়লেন না; বরং কিনারা দিয়ে হেঁটে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ সারলেন।

রাতের অন্ধকার গিয়ে সকাল হলে তিনি রাসূল -কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল আমি আর আইয়ূবের মা গত রাতে চোখের পাতা বন্ধ করতে পারিনি।

রাসূল বললেন: কেন হে আবু আইয়ূব (আইয়ূবের বাবা) ?

তিনি বললেন: আমরা আপনার উপরে অবস্থান করার কারণে আমাদের ভয় হয়, যদি আমরা নড়াচড়া করি তাহলে আপনার গায়ে ধুলোবালি পড়বে এতে আপনার কষ্ট হবে।

রাসূল তাঁকে বললেন: হে আবু আইয়ূব! একে সহজভাবে নাও। আমার জন্যে নিচে অবস্থান করা সহজ কেননা আমার নিকটে বার বার মানুষ আসা যাওয়া করবে।

* * *

হযরত আবু আইয়ূব বলেন:

আমরা রাসূল -এর আদেশ পালনার্থে উপরে অবস্থান করি। আর সেই রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছিল। হঠাৎ আমাদের পানির পাত্রটি ভেঙে দ্বিতলা পুরো পানিতে ভেসে গেল। আমি ও আইয়ূবের মা তাড়াতাড়ি পানির দিকে ছুটে আসি। আমাদের গায়ে দেওয়ার মতো একটিমাত্র চাদর ছিল। যে চাদরটি আমরা লেপ

হিসেবে ব্যবহার করতাম। আমরা ওই চাদরটি দ্বারাই পানি মুছে নিই। এই ভয়ে যে, পানি যদি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানায় গিয়ে পড়ে।

সকাল বেলা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হউক, আমরা উপরে থাকব আর আপনি নিচে থাকবেন......

তা আমি পছন্দ করি না।

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পানি পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি শুনালাম। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথায় সাড়া দিয়ে দ্বিতলায় অবস্থান নিলেন। আর আমরা নিচে চলে আসি।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ূব আল আনসারীর বাড়িতে সাত মাস অবস্থান করেন। আর এর মধ্যেই মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উট মদিনায় এসে যেখানে প্রথম বসেছিল সেখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণ করার সময় রাসূল ও তাঁর বিবিদের জন্যে যে কয়েকটি কামরা তৈরি করা হয়েছিল, মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদেরকে নিয়ে সেই কামরাগুলোতে অবস্থান নিলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ূব আল আনসারীর প্রতিবেশী হয়ে গেলেন। আর আবু আইয়ূব আল আনসারী রাসূলের অতি নিকটে থাকার সুযোগ পেলেন।

* * *

আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরকে নিজের ঘরের মতো দেখতেন। আর তাঁর সকল সমস্যা নিজে সমাধান করে দিতেন।

* * *

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেন........

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঠিক দুপুরে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে এসে দেখলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও সেখানে......।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: হে আবু বকর! এই সময়ে আপনি কেন বের হলেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় বের হয়েছি।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ! আমিও একই কারণে বের হয়েছি।

তাঁদের কথোপকথনের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেসা করলেন- এই অসময়ে তোমরা কেন বের হয়েছ?

তাঁরা বললেন: আল্লাহর শপথ! আমরা পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার কারণে বের হয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমিও এই একই কারণে বের হয়েছি........। সুতরাং তোমরা আমার সাথে চল।

তাঁরা চলতে চলতে হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়িতে আসলেন। তিনি প্রতি দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে খাবার তৈরি করতেন। খাবারের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরেও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না আসতেন, তখন তিনি খাবারগুলো তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে খেতে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু আইয়ূব আল আনসারীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলে তাঁর স্ত্রী তাঁদেরকে দেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

তিনি বললেন: আল্লাহর নবীকে স্বাগতম আর যারা তাঁর সাথে আগমন করেছে তাদেরকেও স্বাগতম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে বললেন: আবু আইয়ূব কোথায়?

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী পাশে একটি খেজুর গাছে কাজ করতে ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন: আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম, আর যাঁরা তাঁর সাথে আগমন করেছেন তাদেরকেও স্বাগতম।

তারপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে আসেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক বলেছ।

তারপর তিনি খেজুর গাছের দিকে ছুটে গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি কেটে নিয়ে আসলেন। তাতে পাকা, কাঁচা ও শুকনো তিন প্রকারের খেজুরই ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি খেজুরের পুরো কাঁদিটি কেটে আনবে তা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেখান থেকে কয়েকটি খেজুর নিয়ে আসলে কি হতো না?

তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি পছন্দ করি, আপনি কাঁচা, পাকা ও শুকনো সব রকমের খেজুর খাবেন। আর অবশ্যই আমি আপনার জন্যে পশু জবাই করব।

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী একটি বকরি ধরে জবাই করে দিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন: তুমি ময়দা ভিজাও এবং আমাদের জন্যে রুটি বানাও।

কেননা তুমি রুটি ভালো বানাতে পার। তিনি বকরির অর্ধেক নিয়ে রান্না করেন আরেক অর্ধেককে কাবাব করেন। যখন রান্না প্রস্তুত হলো তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির একটি অংশ নিয়ে রুটিতে রেখে বললেন: হে আবু আইয়ূব আল আনসারী! তুমি এটি ফাতেমাকে দিয়ে আস কেননা সে অনেক দিন যাবত এর মতো খাবার খেতে পায়নি।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন, তিনি বললেন: রুটি, গোশত, শুকনা, পাকা ও কাঁচা খেজুর!!!

একথা বলার পর তাঁর দু চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।

এরপর তিনি বললেন: আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ! এই সেই নেয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। যখন তোমরা তা খেতে হাত বাড়াবে তখন তোমরা বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু কর। আর যখন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ

অর্থ- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং উৎকৃষ্ট ও উত্তম নেয়ামত দান করেছেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বললেন: তুমি আমাদের বাড়িতে আগামী কাল যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাব ছিল কেউ তাঁকে আপ্যায়ন করলে, তিনি তাকে এর থেকেও উত্তমভাবে আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি শুনতে পাননি।

তাই উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন: হে আবু আইয়ূব! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছেন।

তিনি বললেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব।

পরের দিন আবু আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলে তিনি তাঁকে ওলিদা নামক একটি দাসী উপহার দিলেন। যে দাসীটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: এর সাথে ভালো আচরণ করবে কেননা এই দাসী যত দিন আমাদের নিকটে ছিল সর্বদা তাকে আমরা ভালো কাজ করতে দেখেছি।

* * *

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওলীদাকে নিয়ে বাড়িতে পৌছলেন। তাঁর স্ত্রী দাসীকে দেখে বললেন: হে আবু আইয়ূব! এই দাসী কার?

তিনি বললেন: আমাদের........... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা উপহার দিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন: তিনি কতই না শ্রদ্ধাভাজন! তাঁকে সম্মান কর। আর এই দাসী কতই না উত্তম উপহার। সুতরাং এর প্রতি সদ্ব্যবহার কর।

তিনি বললেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে তাঁর প্রতি সদয় হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন: আমরা কি করলে আল্লাহর রাসূলের আদেশ পুরোপুরি পালন করা হবে?

তিনি বললেন: আল্লাহ শপথ! আমি একে আজাদ করে দেওয়া থেকে অধিক উত্তম আর কিছুই দেখি না।

তাঁর স্ত্রী বললেন: তুমি সঠিক কথা বলেছ, আর তুমি তা কর তাহলে তুমি যথাযথভাবে রাসূল ﷺ-এর কথা বাস্তবায়ন করেছ। ......

তারপর তিনি তাকে আজাদ করে দিলেন।

* * *

এই হচ্ছে হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী رضي الله عنه-এর স্বাভাবিক জীবনচিত্র। আর আমরা যদি তাঁর রণাঙ্গনের জীবনচিত্র তুলে ধরি তাহলে তা আপনাকে আরো বেশি আশ্চর্যান্বিত করবে।

তিনি তাঁর সারা জীবন জিহাদে জিহাদে কাটিয়েছেন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে বলা হয় রাসূল ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু করে হযরত মুয়াবিয়া رضي الله عنه-এর যুগ পর্যন্ত এমন কোনো যুদ্ধ নেই যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তবে হ্যাঁ, দুই টি যুদ্ধ একত্রে সংঘটিত হলে ভিন্ন কথা।

তাঁর শেষ যুদ্ধ ইস্তাম্বুল বিজয়ের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া رضي الله عنه ইয়াজিদের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় করতে এক দল মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী তখন বৃদ্ধকাল অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। মতো বৃদ্ধ বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে এই বার্ধক্যতা ইয়াজিদের নেতৃত্বে সমুদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি।

কিন্তু তিনি কিছু দূর যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি মতো বেশি অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, তিনি আর জিহাদ করতে সক্ষম না। তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে ইয়াজিদ তাকে দেখতে আসেন।

ইয়াজিদ বললেন: হে আবু আইয়ূব আপনার কোনো কিছু লাগবে?

তিনি বললেন: মুসলিম মুজাহিদদেরকে আমার সালাম জানাবে এবং তাদেরকে বলবে আবু আইয়ূব এই বলে ওসিয়ত করেছে যে, তোমরা শত্রুদের ভূমির শেষ সীমানা পর্যন্ত যাবে। আর তাকে তোমাদের সাথে বহন করে নিয়ে যাবে এবং তাকে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরের নিকটে দাফন করবে।

এরপর তিনি তাঁর পবিত্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

* * *

মুসলমানগণ রাসূল ﷺ-এর এই সাহাবীর কথা পালন করলেন। তাঁরা শত্রুদের ওপর একের পর এক হামলা করে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরের নিকটে গিয়ে পৌঁছে। হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথামতো তারা তাঁকে তাদের সাথে করে নিয়ে যান।

অতঃপর সেখানে কবর খুঁড়ে তাঁকে দাফন করেন।

* * *

আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারীর ওপর রহম করুক। তিনি তাঁর জীবন জিহাদ করে করে অতিবাহিত করেছেন এমনকি শেষ পর্যন্ত জিহাদের যাওয়ার পথে ইন্তেকাল করেছেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি ছিল।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃ।
২. খুলাসাতু তায্হীবি তাহ্যীবিল কামাল - ১০০-১০১ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী ২য় খন্ড, - ৩২৭-৩২৮ পৃ.।
৪. ইবনু খায়্যাত - ৮৯,১৪০, ১৯০, ৩০৩ পৃ.।
৫. দায়িরাতুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যা - ১ম খণ্ড, ৩০৯-৩১০ পৃ.।
৬. আল জাম্উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ১১৮-১১৯ পৃ.।
৭. মিন আবতলিনা আল্লাজিনা সনাউত্ তারীখ লি আবীল ফাতুহীত্ তাওনিসী - ১০৫-১১০ পৃ.।
৮. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৪০৩ পৃ.।
৯. আত্ ত্ববাকাতুল কুবরা - ৩য় খণ্ড, ৪৮৪-৪৮৫ পৃ.।
১০. সিফাতুস্ সফওয়া - ১ম খণ্ড, ১৮৬-১৮৭ পৃ.।
১১. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল - ২য় খণ্ড, ১৩১ পৃ.।
১২. আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃ.।
১৩. উসদুল গবাহ্ - ৫ম খণ্ড, ১৪১-১৪৪ পৃ.।
১৪. তাহ্যীবুত্ তাহযীব - ৩য় খণ্ড, ৯০-৯১ পৃ.।
১৫. তাক্বরীবুত্ তাহ্যীব -১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ.।
১৬. শিযরাতুত্ যাহাব - ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃ।
১৭. তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃ.।
১৮. সিলসিলাতু আ.লামিল মুসলিমীন - ৪র্থ নং।
১৯. আল আ'লাম - ২য় খণ্ড, ৩৩৬ পৃ.।

হযরত

আমর বিন আল জামুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"এই বৃদ্ধ লোক তাঁর খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সংকল্প করেন।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জাহিলিয়াতী যুগে ইয়াসরিবের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বনী সালামার প্রধান নেতা ছিলেন। তাছাড়াও তিনি একজন দানবীর ছিলেন এবং আরবদের সাহসী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন।

তৎকালীন আরবদের সম্মানিত ব্যক্তিদের একটি প্রথা ছিল তারা প্রত্যেকে নিজের ঘরে একটি মূর্তি রাখত। সকাল-সন্ধ্যা মূর্তিটির পূজা করত এবং এর সন্তুষ্টির জন্যে পশু জবাই করত। আর বিপদে পড়লে মূর্তিটির প্রার্থনা করত এবং তার নিকটে সাহায্য চাইত।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে মূর্তিটি তাঁর ঘরে রাখতেন তার নাম ছিল মানাত। মূল্যবান কাঠ দিয়ে তিনি মূর্তিটি তৈরি করেন এবং এই মূর্তির পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করতেন। এর জন্যে উন্নত সুগন্ধি ব্যবস্থা করতেন। সর্বোপরি তিনি একে অনেক ভালোভাবে পরিচর্যা করতেন।

* * *

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জীবনের ষাট বছর শির্কের ওপর অতিবাহিত করেছেন। তখন মদিনাতে প্রথম সুসংবাদ প্রদানকারী হযরত মুসয়াব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আহ্বানে মদিনায় একের পর এক করে সবাই মুসলমান হতে লাগল। তাঁর দাওয়াতে মদিনাতে দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর তিন ছেলেও তাঁর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন মুআউয়াজ, মুয়াজ ও খাল্লাদ।

এ তিন জনের সাথে তাঁদের মায়েরাও মুসলমান হয়ে গেছেন। অথচ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁদের ঈমান আনার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেননি।

* * *

হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি দেখলেন ধীরে ধীরে মদিনাতে ইসলামের প্রভাব বাড়তে লাগল এবং তাঁর স্বামী ব্যতীত মদিনার অধিকাংশ মান্যগণ্য নেতাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন মদিনার পরিবেশ এমন ছিল যে, খুব কম লোকই ইসলামের বিরোধিতা করত। তাছাড়া হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্ত্রীদের মধ্যে হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁকে বেশি ভালোবাসতো। আর এই কারণে তিনি তাঁর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কেননা যদি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাফের অবস্থায় মারা যান তাহলে তাঁকে জাহান্নামে যেতে হবে।

ওই দিকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁ ছেলেদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা যদি আবার মুসয়াব বিন উমাইরের ফাঁদে পড়ে নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। তাঁর চিন্তার কারণ ছিল মুসয়াব বিন উমাইর যেভাবে অল্প দিনেই মদিনার অনেক লোকের হৃদয়কে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে সুতরাং তাঁর ছেলেদের হৃদয় পরিবর্তন হতে আর কতক্ষণ লাগবে। যদিও তার এই চিন্তা অনেক আগেই সত্যের রূপ নিয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তিনি সামান্যটুকুও জানতে পারেননি।

হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর স্ত্রী হিন্দাকে বললেন: তোমার ছেলেদেরকে ওই ব্যক্তি থেকে সতর্ক করবে যাতেকরে ভুলেও তারা তার সাথে দেখা না করে। তিনি ওই ব্যক্তি দ্বারা মুসয়াব (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করলেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন: আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম, কিন্তু আপনার ছেলে মুয়াজ তাঁর কথা শুনলে আপনার সমস্যা কোথায়?

তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস্! আমার ছেলে নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে অথচ আমি জানব না?

তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর মনে দয়া হলো, তাই তিনি বললেন: না তা কখনো হতে পারে না, কিন্তু আপনার ছেলে মুয়াজ তার এক সভায় উপস্থিত ছিল এবং সে যা বলেছে তা থেকে কিছু কথা মুখস্থ করে রেখেছে।

তিনি বললেন: তাকে আমার নিকটে ডেকে আন......।

যখন তাঁর ছেলে উপস্থিত হলো তিনি বললেন: এই লোক যা বলেছে তা থেকে আমাকে কিছু শুনাও।

তাঁর ছেলে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ . ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ . مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ . صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ .

অর্থ- পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করলাম।

সকল প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

যিনি দয়ালু ও দয়াময়।

যিনি বিচার দিনের মালিক।

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

তাদের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।

তাদের পথ না যারা অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট।

সূরা ফাতিহা শুনার পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আহ্! কতই না সুন্দর বাণী আর প্রতিটি বাক্যকে কতই না উত্তম অলংকারে সাজানো হয়েছে। তাঁর প্রতিটি কথা কি মতো সুন্দর?

তাঁর ছেলে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: বাবা; বরং এর থেকেও সুন্দর। আপনি কি তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করবেন; অথচ আপনার পুরো জাতি তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে।

এ কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ছিলেন। এরপর তিনি মুখ খুললেন।

তিনি বললেন: আমি আমার দেবতা মানাতের সাথে পরামর্শ না করে কিছুই করব না।

তাঁর ছেলে বললেন: বাবা! এটি কি বলবে? এটিতো কাঠের মূর্তি, সেতো বধির কিছু শুনেও না আর কিছু বলতেও পারে না।

তিনি ধমকের সুরে বললেন: আমি তোমাকে বললাম: আমি তাকে ছাড়া কিছুই করব না।

* * *

ছেলে ও স্ত্রীর সাথে কথোপকথন শেষ করে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মূর্তির কাছে গেলেন। ওই দিকে তার স্ত্রী ও তাঁর ছেলে বুদ্ধি করে মূর্তির পেছনে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বসিয়ে রেখেছে, যাতেকরে তিনি যখন মূর্তিকে কোনো কিছু জিজ্ঞেসা করবেন তখন ওই মহিলা তাঁর কথার জবাব দিবে, এতে করে তিনি ধারণা করবেন যে তাঁর মূর্তিই তার কথায় সাড়া দিয়েছে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মূর্তির সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন। তিনি তার অনেক প্রশংসা করলেন এবং তার কাছে খুব বেশি অনুরাগী হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন-

'হে মানাত! এতে কোনো সন্দেহ নেই মক্কা থেকে আমাদের নিকটে আগমনকারী এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি অবশ্যই জ্ঞাত। যে শুধু তোমার ক্ষতি চায়........ এবং তোমার ইবাদত করতে আমাদেরকে নিষেধ করে........।

অথচ আমি তার কথামতো তার হাতে বায়াত হতে অপছন্দ করি। আর এই কারণে আমি তোমার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি; সুতরাং তুমি আমাকে পরামর্শ দাও। কিন্তু তার মতো আবেগভরা প্রার্থনাতেও মূর্তির মুখ থেকে কোনো উত্তর বের হলো না।

তিনি আবার মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন- তুমি মনে হয় আমার ওপর রাগ করেছ.......। আমি এরপর থেকে তোমার কষ্ট হবে এমন কোনো কাজই করব না। কিন্তু এতে কোনো সমস্যা নেই, আমি কিছু দিন তোমার থেকে দূরে সরে থাকব তাহলে তোমার রাগ কমে যাবে।

* * *

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলেরা দেখল তাঁদের বাবার সাথে মূর্তির নিবিড় সম্পর্ক। মূর্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক এমনভাবে বাড়তে লাগল মনে হয় তিনি যেন মূর্তির একটি অংশ হয়ে গেছেন। কিন্তু মতো কিছুর পরেও যখন তিনি মূর্তির থেকে কোনো কথার জবাব পাননি তখন ধীরে ধীরে মূর্তির ওপর থেকে তাঁর বিশ্বাস উঠে যেতে লাগল। আর এটাই তাঁর ঈমানের পথকে সুগম করে দিল।

* * *

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলেরা একরাতে তাঁদের বন্ধু মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে মূর্তির ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁরা সেটি নিয়ে বনী সালামার ময়লা আবর্জনার স্তূপে রেখে আসলেন। এই কাজটি তাঁরা এতই গোপনে করেছে যে, কেউ টের পায়নি। এরপর তাঁরা সেখান থেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন।

সকাল বেলা যখন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মূর্তিকে অভিবাদন জানাতে গেলেন। কিন্তু তিনি মূর্তিকে না দেখে হতাশ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: তোমাদের ধ্বংস হোক! কে আমাদের প্রভুর সাথে এই রাতে শত্রুতা করেছে?, কিন্তু কেউ তাঁর কথার কোনো উত্তর দিল না।

তারপর তিনি ঘরের ভেতরে-বাইরে সব জায়গায় মূর্তিটি খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে মাথাভাঙ্গা অবস্থায় ময়লার গর্তে পেলেন। তিনি তাকে গর্ত থেকে তুলে ভালোভাবে গোসল করিয়ে সুগন্ধি মেখে পূর্বের স্থানে রাখলেন। তিনি মূর্তিটিকে বললেন: জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি যদি জানতাম কে তোমার সাথে এমন করেছে তাকে অবশ্যই আমি অপদস্থ করতাম।

দ্বিতীয় রাতেও সেই সকল যুবকেরা একই কাজ করলেন। গত দিন সকালের মতো আজও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘুম থেকে উঠে তাঁর মূর্তিটি খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে ময়লা মাখা অবস্থায় ময়লার গর্তে পেলেন। তিনি তাকে গর্ত থেকে তুলে ভালো করে গোসল করিয়ে সুগন্ধি মেখে পূর্বের স্থানে রাখলেন।

যুবকেরা প্রতি রাতেই কোনো না কোনো স্থানে মূর্তিটিকে ফেলে রাখতেন। প্রতি রাতে এই ঘটনা বার বার হওয়ার কারণে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন। শেষে তিনি বুদ্ধি করে ঘুমানোর আগে একটি তরবারি মূর্তিটির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন: হে মানাত, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কে তোমার সাথে এমন করে। আমি তোমাকে এই তরবারিটি দিয়ে গেলাম; সুতরাং তুমি যদি সঠিক হয়ে থাক তাহলে তুমি এর দ্বারা তোমার শত্রুকে প্রতিহত করবে। এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলেন।

যখন যুবকেরা নিশ্চিত হলো যে, হযরত আমর ঘুমিয়ে গেছেন তাঁরা মূর্তিটির কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁরা তার তরবারিটি নিয়ে নিলেন। এরপর তাঁরা সেটিকে বাইরে এনে একটি মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে বনূ সালামার ময়লা আবর্জনার কূপে ফেলে দিলেন আ সেই তরবারিটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘুম থেকে উঠে তাঁর মূর্তিটি পেলেন না। তিনি তাকে খুঁজতে বের হয়ে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে সেটিকে ময়লা আবর্জনার কূপে একটা মৃত কুকুরের সাথে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। অথচ মূর্তিটির গলায় তরবারিটা ঝুলছিল। তিনি এই অবস্থায় দেখে মূর্তিটিকে আর কূপ থেকে উঠালেন না। তিনি সেটিকে রেখে চলে এলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

وَاللهِ لَوْ كُنْتَ إِلٰهًا لَمْ تَكُنْ ـ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِيْ قَرَنٍ

অর্থ-

আল্লাহর শপথ যদি তুমি প্রভু হতে
মধ্যকূপে কুকুর আর তুমি থাকতে না এক সাথে।

এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করতে আর দেরি করলেন না।

* * *

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম কবুল করে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি ঈমান আনার পর তার পূর্বের অবুঝ শিশুর মতো করা শিরকগুলোর জন্যে লজ্জিত হতেন। আর মনে মনে হাসতেন এই ভেবে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তিনি বধির, বোবা একটি মূর্তির পূজা করেছেন। তাই ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে শুরু করলেন এবং সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকতেন।

* * *

এর কিছুদিন পর উহুদের যুদ্ধের ডাক আসে। তিনি দেখলেন তাঁর তিন ছেলেই আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি তাঁদেরকে দেখলেন তাঁরা আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল কোরবানি করে শাহাদাত অর্জনের অপেক্ষা করছিল। আর এই দৃশ্য দেখে তাঁর মনেও শাহাদাত অর্জনের ইচ্ছা জাগে। যদিও তিনি এখন খুবই বৃদ্ধ। তাঁর সকল পুত্র তাঁকে নিষেধ করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন: আল্লাহ আপনাকে ওযর দিয়েছেন। তাহলে কেন আপনি নিজ আত্মাকে সেই কাজে কষ্ট দিবেন যা থেকে আল্লাহ আপনাকে মুক্ত রেখেছেন।

তাদের এই কথা শুনার পরে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গিয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ছেলেরা আমাকে ঘরে বন্দি করে রাখতে চায়। তারা বলে আমি না কি অক্ষম। অথচ আমি এর দ্বারা জান্নাতে যাওয়ার আসা করছি।

রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন: তোমরা তাকে যেতে দাও, হতে পারে আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত দান করবেন। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা তাকে যেতে দিল।

* * *

যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের থেকে চির বিদায় নিলেন। এরপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শাহাদাত দান কর, আমাকে ব্যর্থ করে আমার পরিবারে ফিরিয়ে দিও না।

এরপর তিনি জিহাদের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর সাথে তাঁর তিন ছেলে ও তাঁর গোত্রের অনেক লোক রওয়ানা দিল।

যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে গেল মানুষেরা রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে দূরে চলে যেতে লাগল। তখন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম সারিতেই ছিলেন। তাঁর এক পা খোঁড়া ছিল আর তাই তিনি তাঁর সুস্থ পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলেন আর বলছিলেন- আমি জান্নাতের প্রত্যাশী......

আমি জান্নাতের প্রত্যাশী...........।

আর তাঁর পেছনে তাঁর ছেলে খাল্লাদ ছুটে যাচ্ছিলেন।

তিনি ও তাঁর ছেলে খাল্লাদ শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-কে ঘেরাও দিয়ে রেখেছেন। তাঁরা তরবারির আঘাত প্রতিহত করতে করতে এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি ও তাঁর ছেলে খাল্লাদ একই সময়ে শাহাদাত বরণ করেন।

* * *

যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ উহুদের শহীদদেরকে দেখতে লাগলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলতে লাগলেন- তোমরা তাদেরকে রক্ত মাখা অবস্থায় কবর দাও কেননা আমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিব।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন: যে মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হবে সে কাল কিয়ামতের দিন রক্তঝরা অবস্থায় উঠবে, এর রং হবে জাফরানের রঙের মতো আর এর ঘ্রাণ হবে মিস্‌কে আম্বরের মতো।

রাসূল ﷺ আরো বললেন: আমর বিন আল জামুহ্‌কে আব্দুল্লাহ বিন আমরের সাথে দাফন কর কেননা তারা দুনিয়াতে খুব ভালো বন্ধু ছিল।

* * *

আল্লাহ তাআলা যেন আমর বিন জামুহ্‌র ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৫২৯ পৃ.।
২. সিফাতুস্‌ সফওয়া - ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃ.।

হযরত

আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"ইসলামে যাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন বলে অভিহিত করা হয়েছে।"

যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স তাঁদের মধ্যে একজন। ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। কেননা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা ছিলেন তাঁর মাতা। যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন ফুফু ছিলেন।

অন্যদিকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্যালক ছিলেন। কেননা তাঁর বোন যায়নাব বিনতে জাহ্স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তাছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী প্রথম যোদ্ধা ছিলেন।

তিনি সেই ব্যক্তি যাকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকা হয়।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

কোরাইশদের অত্যাচার বেড়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে দ্বীন বাঁচানোর জন্যে মদিনায় হিজরত করতে অনুমতি প্রদান করলেন। আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি পেয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি হিজরতকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁর পূর্বে শুধু আবু সালামা হিজরত করেছিলেন। কিন্তু ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করা তাঁর অপরিচিত ছিল না। কেননা মদিনায় হিজরত করার পূর্বে তিনি হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। তাই মদিনায় হিজরত করার সময় হিজরত করার কষ্ট তাঁর জন্য নতুন ছিল না। তাঁর হাবশায় হিজরত ছিল একাকি, কিন্তু মদিনায় হিজরত ছিল অনেক ব্যাপক। কারণ তখন তাঁর সাথে তাঁর বাবার সকল সন্তান, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও দাস-দাসীসহ পুরো পরিবারের সকলে একত্রে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর পরিবারটি ছিল একটি ইসলামী পরিবার। যে পরিবারের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁরা সামান্য দূরে না যেতেই, তাঁদের ঘরগুলো নিরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হয় যেন কখনো কোনো মানুষ এই বাড়িতে ছিল না। কোনো লোক কোনো দিন এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেনি।

তাঁরা হিজরতে যাওয়ার কিছুদিন পরই মক্কার নেতারা বের হলো মুসলমানদের কে কে চলে গেছে আর কে কে বাকি আছে তা দেখার জন্যে। আবু জাহেল, উতবা ও অন্যান্যরা ঘুরে ঘুরে তা দেখতে লাগল।

উতবা দেখল জাহসের ছেলেদের ঘরগুলোর দরজা বন্ধ, সেখানে সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ।

সে বলল: জাহসের ছেলেদের ঘরগুলো তাদের জন্য কাঁদছে।

আবু জাহেল বলল: এরা এমন কে যাদের জন্য তাদের ঘর কাঁদবে?

তারপর আবু জাহেল আব্দুল্লাহ বিন জাহসের ঘরে ঢুকে যা কিছু পেল সব নিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল সে এগুলোর মালিক।

যখন এ কথাগুলো আব্দুল্লাহ বিন জাহসের কানে যায় তিনি তা রাসূল ﷺ-এর নিকটে বলেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: এই ঘরের বিনিময়ে জান্নাতে তোমার জন্য একটি ঘর হবে তুমি কি এতে খুশি না?

তিনি বললেন: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন: তাহলে তোমার জন্যে তাই হবে।

এ কথা শুনে তাঁর অন্তর শান্তি পেল এবং তাঁর চক্ষু শীতল হলো।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় গিয়ে এখনো ভালোভাবে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি মক্কা থেকে হিজরত করে আসার কষ্ট ক্লান্তিও দূর হয়নি। এর মধ্যেই আল্লাহ তাআলা চাইলেন তাঁকে জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। তিনি এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে এ পর্যন্ত মতো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হননি।

আপনাদেরকে জানানোর জন্যে আমরা সেই ঘটনা নিচে তুলে ধরলাম।

* * *

রাসূল ﷺ তাঁর আটজন সাহাবীকে ইসলামের প্রথম সামরিক দায়িত্ব দিয়ে মক্কার পথে প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স ও সা'দ বিন ওক্কাস্ ছিলেন।

রাসূল ﷺ বললেন: আমি তোমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা ক্ষুধা ও পিপাসায় ধৈর্য ধারণ করবে।

তারপর তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাহ্সকে তাঁদের আমীর বানিয়ে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। এ কারণেই তিনি হলেন মুসলমানদের প্রথম ব্যক্তি যাকে রাসূল ﷺ মুসলমানদের আমীরের দায়িত্ব প্রদান করেন।

* * *

রাসূল ﷺ তাঁদের যাওয়ার দিক ঠিক করে দিলেন। তিনি আব্দুল্লাহর নিকটে একটা চিঠি দিয়ে বললেন: তিনি যেন এই চিঠি দুই দিন সফর করার পূর্বে খুলে না দেখেন। যখন দুই দিন সফর শেষ হলো তিনি তা খুলে দেখলেন। তাতে লেখা ছিল-

> যখন তুমি আমার এই চিঠি খুলে দেখবে তখন তোমরা ওই খেজুরের বাগান পর্যন্ত অতিক্রম করে যাবে, যা মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত। অতঃপর সেখানে বসে কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে তথ্য দিবে।

তিনি তা পড়ে শেষ করে বললেন: আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তা শুনলাম এবং আনুগত্য স্বীকার করলাম।

তারপর তিনি তাঁর সাথিদেরকে বললেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতেকরে আমরা কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখি এবং তাঁদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিকটে সংবাদ পৌছিয়ে দেই। রাসূল ﷺ আমাকে তোমাদের সাথে জোর করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমাদের যার ইচ্ছা সে আমার সাথে আস আর যার ইচ্ছা চলে যাওয়ার সে কোনোরূপ অভিযোগ ব্যতীতই চলে যেতে পার।

তাঁরা সবাই বলল: আমরা রাসূল ﷺ-এর কথা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। আপনি যেখানে আমাদেরকে আদেশ করেন আমরা সেখানেই যাব।

সকলে ঐকমত্য হয়ে রাসূল ﷺ-এর আদেশ পালনে নাখলার দিকে অগ্রসর হলেন।

রাসূল ﷺ-এর আদেশমতো তাঁরা সেখানে অবস্থান নিলেন এবং পথেপ্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। হঠাৎ করে তাঁরা দেখলেন কোরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা আসছে। সেখানে চারজন লোক ছিল। তারা হচ্ছে আমর বিন আল হাজরমী, হাকাম বিন কায়সান, উসমান বিন আব্দুল্লাহ ও তার ভাই মুগীরা। তাদের সাথে তাদের ব্যবসায়ী মালপত্র ছিল। উল্লেখযোগ্য মালের মধ্যে চামড়া, কিসমিস আরো অন্যান্য পণ্যসামগ্রী যা দ্বারা তারা ব্যবসা বাণিজ্য করত।

এ সময় রাসূল ﷺ-এর প্রেরিত সেই আটজন সাহাবী বসে পরামর্শ করতে লাগলেন। দিনটি ছিল মুহার্‌রম মাসের শেষ দিন।

তাঁরা বললেন: যদি আমরা আজ যুদ্ধ করি তাহলে আমরা হারাম মাসে যুদ্ধ করলাম। আর এ কারণে সকল আরববাসী আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হবে।

আর অন্যদিকে যদি আমরা আজ তাদেরকে ছেড়ে দেই তাহলে তারা হারাম এলাকায় পৌঁছে যাবে এবং আমাদের থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ যাবত পরামর্শ সভায় আলোচনা করার পর তাঁরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যে, তাঁরা ওদেরকে আক্রমণ করবে এবং যা কিছু পায় তা গনীমত হিসেবে নিয়ে নিবে।

এরপর তাঁরা ওদেরকে আক্রমণ করে আমর বিন হাজরামীকে হত্যা করে, দুইজনকে আটক করে আর অন্য একজন পালিয়ে যায়।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গনীমতের মাল ও বন্দিদেরকে মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে নিয়ে আসেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যা ঘটেছে সব কিছুর বিবরণ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনে কঠোরভাবে নিন্দা জানান।

তিনি তাঁদেরকে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি; বরং আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি তোমরা কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দুই বন্দিদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালার অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং কাফেলার অর্জিত গনীমত থেকে কোনো কিছুই গ্রহণ করলেন না।

এ অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স ও অন্য সাতজনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁরা ধারণা করতে লাগলেন তাঁদের এই কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ বিরোধী হয়েছে আর এ কারণে না জানি তাঁরা ধ্বংস হয়ে যায়।

তাঁদের জন্য ব্যাপারটি আরো কঠিন হয়ে গেল যখন অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরা তাঁদেরকে পরিত্যাগ করে চলতে লাগলেন। দেখা হলে তাঁদেরকে এ কাজের জন্য নিন্দা জানাতেন। এমনকি তাঁরা তাঁদেরকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে অন্য পথে চলে যেতেন। মুসলমানগণ তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন: এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছে।

সমস্যাটি দিন দিন আরো বাড়তে লাগল। যখন তাঁরা জানতে পারল কোরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্রের নিকটে এই বলে প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ হারাম মাসগুলোতেও যুদ্ধ বৈধ করে দিয়েছে। সে হারাম মাসে মানুষ হত্যা করেছে, মাল লুট করেছে এবং বন্দি করেছে।

সুতরাং এতে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না কতটুকু কষ্টের বোঝা তাঁদের মাথার ওপর ছিল। একদিকে তাঁদের কাজটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিপরীত হয়েছে অন্যদিকে তাঁদের কাজের জন্য কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুৎসা রটনা করছে।

* * *

দিনের পর দিন যখন তাঁদের ওপর কষ্ট আর মসিবত বাড়তে লাগল হঠাৎ এমন সময়ে এক লোক এসে বলল: আল্লাহ তোমাদের কাজের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর নবীর ওপরে অহী প্রেরণ করেছেন।

এ সংবাদ শুনার পর তাঁদের মাঝে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করে। মনের মতো কষ্ট ও দুঃখের সময় এ সংবাদ শুনার পর তাঁরা কতই না খুশি হয়েছেন তা প্রশ্ন করার অবকাশ রাখে না। এ সংবাদ শুনে অন্যান্য মুসলমানগণ তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসলেন এবং তাঁদের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলেন। তাঁদের কর্মের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাযিল করেছেন তা তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলেন।

তাঁদের সম্মানে নাযিলকৃত আয়াতগুলো..........

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ
اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ
اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ- "তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি বলুন তা অনেক জঘন্য, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় কাউকে বাধা দেওয়া, তাঁর সাথে ও মসজিদে হারামের মধ্যে কুফরী করা এবং এর অধিবাসীকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকটে আরো জঘন্য।"

[সূরা বাকারাহ্- ২১৭]

* * *

এ আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার পর রাসূল -এর অন্তরও খুশিতে ভরে গেল। তিনি গনীমতে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করেন। আর এ কাজের জন্য তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স ও তাঁর সাথিদের ওপর অনেক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যার কারণেই এ ঘটনাটি ইসলামী ইতিহাসে অনেক গুরুত্ব লাভ করে।

কেননা এ যুদ্ধের গনীমত মুসলমানদের জন্য প্রথম গনীমত।

এ যুদ্ধে যাকে হত্যা করা হয় সে প্রথম নিহত মুশরিক, যে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে।

এ যুদ্ধে যারা বন্দি হয় তারা মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দি।

আর এ যুদ্ধের আমীর ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স যিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আমীরুল মুমিনীন নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

বদরের পর উহুদের যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর সাথি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস -এর সাথে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা যা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। সে ঘটনা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ওহুদের যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স আমার সাথে দেখা করে বলে- তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না?

আমি বললাম: অবশ্যই করব।

তারপর আমরা এককোণে গিয়ে দোয়া করলাম, আমি বললাম: হে আমার প্রতিপালক! আমি যখন শত্রুর সম্মুখীন হব আপনি আমার সাথে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করাবেন যে খুব সাহসী এবং খুব রাগী, আমি তার সাথে লড়াই করব এবং সে আমার সাথে লড়াই করবে। এরপর তাকে পরাজিত করার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করবে, এতে আমি তাকে হত্যা করব এবং তার থেকে গনীমত নিয়ে নিব। দোয়া শেষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স আমীন বলেন।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স দোয়া করতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমার সাথে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করাবেন যে খুব সাহসী এবং প্রচণ্ড রাগী, আমি তার সাথে লড়াই করব আর সে আমার সাথে লড়াই করবে। এরপর সে আমাকে ধরে ফেলবে এবং আমার নাক-কান কেটে ফেলবে। যখন আমি কিয়ামতের দিন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব তুমি বলবে: তোমার নাক কান কেন কাটা হয়েছে?

আমি বলব- তোমার জন্য এবং তোমার রাসূলের জন্য।

তুমি বলবে: তুমি সত্য বলেছ।

হযরত সা'দ বলেন:

আমার দোয়া থেকেও আব্দুল্লাহ বিন জাহসের দোয়া উত্তম ছিল। আমি দিনের শেষে দেখেছি সে নিহত হয়েছে এবং তার নাক-কান কেটে ফেলা হয়েছে। তার নাক ও কান একটি গাছের ডালে সুতা দিয়ে ঝুলানো ছিল।

* * *

আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহসের দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে শহীদি মর্যাদা দান করেছেন যেমনিভাবে তাঁর মামা হযরত হামজা -কে দান করেছেন।

রাসূল তাঁকে ও হযরত হামজা -কে একই কবরে দাফন করেন। তখন তাঁর অশ্রু শাহাদাতের সুঘ্রাণে ভরা কবরকে সিক্ত করেছে।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃ.।
২. ইমতাউল আসমা - ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।
৩. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃ.।
৪. হুসনুস্ সাহাবা - ৩০০ পৃ.।
৫. মাজমুয়াতুল ওসায়িকিস্ সিয়াসিয়্যাহ্ - ৮ পৃ.।

হযরত

আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে আর এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবায়দা।" [তাঁর শানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি]

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট হালকা-পাতলা ও বেশ লম্বা। তিনি এমন ছিলেন যাঁকে দেখলে চক্ষু ঠাণ্ডা হতো, যাঁর সাক্ষাতে হৃদয় সান্ত্বনা পেত আর অন্তর প্রশান্তি পেত।

তিনি অনেক নম্র ভদ্র ছিলেন এবং অনেক লাজুক ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি কোনো কঠিন কাজ সমাধান করতে যেতেন তখন তিনি সিংহের মতো সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে যেতেন।

যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল ধারালো তরবারির ন্যায়। তাঁর সাহসিকতা এমন ছিল যাঁকে মানুষ সাহসিকতার উদাহরণ হিসেবে পেশ করত।

তিনি হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মদীর আমীন (আমানতদার) 'আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আল জার্‌রাহ্'। যিনি সবার কাছে আবু উবায়দা নামে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: কোরাইশদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি যাঁরা সবচেয়ে উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, উত্তম ব্যবহারের অধিকারী ও অত্যন্ত লাজুক। যদি তাঁরা কোনো কথা বলেন তবে মিথ্যা বলেন না। আর যদি কেউ তাঁদেরকে কোনো কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন না। তাঁরা হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক, উসমান বিন আফ্‌ফান ও আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ।

* * *

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের সারিতে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরের দিন তাঁর হাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে ও আব্দুর রহমান, উসমান বিন মাজউন, আরকাম বিন আবুল আরকামকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যান। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

* * *

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর যতদিন মক্কায় অবস্থান করেছেন ততদিন তাঁকে কাফেরদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি অন্য সাধারণ মুসলমানদের সাথে এমন কষ্ট-যাতনা, দুঃখ- বেদনা সহ্য করলেন যে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীরা সহ্য করেনি। মতো কষ্ট ভোগ করার পরও তিনি কখনো ইসলাম থেকে সামান্য বিচ্যুত হননি। কঠিন মসিবতেও তাঁর ধৈর্য ছিল পাহাড়সম। তিনি প্রতিটি কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাস্তবায়ন করতেন।

কিন্তু বদরের যুদ্ধে আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে মতো বেশি কষ্টে পতিত হতে হলো যে, যা কেউ ধারণাও করতে পারেনি।

* * *

মরণজয়ী যোদ্ধা যাঁরা আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে চাইত না হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের মতো শত্রুদের কাতারকে ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর আক্রমণ দেখে মুশরিকরা প্রচণ্ড ভয় পেল। অবস্থা এমন হয় যে, তিনি যার দিকে ছুটতেন সে অন্যদিকে দৌড়ে পালিয়ে যেত। তিনি এমনভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন যেন মৃত্যুই তাঁর একমাত্র কাম্য। কিন্তু এক লোক বার বার তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে সবদিক দিয়ে মুশরিকদের মাঝে আর তাঁর মাঝে প্রাচীরের মতো অবস্থান নিল। তার কারণে আবু উবায়দা কোনোভাবেই সামনের দিকে যেতে পারছিলেন না। তিনি যতই সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে ছিলেন সে তাকে তত কঠিনভাবে তাঁর পথ রোধ করতে লাগল।

অবশেষে আবু উবায়দা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ওই লোকটির মাথায় তরবারি দিয়ে এক আঘাত করে দুখণ্ড করে দিলেন। এতে করে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রিয় পাঠক! আপনি কি জানেন আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কার মাথায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছেন? হ্যাঁ সে আর কেউ নই, স্বয়ং আবু উবায়দার জন্মদাতা পিতা আব্দুল্লাহ বিন জার্‌রাহ। আল্লাহর রাস্তায় তাঁর বাবা যখন বাধা হয়ে দাঁড়িছে তখন তিনি নিজ হাতেই তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করেছেন। কতটুকু ঈমানের বলে বলীয়ান হলে তিনি এ কাজ করতে পেরেছেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না !!!

* * *

তাঁর এই কাজের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থ-

"(হে রাসূল) আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এমন কোনো জাতিকে আপনি পাবেন না যে, তারা এমন লোক ভালোবাসে যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর

রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের গোত্রের লোক হয়ে থাকে............"।

[সূরা মুজাদালা-২২]

* * *

ইসলামের জন্য নিজ হাতে পিতাকে হত্যা করা হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। কেননা তাঁর ঈমান এত বেশি ছিল তাঁর জন্য এটি কোনো ব্যাপারই ছিল না। যার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই উম্মতের 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে ঘোষণা করেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন জাফর বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে খ্রিস্টানদের এক দল লোক আগমন করে।

তারা বললঃ হে আবুল কাসেম! আপনি আপনার সাহাবীদের থেকে এমন একজন লোক আমাদের মাঝে প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের মাঝে আমাদের সম্পদগুলো বণ্টন করে দিবে। কেননা আপনারা মুসলমানরা আমাদের অতি প্রিয়ভাজন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা আমার নিকটে বিকালে এসো, আমি তোমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করব।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি সেই দিন যোহরের নামাজে তাড়াতাড়ি গিয়েছি কেননা আমি ধারণা করেছি আমিই সেই ব্যক্তি হব।

নামাজ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে বামে তাকাতে লাগলেন। আমি একটু মাথা উঁচু করে বসেছি যাতে করে তিনি আমাকে দেখেন। আমার দিকে তাকানোর পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দাকে দেখে তাঁকে ডাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি এদের সাথে গিয়ে তাদের মাঝের সমস্যাটি সঠিকভাবে সমাধান করে আস।

আমি বললামঃ আবু উবায়দা 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা' সেই গুণের অধিকারী হয়ে গেল।

* * *

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু বিশ্বস্তই ছিলেন না; বরং তাঁর মাঝে বিশ্বস্ততার মূল শক্তি প্রকাশিত হতো। আর বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা তা প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি একটি ঘটনা-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কোরাইশদের এক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত আবু উবায়দাকে তাঁদের আমীর বানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তাঁদের খাদ্য হিসেবে শুধু এক ব্যাগ খেজুর দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রতিদিন তাঁর সাথিদেরকে একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁরা ওই

খজুরটিকে বাচ্চারা যেমন মায়ের স্তন চুষতে থাকে তেমন করে চুষতে থাকতেন এরপর পানি পান করতেন। এভাবে ভ্রমণে একটি খেজুর দিয়ে তাঁরা সারা দিন কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর বিশ্বস্ততার আরেকটি ঘটনা-

উহুদের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানরা মুশরিকদের আক্রমণে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিলেন, তখন তিনি সেই দশ জনের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যাতেকরে মুশরিকদের কোনো আক্রমণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে আঘাত না হানতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেছে এবং তাঁর মাথায় লোহার দুইটি টুকরা ঢুকে গেছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোহার টুকরা দুইটি বের করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি একাজ আমাকে করতে দিন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা তাঁকে করতে দিলেন। তিনি ভাবলেন যদি আমি এটি হাত দিয়ে খুলতে যাই তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাবেন। তাই তিনি দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে টান দিলেন এতে লোহার একটি টুকরা বের হয়ে গেল, কিন্তু সাথে তাঁর সামনের একটি দাঁতও পড়ে গেল। তিনি আবার দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে টান দিলেন এতে লোহার দ্বিতীয় টুকরাটিও বের হয়ে গেল আর সাথে সাথে তাঁর সামনের দ্বিতীয় দাঁতটিও পড়ে গেল।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: দাঁত ভেঙে যাওয়া লোকদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা সবচেয়ে উত্তম লোক ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! কারণ তাঁর দাঁত অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ভাঙ্গেনি; বরং তাঁর দাঁত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ভেঙ্গেছিল।

* * *

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে খেলাফতের বাইয়াতের দিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু উবায়দাকে বললেন: তোমার হাতটি প্রসারিত কর আমরা তোমার হাতে বাইয়াত হব। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি উম্মতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত) রয়েছে। আর এই উম্মতের আমীন (বিশ্বস্ত) হচ্ছ তুমি।

হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আমি এমন ব্যক্তি থেকে অগ্রগামী হতে চাই না যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থ অবস্থায় ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের নামাজের ইমামতি করেছেন। (অর্থাৎ আবু বকর 'রা.')

এরপর সবাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর হাতে বাইয়াত করলেন। হযরত আবু উবায়দা কতই না উত্তম ছিলেন। তিনি নিজে খেলাফতের দায়িত্ব পেয়েও তা ছেড়ে দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ইন্তেকাল হওয়ার পর খেলাফতের দায়িত্ব হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ওপর বর্তালো। তিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নেতৃত্ব আনুগত্যের সাথে মেনে নিলেন। তিনি কখনোই খলীফার নির্দেশ অমান্য করেননি। তবে একবার করেছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আপনি কি জানেন সেই নির্দেশটি কি ছিল?

তখন হযরত আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন যখন তাঁরা আল্লাহর সাহায্যে সিরিয়ার এলাকাগুলো একের পর এক বিজয় করছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সিরিয়ার সব অঞ্চলে বিজয় দান করেন।

তিনি যখন সিরিয়ার ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছেন, তখন সিরিয়াতে এমন মহামারী শুরু হয় যা সিরিয়াবাসীরা কখনো দেখেনি। এতে একের পর এক মানুষ মারা যেতে লাগল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাড়াতাড়ি তাঁর নিকটে পত্র দিয়ে একজনকে প্রেরণ করেন। তিনি যা লেখেছেন তা-

আমার এক কাজে তুমি থাকা খুবই প্রয়োজন, তুমি ব্যতীত সেই কাজ কেউ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং যদি তোমার কাছে আমার এই পত্র সকালে আসে তাহলে তুমি আমার কাছে আসতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেরি করবে না। আর যদি তোমার কাছে আমার পত্র সন্ধ্যায় আসে তাহলে তুমি আমার কাছে আসতে সকাল করবে না।

হযরত আবু উবায়দা পত্রটি পেয়ে বললেন: আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনের কথা আমি জানি। তিনি এমন একজনকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন যে বেঁচে থাকার নয়।

তারপর তিনি লেখলেন-

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার প্রয়োজনের কথা জানি। আমি মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে আছি আর তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। এমনকি যতক্ষণ না আমার আর সৈন্যদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোনো ফয়সালা করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই চিঠি পাঠ করে তার চোখের কোণে পানি জমে গেল এবং তা টপটপ করে পড়তে শুরু করল। তাঁর কান্না দেখে তাঁর আশপাশের লোকেরা জিজ্ঞেসা করল- আবু উবায়দা কি মারা গেছে?

তিনি বললেন: না, তবে মৃত্যু তার অতি নিকটে।

হযরত উমর -এর ধারণা মিথ্যা হয়নি। অবশেষে হযরত আবু উবায়দা মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: তোমরা নামাজ কায়েম করবে, রমজানের রোজা রাখবে, সদ্‌কাহ করবে, হজ্ব ও উমরা আদায় করবে, অন্যকে ভালো উপদেশ দিবে আর তোমাদের আমীরদের কল্যাণ কামনা করবে এবং তাঁদের সাথে প্রতারণা করবে না।

তোমাদেরকে যেন দুনিয়া ধ্বংস করে না দেয়। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে তবুও তাকে মরতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আদম সন্তানদের জন্য মৃত্যুকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তারা মৃত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে তার প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং পরকালের জন্য আমল করে।

তোমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

তারপর তিনি মুয়াজ -এর দিকে তাকিয়ে বললেন: হে মুয়াজ! তুমি এদের নামাজের ইমামতি করবে।

এর কিছুক্ষণ পর তাঁর পবিত্র রূহ মোবারক উড়ে গেল।

* * *

তারপর মুয়াজ মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন: হে মানুষ সকল! তোমরা এমন একজন মানুষকে হারিয়েছ, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর থেকে অধিক পুণ্যবান লোক দেখতে পাইনি, যিনি গুনাহ্ থেকে অনেক দূরে থাকতেন এবং পরকালের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। মানুষের কল্যাণকামী তাঁর মতো আর কাউকে আমি দেখিনি। তোমরা তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কর আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহম করবেন।

তথ্য সূত্র

১. ত্ববাকাতু ইবনি সা'দ - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃ.।
৩. আল ইসতিয়া'ব -৩য় খণ্ড, ২ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১০০ পৃ.।
৫. আল বাদ্‌উ ওয়াত্ তারীখ - ৫ম খণ্ড, ৮৭ পৃ.।
৬. ইবনু আসাকির - ৭ম খণ্ড, ১৫৭ পৃ.।
৭. সিফাতুস্ সফওয়া - ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।
৮. আশ্‌হারু মাশাহীরিল ইসলাম - ৫০৪ পৃ.।
৯. তারীখুল খামীস - ২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।
১০. আর রিয়াদুন নাদরাহ্ - ৩০৭ পৃ.।

হযরত

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"কোরআন যেভাবে সিক্ত সতেজ নাযিল হয়েছে সেইভাবে পড়তে যার ভালো লাগে সে যেন ইবনে উম্মে আব্দ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ)-এর মতো করে পড়ে।" [তাঁর কিরাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি]

তখন তিনি খুব ছোট ছিলেন। কিশোর বয়স তাঁর থেকে তখনো কাটেনি। সেই সময়ে তিনি জন-মানব থেকে অনেক দূরে মক্কা নগরীর এক কোণে উক্বা বিন আবু মুয়িতের ছাগল চরাতেন। উক্বা ছিল মক্কার নেতাদের অন্যতম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে অনেক বেশি কষ্ট দিত।

এই ছোট বালকটিকে মানুষ ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকতো। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ আর তাঁর পিতার নাম মাসউদ।

* * *

মক্কার অন্যান্য মানুষের মতো এই বালকও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা শুনেছেন। কিন্তু তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে তাঁর মাঝে এ ব্যাপারে কোনো উদগ্রীব সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া তিনি সমাজ থেকে অনেক দূরে ছিলেন। সম্ভবত এ কারণেও তাঁর মাঝে এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা ছাগল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যা বেলা ফিরে আসতেন।

* * *

তারই মধ্যে একদিন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। তিনি দুইজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তাঁরা অনেক ক্লান্ত ছিলেন। তাঁদের পিপাসাও চরমে ছিল। পিপাসার কারণে তাঁদের দুই ঠোঁট ও গলা শুকিয়ে গেছে।

তাঁরা তাঁর নিকটে এসে সালাম দিয়ে বললেন: হে বালক! তোমার বকরিগুলো থেকে আমাদেরকে সামান্য দুধ দোহন করে দাও। যাতেকরে আমরা দুধ পান করে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করতে পারি এবং শিরা উপশিরাগুলো সিক্ত করতে পারি।

তিনি বললেন: আমি তা করব না। কেননা ছাগলগুলো আমার নয়, আমি এগুলোর জিম্মাদার মাত্র।

তিনি আরো বললেন: এ কথা বলার পরেও ওই দুই লোকের মাঝে কোনো হতাশা আসেনি; বরং তাঁরা তাঁর কথা শুনে তাঁর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

তারপর তাঁদের একজন বললেন: আমাদেরকে এমন একটি ছাগল দেখিয়ে দাও যে এখনো দুধ দেয়নি।

তিনি একটি ছোট ছাগল দেখিয়ে দিলেন। তখন তাঁদের দুইজনের একজন ছাগলটির কাছে গিয়ে সেটিকে ধরলেন। তারপর লোকটি ছাগলের ওলানে হাত

বুলাতে লাগলেন। তিনি তাতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলেন। আর বালকটি অবাক চোখে দেখতে লাগল।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন- এই ছোট ছাগল যার এখনো স্তনের বোঁটাও ফুটেনি সে দুধ দিবে?

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ছাগলটির স্তন ফুলে উঠল এবং তীব্র বেগে দুধ দিতে শুরু করল। অন্য লোকটি মধ্যখানে গভীরতাবিশিষ্ট একটি পাথর নিয়ে এলেন এবং তা দুধ দ্বারা পূর্ণ করে নিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে দুধ পান করলেন।

বালকটি বললেন: কিন্তু আমি নিজ চোখে যা দেখেছি তা নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। এটা কিভাবে সম্ভব?

যখন তাঁরা চলে যাচ্ছিলেন তখন বরকতময় হাতওয়ালা লোকটি ছাগলের স্তনকে লক্ষ্য করে বললেন: বন্ধ হয়ে যাও। তারপর তা আগের মতো হয়ে গেল।

তিনি বললেন: তখন আমি ওই লোকটিকে বললাম: আপনি যে কথা বলে এই কাজ করেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিন।

লোকটি বললেন: অবশ্যই (অতিশীঘ্রই) তুমি শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক হবে।

এ ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ -এর প্রথম ঘটনা, যা তাঁকে ইসলামের দিকে পথ দেখাল।

সম্মানিত পাঠক! আপনি কি জানেন ওই দুইজন লোক কে ছিলেন? তাঁরা আর অন্য কেউ না; বরং তাঁদের একজন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ আর অন্যজন তাঁরই সাহাবী হযরত আবু বকর । ওই দিন তাঁদেরকে কাফেররা অনেক বেশি কষ্ট দেওয়ার কারণে তাঁরা সেই গিরিপথের দিকে যান। আর তীব্র গরমের কারণে অনেক পিপাসার্ত হয়ে গেলেন। আর এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের এই অলৌকিক ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হলো।

* * *

এ বালক রাসূল -কে ও তাঁর সাহাবীদেরকে অনেক বেশি মহব্বত করতেন। তাঁর আমানতদারিতা ও হিম্মত দেখে স্বয়ং রাসূল অবাক হতেন। তাছাড়া তিনি ভালো কাজে অনেক অগ্রগামী ছিলেন।

* * *

এরপর কিছু দিন পার না হতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নিজেকে রাসূল -এর খেদমত করার জন্যে পেশ করেন। রাসূল তাঁর এই আরজিকে কবুল করেন এবং তাঁকে তাঁর খাদেম হিসেবে রেখে দিলেন।

ওই দিন থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ছাগল চরানো বাদ দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবের খেদমতে নিয়োজিত হলেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিতে লাগলেন। তাঁর আবাসে-নিবাসে, ঘরে-বাইরের সঙ্গী হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তিনি জাগ্রত থেকে পাহারা দিতেন। গোসল ও অযু করার সময় পানি এনে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি জুতা পরিয়ে দিতেন। আবার ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তিনি জুতা খুলে দিতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিসওয়াক ও লাঠি বহন করতেন। আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কক্ষে প্রবেশ করতেন তিনি তাঁর সাথে প্রবেশ করতেন।

তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এমন সম্পর্ক হয়ে যায় যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন ইচ্ছে তখন আসার অনুমতি পেয়ে ছিলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেড়ে উঠেন। আর তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারিত আদর্শে আদর্শিত হয়ে এবং তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে বড় হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রতিটি কাজে অনুসরণ করতেন। আর এই কারণে তাঁকে বলা হতো তিনি চরিত্র ও আকৃতির দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে থাকার কারণে তিনি শরিয়তের জ্ঞান সম্পর্কে ভালো জানতেন। আর তিনিই ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ক্বারী এবং সবচেয়ে বড় ফকীহ।

তাঁর জ্ঞান কেমন ছিল তা একটি ঘটনা বর্ণনা করলেই আমাদের বুঝে আসবে।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। তখন এক লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি 'কুফা' থেকে এসেছি এবং সেখানে এমন একজন লোককে রেখে এসেছি যে নিজের থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা করে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই কথা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে মতো বেশি রাগান্বিত হতেন না। তিনি বললেন: তোমার ধ্বংস হতো ! সেই লোকটি কে?

লোকটি বলল: তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথা শুনে তাঁর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তোমার জন্য আফসোস্! আমার জানা মতে, কোরআনের ব্যাখ্যা করার মতো তাঁর থেকে অধিক যোগ্য আর কেউ নেই।

তিনি আরো বললেন:

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের নিকটে গিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করলেন তাদের সাথে আমিও ছিলাম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান

থেকে বের হলে আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। এমন সময় আমরা দেখলাম এক ব্যক্তি নামাজ পড়তেছে, কিন্তু তাঁকে আমরা চিনতে পারিনি।

রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁর কেরাত শুনতে লাগলেন। এরপর বললেন: কোরআন যেভাবে সিক্ত সতেজ নাযিল হয়েছে যার ইচ্ছা সেভাবে পড়বে সে যেন উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ)-এর মতো করে পড়ে।

তারপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ দোয়া করতে বসলেন। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি চাও আর তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি চাও আর তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে।

এরপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

আমি মনে মনে বললাম: রাসূল ﷺ তাঁর দোয়ার সাথে আমীন বলেছেন এ সুসংবাদটি কাল সকালে অবশ্যই আমি তাঁকে দিব। আমি সকালে তাঁকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে গেলাম। গিয়ে দেখি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার আগে তাকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়........ আল্লাহর কসম করে বলি, আমি কখনো কোনো ভালো কাজে আবু বকরকে পেছনে ফেলতে পারিনি।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জ্ঞানের পরিমাণ মতো বেশি ছিল যে, তিনি নিজেই বলেতেন- যে সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই তাঁর শপথ! কোরআনের এমন কোনো আয়াত নেই সেটি সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। প্রতিটি আয়াত কোথায় নাযিল হয়েছে এবং কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ জ্ঞাত আছি। আমি যদি জানতে পারি, কোরআন সম্পর্কে কেউ আমার থেকে অধিক জানে, আর তাঁর কাছে গমন করা আমার সক্ষম হয় তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর কাছে গমন করতাম।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের বলা কথাটি একটু অতিরিক্ত ছিল না; বরং তাঁর জ্ঞান সাহাবীদের দ্বারা স্বীকৃত ছিল।

আর এরূপ একটি ঘটনা-

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কাফেলার সাথে পথ চলছিলেন, তখন ছিল অন্ধকার রাত। আর ওই কাফেলাতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদও ছিলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এ কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন যে, কাফেলা কোথায় থেকে এল?

কাফেলার ভেতর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- বহু দূর দূরান্ত থেকে।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: তোমরা কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছ?

তিনি উত্তরে বললেন: প্রাচীন গৃহে।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: নিশ্চয়ই এই কাফেলায় কোনো আলেম আছেন। তিনি এক লোককে নির্দেশ দিলেন, জিজ্ঞেস কর- কোরআনের কোনো আয়াতটি সবচেয়ে ফযিলত পূর্ণ?

তিনি উত্তরে বললেন:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.

অর্থ- "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবী ও অবিনশ্বর তাকে ঘুম ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না......" (সূরা বাকারাহ্ ২৫৫নং আয়াত)

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তাঁদের কে জিজ্ঞেস কর, কোরআনের কোন আয়াতটি অধিক প্রজ্ঞাময়?

তিনি উত্তরে বললেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ- "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয় স্বজন কে দান করার নির্দেশ দেন" (সূরা নাহলো ৯০নং আয়াত)

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কোরআনের কোন আয়াতটি সব থেকে ব্যাপক?

তিনি উত্তরে বললেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

অর্থ- "যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিদান দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ বদ আমল করবে সে তারও প্রতিদান দেখতে পাবে" (সূরা যিলযাল ৭৩৮ নং আয়াত)

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কোরআনের কোন আয়াতটি অন্তরে অধিক ভয় সৃষ্টি করে?

তিনি উত্তরে বললেন:

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

অর্থ- "তোমাদের ইচ্ছে মতো নয় আবার আহলে কিতাবদের ইচ্ছে মতও নয়; বরং যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে তাকে তার শাস্তি পেতে হবে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না" (সূরা নিসা ১২৩নং আয়াত)

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কোরআনের কোন আয়াতটি অন্তরে আশা জাগায়?

তিনি উত্তরে বললেন:

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

অর্থ- "আপনি বলুন, আমার যে সকল বান্দারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু"(সূরা যুমার ৫৩নং আয়াত)

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মাঝে কি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আছে?

তাঁরা বললেন: হ্যাঁ।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর করা প্রশ্নগুলোর উত্তর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় তার জ্ঞানের পরিধি কত বিশাল ছিল।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ শুধু কেবল আলেম, ক্বারী ও আবেদই ছিলেন না; বরং তিনি একজন সাহাসী, অগ্রগামী একজন মুজাহিদও ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর পৃথিবীর বুকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবী একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন কে কোরইশদেরকে কোরআন পাঠ করে শুনাবে। কেননা মুসলমানগণ তখন খুবই দুর্বল ছিলেন।

তাঁরা বলতে লাগলেন- আল্লাহর শপথ! কোরাইশরা কখনো এই কোরআন উচ্চ স্বরে শুনেনি সুতরাং কে এমন আছে যে কোরাইশদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাবে?

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আমি তাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাব।

তাঁরা বললেন: আমরা তোমার ওপর তাদের আক্রমণের ভয় করছি। আমরা চাই এমন লোক, যে শক্তিশালী এবং আক্রমণ আসলে প্রতিহত করতে পারবে।

তিনি বললেন: তোমরা আমাকে করতে দাও। কেননা আল্লাহ আমাকে হেফাযত করবেন।

পরের দিন সকাল সকাল তিনি মাকামে ইব্রাহিমে গেলেন। মানুষ যখন কা'বার আশপাশে জোড় হয়ে বসল তিনি তখন তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন-

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ

অর্থ- পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি।

১ দয়াময় আল্লাহ।

২ তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছে।

৩ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৪ আর তাদেরকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

তিনি তেলাওয়াত করতে ছিলেন আর কোরাইশরা বলতে লাগল ইবনে উম্মে আবদ কি পাঠ করছে? তার ধ্বংস হতো! সে তো মুহাম্মাদের ওপর নাযিলকৃত কোরআন পাঠ করছে।

তারা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগল, কিন্তু তিনি তখনো তেলাওয়াত করতে ছিলেন। আল্লাহ যতটুকু তেলাওয়াত চেয়েছেন ততটুকু করে তিনি সাহাবীদের নিকটে ফিরে গেলেন। আর তখন তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল।

তাঁরা বললেন: আমরা এই ভয়ই করেছিলাম।

তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমার কাছে কাফেরদেরকে তুচ্ছ মনে হয়। তোমরা যদি চাও আমি আগামীকালও তাদের কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাব।

তারা বললেন: প্রয়োজন নেই, কেননা তুমি তাদেরকে তাদের অপছন্দনীয় জিনিস শুনিয়ে দিয়েছ।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে দেখার জন্য আসেন।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন: তুমি কিসের ভয় করছ?

তিনি বললেন: আমার গুনাহ্‌র।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তোমার আশা কি?

তিনি বললেনঃ আল্লাহর রহমত।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেনঃ তুমি গত দুই বছর ধরে যে ভাতা নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন, আমি কি সে ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দিব?

তিনি বললেনঃ আমার তা প্রয়োজন নেই।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেনঃ তোমার মৃত্যুর পর তা তোমার মেয়েদের কাজে লাগবে।

তিনি বললেনঃ আমার মেয়েরা গরিব হয়ে যাবে আপনি কি এ ভয় করছেন?

আমি তাদেরকে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করার আদেশ দিয়েছি। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে তাকে কখনো দারিদ্র্যতা স্পর্শ করবে না।

* * *

যখন রাত ঘনিয়ে আসল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর প্রভুর জিকির করতে করতে তাঁর নিকটে চলে গেলেন।

মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করেন। তাদের মধ্যে জুবাইর বিন আওয়ামও ছিলেন।

তারপর তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত করুন।

তথ্য সূত্র

১. আর ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৩৬৮ পৃ.।
২. আল ইসতিয়া'ব - ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ১০০-১০৪ পৃ.।
৪. তাযকিরাতুর হুফ্ফাজ - ১ম খণ্ড, ১২-১৫ পৃ.।
৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৭ম খণ্ড, ১৬২-১৬৩ পৃ.।
৬. ত্ববাকাতুশ্ শা'রানী - ২৯-৩০ পৃ.।
৭. শাযরাতুয্ যাহাব - ১ম খণ্ড, ৩৮-৩৯ পৃ.।
৮. উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৩৮৪-৩৯০ পৃ.।
৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ৪৬১-৫০০ পৃ.।
১০. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৫৪-১৬৬।
১১. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ - ৫ম খণ্ড, ২১০ পৃ.।
১২. দালায়িলুন নুবুয়্যাহ্ - ২৭৩ পৃ.।

হযরত
সালমান আল ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"ঈমান যদি সুরাইয়াতেও থাকতো তাহলেও এদের মতো কিছু লোক তা অর্জন করত" [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিঠে হাত রেখে এই কথা বলেন]

এই জীবনীটি এমন এক ব্যক্তির জীবনী যিনি সারা জীবন সত্যকে পাওয়া জন্যে দিক দিগন্তে ছুটেছেন। যিনি সারা জীবন সত্যকে অনুসন্ধান করতে করতে অতিবাহিত করেছেন। সে মহান ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

আমরা তাঁর নিজ মুখের বর্ণিত আত্মজীবনী আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

যেকোনো ব্যক্তির সম্পর্কে অন্যের বর্ণনার থেকে তাঁর নিজ বর্ণনাটি অধিক সত্য ও সঠিক বর্ণনা।

প্রিয় পাঠক! তাঁর আত্মজীবনী এতটাই অবাক করার মতো, যা সবার হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি বলেন:

আমার বাড়ি ইস্পাহানের অন্তর্গত জাইয়ান নামক গ্রামে অবস্থিত। আমার পিতা গ্রামের মাতব্বর ছিলেন। আমার পরিবার খুব ধনী ছিল এবং সমাজে আমদের অবস্থান খুব ভালো ছিল। জন্মের পর থেকে আমি আমার পিতার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি ছিলাম। ধীরে ধীরে আমি সকলের নিকটে অধিক প্রিয় হতে লাগলাম। আমার প্রতি সকলের দৃষ্টি আলাদা, কিন্তু এ কারণে আমার পিতা-মাতা আমার ব্যাপারে ভয় করতে লাগল। তাই তারা আমাকে ঘরের বাইরে যেতে দিত না যেমনিভাবে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না।

আমি তখন খুব বেশি অগ্নিপূজা করতাম। আমার এমন আগ্রহ দেখে তারা আমাকে অগ্নিজ্বালক হিসেবে নিয়োজিত করে। আমার দায়িত্ব ছিল দিনে বা রাতের সামান্য মুহূর্তের জন্যেও যেন এই আগুন নিভে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

আমার বাবার বিশাল শস্য খামার ছিল। যা থেকে আমরা অনেক ফসল পেতাম। আমার বাবা তা দেখাশুনা করতেন এবং সংরক্ষণ করতেন।

একদিন তাকে কোনো এক কাজে অন্য এক গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি আমাকে বললেন: হে আমার ছেলে! আমারতো এক জায়গায় যেতে হবে; সুতরাং তুমি বাগানে যাও এবং আমার কাজটি আজ তুমি করে দাও।

আমি বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলোাম। যাওয়ার পথে খ্রিস্টানদের একটি গির্জা দেখতে পেলাম। আমি তাদের নামাজ আদায় করার পদ্ধতি দেখতে পেয়েছি। আর তা আমার মনোযোগ কেড়ে নিল।

* * *

আমি খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোনো ধর্মের ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতাম না। কেননা আমাকে আমার বাবা-মা ছোটবেলা থেকে ঘরের বাইরে যেতে দেননি। আমি তাদের আওয়াজ শুনে তারা কি করে তা দেখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করলাম।

তাদের নামাজের পদ্ধতি দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হলাম এবং তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম।

আমি মনে মনে বললাম: আল্লাহর শপথ! আমার যা করি তা থেকে এটি অনেক উত্তম। আল্লাহর শপথ! আমি আমার বাবার খামারে না গিয়ে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথেই ছিলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- এ ধর্মের মূল কোথায় অবস্থিত।

তারা বলল: সিরিয়ায়।

যখন রাত ঘনিয়ে আসে আমি বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়ি ফিরার পর আমার বাবার সাথে দেখা হলে আমি কি কি করেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন।

আমি বললাম: বাবা! আমি যাওয়ার পথে কিছু মানুষকে দেখলাম তারা গির্জায় নামাজ আদায় করছে। তাদের সেই নামাজ আমাকে মুগ্ধ করেছে তাই আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

আমার বাবা একথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বলতে লাগলেন হে আমার সন্তান! ওই ধর্ম উত্তম নয়........; বরং তোমার ও তোমার বাপ-দাদার ধর্মই উত্তম।

আমি বললাম: কখনো না; বরং তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম।

আমার বাবা আমার কথা শুনে আমার ব্যাপারে ভয় করতে লাগলেন, না জানি আমি বাপ-দাদার ধর্ম থেকে দূরে সরে যাই। তাই তিনি আমাকে পায়ে শিকল দিয়ে বাড়িতে আটকে রাখলেন।

* * *

আমি সুযোগ পেয়ে খ্রিস্টানদের নিকটে এক লোককে প্রেরণ করে বললাম: যখন সিরিয়ার দিকে কোনো কাফেলা রওয়ানা করবে তখন আমাকে জানাবে।

কিছুদিন না যেতে তারা আমাকে জানাল সিরিয়ার দিকে এক কাফেলা রওয়ানা হবে। আমি আমার পায়ের শিকল জোর করে খুলতে চেষ্টা করি এবং অবশেষে আমি খুলে ফেলতে সক্ষম হই। এরপর আমি খুব গোপনে ঘর থেকে বের হয়ে যাই এবং তাদের সাথে সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছি।

বাহন থেকে নামার পর আমি তাদেরকে বললাম: এ ধর্মের সবচেয়ে বড় গুরু কে?

তারা বলল: উসকুফ যিনি এই গির্জার প্রধান।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম: আমি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। তাই আমি চাই আপনার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করব এবং আপনার থেকে এ ধর্মের নিয়ম-কানুন শিখব আর আপনার সাথে নামাজ আদায় করব।

তিনি বললেন: আস, আমি তাঁর নিকটে গেলাম এবং তাঁর খেদমতে নিয়োজিত হলোম।

কিন্তু কিছুদিন পর আমি দেখলাম লোকটি খুব মন্দ। সে মানুষকে আল্লাহর পথে দান করতে উৎসাহিত করত এবং দানের সওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করত, কিন্তু যখন মানুষ দান করত সে তা গরিবদের না দিয়ে নিজের জন্য জমা করে রাখত। এমনকি সে বড় বড় সাতটি কলস স্বর্ণ জমা করে।

আর এ কারণে আমি তাকে খুব ঘৃণা করতে লাগলাম। আমি তার মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করলাম। খ্রিস্টানরা তাকে দাফন করার জন্য একত্রিত হলো।

আমি তাদেরকে বললাম: তোমাদের গুরু এই লোকটি খুব খারাপ লোক ছিল। সে তোমাদেরকে সদ্‌কাহ্ দেওয়ার কথা বলত, কিন্তু তোমরা যখন তার কাছে তোমাদের সম্পদ দান করতে সে তা থেকে গরিব মিসকিনদেরকে সামান্য পরিমাণও দান করত না; বরং নিজের জন্য জমা করে রাখত।

তারা বলল: তুমি তা কিভাবে জানলে?

আমি বললাম: আমি তোমাদেরকে তার জমানো ধনভাণ্ডার দেখাব।

তারা বলল: হ্যাঁ, তুমি আমাদেরকে তা দেখাও।

আমি তাদেরকে তা দেখালাম, তারা সেখান থেকে সাতটি স্বর্ণ-রুপার কলস বের করল। যখন তারা তা দেখল তারা বলল: আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে দাফন করব না, এরপর তারা তাকে শূলিতে চড়ায় এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করে।

তারপর কিছুদিন না যেতেই তার স্থানে অন্য একজন লোক নিয়োগ করা হয়, আর আমি তাঁর খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করি। আমি তাঁর মতো দুনিয়াবিরাগী এবং আখেরাতমুখী লোক আর দেখিনি। তিনি দিন-রাত ইবাদতে কাটাতেন। আর এ কারণে আমি তাকে খুব ভালোবাসতে শুরু করি এবং দীর্ঘদিন আমি তাঁর খেদমত করে কাটাই। যখন তিনি মৃত্যুর মুখে পতিত হন আমি তাঁকে বললাম: আপনার পর আমি কার নিকটে যাব?

তিনি বললেন: আমার জানা মতো কোনো ব্যক্তি এরূপ নেই তবে মুসেলে বসবাসকারী এক ব্যক্তি আছে, সে সত্যের ওপর আছে এবং সত্যকে বিকৃত করে না।

যখন তিনি মারা গেলেন আমি মুসেলের সেই ব্যক্তির নিকটে যাই। আমি তাঁর নিকটে আমার সব ঘটনা খুলে বলি।

আমি তাঁকে বললাম: উমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকটে আসার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন আপনি সত্যের উপরে আছেন।

তিনি বললেন: তুমি আমার নিকটে থাক।

আমি তাঁর নিকটে থাকতে শুরু করলাম এবং তাঁকে ভালো লোক হিসেবেই পেলাম, কিন্তু কিছুদিন পর তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

আমি তাঁকে বললাম: হে উমুক! আমি আল্লাহকে পাওয়ার আশায় আপনার নিকটে এসেছি আর আপনি আমার ব্যাপারে সব জানেন, সুতরাং আপনার মৃত্যুর পর আমাকে কার নিকটে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন: হে বৎস! এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে আমার জানা নেই যে আমার এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে নসীবীনে এক ব্যক্তি আছে তুমি তার কাছে যেতে পার।

তাঁর দাফন-কাফন শেষ হওয়ার পর আমি তাঁর আদেশ মতো সে লোকের কাছে যাই এবং তাঁকে সব খুলে বলি।

তিনি আমাকে বললেন: তুমি আমার কাছে থাক।

আমি তাঁর কাছে থাকতে শুরু করলাম এবং আমি তাঁকে ভালো লোক হিসেবে পেলাম। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে থাকি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি তাঁকে বললাম: আপনি তো আমার সম্পর্কে জানেন সুতরাং আপনার পরে আমাকে কার কাছে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন: হে বৎস! আমার জানা নেই এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যে আমার এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে আম্মুরিয়ায় এক ব্যক্তি আছে তুমি তার কাছে যেত পার।

আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং আমার সব ঘটনা তাঁকে বললাম।

তিনি আমাকে বললেন: তুমি আমার কাছে থাক।

আমি তাঁর কাছে থাকতে শুরু করলাম এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর কাছেই থাকি। যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে আমি তাঁকে বললাম: আপনি আমার সম্পর্কে জানেন; সুতরাং আপনি আমাকে কার নিকটে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন: হে বৎস! আমার জানা নেই এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যে আমার এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু একজন নবী আগমনের সময় অনেক নিকটবর্তী। যিনি আরবে আগমন করবেন। যিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের ওপর প্রেরিত হবেন। তারপর তিনি দুই পাথরের মধ্যবর্তী খেজুরের বাগানের এলাকায় হিজরত করবেন। তাঁর কিছু আলামত থাকবে সেগুলো তুমি ভুলে যাবে না।

তিনি হাদিয়া খাবেন, কিন্তু সদ্‌কাহ্‌ খাবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যখানে মোহরে নবুওয়াত থাকবে। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার তাহলে যাও।

তাঁর মৃত্যুর পর আমি আম্মুরিয়াতে কিছুদিন অবস্থান করি। ঠিক সেই সময়ে সেখানে আরবের কোনো এক গোত্র থেকে কিছু লোক ব্যবসা করতে যায়।

আমি তাদেরকে বললাম: তোমরা যদি আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার এই গরু এবং ছাগল দুইটি দিয়ে দিব।

তারা বলল: হ্যাঁ আমরা তোমাকে নিয়ে যাব।

তারা আমাকে নিয়ে আসল। যখন আমরা ওয়াদিল কুরাতে পৌঁছলাম তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আমাকে এক ইয়াহুদির নিকটে বিক্রি করে দেয়। আমি তার খেদমত করতে থাকি।

এর কিছুদিন পরে সেই ইয়াহুদিকে তার চাচাতো ভাই দেখতে আসে এবং সে তার থেকে আমাকে ক্রয় করে ইসরিবে নিয়ে আসে। এই শহরে এসে আমি সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলো পেলাম যা যা আম্মুরিয়ার লোকটি আমাকে বলেছিলেন। আর তাই আমি তার সাথে মদিনায় অবস্থান করতে লাগলাম।

নবী করীম ﷺ তখন মক্কার মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে ছিলেন, কিন্তু আমি দাস হওয়ার কারণে সেই খবর পাইনি।

* * *

এর কিছুদিন পর রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করেন। আল্লাহর কসম! আমি খেজুরের গাছের মাথায় কাজ করছিলাম আর আমার মালিক নিচে বসা ছিলেন এমন সময় তার নিকটে তার চাচাতো ভাই এসে বলল: আল্লাহ্ তাআলা আউস ও খায্রায গোত্রকে হত্যা করত, তারা কোবা নগরীতে এক লোককে স্বাগতম জানানোর জন্যে একত্রিত হয়েছে। তারা ধারণা করে সে লোকটি নবী।

আমি যখন একথা শুনলাম সাথে সাথে আমার জ্বর হওয়ার মতো কম্পন শুরু হয়ে গেল। আমি মতো বেশি কাঁপতে লাগলাম যেন আমি পড়ে যাব। আমি তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম এবং তাকে বললাম: আপনি কি বলেছেন? খবরটি আবার বলুন।

একথা বলাতে আমার মালিক আমার উপরে খুব রাগান্বিত হয়ে আমাকে খুব জোরে ঘুষি মেরে বললেন: তোমার এর দরকার কি? তুমি তোমার কাজে যাও।

* * *

যখন সন্ধ্যা হলো আমি আমার জমা করা কিছু খেজুর নিয়ে তার নিকটে রওয়ানা হলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে বললাম: আমি জানতে পেরেছি আপনি খুব সৎলোক। আর আপনার সাথে গরিব অনেক লোক আছে যারা খুব অভাবী। আর এগুলো হচ্ছে আমার কাছে থাকা কিছু সদ্কার খেজুর। আমার ধারণা মতে আপনারাই এর বেশি হক্বদার। এ কথা বলে আমি তা তাকে দিলাম।

তিনি তা নিয়ে তার সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা এগুলো খাও, কিন্তু তিনি তা থেকে কিছুই খেলেন না।

আমি মনে মনে বললাম: এটি হচ্ছে প্রথম আলামত।

তারপর আমি চলে যাই এবং আবার কিছু খেজুর জমা করি। যখন তিনি কোবা থেকে মদিনায় আসেন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম: আমি দেখেছি আপনি সদ্কাহ্ খান না তাই আমি আপনার জন্যে কিছু হাদিয়া এনেছি। তখন তিনি তা থেকে নিজে খেলেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে খেতে বললেন।

আমি মনে মনে বললামঃ এটি হচ্ছে দ্বিতীয় আলামত।

তারপর একদিন আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তিনি তখন বাকিউল গরক্বদে ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম তিনি বসে আছেন, তখন তিনি চাদর পরা অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তার পেছনে গেলাম যাতেকরে আম্মুরিয়ার লোকটির বর্ণিত খতমে নবুওয়াতটি আমি দেখতে পাই।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকাচ্ছি তিনি আমার প্রয়োজন বুঝতে পেরে তাঁর পিঠ থেকে চাদর তুলে নেন। অতঃপর আমি তার পিঠের দিকে তাকালাম এবং খতমে নবুওয়াত দেখতে পেলাম। আমি তা দেখে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু দিলাম এবং কাঁদতে শুরু করলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তোমার কি হয়েছে?

আমি তাঁকে আমার সব ঘটনা খুলে বললাম। এতে তিনি অনেক আশ্চর্য হলেন। তিনি চাইলেন আমি যেন এ ঘটনা তাঁর সাহাবীদেরকে শুনাই। আমি তা সাহাবীদেরকে শুনালাম এতে তাঁরাও অনেক অবাক হলো এবং খুব খুশি হলো।

* * *

হযরত সালমান ফারেসীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হউক এবং আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। যিনি সত্যের অন্বেষণে সারাটি জীবন ব্যয় করেছিলেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৬২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃ.।
৩. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল - ২য় খণ্ড, ২৯৬-২৯৭ পৃ.।
৪. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃ.।
৫. সিয়ারু আ'লামিল নুবালা - ১ম খণ্ড, ৩৬২-৪০৫ পৃ.।
৬. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ১৫৮-১৬৩ পৃ.।
৭. উসদুল গবাহ - ২য় খণ্ড, ৩২৮-৩৩২ পৃ.।
৮. ত্ববাকাতুশ্ শা'রানী - ৩০-৩১ পৃ.।
৯. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ২১০-২২৫ পৃ.।
১০. শাযরাতুয্ যাহাব - ১ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.।
১১. তাক্বরীবুত্ তাহ্যীব - ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃ.।
১২. তাহ্যীবুত্ তাহযীব - ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭-১৩৯ পৃ.।

হযরত
ইকরামা বিন আবু জাহ্ল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"অচিরেই ইকরামা ঈমান এনে তোমাদের নিকটে হিজরত করে আসবে; সুতরাং তোমরা তার পিতাকে গালি দিবে না কেননা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে তা সে শুনতে পায় না; বরং তা জীবিত ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়।"

[তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যৎ বাণী]

"আরোহী মুহাজিরকে স্বাগতম"

[ইকরামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বাগত বাণী]

তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ও হেদায়েত নিয়ে আরবে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন কোরাইশদের মধ্যে অনেক সম্মানিত নেতা। বংশ ও অর্থের দিক দিয়ে তিনি মক্কা নগরীর সেরাদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করতেন যদি তাঁর পিতা না থাকতো। কিন্তু পিতার বাধার কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে তাঁর অনেক দেরি হয়ে গেল।

আপনি কি জানেন তাঁর সেই জঘন্য পিতা কে ছিল?

সে হচ্ছে মক্কা নগরীর জালিম ও মুশরিকদের নেতা এবং মুসলমানদের ক্ষতিসাধনকারীদের প্রধান। যার কারণে মুসলমানরা অনেক কষ্টে পতিত হয়।

সে তার সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত।

সে ছিল হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতা, ইসলামের ইতিহাসে যে ব্যক্তি আবু জাহেল তথা মূর্খের বাপ নামে পরিচিত। সে বুদ্ধির দিক দিয়ে সেরা থাকার কারণে তাকে আরবের লোকেরা আবুল হাকাম তথা বুদ্ধির বাবা বলে ডাকত, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো জঘন্য কাজ করার কারণে ইসলামের ইতিহাসে সে আবু জাহেল নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই জঘন্য লোকটিই ছিল হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতা আবু জাহেল। যে তৎকালীন মক্কা নগরীর বিশিষ্ট নেতা ছিল ও সাহসী অশ্বারোহী ছিল।

* * *

হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথম জীবনে তাঁর পিতাকে ইসলাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তীব্র বিরোধিতা করতে দেখলেন। এ কারণে তিনিও ইসলামের তীব্র বিরোধিতা করা শুরু করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অনেক বেশি কষ্ট

দিতে লাগলেন এবং ইসলামকে খুব গালাগালি করতেন। এতে তাঁর পিতা আবু জাহেলের অন্তর খুব শান্তি পেত এবং সে খুব খুশি হতো।

বদরের যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় তাঁর পিতা আবু জাহেল লাত ও উজ্জা নামক মূর্তির কসম করে বলল: সে মুহাম্মদকে আক্রমণ না করে ফিরবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধ করতে সে বদর প্রান্তরে অবস্থান নিল। সে সেখানে তিন দিন অবস্থান করল। এ তিন দিনে সে উট ও ভেড়া জবাই করে খেল এবং মদ পান করল।

বদর যুদ্ধের পরিচালনায় তার ছেলে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন তখন তার ডান হাত। যার ওপর সে ভর করত এবং নির্ভর করে থাকতো।

কিন্তু লাত ও উজ্জা নামক মূর্তি আবু জাহেলের ডাকে সাড়া দেয়নি। কিভাবে দিবে? মূর্তিরাতো কোনো কথা শুনতেই পায় না। তারা তাকে কোনো সাহায্য করল না। কিভাবে সাহায্য করবে? তাদের তো কোনো শক্তিই নেই।

আর এ কারণেই বদরের যুদ্ধে আবু জাহেল পরাজিত হয়। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজ চোখে তাঁর পিতাকে মুসলমানদের হাতে নিহত হতে দেখলেন। আরো দেখলেন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের করুণ পরিণতি। যা ভুলে যাওয়ার মতো নয়!

* * *

হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বদরের প্রান্তে কোরাইশ নেতার লাশ রেখে মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি তাদেরকে মক্কায় নিয়ে দাফন করতেও সক্ষম হননি।

মুসলমানগণ কাফেরদের নেতার লাশ কলীবে নিক্ষেপ করেন। আর সেখানে তাদেরকে বালু দিয়ে চাপা দিয়ে দিলেন।

* * *

ওই দিন থেকে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিলেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেলেন। তিনি ও যাদের আত্মীয়স্বজন বদরের যুদ্ধে মারা গেছে তারা সকলে মক্কাবাসীর অন্তরে যুদ্ধের আগুনকে প্রজ্বলিত করতে লাগলেন। তিনি মক্কার অধিবাসীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিলেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। আর এ সূত্র ধরে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

* * *

হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উহুদের ময়দানের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও বের হলেন যাতে যোদ্ধাদের পেছনে

নারীদের মাঝে অবস্থান করে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করতে পারেন। আর যখন যোদ্ধারা ময়দান থেকে পিছু হঠতে চাইবে তখন দুফ বাজিয়ে তাদেরকে ময়দানে অটল রাখতে পারেন।

* * *

কোরাইশদের ডানে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। আর বামে ছিল ইকরামা বিন আবু জাহেল। তাঁদের উভয়ের নেতৃত্বে উহুদের ময়দানে মুসলমানরা তীব্র আক্রমণের শিকার হলেন। তাঁরা উভয়ে কোরাইশদেরকে বিজয় এনে দিলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁদের নেতা আবু সুফিয়ান বললেন: এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ।

* * *

খন্দকের যুদ্ধের সময় মুশরিকরা মদিনাকে অনেক দিন যাবত ঘেরাও করে রাখে। অবরোধ অনেক দিন অতিক্রম হওয়ার পরেও যখন বিজয় আসল না তখন হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিরক্ত হয়ে গেলেন। এতে তিনি ভালোভাবে খন্দকটি দেখলেন এবং সেখানে পার হওয়ার সামান্য জায়গা পেলেন। তিনি সেখান দিয়ে তাঁর ঘোড়া ছুটালেন। তাঁর সাথে আরো কিছু দুঃসাহসী লোক ঘোড়া ছুটিয়ে খন্দক পার হয়ে সামনে গেল, কিন্তু আমর বিন আব্দুল উদ্দ আমেরী সামনে এগিয়ে গেলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে নিহত হয়। আর তখন হযরত ইকরামা মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন। ওই দিকে রসদপত্র সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে আর অবরোধ করে রাখাও সম্ভব ছিল না। অবশেষে পালানো ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না। হঠাৎ এক ঝড় এসে মুশরিকদের সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। আর তাই তারা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। আর এভাবেই কোরাইশদের কোনো সফলতা ছাড়া খন্দকের যুদ্ধ শেষ হলো।

* * *

মক্কা বিজয়ের দিন কোরাইশরা দেখল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে কোনোভাবেই প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আর এ কারণে তারা মুসলমানদের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করল না। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন- যারা যুদ্ধ করবে না তারা নিরাপদ। আর এ কারণে তারা প্রতিরোধ করার চিন্তা বাদ দিয়ে দিল।

* * *

কিন্তু ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর সাথে কতিপয় লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগল। তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি বাহিনী গঠন করল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেই বাহিনীর সাথে

যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। তাদের কিছুকে নিহত হলো আর বাকিরা পালিয়ে গেল। হযরত ইকরামা সৌভাগ্যবশত পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

* * *

ওই দিকে হযরত ইকরামা -এর স্ত্রী উম্মে হাকীম ও হিন্দা রাসূল নিকটে এসে ইসলামের ওপর বায়াত হন। তাঁদের সাথে আরো দশজন মহিলা বায়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন রাসূল -এর নিকটে প্রবেশ করেন তখন তাঁর নিকটে তাঁর দুইজন স্ত্রী ও তাঁর কন্যা ফাতেমা ছিলেন এবং আব্দুল মুত্তালেবের পুত্রবধূরা ছিলেন।

হিন্দা কথা বলতে শুরু করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর পছন্দনীয় দ্বীনকে বিজয় দান করেছেন। আপনার নিকটে আমার দাবী আপনি আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করবেন। কেননা আমি এখন ঈমানদার ও বিশ্বাসী একজন নারী।

তিনি তার চেহারা খুলে বললেন: আমি উতবার মেয়ে হিন্দা।

রাসূল তাকে বললেন: তোমাকে স্বাগতম।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকটে জমিনের ওপর আপনার ঘরের মতো অপ্রিয় বস্তু আর কিছুই ছিল না আর এখন আপনার ঘরই আমার নিকটে জমিনের ওপর সবচেয়ে প্রিয় ঘর।

রাসূল বললেন: বিষয়টি এর থেকেও বেশি।

তারপর ইকরামা -এর স্ত্রী উম্মে হাকিম সামনে এগিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল ইকরামা আপনার ভয়ে ইয়ামানে পালিয়ে গেছে, আপনি তাঁকে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দিবেন।

রাসূল বললেন: সে মুক্ত।

রাসূল -এর কাছ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার পর ইকরামা -এর স্ত্রী তাঁকে খোঁজার জন্যে বের হয়ে গেলেন। তার সাথে রুমী এক গোলাম ছিল। তাঁরা দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। পথে গোলামটি তাঁকে খারাপ প্ররোচনা দিতে লাগল। নিজেকে বাঁচানোর কৌশল হিসেবে ইকরামার স্ত্রী তাকে আশা দিতে লাগলেন। যখন তাঁরা একটি জনপদে পৌঁছলেন তখন ইকরামার স্ত্রী গোলামটির বিরুদ্ধে তাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। তারা তাঁকে সাহায্য করে এবং গোলামটিকে বেঁধে ফেলে। তিনি তাদের নিকটে গোলামটিকে বন্দি রেখে আসেন।

তারপর তিনি একা একা ইকরামাকে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে তিহামা নামক এলাকায় সাগরের পাড়ে খুঁজে পেলেন। হযরত ইকরামা তখন সমুদ্রের এক নাবিকের সাথে কথা বলছিলেন।

নাবিক তাঁকে বলল: তুমি নিজেকে মুক্ত কর তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: কিভাবে আমি নিজেকে মুক্ত করব?

নাবিক বলল: তুমি বল: আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন: আমিতো সেখান থেকেই পালিয়ে এসেছি।

তারা দুইজনের কথা বলা অবস্থায় ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী এসে হাজির হলেন।

তিনি এসে বললেন: আমি সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তুমি কি নিজে কথা বলেছ?

তিনি বললেন: হ্যাঁ আমি নিজে কথা বলেছি।

তারপর ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার স্ত্রীর সাথে ফিরে আসার জন্যে রওয়ানা দেয়। তাঁর স্ত্রী পথে ঘটে যাওয়া ওই গোলামের কথা তাঁকে বললেন। ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ওই গোলামকে হত্যা করেন।

পথে কোনো এক মন্‌জিলে আসার পর ইকরামা তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তা করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন: আমি মুসলমান আর তুমি এখনও মুশরিক; সুতরাং কোনভাবে তা করা যাবে না।

তখন ইকরামা খুব অবাক হয়ে বললেন: যে জিনিস (ধর্ম) তোমার আর আমার মাঝে দূরুত্ব সৃষ্টি করেছে তা অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

যখন ইকরামা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: অচিরেই ইকরামা ঈমান এনে তোমাদের নিকটে হিজরত করে আসবে; সুতরাং তোমরা তার পিতাকে গালি দিবে না কেননা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে তা সে শুনতে পায় না; বরং তা জীবিত ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়।

এর কিছুক্ষণ পরই ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর স্ত্রী মক্কায় এসে পৌঁছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে খুশিতে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি এতো তাড়াতাড়ি গেলেন যে গায়ের চাদরটিও নিলেন না।

হযরত ইকরামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে বসেন, তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! উম্মে হাকিম আমাকে বলেছে- আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে, তুমি নিরাপদ।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আপনি আমাকে কিসের দিকে আহ্বান করতে চান?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাকে এই দিকে আহ্বান করব যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পাঁচ রুকনের কথা বললেন।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ! আপনি সত্যের দিকেই আহ্বান করছেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন- আল্লাহর শপথ! আপনি এই দাওয়াত প্রচার করার পূর্বেও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী ছিলেন এবং সবচেয়ে ভালো লোক ছিলেন।

এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে বলতে লাগলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তিনি আরো বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি উত্তম বাক্য শিখিয়ে দিন যা আমি বলব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি বল- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তিনি বললেন: আর কি বলব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি বল: আমি আল্লাহকে ও উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন: আজ তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তা দিব।

তিনি বললেন: আমি আপনার নিকটে চাচ্ছি, আমি আপনার যত বিরুদ্ধাচরণ করেছি, আপনার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করেছি এবং আপনার সামনে বা পেছনে আপনার বিরুদ্ধে যত কথা বলেছি সবগুলোর জন্য আপনি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও। সে আমার যত বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তোমার নূরকে নিভানোর জন্য যত সফর করেছে এবং আমার সামনে বা পেছনে আমার বিরুদ্ধে যত কিছু করেছে সব কিছুর জন্য তাকে মাফ করে দাও।

এতে তাঁর চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠে, তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি যা কিছু আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে ব্যয় করেছি তার দ্বিগুণ আল্লাহর দ্বীনের জন্যে ব্যয়

করব এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছি তার দ্বিগুন আল্লাহ দ্বীনের পক্ষে যুদ্ধ করব।

* * *

সেদিন থেকে দাওয়াতের কাফেলায় ও রণক্ষেত্রে এক সাহসী অশ্বারোহী বীর যোগ দিলেন। যিনি দিনে নামাজে আর রাত জেগে কোরআন তেলওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কোরআনকে তাঁর চেহারার উপরে রেখে বলতেন: এটি আমার প্রতিপালকের বাণী................

এটি আমার প্রতিপালকের বাণী...........।

এই বলে বলে আল্লাহর ভয়ে খুব বেশি কাঁদতেন।

* * *

হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুশরিক থাকা অবস্থায় যত অন্যায় করেছেন ইসলাম গ্রহণ করে তার থেকেও বেশি ভালো কাজ করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি এবং এমন কোনো দ্বীনী কাজ নেই যাতে তিনি অংশীদার হননি। ইসলামের কাজে তিনি দলের অগ্রভাগে অবস্থান নিতেন।

ইয়ারমুকের দিন হযরত ইকরামা তীব্রভাবে কাফেরদেরকে আক্রমণ করেন। যখন যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল তিনি তাঁর তরবারির খাপ ভেঙে ফেললেন এবং বীরবিক্রমের মতো শত্রুদের ভেতরে ঢুকে গেলেন।

খালেদ বিন ওয়ালিদ তাঁকে বললেন: তুমি এটি করবে না কেননা তুমি শহীদ হলে যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

তিনি বললেন: আমাকে আমার কাজ করতে দাও। কেননা তোমরা আমার অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছ। আর আমি এবং আমার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তীব্র বিরোধিতা করেছি। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দাও আমি আমার আগের কর্মের কাফ্ফারা আদায় করে নিই। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করেছি। আর আজ তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি কি পালিয়ে যাব? তা কখনো হতে পারে না।

তারপর তিনি মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বললেন: কে কে আমার হাতে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত হবে? চার শত মুসলমানদের মধ্য থেকে তাঁর হাতে শুধু তাঁর চাচা হারিস বিন হিসাম ও জিরার বিন আযওয়ার বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা তিনজন মিলে শত্রুদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কল্পনাও করতে পারেননি।

যুদ্ধ শেষে ইয়ারমুকের ময়দানে এই তিন মর্দে মুজাহিদ আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন। তাঁরা হচ্ছেন হারিস বিন হিসাম, আইয়াস বিন আবু রবীআ এবং ইকরামা বিন আবু জাহেল।

তাদের মধ্যে হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পানি বলে আওয়াজ দিলেন। যখন তার নিকটে পানি নিয়ে আসা হয় তখন হযরত ইকরামা পানি বলে আওয়াজ দিলেন। এতে তিনি বললেনঃ তোমরা তাকে আগে পানি দাও।

যখন তারা ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে পানি নিয়ে আসলেন তখন হযরত আইয়াস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পানি বলে আওয়াজ দিলেন।

তার আওয়াজ শুনে হযরত ইকরামা বললেনঃ তোমরা আগে তাকে পানি দাও।

কিন্তু তাঁর কাছে যেতে না যেতে তাঁর পবিত্র রূহ্ উড়ে গেল। তাঁরা ইকরামা ও হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে পানি নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু এসে তাঁদের আর পায়নি; বরং তাঁরা তাদের রবের নিকটে চলে গেছেন।

* * *

আল্লাহ্ যেন তাঁদেরকে হাউযে কাউসারের পানি পান করিয়ে তাঁদের অন্তর শীতল করেন, যে পানি পান করলে আর কখনো পিপাসা লাগবে না এবং তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবাহ্ - ২য় খণ্ড, ৪৯৬ পৃ.।
২. তাহ্যীবুল আসমা - ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.।
৩. খুলাসাতুত্ তাহ্যীব - ২২৮ পৃ.।
৪. যাইলুল মুযীল - ৪৫ পৃ.।
৫. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃ.।
৬. রগবাতুল আমাল - ৭ম খণ্ড, ২২৪ পৃ.।
৭. আল মুসতাদ্রক - ৩য় খণ্ড, ২৪১ পৃ.।

হযরত
জায়েদ আল খায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু মাঝে সময় মতো কম ছিল যে, তিনি কোনো ছোট পাপেও জড়িত হননি"

সকল মানুষ খনির মতো, যারা জাহিলী যামানায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ।

[হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

এখন আমরা একজন মহান সাহাবীর জীবনের দুইটি অংশ আলোচনা করব। যার প্রথমটি ছিল জাহিলী জীবন আর দ্বিতীয়টি ছিল ইসলামী জীবন।

এই মহান সাহাবীর নাম জায়েদুল খায়েল যাকে লোকেরা জায়েদুল খায়ের নামে ডাকতো। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই নামে ডেকেছেন।

তার প্রথম জীবনী আরবী সাহিত্যে বর্ণিত আছে। হযরত শায়বানী, বনূ আমেরের এক শায়েখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তখন খুব অনাবৃষ্টি ও খরা রৌদ্র চলছিল যার কারণে সকল ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পশুদের স্তন শুকিয়ে গেছে। আমাদের মধ্য থেকে এক লোক তার পরিবার নিয়ে হিরা নামক এলাকায় চলে গেল। সে তাদেরকে সেখানে রেখে গেল আর বলে গেল আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে অবস্থান করবে।

তারপর সে কসম করে বলে, আমি হয় তোমাদের জন্য কিছু উপার্জন করে ফিরে আসব না হয় মৃত লাশ হয়ে ফিরব।

এরপর সে কিছু পাথেয় নিয়ে তার যাত্রা শুরু করল। সে সারা দিন হাঁটতে থাকে। এমন সময় সে একটি তাঁবু দেখতে পেল। তাঁবুটির পাশে একটি ঘোড়ার শাবক বাঁধা ছিল। তাঁবুটির দরজা ছিল বন্ধ। সে তা দেখে মনে মনে বলতে লাগল- এটি হচ্ছে প্রথম গনীমত।

সে তাঁবুটি লক্ষ্য করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু যখন সে তাঁবুতে প্রবেশ করবে এমন সময় সে শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে: তুমি ওটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জান বাঁচাও। একথা শুনে শাবকটি না ধরে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এরপর লোকটি সাত দিন একটানা হাঁটার পর সে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হয় যেখানে উটের খামার ছিল। আর এর পাশেই একটি বিশাল তাঁবু ছিল। তখন লোকটি মনে মনে বলল: এখানে অবশ্যই উট পাওয়া যাবে এবং কোনো মানুষের বসতি অবশ্যই এখানে আছে।

সে তাঁবুটির দিকে তাকাল তখন ছিল পড়ন্ত বিকাল। সে সেখানে একজন বৃদ্ধ শায়েখকে দেখতে পেল। সে আস্তে আস্তে তার পেছনে গিয়ে বসে যাতেকরে বৃদ্ধ লোকটি কোনোভাবে টের না পায়। সে সেখানে লুকিয়ে থাকল।

এর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবে গেল। তখন সেখানে এক অশ্বারোহী আগমন করেন। লোকটি এত লম্বা ও মোটা ছিল যে, সে কখনো এমন লোক আর দেখেনি। ওই লোকটির সাথে দুইজন গোলাম হাঁটছিল। তাঁর সাথে অন্তত এক শত উট ছিল।

ওই ব্যক্তি একটি মোটা-তাজা উটের দিকে ইশারা করে তার এক গোলাম কে বললেন: এই উট থেকে দুধ দোহন কর এবং তা শায়েখকে পান করাও।

গোলামটি দুধ দোহন করে একটি পাত্র পরিপূর্ণ করল। গোলামটি দুধের পাত্র শায়েখের সামনে রেখে চলে গেল। শায়েখ সেখান থেকে এক চুমুক বা দুই চুমুক পান করে রেখে দিল।

শায়েখ যখন দুধ রেখে দিল তখন ওই লোকটি যে এসে লুকিয়ে ছিল সে পাত্রটি নিয়ে পুরো দুধটি পান করে শেষ করে ফেলল। তারপর পাত্রটিকে যথাস্থানে রেখে দিল।

গোলামটি ফিরে এসে পাত্রটি খালি দেখে তার মালিককে গিয়ে বলল: হে মালিক! তিনি তো পাত্রের সবটুকু দুধ পান করেছেন।

মালিক লোকটিকে আরেকটি উটের দিকে ইশারা করে বললেন: এই উট থেকে দুধ দোহন কর।

গোলামটি দুধ দোহন করে শায়েখের সামনে রেখে চলে গেল। শায়েখ সেখান থেকে এক চুমুক বা দুই চুমুক পান করে রেখে দিল।

আবারও ওই লুকিয়ে থাকা ব্যক্তি পাত্র থেকে অর্ধেক দুধ পান করে পাত্রটি যথাস্থানে রেখে দেয়। কেননা পুরোটা শেষ করলে হয়তো সন্দেহ করবে তাই অর্ধেক পান করে বাকিটুকু রেখে দিল।

তারপর মালিক লোকটি তাঁর গোলামদেরকে একটি বকরি জবাই করার আদেশ দিলেন। তারা বকরি জবাই করে কাবাব করে তা থেকে শায়েখকে দিলেন এবং নিজেরাও খেলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে তারা তিনজনই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

লুকিয়ে থাকা লোকটি বলল: তারপর আমি উটের পালের দিকে গেলাম এবং সেখান থেকে একটি উট নিয়ে আমি খুব দ্রুত সামনের দিকে ছুটতে লাগলাম। আমি সারা রাত ধরে চলতে থাকি। যখন সকাল হলো আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম আমাকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা। দেখলাম, না কেউ আমার পিছু

নেয়নি। তারপরও আমি আমার উট চালিয়ে যেতে লাগলাম। যখন সূর্য অনেক উপরে উঠে যায় আমি আমার যাত্রাবিরতি করি।

হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাই আমার পেছনে কে যেন বাজ পাখির মতো তেড়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটি ঘোড়ায় চড়ে এক আরোহী আসছেন, কিন্তু তখনো আমি তাকে চিনতে পারিনি। যখন তিনি আরো নিকটে আসলেন আমি তাকে চিনতে পারলাম; তিনি আর অন্য কেউ নই তিনি স্বয়ং আমার নিয়ে আসা সেই উটের মালিক।

আমি সাথে সাথে উটটি বেঁধে ধনুক থেকে একটি তীর বের করে নিই। তীর দেখে লোকটি থেমে গেলেন। তিনি বললেন: তুমি উটটি দিয়ে দাও।

আমি বললাম: কখনো না, কেননা আমি আমার স্ত্রীদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থা রেখে এসেছি এবং তাদেরকে বলে এসেছি, আমি হয় তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসব অথবা আমি মৃত হয়ে ফিরব।

তিনি বললেন: অবশ্যই তুমি মারা যাবে। তাড়াতাড়ি উট দিয়ে দাও হতভাগা।

আমি বললাম: আমি কখনো উট ফিরিয়ে দিব না।

তিনি বললেন: তোমার ধ্বংস হউক, তুমি প্রতারিত প্রবঞ্চিত।

তারপর তিনি আবার বললেন: তুমি আমাকে উট বেঁধে রাখার রশিটি দেখাও।

আমি তাঁকে রশিটি দেখালাম। লোকটি রশিটি লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি রশিটির মাঝে এমনভাবে গেঁথে গেল মনে হয় কেউ তা রশিতে নিজ হাতে রেখেছে। আমি তা দেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তিনি আমার নিকটে আসলেন এবং আমার তরবারি এবং তীরগুলো নিয়ে নিলেন।

তিনি আমাকে বললেন: তুমি আমার পেছনে চড়ে বস।

আমি তার পেছনে চড়ে বসলাম।

তিনি আমাকে বললেন: তোমার কি ভাবছ আমি তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করব?

আমি বললাম: আমার ধারণা আপনি আমাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

তিনি বললেন: কেন?

আমি বললাম: কেননা আমি আপনার সাথে যে অপরাধ করেছি, আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ আমার উপরে আপনাকে বিজয় দান করেছেন।

তিনি বললেন: তোমার ধারণা আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করব, তোমাকে শাস্তি দিব অথচ ওই রাতে তুমি মুহালহেলের পাশে বসে খেয়েছ এবং পান করেছ। (মুহালহাল হচ্ছে লোকটির বাবা)।

আমি মুহালহেলের নামা শুনে বললাম: আপনি কি জায়েদুল খায়েল?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

আমি বললাম: তাহলে আপনি বন্দির সাথে উত্তম ব্যবহার করুন।

তিনি বললেন: তোমার কোনো চিন্তা নেই।

তিনি আমাকে তাঁর থাকার স্থানে নিয়ে গেলেন।

তিনি আমাকে বললেন: আল্লাহর শপথ! যদি এই উট আমার হতো অবশ্যই আমি তা তোমাকে দিয়ে দিতাম, কিন্তু এই উটটি আমার বোনের। তুমি আমার নিকটে থাক। অচিরেই আমি যুদ্ধ করব সেখান থেকে যা পাই তা তোমাকে দিয়ে দিব।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি মাত্র তিন দিন পর তিনি বনূ নুয়াইমের ওপর আক্রমণ করেন এবং সেখানে একশত উটের কাছাকাছি গনীমত পেলেন। তিনি সবগুলো উট আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি যাতে ঠিক ঠাক মতো পৌঁছতে পারি সে জন্যে তিনি আমার সাথে কিছু লোকও দিলেন। অবশেষে আমি হিরাতে এসে পৌঁছি।

* * *

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যে ঘটনাটি পড়লেন এই ঘটনায় একশত উট দানকারী সেই মহান ব্যক্তিই ছিলেন হযরত জায়েদুল খায়েল যিনি জায়েদুল খায়ের নামে পরিচিত। এই হচ্ছে তাঁর জাহিলী যামানার ইতিহাস। জাহিলী যামানাও তাঁর ব্যবহার এত সুন্দর ছিল। এত বড় দানবীর ছিলেন তিনি।

এবার ইসলামে প্রবেশ করার পর তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া সেই ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব।

যখন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নতুন দ্বীন প্রচারের কথা পৌঁছলো, তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুত করে তাঁর গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ডেকে ইয়াসরেব (মদিনা) গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার কথা বললেন। তাঁর সাথে অনেক ব্যক্তি যেতে প্রস্তুত হলেন। তাঁরা বিশাল একটি বাহিনী হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন যুররুবনু সাদুস, মালিক বিন জুবাইর, আমের বিন জুওয়ান আরো অন্যান্যরা। মদিনায় পৌঁছার পর তারা মসজিদের সামনে বাহন রেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

মসজিদে পা রাখার সাথে তাঁদের চোখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষণ শুনার জন্য বসে গেলেন। তাদেরকে একটি বিষয় খুব অবাক করেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাগুলো সাহাবীরা একেবারে চুপ-চাপ থেকে পূর্ণ মনযোগ দিয়ে

শুনছেন। তাঁরা আরো দেখল রাসূল ﷺ-এর কথাগুলো সবার হৃদয়কে কিভাবে কেড়ে নিচ্ছে।

রাসূল ﷺ তাদেরকে দেখতে পেয়ে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা উজ্জা ও আরো অন্যান্য যে সকল মূর্তির পূজা কর তাদের থেকে আমি তোমাদের জন্য উত্তম।

তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যে কালো উটের পূজা কর তা থেকে আমি তোমাদের জন্য উত্তম।

* * *

রাসূল ﷺ-এর এ কথাগুলো জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দলের মাঝে দুই রকম প্রভাব সৃষ্টি করে। তাঁদের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হলো আর কতিপয় লোক কথাগুলো অপছন্দ করে চলে গেল।

তাদের মধ্যে দুইটি ভাগ হয়ে যায় তাদের কিছু লোক জান্নাতে যাওয়ার পথ ধরল এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাওয়ার পথ ধরল।

তাদের মধ্যে যুর্রুবনু সাদুস বলল: আমি দেখছি লোকটি সারা আরবের মালিকত্ব নিয়ে নিবে। আল্লাহর শপথ! আমি এই ব্যক্তিকে কখনো আমার মালিক হতে দিব না। তারপর সে সিরিয়ায় চলে গেল এবং মাথার চুল ফেলে দিয়ে খ্রিস্টান হয়ে বৈরাগ্য জীবন শুরু করে দিল।

কিন্তু ওইদিকে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার কিছু সাথির অবস্থা ছিল অন্য রকম। যখন রাসূল ﷺ-এর ভাষণ শেষ হয় তিনি মুসলমানদের মাঝে গিয়ে বসেন। তিনি অনেক সুন্দর চেহারার লোক ছিলেন এবং অনেক লম্বা ছিলেন। তিনি এতই লম্বা ছিলেন যে, ঘোড়ায় চড়লে তার পা মাটিতে এসে লাগত । তাঁর শরীরের গঠনও অনেক সুন্দর ছিল।

তিনি সুন্দর করে বসে বললেন: হে মুহাম্মদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন: তুমি কে?

তিনি বললেন: আমি জায়েদুল খায়েল।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: না; বরং আজ থেকে তোমার নাম জায়েদুল খায়ের।

তারপর বললেন: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি তোমাকে নিয়ে এসেছেন এবং তোমার হৃদয়কে ইসলামের জন্যে নরম করে দিয়েছেন।

তখন থেকে তিনি জায়েদুল খায়েলের পরিবর্তে জায়েদুল খায়ের নামে পরিচিতি লাভ করেন।

তারপর রাসূল ﷺ তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। রাসূল ﷺ-এর সাথে উমর (রঃ)-সহ আরো কিছু সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। বাড়িতে যাওয়ার পর হেলান দিয়ে বসার জন্য রাসূল ﷺ তাঁর দিকে বালিশ এগিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ-এর সামনে হেলান দিয়ে বসাটা বেয়াদবী মনে করলেন; তাই তিনি বালিশটি ফেরত দিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে তিন বার বালিশটি এগিয়ে দিলেন। তিনি প্রতি বারই রাসূল ﷺ-কে সেটি ফিরিয়ে দিলেন।

মজলিসে সবাই বসার পর রাসূল ﷺ জায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমার নিকটে যত লোকের প্রশংসা করা হয়েছে তাদেরকে যখন আমি দেখেছি তখন প্রশংসিত গুণগুলো পুরোটা কারো মাঝে পায়নি। তবে তোমার যা প্রশংসা শুনেছি তা সবটাই তোমার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন: তুমি এরূপ কিভাবে হয়েছ?

তিনি বললেন: আমি সবসময় ভালো কাজ করা পছন্দ করতাম এবং যারা ভালো কাজ করত তাদেরকে পছন্দ করতাম। যখন আমি কোনো ভালো কাজ করতাম তখন সেটির সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করতাম এবং যদি না করতে পারতাম তাহলে খুব আফসোস করতাম।

রাসূল ﷺ বললেন: এটি হচ্ছে আল্লাহর দান, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

তিনি বললেন: সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের পছন্দ মতো সৃষ্টি করেছেন।

তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর দিকে ফিরে বললেন: আপনি আমাকে তিন শত অশ্বারোহী যোদ্ধা দিন, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমি রোমে আক্রমণ করব এবং তা থেকে বিজয় নিয়ে ফিরব।

রাসূল ﷺ তাঁর কথা শুনে তাকবীর দিলেন এবং বললেন: হে জায়েদ! তোমার সকল কল্যাণ আল্লাহর জন্য .... ।

তারপর জায়েদের সাথে আসা সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

যখন জায়েদ নজদে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন রাসূল ﷺ তাঁকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান এবং বললেন: লোকটি অবশ্যই দুঃসাহসী।

যদি সে মদিনার মহামারী থেকে রক্ষা পায় তাহলে সে অনেক বড় কিছু হতে পারবে!

মদিনাতে তখন জ্বরের মহামারী শুরু হয়েছে। আর সেই মহামারীতে হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও আক্রান্ত হয়েছেন।

তিনি বললেন: আমাকে কায়েসদের এলাকায় থেকে সরিয়ে নাও কেননা তাদের সাথে আমাদের শত্রুতা আছে আর তাই আমি চাই না আমার কারণে কোনো মুসলমান নিহত হউক।

* * *

তিনি তাঁর এলাকা নজদের দিকে চলতে লাগলেন, কিন্তু জ্বর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তিনি মনে মনে তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে দেখা করার আশা করেন যাতেকরে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর আশা আর পূর্ণ হয়নি। অবশেষে তিনি পথেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু মাঝে সময় মতো কম ছিল যে, তিনি কোনো ছোট পাপেও জড়িত হননি।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৫৭২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃ.।
৩. আল আগানী - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. তাহ্যীবু ইবনি আসাকির - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. সামতুল লালিই - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. খযানাতুল আদাব লিল বাগদাদী - ২য় খণ্ড, ৪৪৮ পৃ.।
৭. যাইলুল মুযীল - ৩৩ পৃ.।
৮. সিমারুল কুলুব - ৭৮ পৃ.।
৯. আশ্ শি'র ওয়াশ্ শুআরা - ৯৫ পৃ.।
১০. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ.।
১১. হুসনুস্ সাহাবা - ২৪৮ পৃ.।

হযরত
আদী বিন হাতেম আত্তায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তারা যখন কুফরী করেছে তুমি তখন ঈমান এনেছ, তারা যখন অস্বীকার করেছে তুমি তখন স্বীকার করেছ, তারা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তখন কথা পূর্ণ করেছ, তারা যখন পিছু হটেছে তুমি তখন সামনে এগিয়ে গিয়েছ।"

[হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

নবম হিজরীতে আরবের সকল নেতা ইসলাম গ্রহণের দিকে এগিয়ে আসল যদিও তারা এতদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করেছিল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বশ্যতা শিকার করে নেয় যদিও তারা এতদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্য হয়েছিল।

আমরা এখন আপনাদের নিকটে তেমনি একজন নেতার জীবনকাহিনী বর্ণনা করব। যিনি প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আর কেউ নয়, তিনি হচ্ছেন হযরত আদী বিন হাতেম আত্তায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর পিতা এতই দানশীল ছিলেন যে তাঁকে মানুষ দানশীলতার উদাহরণ হিসেবে পেশ করত।

তাঁর নামটি কি আপনি জানেন? অবশ্যই জানেন। কেননা ছোটবেলা থেকে আমরা বড়দের মুখে দানশীলতার উদাহরণ হিসেবে যে নামটি শুনতাম। "হাতেম তায়ী"।

* * *

আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতা ছিলেন তায়ী গোত্রের রাজা। আর এই সূত্র ধরে তিনি তাঁর পিতার পরে সেই গোত্রের রাজা হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দিকে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদেরকে আহ্বান করলেন আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। তিনি ধারণা করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিলে তাঁর রাজত্ব চলে যাবে। তিনি রাজ্যহারা হয়ে যাবেন। আর এ সকল কারণে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখেই তাঁর চরম বিরোধিতা শুরু করেন এবং তাঁকে তীব্র ঘৃণা করতে লাগলেন।

তিনি দীর্ঘ বিশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তিনি সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করতে পারেননি। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তাঁকে ইসলামের বুঝ দান করবেন। আর তাই অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেদায়েতের বুঝ দান করেছেন।

* * *

হযরত আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি ভুলার মতো নয়। আর তাই আমরা তাঁর নিজের মুখে বর্ণিত সেই ঘটনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

তিনি বলেন:

আমি আরবদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার থেকে বেশি আর কেউ ঘৃণা করত না।

আমি একজন ভদ্র ব্যক্তি ছিলাম। আর ধর্মীয় দিক দিয়ে আমি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলাম। যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা জানতে পারি তখন থেকে আমি তাঁকে ঘৃণা করতে লাগলাম।

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজের পরিধি বাড়তে লাগল, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী আরবের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন একদিন আমি আমার গোলাম যে আমার উট চরাতো তাকে বললাম: তুমি আমার জন্য কিছু উট প্রস্তুত রেখ যা দিয়ে সহজে ভ্রমণ করা যাবে। যদি তুমি শুনতে পাও মুহাম্মদের কোনো বাহিনী এ এলাকায় আসছে তুমি সাথে সাথে আমাকে তা জানাবে।

একদিন সকালে গোলামটি আমার নিকটে এসে বলল: আপনি যদি কোনো কিছু করতে চান তাহলে এখনই করুন?

আমি বললাম: কেন?

সে বলল: আমি কিছুক্ষণ আগে একটি বাহিনী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা?

তারা বলল: এরা হচ্ছে মুহাম্মদের বাহিনী।

আমি তাকে বললাম: আমার বাহন প্রস্তুত কর।

তারপর আমি আমার পরিবারের লোকদেরকে ডেকে আমাদের সফরের কথা বললাম। আমরা সিরিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। কেননা সেটা ছিল আমাদের ধর্মের মূল ভূমি। তাছাড়া সেখানে গেলে আমাদের স্বধর্মীয় ভাইদের সাথে মিলিত হতে পারব।

আমার পরিবারের সকলের থেকে আমি বেশি তাড়াহুড়া করতে লাগলাম। যখন আমরা বিপজ্জনক এলাকা পার হলাম তখন আমি আমাদের পরিবারের সকল সদস্যের খোঁজ নিতে লাগলাম। খুঁজে দেখলাম আমি আমার বোনকে নজদ এলাকায় অন্যান্য লোকদের সাথে রেখে এসেছি।

এখন যে আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসব সে রকম কোনো পথ ছিল না।

এরপর আমরা যারা ছিলাম তারা সিরিয়াতে গিয়ে পৌঁছি এবং আমাদের স্বধর্মীয় ভাইদের সাথে অবস্থান করতে থাকি।

আর অন্যদিকে আমি আমার বোনের ব্যাপারে যে ভয় করেছি তা ঘটে গেল।

* * *

ওই দিকে আমার নিকটে খবর পৌছে মুহম্মদের বাহিনী আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে আমার বোনসহ সবাইকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।

বন্দিদের সাথে আমার বোনকেও রাখা হলো। রাসূল ﷺ বন্দিদেরকে হেঁটে হেঁটে দেখতে ছিলেন। যখন তিনি আমার বোনের নিকটে আসলেন....

আমার বোন বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা মারা গেছে আর আমার প্রতিনিধি পালিয়ে গেছে; সুতরাং আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

রাসূল ﷺ বললেন: তোমার প্রতিনিধি কে?

সে বলল: আদী বিন হাতেম আত্তায়ী।

তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে পলায়নকারী।

রাসূল তাকে ওই অবস্থায় রেখে চলে গেলেন।

পরের দিন যখন রাসূল ﷺ আবার আসলেন সে আবার একই কথা বলল এবং রাসূল ﷺ তাকে একই উত্তর দিলেন।

পরের দিন রাসূল ﷺ আবার আসলে সে নিরাশ হয়ে আর কিছু বলেনি। কিন্তু তার পিছনের একটি লোক তাকে ইশারা করে কিছু বলার জন্য তখন দাঁড়ালো এবং বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা মারা গেছে আর আমার প্রতিনিধি পালিয়ে গেছে; সুতরাং আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

রাসূল ﷺ বললেন: আমি তা করেছি।

সে বলল: আমি সিরিয়ায় আমার পরিবারের সাথে মিলিত হতে চাই।

তিনি বললেন: কিন্তু এতে তুমি তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ না কোনো বিশ্বস্ত লোক না পাওয়া যায়। যে তোমাকে সিরিয়াতে পৌছে দিবে। সুতরাং যখন তুমি কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাবে তখন আমাকে জানাবে।

রাসূল ﷺ যখন চলে গেলেন সে জিজ্ঞেস করল কোন ব্যক্তি তাকে কথা বলার জন্য ইশারা করেছে। জবাবে তারা বলল: আলী বিন আবী ত্বালিব।

তারপর সে সেখানে অবস্থান করতে লাগল। অবশেষে তাকে নেওয়ার জন্য এক দল লোক আসল। সে রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রের একদল লোক আমাকে নেওয়ার জন্যে এসেছে। তারা অনেক বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালীও যারা আমাকে সিরিয়াতে পৌছিয়ে দিতে পারবে।

রাসূল ﷺ তাকে উত্তম কাপড়ে সজ্জিত করে দিলেন, তার চলার জন্য তাকে একটি উট বাহন হিসেবে দিলেন এবং তার সফরের সব খরচ দিয়ে দিলেন। তারপর সে তাদের সাথে রওয়ানা হলো।

* * *

আদী বিন হাতেম বললেন: আমার বোনের ব্যাপারে যে সকল সংবাদ শুনতে পেলাম সেই অনুযায়ী তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মুহাম্মদ তার প্রতি যে দয়া এবং সদ্ব্যবহারের যে কথাগুলো শুনেছি তা কোনো ভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আল্লাহর শপথ! আমি যখনই কোনো উটের মধ্যে পালকি দেখতাম আমি সেদিকে ছুটে যেতাম। তেমনি একটি কাফেলা আসতে দেখে আমি ছুটে গিয়ে বললাম: হাতেমের কন্যা?

পালকির ভেতর থেকে সে বলল: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর জালিম।

তুমি তোমার স্ত্রী আর কিছু সন্তান নিয়ে চলে এসেছ আর বাকিদেরকে রেখে এসেছ।

আমি বললাম: হে আমার বোন! তুমি আমার ব্যাপারে কোনো খারাপ কিছু বলবে না। আমি তাকে বিভিন্ন কথা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে লাগলাম। সে আমার নিকটে তার সাথে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার বিবরণ দিল। তার বলা ঘটনাগুলো আমার নিকটে আসা সংবাদের সাথে পুরোটাই মিলে গেছে।

আমি তাকে বললাম: সেই (মুহাম্মদ) ব্যক্তিকে তোমার কেমন মনে হয়েছে?

সে বলল: তুমি অবশ্যই তাড়াতাড়ি তাঁর সাথে দেখা করবে যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তো তা তোমার জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে! আর যদি তিনি নবী না হয়ে রাজাও হয়ে থাকেন তাহলেও তুমি তাঁর কাছে লাঞ্ছিত হবে না।

* * *

আদী বিন হাতেম বলেন:

তারপর আমি আমার বাহনকে প্রস্তুত করে মুহাম্মদ -এর কাছে রওয়ানা দিলাম। অবশেষে আমি রাসূল -এর নিকটে এসে পৌঁছলাম। ইতোমধ্যে আমি শুনতে পেয়েছি রাসূল বলেছেন: আমি অবশ্যই আশা করি আল্লাহ তাআলা আমার হাতে আদী বিন হাতেমের হাত রাখবেন।

তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি তার নিকটে প্রবেশ করি এবং তাঁকে সালাম দিই।

তিনি বললেন: লোকটি কে?

আমি বললাম: আদী বিন হাতেম।

তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

আল্লাহর শপথ! তিনি যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় পথে এক দুর্বল মহিলার সাথে দেখা হয়। সেই মহিলার সাথে তার একটি ছোট বাচ্চাও ছিল। তিনি তার প্রয়োজনে তার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। তার প্রয়োজন পুরো করা পর্যন্ত তিনি তাকে সময় দিলেন আর আমি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই দৃশ্য দেখে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- আল্লাহর শপথ! এই লোক কোনো রাজা হতে পারে না।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে আসার পর তিনি আমাকে বসার জন্য একটি আঁশভর্তি চামড়ার বলিশ দিয়ে বললেন: এতে বস।

আমি তাতে বসতে লজ্জাবোধ করলাম। আমি বললাম: বরং আপনি বসেন।

তিনি বললেন: না তুমি বস।

অবশেষে আমি তাঁর কথা মতো তাতে বসলাম। আর তিনি মাটিতে বসলেন কেননা ঘরে ওটি ব্যতীত বসার জন্য আর কিছুই ছিল না।

আমি মনে মনে বললাম: আল্লাহর শপথ! এই রকম অবস্থা কোনো রাজার হতে পারে না।

তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি মিরবা নামক জায়গা দিয়ে সফর করার সময় এমন কিছু জিনিস গ্রহণ করেছ যা তোমার ধর্ম অনুযায়ী তোমার জন্য হালাল ছিল না।

আমি বললাম: হ্যাঁ, তাঁর এই কথার দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম তিনি সত্যিই একজন নবী।

তিনি বললেন: হে আদী! সম্ভবত তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করছ না মুসলমানদের অভাব ও দারিদ্র্যতা দেখে। আল্লাহর শপথ! অচিরেই মুসলমানদের সম্পদ মতো বেশি হবে যে, সদ্‌কাহ্ গ্রহণ করার মতো কোনো লোক পাওয়া যাবে না।

হে আদী! সম্ভবত তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করছ না মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে এবং তাদের শত্রু বেশি দেখে। আল্লাহর শপথ! অচিরেই এমন হবে যে, কোনো মহিলা থেকে তুমি শুনতে পাবে সে সুদূর কাদেসিয়া থেকে উটে করে এই ঘর জিয়ারত করতে আসবে, কিন্তু পথে সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে না।

সম্ভবত তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করছ না এই কারণে যে, তুমি দেখছ রাজত্ব অমুসলিমদের হাতে। আল্লাহর শপথ! অচিরেই তুমি শুনতে পাবে বাবেলের শুভ্র সে ভবনটি মুসলমানরা বিজয় করেছে এবং কিসরা বিন হরমুজের ধন ভাণ্ডার মুসলমানদের করতলে চলে এসেছে।

আমি বললাম: কিসরা বিন হরমুজের ধন ভাণ্ডার?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, কিসরা বিন হরমুজের ধন ভাণ্ডার।

হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তখন আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।

* * *

হযরত আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অনেক লম্বা হায়াত পেয়েছেন। তিনি বলতেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে তিনটি কথা বললেন তার দুইটি বাস্তবায়ন হয়েছে। আল্লাহর শপথ তৃতীয় কথাও বাস্তবায়ন হবে।

আমি এক মহিলাকে দেখেছি সে সুদূর কাদেসিয়া থেকে উটে করে এই ঘর জিয়ারত করতে এসেছে, কিন্তু পথে সে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনি।

আমি সেই বাহিনী প্রথম সারিতে ছিলাম যারা কিসরা বিন হরমুজের ধন ভাণ্ডার বিজয় করে নিয়ে এসেছে।

* * *

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় কথাটিও তাঁর জীবনে বাস্ত বায়ন হয়েছে। যা ঘটেছে খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয-এর খেলাফত আমলে। মুসলমানদের সম্পদ মতো বেশি হয়েছে যে, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিল কে আছ যাকাতের মাল নিবে?

কিন্তু যাকাতের মাল নেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা সত্যায়িত করেছেন আর আদী বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কসমকে পূর্ণ করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৪৬৮ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ১৪০ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ৩য় খণ্ড, ৪৬-৪৮ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৭ম খণ্ড, ১৬৬-১৬৭ পৃ.।
৫. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ৩৯৮ পৃ.।
৬. খুলাসাতু তায্হীবিত্ তাহ্যীবিল কামাল - ২৬৩-২৬৪ পৃ.।
৭. তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ২য় খণ্ড, ১৬ পৃ.।
৮. তাক্বরীবুত্ তাহ্যীব - ২য় খণ্ড, ১৬ পৃ.।
৯. আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃ.।
১০. আত্ তারীখুল কাবীর - ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃ.।
১১. উসদুল গবাহ - ৩য় খণ্ড, ৩৯২-৩৯৪ পৃ.।
১২. শায্রাতুয্ যাহাব - ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃ.।
১৩. আল মাআ'রিফ - ১৩৬ পৃ.।
১৪. আল মুআম্মারুন - ৪৬ পৃ.।
১৫. ইবনু কাছীর - ৫ম খণ্ড ৬৫ পৃ.।
১৬. ফাত্হুল বারী - ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১০ পৃ.।
১৭. দালায়িলুল নুবুওয়্যাহ্ - ৪৭২ পৃ.।

হযরত
আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"এমন কোনো ব্যক্তিকে ধূলি বহন করেনি এবং কোনো সবুজ পাতা ছায়া প্রদান করেনি যে আবু যর থেকে অধিক সত্যবাদী।"

[তাঁর শানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী]

ওয়াদ্দান উপত্যকা, যেখানে গিফার গোত্র বাস করত। আর মক্কা থেকে বহির্বিশ্বে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল এই ওয়াদ্দান উপত্যকা।

মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে আসা-যাওয়ার পথে বিভিন্ন ব্যবসায়ী কাফেলা যা কিছু তাদের দিয়ে যেত তারা তা দিয়ে জীবনযাপন করত।

অনেক সময় তারা কাফেলার পথ বন্ধ করে দিত যদি কাফেলার লোকেরা তাদেরকে ঠিক মতো যাতায়াতের কর না দিত।

জুনদুব বিন জুনাদা সেই গিফার নামক গোত্রের সন্তান। কিন্তু সাহসীকতা, জ্ঞান-গরিমা ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন।

তাঁর গোত্রের লোকেরা আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে মূর্তিপূজা করত, তিনি তা খুব ঘৃণা করতেন। আরবদের ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার দিকগুলো তাঁর কাছে খুব খারাপ লাগতো।

তিনি এক নতুন দ্বীনের অপেক্ষায় ছিলেন যা হবে জ্ঞানসম্মত এবং বিবেকের দ্বারা স্বীকৃত। যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে, অত্যাচার ও অবিচার থেকে ন্যায়ের পথে নিয়ে আসবে।

* * *

তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, ইতিমধ্যেই তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনতে পান। তিনি তার ভাইকে বললেন: তুমি মক্কাতে যাও এবং সেখানে গিয়ে যে লোক নিজেকে নবী দাবি করে এবং আসমান থেকে তাঁর নিকটে অহী আসে বলে তাঁর সম্পর্কে জেনে আস। তুমি তাঁর কথা শুনবে আর তা এসে আমাকে বলবে।

* * *

তাঁর ভাই আনীস মক্কায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করল এবং তাঁর কথা শুনলো। তারপর সে তার এলাকায় ফিরে এসে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করল।

আবু যর গিফারী তাঁর ভাই আনীসকে খুব আগ্রহের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

আনীস বলল: আল্লাহর শপথ! আমি তাকে দেখেছি তিনি একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ। তিনি এমন এমন কথা বলেন যা কবিতার মতো।

তিনি বললেন: মানুষ তাঁর সম্পর্কে কি বলে?

সে বলল: তারা বলে- তিনি হচ্ছেন একজন জাদুকর, গণক ও কবি।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর কাজ দেখব।

সে বলল: অবশ্যই, তবে তুমি মক্কার অধিবাসীদের থেকে সাবধানে থেকো।

* * *

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার বাহন প্রস্তুত করলেন, তিনি তাঁর সাথে ছোট পানির একটি পাত্র নিলেন। এরপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। যাতেকরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করতে পারেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারেন।

* * *

আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবশেষে মক্কা গিয়ে পৌছলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে মক্কাবাসীদেরকে ভয় করতে লাগলেন। কেননা তিনি জানতে পেরেছেন কোরাইশরা মুসলমানদের ওপর ক্ষুব্ধ। মক্কায় কেউ যদি ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করত তাকে তারা কঠিন শাস্তি দিত।

আর এ কারণে তিনি কাউকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় করেছেন। কেননা তিনি তো জানেন না, কে তাঁর অনুসারী আর কে তাঁর বিরোধী।

* * *

যখন রাত ঘনিয়ে আসল তিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন, তাঁর পাশ দিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গমন করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলেন তিনি অন্য দেশের লোক।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: এই যে ভাই, আপনি আমাদের ঘরে চলুন।

তিনি তাঁর সাথে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। যখন সকাল হলো তিনি তাঁর পানি ও খাদ্য নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন, কিন্তু তারা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি।

তারপর তিনি দ্বিতীয় দিনও এভাবে কাটালেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনি চিনতে পারেননি।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদেই থাকার প্রস্তুতি নেন। আগের দিনের মতো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন: লোকটির কি তার থাকার জায়গা চিনার সময় হয়নি।

একথা শুনে তিনি হযরত আলীর সাথে তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও তাঁরা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় দিন আলী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কেন মক্কায় এসেছেন তা কি আমাকে বলবেন না?

তিনি বললেন: আপনি যদি আমাকে ওয়াদা দেন আমি যা খুঁজতে এসেছি তা দেখিয়ে দিবেন তাহলে বলব।

হযরত আলী তাঁকে ওয়াদা দিলেন।

তিনি বললেন: আমি মক্কা নগরীতে অনেক দূর থেকে এসেছি নতুন নবীর সাথে দেখা করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা শুনার জন্যে।

তাঁর এই কথা শুনে হযরত আলীর মন আনন্দে নেচে উঠে।

হযরত আলী বললেন: নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী, নিশ্চয়ই ...... নিশ্চয়ই।

সকালে আপনি আমার সাথে তাঁর কাছে যাবেন। যখন আমি ক্ষতিকর কিছু দেখব আমি দাঁড়িয়ে যাব এবং পেশাব করার অভিনয় করব আর যখন আমি হাঁটতে থাকব আপনি আমার অনুসরণ করে হাঁটবেন।

* * *

হযরত আবু যর গিফারীর যেন রাতটি কাটছিল না। তাঁর কাছে অন্যান্য রাত থেকে এই রাতটি অনেক লম্বা মনে হচ্ছিল। তিনি সারা রাত অপেক্ষা করছিলেন কখন সকাল হবে আর রাসূল -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে এবং তাঁর নিকটে আসা অহী থেকে কিছু শুনবেন।

রাতের অন্ধাকার দূর হয়ে যখন সকাল হলো হযরত আলী তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূল -এর ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবু যর অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা নবী করীম -এর নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন।

হযরত আবু যর বললেন: আস্‌সালামু আলাইকুম।

রাসূল বললেন: ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমুতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

হযরত আবু যর ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যে রাসূল -কে সালামের দ্বারা অভিবাদন করেছিলেন। তারপর তা মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে।

* * *

রাসূল তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাঁকে কোরআন পাঠ করে শুনালেন। তিনি আর সামান্য দেরি না করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে চতুর্থ নাম্বার কিংবা পঞ্চম নাম্বার ব্যক্তি।

আমরা এর পরবর্তী ঘটনা আবু যর গিফারীর নিজ মুখে বর্ণিত হাদীস থেকে তুলে ধরলাম।

তিনি বলেন:

আমি এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কায় অবস্থান করলাম এবং তিনি আমাকে ইসলামের বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিলেন। তাছাড়াও তিনি আমাকে কোরআনের কিছু আয়াতও শিখিয়ে দিলেন। আর বললেন: তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মক্কার কাউকে বলবে না। কেননা আমি ভয় করছি তারা তোমাকে মেরে ফেলবে।

আমি বললাম: আল্লাহর শপথ! আমি কোরাইশদের সামনে সত্যের পক্ষে চিৎকার দিয়ে না বলে মক্কা ছেড়ে যাব না।

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন।

এরপর আমি মসজিদের কাছে আসি, তখন কোরাইশরা মসজিদের পাশে বসে গল্প করছিল। আমি তাদেরকে ডেকে উচ্চ আওয়াজে বললাম: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আমার কথা শেষ না হতেই তারা সবাই আমার দিকে তেড়ে আসল। তারা বলতে লাগল- তোমাদের দায়িত্ব এই ধর্মত্যাগীর বিচার করা। তারা আমাকে হত্যা করার জন্য মারতে শুরু করল।

এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব আমাকে এসে ধরল। তিনি আমাকে রক্ষা করার জন্যে আমার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

আর তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন: তোমাদের ধ্বংস হতো! তোমরা গিফার গোত্রের লোককে হত্যা করতেছ? অথচ তোমাদের কাফেলা তাদের এলাকা দিয়ে গমন করে। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

তারপর আমি সেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যাই।

তিনি আমাকে দেখে বললেন: তোমার ইসলাম সম্পর্কে বলার ব্যাপারে আমি তোমাকে নিষেধ করিনি?

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তা আমি পুরো করেছি।

তিনি বললেন: তোমার ওপর দায়িত্ব তুমি যা শুনেছ, যা দেখেছ তোমার জাতিকে তা বলা এবং তুমি তাদেরকে সত্যের পথে ডাকা। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা তোমার জাতিকে উপকৃত করবেন এবং তোমাকে এর প্রতিদান দান করবেন। যখন তুমি সংবাদ পাবে আমি প্রকাশ্যে কাজ করতেছি তখন তুমি আমার কাছে আসবে।

হযরত আবু যর গিফারী বললেন: এরপর আমি আমার এলাকায় চলে আসি। আমার ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল: আপনি কি করেছেন?

আমি বললাম: আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাঁকে সত্যায়িত করেছি।

কিছুক্ষণ না যেতে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন।

সে বলল: আমার কি হলো আমি তোমার দ্বীন থেকে কেন বিমুখ হব? আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বিশ্বাস করলাম।

এরপর আমার মা আমার নিকটে আসে, আমি তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিই।

তিনিও বললেন: আমার কি হলো তোমার দ্বীন থেকে কেন বিমুখ হব? আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বিশ্বাস করলাম।

সেদিন থেকে আমাদের ঈমানী পরিবার ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকে। আমরা কখনো এতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হতাম না। অবশেষে গিফার গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল। আর তখন থেকে আমরা সেখানে নামাজ কায়েম করা শুরু করলাম।

আর একদল লোক বলল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করবে আমরা তখন ইসলাম গ্রহণ করব। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ্ তাআলা গিফারীদেরকে ক্ষমা করেছেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

* * *

হযরত আবু যর গিফারী বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ এলাকায় ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করার অনুমতি চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়ে তাঁকে ধন্য করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অন্যান্যদের ওপর প্রাধান্য দিতেন এবং যখনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো তিনি মুচকি হাসি দিয়ে তাঁর সাথে মুসাফাহ্ করতেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তিনি আর মদিনায় থাকতে পারেননি। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যতীত তাঁর কাছে মদিনা খালি খালি লাগত। তিনি এই শোকে মদিনা ত্যাগ করে সিরিয়ার এক গ্রাম্য অঞ্চলে চলে যান। তিনি সেখানে হযরত আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খেলাফত পর্যন্ত অবস্থান করেন।

* * *

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর শাসনামলে তিনি দেখতে পান মানুষ দুনিয়াবী হয়ে গেছে এবং অতিরিক্ত অপচয় করছে। তিনি এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতেন এবং সম্পদ সঞ্চিত করতে নিষেধ করতেন। এ কারণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে মদিনায় ডেকে নেন। খলীফার কথামতো তিনি মদিনায় আগমন করেন। তিনি সেখানেও মানুষকে দুনিয়া বিরাগী হওয়ার প্রতি আহ্বান করা শুরু করেন, কিন্তু তা মানুষের নিকটে কঠিন মনে হয়। আর তাই মানুষ তাঁর ব্যাপারে খলীফার কাছে নালিশ করে। অবশেষে খলীফা তাঁকে রবাজা নামক স্থানে চলে যাওয়ার

নির্দেশ দেন। রবাজা হচ্ছে মদিনার ছোট একটি গ্রাম। তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং সমাজ থেকে অনেক দূরে গিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি দুনিয়া বিরাগী হয়ে থাকতে লাগলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমতো জীবন পরিচালনা করতে লাগলেন।

* * *

একদিন এক লোক তাঁর ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু দেখল, কিন্তু সে ঘরে কোনো আসবাবপত্র না পেয়ে জিজ্ঞেস করল তোমাদের আসবাবপত্র কোথায়?

তিনি বললেনঃ আমাদের সেখানে (আখেরাতে) একটি বাড়ি আছে, আমরা সেখানে আমাদের ভালো ভালো আসবাবপত্র পঠিয়ে দিই।

লোকটি তাঁর কথা বুঝতে পেরে বলল: কিন্তু আপনি যতদিন এই ঘরে থাকবেন ততদিন তো এখানে কিছু আসবাবপত্র লাগবে।

তিনি উত্তর দিলেন: কিন্তু বাড়ির মালিক আমাদেরকে এখানে রাখবেন না।

* * *

সিরিয়ার গভর্নর তাঁর জন্য তিন শত দিরহাম পাঠিয়ে তাঁকে বললেনঃ আপনি এর দ্বারা আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন।

তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ সিরিয়ার গভর্নর কি আমার থেকে আর কোনো নিম্নমানের লোক পায়নি?

* * *

অবশেষে তিনি বত্রিশ হিজরীতে এই ধূলির ধরা ছেড়ে চির বিদায় নেন।

আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এবং ফিরদাউসে তাঁর চির ঠিকানা করে দিন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৪র্থ খণ্ড, ৬২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ৪র্থ খণ্ড, ৬১ পৃ.।
৩. তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব - ২য় খণ্ড, ৪২০ পৃ.।
৪. তাজ্‌রীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃ.।
৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ - ১ম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃ.।
৬. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১৫৬-১৭০ পৃ.।
৭. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়াহ্ - ১ম খণ্ড, ২৩৮-২৪৫ পৃ.।
৮. ত্বাবাকাতুশ্ শা'রানী - ৩২ পৃ.।
৯. আল মাআ'রিফ - ১০০-১১১ পৃ.।
১০. শাযারুয্ যাহাব - ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃ.।
১১. আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ.।
১২. যুআমাউল ইসলাম - ১৬৭-১৭৩ পৃ.।

হযরত
আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। যাঁর শানে আল্লাহ তাআলা কোরআনের ষোলোটি আয়াত নাযিল করেছেন। যা পঠিত এবং দিন-রাত যতদিন আবর্তিত হবে ততদিন পাঠ করা হবে।" [মুফাস্সিরগণ]

তিনি কে ছিলেন? যাঁর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সপ্তম আকাশের ওপর থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি কে ছিলেন? যার শানে আল্লাহ তাআলা অহী নাযিল করেছেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন আব্দুল্লাহ বিন মাখতুম।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ছিলেন মক্কা নগরীর অধিবাসী কোরাইশ বংশের একজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মামাতো ভাই ছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন কায়েস বিন জায়েদা আর তার মা আতেকা বিনতে আব্দুল্লাহ। তাঁকে উম্মে মাকতুম বলা হতো কেননা সে জন্মগত অন্ধ সন্তান প্রসব করেছিলেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম মক্কায় বসবাস করতেন। ইসলামের প্রথমদিকে আল্লাহ তাঁর হৃদয় খুলে দিয়েছেন। আর তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের প্রথম যামানায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

তিনি মক্কায় অন্যান্য মুসলমানদের মতো কষ্ট সহ্য করে বসবাস করেছিলেন। ইসলামের জন্য কোরাইশদের শত নির্যাতন ও শাস্তি সহ্য করেছিলেন।

কিন্তু কোরাইশদের শত নির্যাতনেও তাঁর ঈমানীশক্তি একটুও কমত না; বরং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেত।

যতই দিন যেত ততই তিনি ইসলামের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হতেন। আল্লাহর কিতাবের সাথে তার সম্পর্ক আরো বেশি বৃদ্ধি পেত। শরীয়ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেত। আর তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বেশি বেশি গমন করতেন।

* * *

তিনি কোরআন মুখস্থ করার প্রতি এত অধিক আগ্রহী ছিলেন যে, যদি সামান্য সময়ও পেতেন তিনি তা গনীমত মনে করতেন আর সামান্য সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন।

এমন হতো যে, তিনি কোরআনের কোনো আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না পেলে পরের আয়াত অন্যদের থেকে শিখে নিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোরাইশদের বড় বড় নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন এবং তাদেরকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন।

তেমনি একদিন উতবা বিন রবীয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবীয়া, আমর বিন হিসাম যে আবু জাহেল নামে পরিচিত, উমাইয়া বিন খলফ, ওয়ালিদ বিন মুগীরা এদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

তিনি আশা করতেন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করবে।

ঠিক সেই সময় হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আগমন করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি আয়াত পাঠ করার অনুরোধ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যা আপনাকে শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুখ মলিন করে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং কোরাইশ দলের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এই আশায় সম্ভবত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা তাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার সহজ হবে এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের সমর্থন হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশদের সাথে কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর তিনি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু এমন সময় তিনি অনুভব করলেন কি যেন এসে তাঁর মাথা মৃদু আঘাত করেছে।

আর এরপর আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহী নাযিল করেন। তার শানে নাযিলকৃত আয়াত-

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

অনুবাদ-

১. তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
২. কারণ তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছিল।
৩. আপনি কি জানতেন? হয়ত সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিত।
৪. কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করত এবং ওই উপদেশ তাকে উপকৃত করত।
৫. অন্যদিকে যে (হেদায়েতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখাল,
৬. আপনি তার প্রতিই অধিক মনোযোগ প্রদান করলেন।
৭. অথচ যে পরিশুদ্ধ হবে না তার ওপর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই।
৮. অপরদিকে যে ব্যক্তি (পরিশুদ্ধের জন্য) আপনার নিকটে দৌড়ে আসল,
৯. এবং সে আল্লাহকে ভয় করে,
১০. আপনি তার ওপর বিরক্ত হলেন।
১১. কখনোই (এমনটি উচিত) নয়, নিশ্চয়ই এই কোরআন উপদেশ,
১২. যে চাইবে সে তা স্মরণ করবে।
১৩. যা সম্মানিত স্থানে সংরক্ষিত আছে।
১৪. যে কিতাব উঁচু মর্যাদাবান ও অধিক পবিত্র।
১৫. যা সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান লেখকগণের হাতে,
১৬. তারা মহান ও পবিত্র চরিত্রসম্পন্ন।

এই ষোলোটি আয়াত তাঁর শানে মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন। এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমান পাঠ করেছেন। শুধু তাই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ঈমানদার বান্দারা তা পাঠ করতেই থাকবে। যখনি এই আয়াতগুলো কেউ পাঠ করবে তখনি তার মনে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম -এর কথা স্মরণে পড়বে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে চির দিনের জন্য স্মরণীয় করে দিলেন।

* * *

সেদিন থেকে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে রাসূল আলাদা দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি যখন রাসূল -এর নিকটে আসতেন রাসূল তাঁকে অনেক সম্মান করতেন। তাঁকে নিজের পাশে বসাতেন। তাঁর খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন।

তাঁর প্রতি রাসূল এত সুন্দর ব্যবহারে অবাক হওয়ার কিছুই নেই কেননা তাঁর কারণেই তো সপ্তম আসমানের ওপর থেকে আয়াত নাযিল করে রাসূল -কে সতর্ক করা হয়েছে।

* * *

যখন কোরাইশরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে দিল এবং মুসলমানদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিল। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে হিজরত করার অনুমতি দেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ছিলেন প্রথম সারীর হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম। ইসলামের জন্য তিনি বাপ-দাদার ভূমি ছাড়তে দ্বিধা করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে তিনি হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে প্রথম মদিনায় হিজরত করেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ও মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় যাওয়ার পর থেকে মদিনার মুসলমানদেরকে কোরআন ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিখানো শুরু করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা আগমন করার পরে তিনি ও হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পেলেন। তাঁরা দৈনিক পাঁচ বার মুসলমানদেরকে নামাজ এবং তাওহীদের দিকে ডাকতেন।

দেখা যেত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আযান দিতেন আর তিনি ইকামত দিতেন আবার কখনো কখনো তিনি আযান দিতেন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইকামত দিতেন।

রমজান মাসে তাঁদের দুই জনের কদর অনেক বেশি ছিল। কেননা তাদের একজনের আযান দ্বারা মুসলমানরা সেহরী খাওয়া শুরু করত এবং অন্য জনের আযান দ্বারা সেহরী খাওয়া বন্ধ করত।

তাছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বারেরও বেশি তাকে মদিনা দায়িত্ব দিয়ে রেখে যান। তাঁর মধ্যে একদিন ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

* * *

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও শহীদদের মর্যাদা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও শহীদদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেন এবং যারা যুদ্ধ না করে ঘরে বসে ছিল তাদের নিন্দা করেন। এই আয়াতগুলো আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তরে খুব লাগে এবং এই মহান মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত করতে না পেরে তিনি আফসোস করতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই আমি জিহাদ করতাম।

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন: হে আল্লাহ! তুমি আমার ওযরের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল কর। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ও অন্যান্য যাদের ওযর ছিল তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন।

* * *

অহী লেখক হযরত জায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন:

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির হয়ে যান এবং তার উরু আমার উরুতে এসে লাগে। এতে আমি ভারী কিছুর অনুভব করতে পারলাম। তারপর তিনি স্বাভাবিক হলেন। তিনি আমাকে বললেন: লেখ, তারপর তিনি নাযিলকৃত কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

অনুবাদ- "মুমিনদের মধ্যে যারা বসে ছিল আর যারা জিহাদ করেছিল তারা সমান নয়............"[সূরা নিসা-৯৫]

এই আয়াত শুনার পর আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন: তাহলে তার কি হবে যে জিহাদ করতে সক্ষম না?

তাঁর কথা শেষ না হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার স্থীর হয়ে যান এবং আবার তার উরু আমার উরুতে লাগে এতে আমি প্রথম বারের মতো ভারী কিছুর অনুভব করলাম। এরপর তিনি স্বাভাবিক হলেন।

তিনি আমাকে বললেন: হে জায়েদ যা লিখেছ তা পাঠ কর।

আমি পাঠ করলাম-

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ............

তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন: লেখ, তারপর তিনি আয়াতের পরবর্তী অংশ তেলাওয়াত করলেন।

غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ

অনুবাদ- "অক্ষম ব্যক্তিরা ব্যতীত........"

পূর্ণ আয়াটি-

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

অর্থ- "মুমিনদের মধ্যে যারা বসে ছিল আর যারা জিহাদ করেছিল তারা সমান নয়, তবে ওযরযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত............"[সূরা নিসা-৯৫]

জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকা লোকদের নিন্দা করার পর আল্লাহ তাআলা ওযরযুক্ত লোকদেরকে এই নিন্দা থেকে বাদ দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর আকাঙ্ক্ষা পুরো করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে ও তাঁর মতো অন্যান্য লোকদের জন্যে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রহিত করে দিলেন। তিনি অন্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তিনি জিহাদ করার পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন। কেননা তার আত্মা এত বড় ছিল যে, অন্ধত্ব তাঁকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

সেদিন থেকে তিনি একটি যুদ্ধও ছাড়তে চাননি। তিনি জিহাদের জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বলতেন: তোমরা আমাকে দুই সারির মাঝে দাঁড় করিয়ে দাও। আর আমার হাতে পতাকা দাও আমি তা বহন করব। আমি তা হেফাজত করব। কেননা আমি অন্ধ, আমি পালিয়ে যেতে পারব না।

* * *

চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্য রাজ্য আক্রমণ করার সংকল্প করেন এবং সেদেশ দখল করতে চান। আর তাই তিনি প্রতিটি শহরের আমীরের নিকটে চিঠি লিখেন যে, যার যার অস্ত্র, অশ্ব, বীরত্ব ও বুদ্ধি আছে তাদেরকে নিয়ে অতিদ্রুত আমার নিকটে পাঠিয়ে দাও।

মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনায় এসে জমা হতে লাগল। আর এই মুজাহিদ বাহিনীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মাকতুমও একজন ছিলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁদের আমীর বানালেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বিদায় জানালেন।

সৈন্যবাহিনী কাদেসিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম তাঁর বর্ম পরিধান করে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এলেন এবং যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকা বহন করার দায়িত্ব নিয়ে তা আমরণ হেফাজত করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

* * *

উভয় দল এই কঠিন তিনটি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। উভয় দলের মধ্যে এমন যুদ্ধ চলে যা ইতিহাস আর কখনো দেখেনি। অবশেষে আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানদের সাহসী আক্রমণে কাফেররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আর বিশাল এই রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলে আসে। এতে পতন হয় একটি অহংকারী রাজ্যের। আর একটি শক্তিশালী রাজ্যে তাওহীদের পতাকা উঁচু হয়।

কিন্তু এই বিজয় এমনি এমনি আসেনি; বরং তা শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে এসেছে। আর সেই শহীদি কাফেলার একজন ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম। যুদ্ধে শেষে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় রণাঙ্গনে পাওয়া গেল। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন তবু তাওহীদের পতাকাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমীন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৫২৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৫০১ পৃ.।
৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ২০৫ পৃ.।
৪. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃ.।
৫. যাইলুল মাযীল - ৩৬,৪৭ পৃ.।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত মাযজাআ
বিন সাওর আস্‌সাদুসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

"তিনি এমন একজন বীর যিনি মল্লযুদ্ধে একশতের বেশি মুশরিককে হত্যা করেছেন" [ঐতিহাসিকগণ]

তিনি সেই সকল বীরদের একজন যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা কাদেসিয়ার যুদ্ধে তাঁর সাহায্যে বিজয় দান করেছেন।

তাঁরা সর্বদা তাঁদের শহীদি ভাইদের মর্যাদা নিয়ে ঈর্ষার্ম্বিত হতেন। আর তাই কাদেসিয়া যুদ্ধের পর কাদেসিয়ার মতো আরেকটি যুদ্ধের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কখন তিনি আরেকটি যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দিবেন।

* * *

তাঁদেরকে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর আদেশ নিয়ে এক পত্র বাহক কুফার গভর্নরের নিকটে আগমন করেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুফার সেনাবাহিনীকে নিয়ে বসরার সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর দুই দল একত্রিত হয়ে আহ্ওয়াজ নামক এলাকার দিকে গিয়ে হুরমুজকে অনুসরণ করবে এবং কিসরার মুকুট মণি 'তুসতর' নামক শহর আক্রমণ করে জয় করবে।

খলীফার আদেশ অনুযায়ী হযরত আবু মূসা আল আশয়ারীকে হযরত মাযজাআ বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে মিলিত হতে হবে। যিনি বনূ বকর গোত্রের নেতা ও পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

* * *

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী খলীফার নির্দেশটি ঘোষণা করেন এবং নিজের সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করেন। এরপর তিনি মাযজাআ বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য রওয়ানা করলেন। তিনি তাঁর সাথে মিলিত হয়ে খলীফার আদেশমতো জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁরা উভয়ে মিলিত হয়ে এলাকার পর এলাকা বিজয় করতে করতে অবশেষে তুসতর নামক শহরে গিয়ে পৌঁছেন।

* * *

হুরমুজ তুসতর শহরে পালিয়ে আশ্রয় নেয়। তুসতর হচ্ছে পারস্যের সবচেয়ে সুন্দর ও মজবুত শহর। এই শহরটি অনেক পুরাতন শহর। ইতিহাসের পাতায়

শহরটির অনেক খ্যাতি আছে। শহরটি অন্যান্য শহর থেকে একটু উঁচু ছিল এবং এই শহরের মাঝ দিয়ে একটি নদী বয়ে গিয়েছে। নদীটির নাম হচ্ছে দুজাইল। তাছাড়াও এতে বিশাল একটি পানির ফোয়ারা ছিল। যা রাজা সাবুর নির্মাণ করেছিলেন। যাতেকরে ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নদীতে পানি তোলা যায়।

এই ফোয়ারার দেওয়াল ও সুড়ঙ্গ পথগুলো ছিল খুব আশ্চর্যজনক। যা মজবুত পাথর ও শক্তিশালী লোহা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং সিসা দ্বারা এর পথগুলোকে ঢালাই করা হয়েছে।

তুসতর শহরের চারদিক উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। ঐতিহাসিক বিদগণ বলেনঃ এই প্রাচীর পৃথিবীর প্রথম প্রাচীর। পরে হুরমুজ দেওয়ালের চারদিকে গভীর গর্ত করে, যাতেকরে শত্রুবাহিনী প্রবেশ করতে না পারে। আর এর পেছনে পারস্যদের সেরা সেরা সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে রাখল।

* * *

মুসলিম সৈন্যবাহিনী তুসতর শহরের গর্তের পাশে জমা হলো। শহরটিকে তারা আঠারো মাস অবরোধ করে রাখে, কিন্তু তারা গর্ত পার হয়ে শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না।

এই দীর্ঘ সময়ে পারস্য সৈন্যবাহিনীর সাথে মুসলমানদের আশি বার যুদ্ধ হয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধের শুরুতে প্রথমে মল্লযুদ্ধ হতো। তারপর কঠিন যুদ্ধে উভয় দল ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্রতিটি মল্লযুদ্ধে হযরত মাযজাআ বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতিপক্ষকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিতেন এবং কাফের ও মুসলমান উভয় দলকে অবাক করতেন। তাঁর আক্রমণ এত কঠিন ছিল, যে ব্যক্তিই তাঁর প্রতিপক্ষ হতো সে হুঁশ হারিয়ে ফেলতো এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়তো।

তিনি একশতের বেশি পারস্য বাহিনীর বীরপুরুষ হত্যা করেন। আর এই কারণে তাঁর নাম শুনলে কাফেরদের অন্তর থরথর করে কাঁপতে থাকত এবং মুসলমানদের আশার সঞ্চার হতো।

এই যুদ্ধের পর থেকে যারা তাঁকে চিনত না তারাও বুঝতে পারে কেন আমীরুল মুমিনীন এই বীর যোদ্ধাকে সৈন্যদের মাঝে রাখতে আগ্রহী ছিলেন।

* * *

এই আশিটি যুদ্ধের শেষটিতে মুসলমানরা তাদের ওপর এমন কঠিন হামলা করে যে, তারা পরিখার ওপর সেতুগুলো রেখে শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হলো। তারা শহরে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দিল।

* * *

অন্য দিকে মুসলমানরা দীর্ঘদিনের কষ্টের পর এখন আবার এর থেকে মারত্মক কষ্টে পতিত হলো। কাফেররা দুর্গের দেওয়ালের ওপর থেকে তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্টহীন তীর বৃষ্টির মতো মুসলমানদের ওপর নিক্ষেপ শুরু করল। শুধু তাই নয় তারা দেওয়ালের ওপর থেকে লোহার শিকল ঘুরাত যার অগ্রভাগে তীব্র গরম আংটা ছিল। যখন সেটি কোনো লোকের ওপর মারা হতো তখন তা ওই লোকের গোশতের ভেতরে ঢুকে যেত আর তাকে তারা তুলে নিয়ে যেত। অথবা সেটি তার শরীর পুড়িয়ে দিত এবং তার গোশত থেকে মাংস খসে পড়ত। এরপর তারা তাকে চিরতরে শেষ করে দিত।

* * *

মুসলমানদের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগল। আর তাদের বিপদও বাড়তে লাগল। তখন তারা আল্লাহর নিকটে খুব কান্নাকাটি করে সাহায্য চাইতে লাগল। আল্লাহ যেন তাদের শত্রুর ওপর তাদেরকে বিজয় দান করেন।

* * *

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী তুসতরের বড় দেওয়াল নিয়ে চিন্তা করতে ছিলেন এবং তিনি তা বিজয় করার ব্যাপারে হতাশ হলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর সামনে দেওয়ালের ওপর থেকে একটি চিঠিবিশিষ্ট তীর এসে পড়ল। তিনি তীর থেকে চিঠিটি নিয়ে দেখলেন তাতে লেখা আছে- হে মুসলমানেরা! আমি তোমাদের সাথে একটি চুক্তি করতে চাই। তবে শর্ত হচ্ছে তোমরা আমাকে আমার পরিবারকে ও যারা আমার অনুসরণ করবে তাদেরকে নিরপত্তা দিবে। আর বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে দুর্গে প্রবেশ করার পথ দেখিয়ে দিব।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে তীরের মাধ্যমে একটি পত্র পাঠান। লোকটি মুসলমানদের সত্যবাদী ও ওয়াদারক্ষা করার ব্যাপারে জানতে পেরে চুক্তিবদ্ধ হয়। এরপর সে নিচে নেমে আসে। আর তার এই চুক্তিতে যুদ্ধ বিজয়ের ব্যাপারে হযরত আবু মূসা আশয়ারী আশান্বিত হলেন।

সে বলল: আমরা হচ্ছি এই গোত্রের নেতা। হুরমুজ আমার বড় ভাইকে হত্যা করেছে এবং তার ধন-সম্পদ ও পরিবারের ওপর আঘাত হেনেছে। আর আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। সে আমার ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকে। যার কারণে এখানে আমার ও আমার পরিবারের কোনো নিরাপত্তা নেই।

তোমাদের ন্যায়নীতি ও ওয়াদা রক্ষা আমাকে প্রভাবিত করেছে। এ কারণে আমি তোমাদেরকে সহযোগিতা করার চিন্তা করলাম।

সুতরাং তুমি আমাকে বুদ্ধিমান ও সাহসী একজন বীর পুরুষ দাও, যে ব্যক্তি সাঁতার কাটতে পারে। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিব।

* * *

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মাযজাআ বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডাকেন। তিনি এই বিষয়টি গোপনে করতে চাইলেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন: তোমার গোত্রের একটি লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য কর যে সাহসী ও বুদ্ধিমান এবং সাঁতার কাটতে জানে।

তিনি বললেন: আপনি আমাকেই এই দায়িত্ব দিন।

আবু মূসা আশয়ারী বললেন: যখন তুমি চাচ্ছ, আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন।

তারপর আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিলেন। যে রাস্তা দিয়ে যাবে তা চিনে রাখবে, যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সেই দরজাও চিনে রাখবে এবং হুরমুজের অবস্থান জেনে নিবে আর বিষয়টি গোপন রাখবে।

* * *

হযরত মাযজা বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই লোকের সাথে অন্ধকারে হাঁটতে থাকেন। ওই লোকটি তাঁকে একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নিয়ে গেল। যে সুড়ঙ্গটি নদী থেকে শহরের দিকে গিয়েছে।

সুড়ঙ্গটি কখনো কখনো এতই প্রশস্ত হতো যে, পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত আবার কখনো কখনো এতই সঙ্কীর্ণ হতো যে, সন্তরণ করে চলতে হতো।

অবশেষে লোকটি হযরত মাযজা বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে শহরের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে হুরমুজের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন।

যখন হযরত মাযজাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুরমুজকে দেখলেন, তখন তিনি তাকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চাইলেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক তাঁর খলীফার আদেশের কথা স্মরণে আসে। আর তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা থেকে বিরত থাকলেন। এরপর তিনি সকাল হওয়ার পূর্বেই যেদিক দিয়ে আসলেন সেই দিকে ফিরে গেলেন।

* * *

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী তিনশত সৈন্যের এমন একটি বাহিনী গঠন করলেন যারা সবচেয়ে সাহসী ও অধিক ধৈর্যশীল। তিনি মাযজাআ বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁদের আমীর বানালেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি তাদেরকে কিছু উপদেশ দিয়ে এরপর বিদায় জানালেন।

আর একে অপরকে ডাকার জন্যে তিনি তাকবীর ধ্বনি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি তাদের সামান্য কাপড়-চোপড় নেওয়ার আদেশ দেন কেননা সরঞ্জাম বেশি নিলে চলতে কষ্ট হবে।

তিনি তাদেরকে আরো সতর্ক করেন যে, তারা যেন তরবারি ছাড়া অন্য কিছু বহন না করে এবং তা জামার ভেতরে এমনভাবে নিবে যাতেকরে দেখা না যায়। এরপর তারা রাতের প্রথম অংশে রওয়ানা করলেন।

* * *

হযরত মাযজাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাহিনী নিয়ে দুই ঘণ্টার মধ্যেই এই ঝুঁকিপূর্ণ সুড়ঙ্গ পার হলেন। কিন্তু সুড়ঙ্গ পার হয়ে আসার পর তিনি দেখতে পেলেন তার দুইশত বিশজন সৈন্যকে সুড়ঙ্গ গ্রাস করেছে তার সাথে মাত্র আশি জন সৈন্য বাকি ছিল।

* * *

তারা শহরে প্রবেশ করার পর তাদের তরবারি কোষমুক্ত করেন। তারপর তারা কাফেরদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিড়ে পড়েন। তারা তাদেরকে এত কঠিন আক্রমণ করেন যে, কাফেররা ভয় পেয়ে যায়। অবশেষে তারা দূর্গের দরজা খুলে দিতে সক্ষম হন। দরজা খোলার সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বাইরের মুসলিম সৈন্যদেরকে আহ্বান করেন।

বাইরের সৈন্যরাও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এরপর কফের ও মুসলমানদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইতিহাসে এই যুদ্ধের মতো কম যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে। আর কোনো যুদ্ধে এত বেশি ভয় ছিল না এবং এত বেশি নিহত হয়নি।

* * *

যুদ্ধ চলাকালীন হঠাৎকরে মাযজাআ বিন সাওর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নজর হুরমুজের দিকে পড়ে। তিনি তাঁর সংকল্পমত তার ওপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে তাদের লড়াই মারাত্মক আকার ধারণ করে। একে অপরকে ঘাত-প্রতিঘাত করতে থাকে।

কিন্তু হযরত মাযজাআ বিন সাওর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তরবারি হুরমুজকে আঘাত করতে সক্ষম হয়নি; বরং তা ফিরে আসে। তবে হুরমুজের তরবারির আঘাত লক্ষ্য ভ্রষ্টহীনভাবে তাকে আঘাত করে।

আর এতে এই মহান পুরুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, কিন্তু তার চেহারা ছিল আনন্দের তৃপ্তি, কেননা আল্লাহর তাঁকে যা দান করেছেন তা ছিল অফুরন্ত।

মুসলমানরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয় দান করেন এবং হুরমুজকে তাদের হাতে গ্রেফতার করালেন।

* * *

ওই দিকে যারা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে খলীফার নিকটে গেলেন তারা হুরমুজকে বন্দি করে নিয়ে গেলেন। আর তখন হুরমুজের মাথায় মণিমুক্তা খচিত মুকুট ছিল এবং তার বাহুতে সোনার তৈরি বাহুবন্ধন ছিল। খলীফা যাতে দেখতে পারে তাই এ গুলোসহ তাকে নেওয়া হলো।

তবে সবচেয়ে স্মৃতিময় ছিল তারা তাদের সাথে হযরত মাযজা বিন সাওর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শহীদী লাশ মদিনায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

তথ্য সূত্র

১. তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক লিত্ ত্বাবারী - ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃ.।
২. তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ৩০ পৃ.।
৪. মু'জামুল বুলদান লি ইয়াকুত ইনদা তুস্তার।
৫. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৩৬৪ পৃ.।
৬. উসদুল গবাহ্ - ৪র্থ খণ্ড, ৩০ পৃ.।

হযরত
উসাইদ বিন হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"হে উসাইদ! এরা হচ্ছে ফেরেশতা যারা তোমার তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।" [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

হযরত মুসয়াব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবার আগে মদিনায় হিজরত করেন। যা ইসলামী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

তিনি খাজরাজ গোত্রের এক বিশেষ ব্যক্তি আসআ'দ বিন যুরারা-এর ঘরে মেহমান হন। তিনি তাঁর ঘরকে থাকার জন্য বেছে নেন। মদিনায় আসার পর থেকে তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন।

ওই দিকে মদিনার লোকেরাও আগ্রহের সাথে মুসয়াব বিন উমাইর নামের এই যুবকের মজলিসে বসতো।

তারা তাঁর মিষ্টি কথা, অখণ্ডনীয় দলিল, সুন্দর ব্যবহার ও তাঁর ঈমানের আলোতে আলোকিত চেহারার দ্বারা প্রভাবিত হতো।

তাদেরকে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আকৃষ্ট করত তা হচ্ছে তাঁর কোরআন তেলাওয়াত। তিনি তাদের সামনে মর্মস্পর্শী মধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁর তেলাওয়াত শুনে কঠিন হৃদয় নরম হয়ে যেত এবং পাপীদের চোখের পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ত। তাঁর এমন কোনো মজলিস ছিল না যেখানে কোনো না কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। প্রতিটি মজলিসের শেষে কিছু মানুষ এসে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করত।

* * *

তেমনি একদিন মুসয়াব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মেজবান আসআ'দ বিন যুরারাকে নিয়ে বনূ আব্দুল আস্‌হাল গোত্রের উদ্দেশে বের হলেন।

যাতেকরে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারেন। তিনি বনূ আব্দুল আস্‌হাল গোত্রের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগানে প্রবেশ করেন এবং মিষ্টি পানির কূপের পাশে খেজুর গাছের ছায়ার নিচে গিয়ে বসেন।

তাঁর কথা শুনার জন্যে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই জমা হয়েছে। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার শুভ পরিণিতির কথা বর্ণনা করলেন। আর মানুষ তা চুপ করে মনোযোগসহ শুনছিল।

* * *

ঠিক সেই সময় উসাইদ বিন হুদাইর ও সা'দ বিন মুয়াজ আগমন করলেন। তাঁরা উভয়ে আউস গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁদের নিকবর্তী এক জায়গায় মক্কা থেকে আগত ইসলামের দাঈ বয়ান করছিলেন। তিনি আসআ'দ বিন যুরারা-এর

মেহমান হিসেবে মদিনায় অবস্থান করে সেখানে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তখন সা'দ বিন মুয়াজ উসাইদ বিন হুদাইরকে বললেন: হে উসাইদ! চল আমরা এই মাক্কী যুবকের নিকটে যাই যে আমাদের দুর্বলদেরকে ধোঁকা দিতে এবং আমাদের দেবতাদেরকে বোকা বানাতে এসেছে। তুমি তাকে কঠিন ভাষায় নিষেধ করবে সে যেন আজকের পর আমাদের এলাকায় আর না আসে।

একটু থেমে তিনি বললেন: ওই লোকটা যদি আমার মামাতো ভাইয়ের মেহমান না হতো তাহলে আমি একাই তাকে দেখে নিতাম।

* * *

এরপর উসাইদ বিন হুদাইর তার যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে সেই বাগানের দিকে ছুটে গেলেন। যখন আসআ'দ বিন যুরারা তাকে দেখতে পান। তিনি মুসয়াবকে বললেন: মুসয়াব! এই লোক হচ্ছে তার গোত্রের নেতা। তার গোত্রের মধ্যে সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও পরিপূর্ণ ব্যক্তি।

সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার অনুসরণে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করবে। সুতরাং তুমি তার কাছে আল্লাহর সত্য দ্বীন তুলে ধর এবং তাকে সুন্দরভাবে বুঝাও।

* * *

উসাইদ বিন হুদাইর মানুষের মাঝে এসে মুসয়াব ও তাঁর সাথি আসআ'দকে লক্ষ্য করে বললেন: কেন তোমরা আমাদের বাড়িতে এসেছ? আমাদের দুর্বলদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে? তোমরা যদি জীবিত থাকতে চাও তাহলে এখনি চলে যাও।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নুরানী চেহারা তাঁর দিকে ফিরিয়ে বললেন: হে সর্দার! এতে কি তোমার কোনো কল্যাণ নেই?

উসাইদ বললেন: কি?

তিনি বললেন: তুমি আমাদের মজলিসে বস এবং আমাদের কথা শুনো। যদি তা তোমার ভালো লাগে তাহলে গ্রহণ করবে। আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আমরা চলে যাব আর কখনো আসব না।

উসাইদ বললেন: তুমি ঠিক বলেছ।

তারপর তিনি তার অস্ত্র জমিনে রেখে বসে পড়লেন।

হযরত মুসয়াব তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাঁর নিকটে ইসলামের হাকীকত তুলে ধরলেন। তিনি কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

এতে করে উসাইদ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: তুমি যা বলেছ তা কতই না সুন্দর, আর তুমি যা তেলাওয়াত করেছ তা কতই না মহান।

তোমাদের ইসলামে প্রবেশ করতে হলে কি করতে হয়?

তিনি তাকে বললেন: তুমি গোসল কর এবং তোমার পোশাক পবিত্র কর আর বল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল। তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় কর।

তারপর উসাইদ গিয়ে গোসল করলেন, তাঁর জামা-কাপড় পবিত্র করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন।

সেই দিন থেকে ইসলামে এক মহান বীর আগমন ঘটে। যিনি আউস গোত্রের নেতাদের অন্যতম ছিলেন।

তাছাড়াও তার গোত্রের লোকেরা তাঁর বুদ্ধিমত্তার কারণে তাঁকে কামেল তথা পরিপূর্ণ ব্যক্তি বলতো। তাছাড়া তিনি ছিলেন তরবারি ও কলম চালানোর উস্তাদ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে ইসলামের পক্ষে বলতে ও লিখতে থাকেন।

আর তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সা'দ বিন মুয়াজও ইসলাম গ্রহণ করেন।

শুধু তাই না, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আউস গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনা রাসূল ﷺ-এর আগমনের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়।

* * *

উসাইদ বিন হুদাইর رضي الله عنه কোরআনকে অনেক বেশি পছন্দ করতেন। তিনি কোরআন শুনার পর থেকে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন পানি পান করে তার পিপাসা নিবারণ করে তেমনি তিনি কোরআন পাঠ করে তাঁর বন্দীগির পিপাসা নিবারণ করতেন।

তাঁকে হয় জিহাদে দেখা যেত না হয় কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল দেখা যেত।

তিনি ছিলেন মিষ্টি সুরের অধিকারী, স্পষ্ট ভাষী, শুদ্ধ উচ্চারণকারী। যখন হাজার চক্ষু ঘুমে বিভোর থাকত তিনি তখন কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর তেলাওয়াতের প্রতীক্ষায় থাকতেন এবং তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর তেলাওয়াত শুনার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন।

তিনি সেই সৌভাগ্যবান লোকদের একজন, যারা কোরআন যেমনিভাবে নাযিল হয়েছে তেমনিভাবে তেলাওয়াত করতে পারতেন।

তাঁর তেলাওয়াত শুধু মানুষেরা শুনতো না; বরং তার তেলাওয়াত ফেরেশতারাও শুনার জন্যে ব্যস্ত থাকত।

এক গভীর রাতে উসাইদ رضي الله عنه তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। তাঁর ছেলে ইয়াহিয়া তাঁর পাশেই ঘুমাচ্ছিল এবং তাঁর জিহাদের বাহন সেই ঘোড়াটি সামান্য দূরে বাঁধা ছিল।

রাতটি ছিল নীরব নিস্তব্ধ, আকাশ ছিল অনেক পরিষ্কার, তারাগুলো মিটি মিটি করে জ্বলছিল, সবকিছু মিলিয়ে রাতটি অনেক সুন্দর সাজে সজ্জিত ছিল।

তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন এই সুন্দর রাতটি তিনি কোরআন তেলাওয়াত করে কাটাবেন। তিনি মধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। তিনি সূরা বাকারাহ্ তেলাওয়াত করতে লাগলেন, কিন্তু কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ঘোড়াটি বার বার চক্কর দিচ্ছে। এমনকি তার বাঁধার রশিটি ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। এতে তিনি থেমে গেলেন, সাথে সাথে ঘোড়ার লাফালাফিও থেমে গেল।

তিনি আবার তেলাওয়াত করা শুরু করলেন। এতে ঘোড়াটি আগের থেকেও বেশি লাফা-লাফি করা শুরু করল। এই অবস্থা দেখে তিনি আবার কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন।

এভাবে কয়েক বার করেন। যতবার কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন ততবার ঘোড়াও লাফালাফি শুরু করত আর কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়াও স্থির হয়ে যেত।

তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারে ভয় করলেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে জাগাতে গেলেন। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশে ছাতার মতো এক খণ্ড মেঘ দেখতে পেলেন। এত সুন্দর ও চমৎকার কিছু তিনি আর দেখেননি। তা বাতির ন্যায় ঝুলন্ত ছিল। আর তাঁর আলোতে আকাশের দিগন্ত জুড়ে আলোকিত হয়ে গেল। তা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে গেল অবশেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকাল হওয়ার পর তিনি তা রাসূল -এর নিকটে বর্ণনা করেন। রাসূল বললেন: হে উসাইদ! এরা হচ্ছে ফেরেশতা যারা তোমার তেলাওয়াত শুনছিল।

তুমি যদি তেলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে তা অন্যান্য মানুষেরাও দেখতে পেতে। তবুও এরা অদৃশ্য হতো না।

* * *

হযরত উসাইদ বিন হুদাইর কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি যেমন আকৃষ্ট ছিলেন তেমনি রাসূল -এর প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর নিজের ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন: তখনই তাঁর অন্তর অধিক স্বচ্ছ, পবিত্র ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হত................

যখন তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

আর যখন রাসূল -এর দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তৃতা মনোযোগসহকারে শুনতেন।

তিনি সবসময়ে আশা করতেন: রাসূল -এর শরীরের সাথে নিজের শরীরটা লাগাবেন এবং তাঁকে চুমু খাবেন।

একবার সেই সুযোগ চলে আসে।

একদিন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে ছিলেন। তখন রাসূল হাত মুবারক দ্বারা তার কোমরে খোঁচা দেন। খোঁচা দিয়ে তিনি বুঝাতে চাইলেন উসাইদের কথাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে।

উসাইদ বললেন: আপনি আমাকে খোঁচা দিয়েছেন?

রাসূল বললেন: তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।

তিনি বললেন: কিন্তু আপনার শরীরে তো জামা আছে অথচ আপনি খোঁচা দেওয়ার সময় আমার শরীরে জামা ছিল না।

রাসূল তাঁর জামা উপরে তুললেন। তিনি রাসূল -কে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুই বাহুর মধ্যখানে চুমু দিলেন।

তারপর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কোরবানি হউক। আমি আপনাকে চিনার পর থেকে এটি করার আশা করতাম আর আজ তা পূরণ করার সুযোগ হয়েছে।

* * *

রাসূল ও উসাইদ বিন হুদাইর -কে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর গোত্রে তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে রাসূল জানতেন। উসাইদ যখন কারো ব্যাপারে সুপারিশ করত তিনি তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করতেন।

হযরত উসাইদ বর্ণনা করেন- আমি রাসূল -এর নিকটে এসে এক অভাবী আনসারের পরিবার সম্পর্কে বললাম। সেই পরিবারের সদস্য অধিকাংশ ছিল মহিলা।

রাসূল বললেন: হে উসাইদ! আমরা সব ভাগ-বণ্টন করে দেওয়ার পর তুমি এসেছ। সুতরাং যখন আমাদের নিকটে আবার কোনো সম্পদ আসবে তখন তুমি ওই পরিবারের কথা বলবে।

এরপর খায়বার থেকে সম্পদ আসলে তিনি তা মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দিচ্ছিলেন। তিনি তখন ওই পরিবারকেও উদারভাবে দান করেন।

আর তাই আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

তিনি বললেন: তুমি আনসারদের মধ্যে অন্যতম, আল্লাহ্ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি তোমাদের নিস্পাপ ও ধৈর্যশীল হিসেবে জানি। আমার ইন্তেকালের পর তোমরা দেখবে মানুষ তোমাদেরকে ব্যতীত অন্যদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তখন তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। তোমাদের স্থান হবে হাউজে।

হযরত উসাইদ বললেন: হযরত উমর -এর খেলাফত কালে তিনি মুসলমানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতে ছিলেন। তিনি আমার জন্য একটি পোশাক পাঠান যা আমি ছোট মনে করেছি।

আমি মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম, আমাকে যে পোশাক দেওয়া হয়েছে তেমনি একটি প্রশস্ত পোশাক গায়ে দিয়ে এক কোরাইশী যুবক যাচ্ছিল। সে তা মাটির সাথে লাগিয়ে চলছিল। তখন আমি আমার সাথে থাকা এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই কথাটি বললাম: "তোমরা আমার পরে দেখবে মানুষ তোমাদের ব্যতীত অন্যদেরকে প্রধান্য দিচ্ছে"।

আমি বললাম: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

লোকটি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিকটে গেল এবং তাকে সেই ব্যাপারে খবর দিল।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নিকটে ছুটে এসে দেখতে পান আমি নামাজ পড়ছিলাম। তিনি বললেন: নামাজ পড় হে উসাইদ।

যখন আমি নামাজ শেষ করলাম তিনি আমার নিকটে এসে বললেন তুমি কি বলেছিলে?

তখন আমি যা দেখেছি এবং যা বলেছি তা তাঁর কাছে খুলে বললাম।

তিনি বললেন: আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। এই পোশাকটি আমি উমুক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছি। তিনি হচ্ছে আনসারদের একজন, আকাবার শপথকারীদের একজন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।

তুমি কি ধারণা করেছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা আমার যামানায় হবে?

উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ধারণা করেছি তা আপনার যামানায় হবে না।

* * *

হযরত উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর যামানায় তুলে নিয়ে যান।

তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যায় তাঁর চার হাজার দেরহাম ঋণ রয়েছে। তখন তাঁর ওয়ারিসরা চিন্তা করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাঁর একটি জমি বিক্রি করে দিবে।

কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তা জানতে পেরে তিনি বলেন: আমি আমার ভাই উসাইদের সন্তানদেরকে মানুষের মাঝে গরিব করে ছেড়ে দিব না।

এরপর তিনি ঋণদাতাদের সাথে কথা বলেন। তারা যেন ঋণের বিনিময়ে চার বছর এর ফসল ক্রয় করে। প্রতি বছর এক হাজার দেরহামের ফসল ক্রয় করবে।

তথ্য সূত্র

১. আল বুখারী, মুসলিম - (বাবু ফাদায়িলিস্ সাহাবা)।
২. জামিউল উসূল - ৯ম খণ্ড, ৩৭৮ পৃ.।
৩. ত্বাবাকাতুবনি সা'দ - ৩য় খণ্ড, ৬০৩ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ১ম খণ্ড, ৩৪৭ পৃ.।
৫. উসদুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৯২ পৃ.।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৭. আল আ'লাম ওয়া মুরাজিয়াআহু - ১ম খণ্ড ৩৩০ পৃ.।
৮. আল ইসাবাহ্ - ১ম খণ্ড ৪৯ পৃ.।

হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

"নিশ্চয়ই সে একজন পরিণত বয়সের যুবক তার রয়েছে প্রশ্নে-ভরা জিহ্বা এবং জ্ঞানভরা অন্তর।"

[তাঁর শানে হযরত উমর -এর বাণী]

তিনি এমন একজন সাহাবী যিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কোনোদিক থেকে তাঁর সম্মানের কমতি ছিল না।

প্রথমত, তিনি রাসূল -এর একজন সাহাবী। যদিও তিনি বয়সে ছোট ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি রাসূল -এর নিকটাত্মীয়দের একজন। তিনি রাসূল -এর চাচাতো ভাই ছিলেন।

তৃতীয়ত, তিনি হলেন হিবরুল উম্মাহ। জ্ঞানের সাগর হওয়ার কারণে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, তিনি অনেক উঁচু তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। তিনি সারাদিন রোযা রেখে কাটাতেন আর সারারাত নামাজে কাটাতেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, চোখের পানি ঝরতে ঝরতে তাঁর দুই গালে দাগ পড়ে গিয়েছিল।

তিনি আর কেউ না তিনি হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস । যিনি কোরআন সম্পর্কে সবার থেকে বেশি জ্ঞান রাখতেন। কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন এবং কোরআনের কোন আয়াতে কি উদ্দেশ্য সেই সম্পর্কে ভালো জানতেন, ভালো পারতেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বছর। এরপরেও তিনি রাসূল -এর থেকে এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেন যা বোখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে।

* * *

তার মা তাঁকে দুধ পান করানোর পূর্বে রাসূল -এর নিকটে নিয়ে আসেন। রাসূল পবিত্র লালা মুবারক দিয়ে তাঁর ঠোঁট ঘষে দিলেন। এতে তাঁর পেটে

সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালা মুবারক প্রবেশ করে। আর এই পবিত্র লালার সাথে তাঁর অন্তরে তাকওয়া ও হিকমতও প্রবেশ করে।

* * *

তিনি যখন অবুঝ বয়স পার করে একটু বড় হলেন তখন থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থাকা শুরু করেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযুর পানি এনে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ আদায় করতেন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হতেন তিনি তাঁর সঙ্গে বের হতেন। এমনকি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়ার মতো হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে সফর করতেন তিনিও তাঁর সাথে সেখানে সফর করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকাশে তিনি যেভাবে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা অবস্থায় তাঁর অন্তরকে সজাগ রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতেন তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। তাঁর বয়স কম থকা সত্ত্বেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো বেশি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদীসশাস্ত্রে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

* * *

তিনি নিজেই বর্ণনা করেন- একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার ইচ্ছা করলেন। আমি তাড়াতাড়ি করে অযুর পানি এনে দিলাম। তিনি এতে খুব খুশি হলেন।

যখন তিনি নামাজ পড়তে ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে তার পাশে দাঁড় করাতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম।

নামাজ শেষে তিনি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কেন আমার পাশে দাঁড়ালে না?

আমি বললামঃ আমি আপনার বরাবর দাঁড়াব, আমার দৃষ্টিতে আপনি এর থেকে অধিক সম্মানিত এবং মর্যাদাবান, তাই আমি আপনার পাশে দাঁড়ানো ঠিক মনে করিনি।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত তুলে দোয়া করেন- আল্লাহ তুমি তাকে হিকমত দান কর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মতো বেশি হিকমত দান করেছেন যেখানে বড় বড় হিকমতদারীরাও পৌঁছতে পারেননি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস -এর হিকমত কত বেশি ছিল তা বুঝানোর জন্য তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে একটি পেশ করব। প্রিয় পাঠক! এতে আপনার সহজে বুঝে আসবে তিনি কত বড় হিকমতদারী লোক ছিলেন।

* * *

যখন হযরত আলী -এর কিছু সঙ্গী তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল এবং মুয়াবিয়ার সাথে তাঁর দ্বন্ধের ব্যাপারে তাঁকে তিরিস্কার করতে লাগল তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হযরত আলী -কে বললেন: আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তাদের সাথে গিয়ে কথা বলি।

আলী বললেন: আমি তোমার ব্যাপারে ভয় করছি।

তিনি বললেন: কখনো না, আল্লাহ চাহে তো।

তারপর তিনি তাদের নিকটে গেলেন। তিনি তাদেরকে দেখলেন তারা সবাই গভীর ভাবে ইবাদতে মগ্ন আছে।

তারা বলল: ইবনে আব্বাস তোমাকে স্বাগতম! তুমি কেন এসেছ?

তিনি বললেন: আমি তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য এসেছি।

তাদের কেউ কেউ বলল: তোমার কথা বলার দরকার নেই।

আবার কেউ কেউ বলল: তুমি বল, আমরা শুনব।

তিনি বললেন: তোমরা আমাকে বল, প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী রাসূল -এর চাচাতো ভাই ও জামাতার কোন বিষয়ে তোমরা বিরোধিতা করছ।

তারা বলল: আমরা তাঁর তিনটি কাজের বিরোধিতা করছি।

তিনি বললেন: ওই গুলো কি কি?

তারা বলল:

প্রথমত: তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের মতামত মেনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি আয়েশা ও মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি তাদের কোনো গনীমত গ্রহণ করেননি এবং কাউকে বন্দিও করেননি।

তৃতীয়ত: মুসলমানরা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমীর বানানোর পরেও তিনি নিজ থেকে আমীরুল মুমিনীন উপাধি মুছে ফেলেছেন।

তিনি বলেন: আমি যদি তোমাদেরকে কোরআন ও হাদীস থেকে সমাধান করে দিই যা তোমরা অস্বীকার কর না, তাহলে কি তোমরা তা মেনে নিবে?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তোমাদের কথা হযরত আলী আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের মতামত মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ.

অর্থ- ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করবে না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করবে তার ওপর হত্যাকৃত জন্তুর সম পরিমাণ বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব হবে। যা ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন নীতিবান লোক। [সূরা মায়েদা-৯৫]

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, একটি খরগোশের রক্তর বিনিময় মাত্র চার দেরহাম তার ব্যাপারে মানুষের ফয়সালা মেনে নেওয়া অধিক উপযুক্ত না-কি মুসলমানদের রক্ত ও তাদের মাঝে সমাধান করার জন্য মানুষের ফয়সালা মেনে নেওয়া অধিক উপযুক্ত?

তারা বলল: বরং মুসলমানদের রক্ত ও তাদের মাঝে সামধান করার জন্য মানুষের ফয়সালা মেনে নেওয়া অধিক উপযুক্ত।

তিনি বললেন: এ ব্যাপারে কি আমরা সামাধান পেয়েছি?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তোমাদের দ্বিতীয় কথা, হযরত আলী যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি রাসূল -এর মতো যুদ্ধে বন্দি করেননি।

তোমরা কি চাও হযরত আয়েশাকে বন্দি করবে এবং তার সাথে সহবাস করা বৈধ করবে যেমন অন্যান্য বন্দি দাসীদের সাথে সহবাস করা বৈধ? যদি তোমরা হ্যাঁ বল তাহলে তোমরা কুফরী করেছ আর যদি তোমরা বল: তিনি তোমাদের মা নয় তাহলেও তোমরা কুফরী করেছ। কেননা আল্লাহ্ বলেন:

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ....

অর্থ- আল্লাহর নবী মুমিনদের নিকটে তাদের নিজদের থেকেও প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা। [সূরা আহ্যাব- ৬]

সুতরাং তোমরা কোনটি বলবে তা তোমাদের ইচ্ছা।

তারপর তিনি বললেন: এ ব্যাপারে কি আমরা সমাধান পেয়েছি?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তোমাদের তৃতীয় কথা, হযরত আলী নিজ থেকে আমীরুল মুমিনীন উপাধি মুছে ফেলেছেন। রাসূল যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুশরিকদের সাথে সন্ধি করতে গিয়ে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখলে তারা বলে- যদি আমরা তোমাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতাম তাহলে তোমাকে ঘর

থেকে বের করে দিতাম না এবং তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না; বরং তুমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লিখ। তখন রাসূল তাদের দাবি মতো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পরিবর্তে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লিখলেন এবং বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা অস্বীকার কর।

তারপর তিনি বললেন: এ ব্যাপারে কি আমরা সমাধান পেয়েছি?

তাঁরা বলল: হ্যাঁ।

এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কত মেধা ও হিকমতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এ বয়ানের দ্বারা বিশ হাজার মানুষ হযরত আলী -এর দলে চলে আসে। বাকি চার হাজার তারা সত্যবিমুখী হওয়ার কারণে এ রকম দলিল শুনার পরও সত্যের পথে আসেনি।

* * *

এই যুবক তাঁর জীবনে জ্ঞান অর্জন করার জন্য শত চেষ্টা করেছেন এবং জ্ঞানের প্রতিটি পথে তিনি হেঁটেছেন।

রাসূল যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি ততদিন তাঁর নিকটে থেকে জ্ঞানের শরাব পান করেছেন। যখন রাসূল তাঁর প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান তখন তিনি রাসূল -এর সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন।

তিনি নিজেই বলেন: আমি যখন শুনতে পেলাম রাসূল -এর উমুক সাহাবীর নিকটে একটি হাদীস আছে তখন আমি তাঁর নিকটে গেলাম। আমি দুপুরে ঘুমানোর সময়ে তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছি। আর তাই দরজার চৌকাঠের নিচে আমার চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিচে শোয়ার কারণে আমার গায়ে বাতাসে ধুলোবালি লাগল। যদি আমি তাঁর কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইতাম তাহলে তিনি অনুমতি দিতেন, কিন্তু নিজের নফসকে পবিত্র করার জন্য এটি করেছি।

তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন: হে রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি কেন আমার নিকটে এসেছেন। আপনি আমার নিকটে কাউকে পাঠালেই পারতেন তাহলে আমি আপনার নিকটে যেতাম।

আমি বললাম: বরং আমার উচিত আপনার নিকটে আসা। কারণ ইলমের জন্য আসতে হয়, ইলম কখনো এগিয়ে যায় না। তারপর আমি তাঁর নিকটে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইলম অন্বেষণে নিজেকে যত ছোট করেছেন তেমনি আল্লাহ তাঁকে ইলমের দ্বারা তত বড় করেছেন। একদিন অহী লেখক, মদিনার প্রধান বিচারক, প্রধান কারী ও ফারায়েজবিদ হযরত জায়েদ বিন সাবিতের সাথে তিনি বাহনে আরোহণ করেন। তিনি গোলাম বসার স্থানে বসলেন এবং বাহনের লাগাম টেনে ধরলেন।

তখন তাঁকে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: হে রাসূলের চাচাতো ভাই! তুমি এটা ছাড়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আলেমদেরকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন: আমাকে তোমার হাতটি দেখাও।

তখন ইবনে আব্বাস তাঁর কথা মতো হাত দেখালেন।

জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হাতের দিকে ঝুঁকে গিয়ে চুম্বন করে বললেন: আহলে বায়তের সাথে এমন ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

* * *

জ্ঞানের জন্য তাঁর অধ্যবসায় মতো বেশি ছিল যে, তিনি পরবর্তী জ্ঞানের সাগর হয়ে যান। বড় তাবেয়ী হযরত মাসরুক বিন আজ্‌দা বলেন: আমি যখন ইবনে আব্বাসকে দেখতাম আমি মনে মনে বলতাম- তিনি সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। আর যখন তিনি কথা বলতেন আমি মনে মনে বলতাম- তিনি সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষী। আর যখন আমি তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখতাম তখন বলতাম- তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী লোক।

* * *

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ইলমে পরিপূর্ণ হলেন তখন মানুষ ইলম অর্জন করার জন্য তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তার বাড়ি যেন মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র হয়ে গেল।

তাঁর নিকটে ছাত্রদের মতো ভিড় ছিল যে, তা যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়। আজকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হয়ত পঞ্চাশ থেকে একশত জন শিক্ষক থাকে, কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন একজন। আর সেই শিক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং তিনি নিজেই।

তাঁর এক সাথি বর্ণনা করেন- আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো বড় পাঠ দানের মজলিস দেখেছি তা নিয়ে যদি পুরা কোরাইশ বংশের লোকেরা গর্ব করে তবে তা গর্ব করার মতো। আমি দেখলাম তাঁর বাড়ির সামনে মতো বেশি মানুষ একত্রিত হয়েছে যে, রাস্তায় তাদের হাঁটার জায়গা হচ্ছিল না। আমি তাঁকে গিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে লোকের ভিড়ের কথা বললাম।

তিনি আমাকে বললেন: আমাকে অযুর পানি দাও।

তারপর তিনি অযু করে মজলিসে বসলেন।

তিনি বললেন: তুমি তাদেরকে গিয়ে বল- তোমাদের মধ্যে যারা কোরআন ও তার হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তারা ঘরে প্রবেশ কর।

আমি বের হয়ে তাদের তা বললাম। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। তারপর তিনি তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেন এবং অনুরূপ এর সংশিস্নষ্ট আরো অনেক বিষয় বর্ণনা করেন।

তারপর তিনি বললেন: তোমাদের ভাইদের জন্য তোমরা জায়গা করে দাও। তাঁর কথামত তারা বের হয়ে গেল।

তারপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তাদেরকে গিয়ে বল: তোমাদের মধ্যে যারা কোরআনের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তারা ঘরে প্রবেশ কর।

আমি বের হয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের সংখ্যাও এত বেশি ছিল যে, ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। তারপর তিনি তাদের সব প্রশ্নের জবাব দেন এবং এর সংশিস্নষ্ট আরো অনেক বিষয় বর্ণনা করেন।

তারপর তিনি বললেন: তোমাদের ভাইদের জন্য তোমরা জায়গা করে দাও। তাঁর কথামত তারা বের হয়ে গেল।

তারপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তাদেরকে গিয়ে বল- তোমাদের মধ্যে যারা হালাল-হারাম ও ফিকাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তারা ঘরে প্রবেশ কর।

আমি বের হয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। তারপর তিনি তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেন এবং অনুরূপ এর সংশিস্নষ্ট আরো অনেক বিষয় বর্ণনা করেন।

তারপর তিনি বললেন: তোমাদের ভাইদের জন্য তোমরা জায়গা করে দাও। তাঁর কথামত তারা বের হয়ে গেল।

তারপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তাদেরকে গিয়ে বল: তোমাদের মধ্যে যারা ফারায়িজ ও এর সাথে সংশিস্নষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে তারা ঘরে প্রবেশ কর।

আমি বের হয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। তারপর তিনি তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেন এবং অনুরূপ এর সংশিস্নষ্ট আরো অনেক বিষয় বর্ণনা করেন।

তারপর তিনি বললেন: তোমাদের ভাইদের জন্য তোমরা জায়গা করে দাও। তাঁর কথামত তারা বের হয়ে গেল।

তারপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তাদেরকে গিয়ে বল: তোমাদের মধ্যে যারা আরবী ভাষা, কবিতা ও কঠিন অব্যবহারিত আরবী শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তারা ঘরে প্রবেশ কর।

আমি বের হয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। তারপর তিনি তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেন এবং অনুরূপ এর সংশ্লিষ্ট আরো অনেক বিষয় বর্ণনা করেন।

তারপর এ ঘটনা বর্ণনাকারী বলল: যদি এ ঘটনা নিয়ে কোরাইশদের সবাই গর্ব করত তাহলে তা গর্ব করার মতো ছিল।

* * *

প্রতিদিনই তাঁর দরজায় মানুষের এমন ভিড় লেগে থাকতো। আর এই কারণে তিনি সপ্তাহের দিনগুলোকে ভাগ করে নেন। তিনি সপ্তাহের একদিন শুধু তাফসীর নিয়ে আলোচনা করতেন। অন্য একদিন শুধু ফিকাহ্ নিয়ে আলোচনা করতেন। অন্য একদিন শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহাদ নিয়ে আলোচনা করতেন। অন্য একদিন শুধু আরবি কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে তিনি সপ্তাহের বিভিন্ন দিন বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে নেন।

তার নিকটে যেকোনো আলেম আসুক না কেন সে তার ছাত্র হয়ে যেত। আর যেকোনো বিষয়ে তার নিকটে জিজ্ঞেস করা হউক না কেন তিনি তা স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স কম হওয়ার পরেও খেলাফতে রাশেদার সময় তিনি পরামর্শ প্রদানকারীদের একজন ছিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো সমস্যায় পতিত হতেন তখন তিনি বড় বড় সাহাবীদেরকে ডাকতেন এবং তাঁদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকেও ডাকতেন।

আর এ কারণে কোনো কোনো সাহাবী সমালোচনা করে বলেন আপনি আমাদের সাথে এই ছেলেটিকে কেন ডাকেন অথচ সে অনেক ছোট।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: নিশ্চয়ই সে একজন পরিণত বয়সের যুবক তাঁর রয়েছে প্রশ্নে-ভরা জিহ্বা এবং জ্ঞানভরা অন্তর।

* * *

এত কিছুর পরও তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভুলে যাননি। তিনি সাধারণ মানুষ জন্য ওয়াজ ও বয়ান করতেন। তিনি গুনাগারদেরকে সম্বোধন করে বলতেন: হে গুনাগাররা! তোমরা গুনাহ্ শাস্তি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে না। তোমরা জেনে রাখ গুনাহ্ যে শাস্তি টেনে আনে তা গুনাহ্ সাধ থেকেও অনেক কঠিন।

পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তোমার ডানেবামে যারা আছে তাদেরকে লজ্জা না করা পাপ কাজ করা থেকে কোনো অংশে কম নয়।

নিশ্চয়ই তুমি গুনার সময় হাসো অথচ তুমি জান না আল্লাহ তাআলা তোমার গুনার পরিবর্তে কত মারাত্মক শাস্তি দিবেন।

তুমি গুনাহ্ করার পর তা নিয়ে আনন্দ প্রকাশ কর তা গুনাহ্ করার থেকেও জঘন্য।

তুমি গুনাহ্ করার সুযোগ হারিয়ে ফেলছ এই নিয়ে আফসোস্ কর তা গুনাহ্ করার থেকেও জঘন্য।

হে গুনাহ্ লিপ্ত ব্যক্তি! তুমি কি জান হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর অপরাধ কি ছিল? যার কারণে তিনি শরীর ও সম্পদ নিয়ে পরীক্ষায় পতিত হন।

তার অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু, এক মিসকীন তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল তাকে জুলুম থেকে হেফাজত করতে, কিন্তু তিনি সাহায্য করেননি।

* * *

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের মতো ছিলেন না যারা ওয়াজ করে, কিন্তু আমল করে না। অন্যকে আমলের কথা বলে, কিন্তু নিজে আমল করে না; বরং তিনি সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত নামাজে কাটাতেন।

তাঁর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মুলায়কা বর্ণনা করেন- আমি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মক্কা থেকে মদিনায় সফর করেছি, যখনই আমরা কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করতাম তখনো তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন অথচ মানুষ সফরের ক্লান্তে ঘুমে বিভোর থাকত।

আমি একরাত তাকে দেখলাম তিনি বার বার এই আয়াত তেলাওয়াত করতে ছিলেন।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

অর্থ- "মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্ত সত্যিই এসে হাজির হবে,(তখন তাকে বলা হবে) এই হচ্ছে সে মৃত্যু যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে"। [সূরা ক্বাফ- ১৯]

তিনি এই আয়াতটি বার বার তেলাওয়াত করতে লাগলেন এমনকি তেলাওয়াত করতে করতে সকাল হয়ে গেল।

এ ঘটনাটিই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জানার ব্যপারে আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর গালের দুই পাশে চেখের পানি গড়িয়ে পড়ার দাগ পড়েছিল।

* * *

সর্বোপরি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমানায় পৌছে গিয়েছেন।

একবার হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হজ্বে গমন করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে রাষ্ট্রীয় লোক ছিল। কিন্তু দেখা গেল হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ছাত্রদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বহরকে অতিক্রম করে ফেলছে।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একাত্তর বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জানাযা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াসহ অনেক সাহাবী ও তাবেয়িগণ আদায় করেন।

তাঁকে কবরে রাখার সময় তাঁরা এই আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকে-

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ . ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى . وَٱدْخُلِى جَنَّتِى

অনুবাদ- 'হে পবিত্র আত্মা, তুমি সন্তুষ্টির সাথে তোমার প্রভুর নিকটে ফিরে যাও। তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। [সূরা ফাজ্‌র- ২৮-৩০]

তথ্য সূত্র

১. জামিউল উসূল - ১০ম খণ্ড, (বাবু ফাদায়িলিস্ সাহাবা)।
২. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৩৩০ পৃ.।
৩. আর ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৩৫০ পৃ।
৪. উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ২৯০ পৃ.।
৫. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৭৪৬ পৃ.।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৭. আল আ'লামু ওয়া মুরাজিয়াআহু।

হযরত নোমান
বিন মুকর্‌রিন আল মুযান্নি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"নিশ্চয়ই ঈমানের ঘর আলাদা আর নিফাকীর ঘর আলাদা। আর মুকর্‌রিনদের সন্তানদের ঘর হচ্ছে ঈমানের ঘর।"

[হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

মুযায়না নামক গোত্র মদিনার নিকটে মক্কা ও মদিনার রাস্তার পাশে বাস করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হিজরত করার কথা তাদের নিকটে গিয়ে পৌঁছে। তারা মক্কা-মদিনার রাস্তার পাশে বসবাস করার কারণে সেখান দিয়ে যারা আগমন করত তাদের থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে বিভিন্ন কথা শুনতে পেত। কিন্তু তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনেনি; বরং সবকিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে শুনেছে। আর এই কারণে তাদের অন্তরে ঈমান বীজ থেকে বড় গাছে পরিণত হতে লাগল।

এক সকালে মুযায়ানা গোত্রের প্রধান নোমান বিন মুকর্‌রিন আল-মুযান্নি গোত্রের সম্মানিত ও বড় বড় নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেখানে সর্বসাধারণও উপস্থিত ছিল।

তিনি তাদেরকে বললেন: হে আমার জাতি! আল্লাহর শপথ! আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে ভালো ব্যতীত খারাপ কিছুই জানি না। আর আমরা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে দয়া ও ন্যায়নীতি ব্যতীত অন্য কিছুই শুনিনি। তাহলে আমাদের কি হলো আমরা তাঁর ব্যাপারে দেরি করছি অথচ অন্যান্য সব মানুষ তাঁর ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করছে।

তারপর তিনি বললেন: আমি সকালে তাঁর সাথে দেখা করার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার যার তাঁর সাথে দেখা করার ইচ্ছা আছে সে যেন যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়।

তাঁর এই ভাষণ সবার মনে তীরের মতো গেঁথে যায়। সকাল হওয়ার পর দেখা গেল তার দশ ভাই ও চারশত অশ্বারোহী ইয়াসরিবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার জন্যে ও ঈমান আনার জন্যে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

তা সত্ত্বেও হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মতো বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের জন্য কিছু না নিয়ে খালি হাতে যেতে ইতস্তবোধ করলেন, কিন্তু সে বছর ছিল খরার বছর তাই নেওয়ার মতো এমন কিছু তাঁর হাতে ছিল না।

হযরত নোমান তাঁর ভাইদের ঘর থেকে তালাশ করে কিছু বকরি রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের জন্য হাদিয়া হিসেবে নিয়ে যান। তিনি মদিনা পৌঁছে রাসূল -এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

হযরত নোমান -এর ইসলাম গ্রহণের কারণে মদিনার আনাচে কানাচে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করে। কেননা তাঁদের পূর্বে আরবের কোনো পরিবারে একত্রে এগারো জন ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাছাড়াও তাঁদের সাথে তাদের গোত্রের চারশত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

হযরত নোমান -এর ইসলাম গ্রহণে রাসূল অত্যধিক খুশি হন।

আর মহান আল্লাহ তাআলা হযরত নোমান -এর দান করা বকরিগুলো কবুল করে নেন এবং তার শানে আয়াত নাযিল করেন।

আয়াত-

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ

وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অনুবাদ- "আর বেদুঈন আরবদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, এরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যায় করে তা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও রাসূল -এর দোয়া পাওয়ার একটা অবলম্বন মনে করে, সত্যি সত্যিই তা হচ্ছে তাদের জন্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একটা উপায়, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবা- ৯৯]

* * *

হযরত নোমান রাসূল -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তিনি ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে রাসূল -এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর -এর খেলাফতের সময়ে অন্যান্য গোত্র যখন ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল তিনি ও তাঁর গোত্র তখনো ইসলামের ওপর অটল ছিলেন। শুধু তাই নয় রিদ্দার যুদ্ধে তাঁর অবদান ছিল অনেক বেশি।

হযরত উমর -এর খেলাফত কালে হযরত নোমান বিন মুকররিন -এর অবস্থা অন্য রকম ছিল যা ইসলামের ইতিহাসে প্রশংসার সাথে বর্ণিত আছে।

* * *

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের এক দল লোককে পারস্যের সম্রাটের নিকটে পাঠান। হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাদের আমীর বানান।

তাঁরা মাদায়েনে পৌঁছার পর তাঁদের নিকটে প্রবেশ করতে অনুমতি চান। তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

তারপর দোভাষীকে ডাকা হয়। পারস্যের সম্রাট তাঁকে বলে- তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তারা কেন আমাদের দেশে এসেছে এবং তারা কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়? সম্ভবত তোমরা আমাদের দেখে লোভে পড়েছ এবং আমাদের ওপর সাহস দেখাচ্ছ কারণ আমরা তোমাদের ব্যাপারে উদাস ছিলাম এবং তোমাদের সাথে শক্তি দেখাতে চাইনি।

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদের দিকে ফিরে বলল: তোমরা চাইলে আমি তাঁর কথার উত্তর দিব আর যদি তোমাদের কেউ কথা বলতে চায় আমি তাকে অগ্রাধিকার দিব।

তারা বলেন: বরং তুমিই উত্তর দাও।

তারপর তারা পারস্য সম্রাটের দিকে ফিরে বলল: এই লোকটি আমাদের পক্ষ থেকে কথা বলবে সুতরাং তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুন।

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদ পাঠ করলেন।

এরপর তিনি বললেন: আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিকটে একজন নবী প্রেরণ করে আমাদেরকে দয়া করেছেন। তিনি আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে তা অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

তিনি আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন আমরা যদি তাঁর আদেশ মতো চলি তাহলে তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন।

কিছুদিন আগেই আল্লাহ তাআলা নবীর সেই ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূর করে প্রশস্ততা দান করেছেন। আর আমাদেরকে বিশ্ববাসীর মাঝে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের শত্রুতা সম্পর্ককে ভাইয়ে পরিণত করেছেন।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন এই কল্যাণের পথে মানুষকে ডাকি এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে সবার আগে এর দাওয়াত দিই।

আমরা আপনাকে আমাদের এই ধর্মে আসার জন্য আহ্বান করছি। এটি এমন একটি ধর্ম যা ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজকে ঘৃণা করে। এ ধর্ম মুমিন বান্দাকে কুফরী থেকে ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে আসে।

সুতরাং তোমরা যদি আমাদের ডাকে সাড়া দাও তাহলে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব দিয়ে বিচার করার আদেশ দিব এবং তোমাদরে হাতে তোমাদের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

আর যদি তোমরা ঈমান না আনো তাহলে আমরা তোমাদের থেকে জিযিয়া নিব, কিন্তু তোমরা যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার কর তাহলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।

হযরত নোমান বিন মুকররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর বক্তব্য শুনে পারস্যের সম্রাট রাগে ফুলতে থাকে। সে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগল: আমি জানি না তোমাদের থেকে দুর্বল ও কমসংখ্যক লোক ও অধিক খারাপ অবস্থাবিশিষ্ট পৃথিবীতে আর কোনো জাতি আছে কি-না; বরং আমরা তোমাদের ব্যাপারে এক অঞ্চলের গভর্নরকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি সে তোমাদেরকে বশ করবে।

তারপর তার রাগ কিছুটা হালকা হলে তিনি বলেন: তোমাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে যার জন্যে তোমরা এসেছ তাহলে আমরা তোমাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিব যা তোমাদের এলাকাকে ভরপুর করে দিবে এবং তোমাদের গোত্রের লোকদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করব আর তোমাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ দিব যে তোমাদের প্রতি দয়া করবে।

তারপর তাদের নিকটে একজন কঠিন মানুষকে প্রেরণ করা হয়। সে এসে বলে- যদি দূত হত্যা করা নিষেধ না হতো তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

তোমরা চলে যাও তোমাদের জন্য এখানে কিছুই নেই। আর তোমাদের সেনাপ্রধানকে গিয়ে বলবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে রুস্তমকে প্রেরণ করব যে তোমাদের সাথে কাদেসিয়ায় যুদ্ধ করবে।

তারপর সে মাটির বোঝা নিয়ে আসার আদেশ করল এবং সে তার লোকদেরকে বলল: তুমি এটি তাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় দিয়ে দাও এবং তাদেরকে এই অবস্থায় মানুষের সামনে দিয়ে রাজধানীর বাইরে নিয়ে যাও।

তারা আগত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করল- তোমাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?

হযরত আসেম বিন উমর নিজেই বললেন: আমি।

তারপর তারা মাদায়েন শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত তার মাথায় মাটির বোঝা দিয়ে নিয়ে গেল।

এরপর হযরত আসেম বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা বহন করে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিকটে নিয়ে যান এবং তাঁকে সুসংবাদ দেন অচিরেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পারস্য বিজয় দান করবেন এবং তাদের মাটির রাজত্ব আমাদের হাতে তুলে দিবেন।

এরপরে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হাজার হাজার নিহত সৈন্য দ্বারা এর খন্দক (গর্ত) ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু তারা মুসলমানদের সৈন্য না তারা সবাই পারস্য সম্রাটের সৈন্য।

* * *

পারস্য বাহিনী কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে বসে থাকেনি। তারা ধীরে ধীরে একত্রিত হতে লাগল। অবশেষে তারা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবাহিনীর একটি দল গঠন করে।

এ বিশাল বাহিনীর খবর পেয়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজেই এই বাহিনীর মোকাবিলা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু মুসলমানগণ তাঁকে এই কাজে বাধা দেয়। তারা এই যুদ্ধের জন্য অন্য কাউকে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করতে পরামর্শ দেয়।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এই যুদ্ধে আমি কাকে আমীর বানাব।

তারা বলল: আপনি আপনার সৈন্যদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি মুসলমান মুজাহিদদের আমীর বানাব ওই ব্যক্তিকে যে যুদ্ধে দুই দল একত্রিত হলে সে দুই দাঁত থেকেও অগ্রবর্তী থাকে। সে হচ্ছে নোমান বিন মুকররিন আল মুযান্নি।

তারপর তিনি নোমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে চিঠি লিখেন।

অতঃপর .... আমার নিকটে খবর এসেছে অনারবদের বাহিনী তোমাদের জন্যে নাহ্ওয়ান্দ শহরে একত্রিত হয়েছে। যখন আমার চিঠি তোমার নিকটে পৌছবে সাথে সাথে তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে তুমি আল্লাহর আদেশে, আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহর নুসরতে বের হয়ে পড়বে। আর যুদ্ধ কঠিন হওয়ার সুযোগ দিবে না কেননা এতে মুসলমানদের জন্য তা কষ্টকর হবে। কেননা আমার নিকটে এক লক্ষ দিনার থেকেও একজন মুসলমান অধিক প্রিয়। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক।

* * *

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বাহিনী নিয়ে কাফেরদের সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে অগ্রে প্রেরণ করেন যাতেকরে তারা কাফেরদের অবস্থান চিনে নিতে পারে। তারা নাহ্ওয়ান্দের নিকটবর্তী হওয়ার পর তাদের ঘোড়াগুলো থেমে গেল। তারা ঘোড়াগুলোকে সামনে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু তারা সামনে গেল না। ঘোড়া থামার কারণ দেখার জন্য তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল। তারা দেখল সেখানে লোহার খণ্ড পুঁতে রাখা হয়েছে। তারা জমিনের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখল শত্রু বাহিনী এখান থেকে নাহ্ওয়ান্দ পর্যন্ত লোহার টুকরা পুঁতে রেখেছে যাতেকরে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর লোকেরা আসতে বাধার সম্মুখীন হয়।

* * *

অগ্রে প্রেরিত অশ্বারোহীরা নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে এসে তারা যা দেখেছে তা খুলে বলল। হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে রাতে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিয়েছেন যাতেকরে শত্রু বাহিনী মুসলমানদের সংখ্যা দেখতে পায় এবং মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয় এবং তাদের পুঁতে রাখা লোহার খণ্ডগুলো তুলে নেয়।

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুদ্ধি কাজে এসেছে। তারা মুসলমানদেরকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয় এবং তাদের কর্মচারীদেরকে লোহার খণ্ডগুলো তুলে নিতে পাঠায়। অবশেষে তারা সবগুলো লোহার খণ্ড তুলে নিল।

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজাহিদদেরকে নিয়ে নাহ্ওয়ান্দের দিকে এগিয়ে যান। তিনি তাদেরকে হঠাৎ আক্রমণ করার ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বললেন: আমি তিনবার তাকবীর দিব। যখন প্রথমবার তাকবীর দিব তখন তোমাদের মধ্যে যারা প্রস্তুত হয়নি তারা প্রস্তুত হবে আর যখন আমি দ্বিতীয় তাকবীর দিব তখন তোমারা তোমাদের অস্ত্র গ্রহণ করবে আর আমি যখন তৃতীয় তাকবীর দিব তখন আমি আল্লাহর শত্রুদের ওপর হামলা করব আমার সাথে তোমরাও তাদের ওপর হামলা করবে।

* * *

হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তিন তাকবীর দিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমানরা কাফেরদের ওপর তীব্র আক্রমণ করে যার নজির খুব কম।

তীব্র আক্রমণের কারণে কাফেরদের বাহিনী শত ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং হাজার হাজার কাফের নিহত হয়। রক্তের স্রোত বয়ে যায়।

ওই দিকে হযরত নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করতে করতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর দুই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, তিনি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নিকটে চলে যান। তিনি শহীদ হয়ে গেলে তাঁর ভাই ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন।

যুদ্ধ শেষ হলে মুসলমানগণ বিশাল বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধের পর তারা বলল নোমান কোথায়। তখন তাঁর ভাই তাঁর শহীদি লাশ তুলে ধরে বলল: এই হচ্ছে তোমাদের আমীর আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করে তার চক্ষু শীতল করেছেন এবং তাঁকে শহীদি মরণ দান করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৫৬৩ পৃ.।
২. ইবনুল আছীর - ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ৭ পৃ.।
৩. তায্হীবুত্ তাহ্যীব - ১০ম খণ্ড, ৪৫৬ পৃ.।
৪. ফুতুহুল বুলদান - ৩১১ পৃ.।
৫. শারহু আলফিয়াতিল ইরাকী - ৩য় খণ্ড, ৭৬ পৃ.।
৬. আ'লাম - ৯ম খণ্ড, ৯ পৃ.।
৭. আল ক্বাদিসিয়্যাহ্ - ৬৬-৭৩ পৃ.।

হযরত
সুহাইব আর্রুমী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

"তোমার ব্যবসায় লাভ হয়েছে, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! .... তোমার ব্যবসায় লাভ হয়েছে........... [হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)]

সুহাইব আর্রুমী.....

আমরা যারা মুসলমান তাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, সুহাইব আর্রুমীকে চিনে না বা তার সম্পর্কে কোনো কিছুই শুনেনি; বরং যারা ইসলামের ইতিহাসের সামান্যতম জ্ঞান রাখে তারা এই মহান সাহাবীকে অবশ্যই চিনে, কিন্তু আমাদের অনেকেই এ বিষয় জানি না যে, সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসলে রোমের অধিবাসী না; বরং তিনি খাঁটি আরব বংশধর এবং আরবের অধিবাসী। তাঁর বাবা ছিলেন নুমাইর গোত্রের লোক এবং তাঁর মা ছিলেন তামীম গোত্রের লোক।

কিন্তু এরপরেও তাঁকে রুমী বলার একটি করুণ কাহিনী আছে। ইতিহাসের পাতায় এখনও তা সংরক্ষণ করেছে এবং তাঁর সফরের কাহিনী বর্ণনা করেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়ত লাভের বিশ বছর পূর্বে সিনান বিন মালিক পারস্য সম্রাটের নিয়োগপ্রাপ্ত উবুল্লাহ নামক শহরের গভর্নর ছিলেন।

তার সন্তানদের মধ্যে একটি সন্তান তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। যাকে তিনি সুহাইব বলে ডাকতেন।

* * *

হযরত সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অনেক সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চুলগুলো লাল ছিল। তাঁর চেহারার মাঝে কোমলতা ছড়িয়ে ছিল। সর্বপরি তিনি অনেক সুদর্শন ছিলেন।

তাঁর এই কোমল চেহারার কারণে তার পিতা খুব বেশি উৎফুল্ল ছিলেন। তাঁকে দেখলে তার পিতার অন্তরে খুশির বন্যা বইয়ে যেত। তিনি তাঁকে দেখলে রাজ্যের সব কাজ রেখে তাঁকে কাছে টেনে নিতেন। তখন সুহাইবের বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

তাঁর মা তাঁর এই ছোট সন্তান ও কিছু দাস-দাসীকে নিয়ে ইরাকের সানী নামক গ্রামে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন রোমের কিছু সৈন্য ওই গ্রামে আক্রমণ করে সেখানের প্রহরীদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ সব লুট করে নিয়ে যায় এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দি করে নিয়ে যায়।

আর ওই বন্দিদের মধ্যে হযরত সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও ছিলেন।

* * *

হযরত সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রোমের দাসের বাজারে বিক্রি হয়ে গেলেন। তিনি একজনের পর একজনের হাতে বিক্রি হতে লাগলেন এবং এক মালিকের পর অন্য মালিকের খেদমত করে জীবন কাটাতে লাগলেন।

আর এ সুযোগে তিনি রোমের সমাজিক অবস্থা দেখতে পেলেন। তারা কত খারাপ কাজে লিপ্ত ছিল তা তাঁর কাছে ফুটে উঠে এবং তাদের অত্যাচার ও জুলুম তিনি নিজ চোখে দেখতে পান। আর এ সকল কারণে তাঁর অন্তরে এ সমাজের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে থাকে।

এ কারণে তিনি মনে মনে বলতেন: একটি মহা প্লাবন না আসলে এই সমাজের মানুষ পবিত্র হবে না।

* * *

কিন্তু কিছুই করার ছিল না, তাঁকে ওই ঘৃণ্য সমাজেই বসাবস করতে হয় এবং সেখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। রোম দেশে অনেক দিন থাকার কারণে তিনি আরবী ভাষা প্রায় ভুলে যান, কিন্তু তিনি কখনো এ কথা ভুলতেন না যে তিনি একজন খাঁটি আরব বংশধর।

আবার আরবদের সাথে মিলিত হওয়ার আশা তিনি ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতেন না; বরং দিনে দিনে আরবদেশে যাওয়ার জন্য তার মন ব্যাকুল হতে লাগল।

তাঁর এ আশা আরো বেড়ে গেল যখন তিনি একজন গণকের কাছে শুনলেন অতি শীঘ্রই আরব দেশের মক্কা নগরীতে একজন নবী আগমন করবে যিনি ঈসা (আঃ)-কে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন।

* * *

হঠাৎ একদিন হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। আর তিনি সেই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগান। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পবিত্র ভূমি মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন।

তিনি মক্কা নগরীতে গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী বলার কারণে এবং তাঁর চুল লাল হওয়ার কারণে তাঁকে মক্কার লোকেরা রোম দেশের দিকে ইশারা করে রুমী বলে ডাকত।

* * *

তিনি মক্কা নগরীতে যাওয়ার পর মক্কার এক নেতার সাথে থাকতে শুরু করেন। সেই নেতার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন জুদআন। তিনি তার সাথে ব্যবসা করা শুরু করেন। এতে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন।

কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি গণকের সেই কথা ভুলেননি। তিনি প্রতিটি সময় ভাবতেন কখন সেই সময় হবে, কখন সেই নবীর আগমন ঘটবে।

তাঁর এই উত্তরের জন্যে তাঁকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

* * *

একদিন তিনি তাঁর বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরে আসার পর শুনতে পেলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করেছেন। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষকে

ন্যায়নীতির ওপর থাকতে আদেশ দেন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তাঁকে মানুষ আল আমীন নামে ডাকে তাই না?

তারা বল- হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তিনি কোথায় থাকেন?

তারা বলল: সাফা পাহাড়ের নিকটে দারুল আরকামে থাকেন, কিন্তু তুমি যদি সেখানে যাও সাবধানে থাকবে যাতেকরে কোরাইশরা তোমাকে দেখতে না পায়। কেননা মক্কাতে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই; সুতরাং তারা তোমাকে জীবিত রাখবে না।

* * *

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব গোপনে দারুল আরকামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা হন। তিনি দরজার নিকটে পৌছলে আম্মার বিন ইয়াসারকে দেখতে পান। আম্মারকে তিনি পূর্ব থেকেই চিনতেন। তাঁকে দেখে তিনি থেমে যান। কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন: হে আম্মার! তুমি কোন উদ্দেশ্যে আগমন করেছ?

আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: বরং তুমি বল তুমি কোন উদ্দেশ্যে আগমন করেছ?

তিনি বললেন: আমি এ লোকটির কাছে গিয়ে তার কথা শুনার ইচ্ছা করেছি।

আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তাহলে চল আমরা আল্লাহর দয়ায় তাঁর নিকটে গমন করি।

* * *

হযরত সুহাইব ও আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হাজির হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনলেন। এতে তাদের অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে গেল। তাঁরা বাইয়াত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাঁরা অনেকক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে ছিলেন। যখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাতের আঁধার গাঢ় হয় তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন। কিন্তু তারা খালি হাতে যাননি; বরং তাদের অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা ভরপুর করে নিয়ে যান।

* * *

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের জন্য বেলাল, আম্মার, সুমাইয়া ও খাব্বাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-সহ অন্যান্য দশজন মুসলমানদের মতো কোরাইশদের অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন। তাঁরা এতবেশি অত্যাচার সহ্য করেছেন যে, যদি সেই অত্যাচার পাহাড়কে করা হতো তাহলে পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত, কিন্তু তার পরেও তাঁরা এই কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নেন। কেননা তারা জানতো

জান্নাতের পথ কাঁটায় ভরা। জান্নাতে যেতে হলে এই কাঁটার আঘাত সহ্য করেই যেতে হবে।

* * *

যখন রাসূল তাঁর সাহাবীদেরকে হিজরতের অনুমতি দেন তিনি রাসূল -এর সাথে হিজরত করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কোরাইশরা তাঁর ইচ্ছার কথা জেনে যায় এবং তাকে হিজরত করতে বাধা দেয়। তারা তাঁর পেছনে প্রহরী নিয়োগ করে যাতে তিনি মদিনায় পালিয়ে যেতে না পারেন।

* * *

রাসূল মদিনায় হিজরত করার পর থেকে হযরত সুহাইব মদিনায় গিয়ে রাসূল -এর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু কোরাইশদের চোখ এত বেশি সজাগ ছিল তিনি কিছুতেই রওয়ানা দেওয়ার সুযোগ পেলেন না। অবশেষে কোনো পথ না পেয়ে তিনি তাদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নেন।

ভীষণ ঠাণ্ডা এক রজনীতে তিনি শৌচাগারে যাওয়ার ভান করে বের হয়ে যান, কিন্তু আর ফিরে আসছেন না দেখে কোরাইশদের কিছু লোক বলল: হা....... হা......... লাত আর উজ্জা তাকে পেট নিয়ে ব্যস্ত রেখেছে।

তারপর তারা তাদের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওই দিকে হযরত সুহাইব তাদের ঘুমে রেখে পালিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

* * *

কিন্তু তিনি বেশি দূরে না যেতেই কোরাইশরা টের পেয়ে যায়। তারা ঘুম ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এবং তাঁকে ধরার জন্য ঘোড়া হাকায়। অবশেষে তারা তাঁকে ধরে ফেলে।

হযরত সুহাইব যখন তাদের আগমন টের পেয়ে যান তিনি উঁচু স্থানে আরোহণ করেন এবং তাঁর ধনুকে তীর গেঁথে বললেন: হে কোরাইশ জাতি! তোমরা জান আমি কত বড় তীরন্দাজ।

আল্লাহর শপথ! আমার কাছে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করব এরপর তরবারি দিয়ে তোমাদের সাথে লড়ব।

তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল- আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে ও তোমার সম্পদকে নিরাপদে যেতে দিব না। তুমি মক্কায় গরিব অবস্থায় এসেছ আমরা তোমাকে ধনী করেছি এবং তোমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি।

তিনি বললেন: আমি যদি তোমাদেরকে আমার সম্পদ দিয়ে দিই তাহলে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিবে?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তিনি তাদেরকে সম্পদের স্থান দেখিয়ে দিলেন। তারা মক্কায় গিয়ে তাঁর সম্পদ দখল করে নিল এবং তাঁর পথ ছেড়ে দিল।

* * *

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত মদিনার দিকে রওয়ানা দেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য তিনি তার সকল সম্পদ ফেলে রেখে মদিনার পথে ছুটেন, কিন্তু তিনি এ সম্পদের জন্য কখনো আফসোস করেননি।

তিনি কোবায় পৌছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে হাসিমুখে স্বাগতম জানিয়ে বললেন: আবু ইয়াহিয়া! ব্যবসায় লাভ হয়েছে............. ব্যবসায় লাভ হয়েছে............. । এ কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন। এখানে ব্যবসা বলতে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সকল সম্পত্তি কোরাইশদের দিয়ে বিনিময়ে মদিনায় হিজরত করলেন তা বুঝানো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথায় হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! জিবরাইল আপনাকে আমার আগেই সেই ঘটনা বলে দিয়েছে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা সত্য প্রমাণিত হলো এবং আল্লাহ তাআলা অহী নাযিল করে তা সত্যায়িত করলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) অহী নিয়ে আসলেন। হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শানে আয়াত নাযিল হয়।

আয়াত-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ

অনুবাদ- "মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়, আর আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল"। [সূরা বাকারা- ২০৭]

সুসংবাদ হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে কতই না উত্তম ছিল তাঁর ব্যবসা আর কতই না উত্তম অবস্থানে তাঁর স্থান।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃ.।
২. ত্বাবাকাতুবনি সা'দ - ৩য় খণ্ড, ২২৬ পৃ.।
৩. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃ.।
৫. সিফাতুস সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড,১৬৯ পৃ.।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৭ম খণ্ড, ৩১৮-৩১৯ পৃ.।
৭. উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃ.।
৮. আল আ'লামু ওয়া মুরাজিআহু।

হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তিনি দুই নয়ন ও অন্তর দ্বারা দুনিয়াদারীকে উপেক্ষা করছেন।"

[হযরত আব্দুর্ রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

হযরত উমাইর বিন মালিক আল খাজরাযী যিনি আবুদ্দারদা নামে পরিচিত। তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর মূর্তির নিকটে যান। তিনি সেটিকে অভিবাদন জানান এবং তাঁর নিকটে থাকা সবচেয়ে দামি আতর সেটির ওপর ছিটিয়ে দেন। তারপর সেটির গায়ে রেশমি কাপড় জড়িয়ে দেন। তাঁকে ইয়ামেনের এক ব্যবসায়ী ওই কাপড়টি উপহার দিয়েছিল।

তেমনি একদিন প্রভাতের সূর্য যখন ধীরে ধীরে উপরে উঠল তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য দোকানের দিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

তিনি দেখতে পেলেন মদিনার রাস্তায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীদের আগমনে ভিড় লেগে আছে। তখন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে আল্লাহর দয়ায় বিজয় লাভ করে ফিরে আসছিলেন। তাদের সামনে যুদ্ধ বন্দিদের দল। তিনি তাদেরকে দেখেও না দেখার ভান করলেন, কিন্তু একজন ব্যক্তি সম্পর্কে না জিজ্ঞেস করে পারলেন না। সেই ব্যক্তি হলেন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা, তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে এক যুবককে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

যুবক তাঁকে বলল: সে তো যুদ্ধে অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হয়, কিন্তু এখন সে নিরাপদে গাজী হয়ে ফিরে এসেছে।

যুবক আবুদ্দারদার প্রশ্নে বিস্মিত হয়নি কেননা সবাই আবুদ্দারদা ও আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক জানত। জাহিলী যামানায় তাঁরা উভয়ে এক ভাইয়ের মতো ছিল, কিন্তু ইসলাম আসার পর আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ইসলাম গ্রহণ করেন আর আবুদ্দারদা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।

এরপরও তাঁদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা প্রতিদিন আবুদ্দারদার সাথে দেখা করতে যেতেন এবং তাঁকে ইসলামের সম্পর্কে বুঝাতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন। তিনি প্রতিদিন এই বলে আফসোস করতেন আহা আমার ভাই আবুদ্দারদা এখনও মুশরিক।

* * *

হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর দোকানে গিয়ে পৌছেন। সেখানে থাকা তার নির্দিষ্ট সুউচ্চ চেয়ারে গিয়ে তিনি বসলেন। তারপর তিনি বেচা-কেনা শুরু করেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল না ওই দিকে তাঁর অনুপস্থিতে তাঁর বাড়িতে কি ঘটে যাচ্ছিল।

ঠিক ওই সময়ে তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা আবুদ্দারদার বাড়িতে আসেন। তিনি এসে দেখতে পান ঘরের দরজা খোলা। আর আবুদ্দারদার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় বসে আছে।

তিনি বললেন: আস্‌সালামু আলাইকুম। (তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক)।

আবুদ্দারদার স্ত্রী বলল: ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম। (আবুদ্দারদার ভাই আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হউক)

তিনি বললেন: আবুদ্দারদা কোথায়?

সে বলল: তিনি দোকানে গেছেন।

তিনি বললেন: তুমি কি আমাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে?

সে বলল: অবশ্যই, আসুন। আপনাকে স্বাগতম। এই বলে সে তার জন্যে ঘরে যাওয়ার রাস্তা করে দিল। আর ঘরের কাজ করতে ও বাচ্চাদেরকে দেখতে সে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

* * *

ওই দিকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবুদ্দারদা যে ঘরে মূর্তি রেখেছে সেই ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি মূর্তিটির দিকে এগিয়ে যান এবং সেটিকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন: শুনে নাও আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল........... শুনে নাও আল্লাহ্ বতীত যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল..........।

তাঁর কাজ শেষ করে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যান।

* * *

তিনি চলে যাওয়ার পর আবুদ্দারদার স্ত্রী ওই কক্ষে প্রবেশ করে। সে মূর্তিটি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখার পর যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে দেখল এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মাটিতে এদিক- সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারপর সে গালে হাত দিয়ে বলতে লাগল: ইবনে রওয়াহা আমাকে শেষ করে দিল.... ইবনে রওয়াহা আমাকে শেষ করে দিল।

* * *

কিছুক্ষণ অতিক্রম না করতেই আবুদ্দারদা ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী মূর্তির কক্ষের সামনে বসে খুব জোরে জোরে কাঁদছে। তার চেহারায় ভীতির চাপ দেখা যাচ্ছে।

তিনি বললেন: তোমার কি হয়েছে?

সে বলল: তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা তোমার অনুপস্থিতে আমাদের ঘরে আসেন। তারপর তিনি তোমার মূর্তিটির এই করুণ অবস্থা করেছে যা তুমি দেখছ।

তিনি মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তা ভেঙে চুরমার করে ফেলা হয়েছে। এতে তিনি খুব রাগান্বিত হন এবং তিনি এর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই তাঁর রাগ থেমে গেল এবং তিনি চিন্তা করতে করতে বললেন: যদি এই মূর্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকত তাহলে সে নিজেকে বাঁচাতে পারত।

তারপর তিনি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সাক্ষাতের পর তাঁরা দুইজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলেন এবং ইসলামে প্রবেশ করার কথা ঘোষণা করলেন। আর তিনিই হচ্ছেন পল্লিবাসীদের মধ্যে সবার শেষে ইসলাম গ্রহণকারী।

* * *

হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর এমনভাবে ঈমান এনেছেন যে, যা তাঁর অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে মিশে গেছে।

তিনি এই বলে খুব আফসোস করতেন, হায় আমার ভুলের কারণে আমি ইসলামের অনেকগুলো খেদমত করার সুযোগ হারিয়ে ফেলছি। তিনি বুঝতে পারতেন তিনি তাঁর বন্ধুদের পরে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর বন্ধুরা আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান, তার কিতাব মুখস্থকরণ এবং ইবাদত ও তাকওয়ার দিক দিয়ে তাঁর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন।

আর তাই তিনি তাঁর পূর্ণ চেষ্টা দিয়ে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। তিনি ইসলামের জন্যে দিনের পর দিন নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

তিনি নিজেকে সর্বদা ইবাদতে মশগুল রাখতেন এবং পিপাসার্ত লোকের মতো কোরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি কোরআনের আয়াতগুলো হিফ্জ করতে এবং এর ভাব বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি যখন দেখলেন তাঁর ব্যবসা তাঁর ইবাদতের ক্ষতি করছে তখন তিনি ব্যবসাকে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না।

তাঁর ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন: আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ব্যবসা করতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি ব্যবসা ও ইবাদত একত্রে মিলিয়ে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এতে আমি সক্ষম হইনি। আর তাই আমি ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি এবং ইবাদতকে গ্রহণ করেছি।

আবুদ্দারদার প্রাণ যাঁর হাতে তার শপথ! আমি আজ এও পছন্দ করি না যে, মসজিদের নিকটে আমার একটি দোকান থাকুক এতে আমার জামাতে নামাজ পড়া ছুটে যাবে না। আমি সেই দোকানে বেচা-কেনা করব আর প্রতিদিন তিনশত দিনার লাভ করব।

তারপর তিনি প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন: আমি বলছি না ব্যবসা হারাম; বরং আমি চাই তাঁদের মতো হতে যাঁদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না।

* * *

হযরত আবুদ্দারদা ব্যবসাকে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছেন। অমসৃণ যবের রুটি তাঁর খাদ্যের জন্যে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। মোটা কাপড় পরে সতর ঢাকতে পারা এটাই তিনি নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন।

তীব্র শীতের এক রজনীতে তার বাড়িতে কিছু মেহমান আগমন করেন। তিনি তাদের জন্য কিছু গরম খাদ্য পাঠান, কিন্তু শোয়ার জন্য কিছুই পাঠাননি। তারা যখন ঘুমাতে গেল সবাই লেফ-তোষক নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বলল: আমি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বলব।

তাদের আরেকজন বলল: রাখ যেতে হবে না।

ঠিক এই সময় আবুদ্দারদা ও তাঁর স্ত্রী এসে উপস্থিত হন। তখন তাদের শরীরে হালকা একটি জামা ছিল মাত্র যা দ্বারা কোনো ভাবেই শীত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি আবুদ্দারদা কে বললেন: তোমরা দেখি আমাদের মতো হালকা জামা পরে রাত কাটাচ্ছো। তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদ কোথায়?

তিনি বললেন: অন্য জায়গায় আমাদের একটি ঘর আছে আমরা যা অর্জন করি সেই ঘরে পাঠিয়ে দিই। যদি এই ঘরে কিছু থাকতো তাহলে আমরা তা তোমাদের জন্য তা পাঠিয়ে দিতাম।

আর আমরা কঠিন বাধা পার হয়ে অচিরেই সেখানে যাব। সেখানে হালকা জিনিসও অনেক ভারি। আর তাই আমরা ইচ্ছা করলাম আমাদের জিনিসগুলোকে ভারি করব এতে আমরা সফলকাম হব।

তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

লোকটি বলল: হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তুমি উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হও।

* * *

হযরত উমর -এর খেলাফতের সময় তিনি তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর করে প্রেরণ করতে চান। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তিনি বললেন: আমি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিখাব, রাসূল -এর সুন্নাতের আমল শিখাব এবং তাদেরকে নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করব এতে যদি আপনি রাজি হন তাহলে যেতে পারি। তাঁর শর্তে হযরত উমর রাজি হলেন। তিনি দামেশকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন মানুষ আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করছে এবং তারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

তিনি তাদের ডেকে মসজিদে আনলেন এবং তাদের মাঝে বসে কথা বলতে লাগলেন- হে দামেশকের অধিবাসীরা! তোমরা আমার ধর্মের ভাই, আমার প্রতিবেশী এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যকারী।

হে দামেশকের অধিবাসীরা কিসে তোমাদেরকে আমার ডাকে সাড়া দিতে নিষেধ করেছে এবং নসীহত শুনতে বাধা দিয়েছে? অথচ আমি তোমাদের নিকটে কোনো প্রতিদান চাইনি। আমার উপদেশ তোমাদের জন্য, কিন্তু আমার ব্যয়ভার অন্যদের ওপর।

তোমাদের আলেমরা দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন অথচ তোমাদের মূর্খরা কেন তাদের থেকে কিছুই শিখছে না।

আল্লাহ্ তাআলা যে দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন, আমি দেখছি তোমরা সে ব্যাপারে ব্যস্ত, কিন্তু যা করতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তোমরা অলস।

আমি কেন দেখছি? তোমরা যা খাবে না তা জমা করে রাখছ!

তোমরা যে ঘরে থাকবে না সেই ঘর তোমরা নির্মাণ করছ!

এবং তোমরা এমন এমন আশা করতেছ যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না!

তোমাদের পূর্বে এক জাতি এরকম আশা করেছিল এবং সম্পদ জমা করেছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের আশা ধোঁকার রূপ ধারণ করেছে। আর তাদের ঘর কবরে পরিণত হয়েছে। এই জাতি হচ্ছে আদ জাতি।

হে দামেশকের অধিবাসীরা! তাদের সম্পদ ও সন্তানে জমিন ভরে গিয়েছিল, কিন্তু আজকে এমন কেউ কি আছ যে আমার থেকে আদ জাতির বাকি থাকা সম্পদ মাত্র দুই দেরহামে ক্রয় করবে? কথাগুলো শুনার পর মানুষেরা কাঁদতে শুরু করল। তারা মতো জোরে কান্না শুরু করল যে, তাদের কান্নার আওয়াজ মসজিদের বাইরে শুনা যাচ্ছিল।

* * *

সেদিন থেকে হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দামেশকে মানুষকে বয়ান করতেন এবং তাদের বাজারে গিয়ে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি মূর্খ ব্যক্তিদেরকে কোরআন হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন, তিনি গাফেল ব্যক্তিকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

* * *

একদিন তিনি দেখলেন কিছু মানুষ এক ব্যক্তি পাশে জড় হয়েছে। তারা তাকে বেদম মারছে এবং গালাগালি করছে।

তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন: কি হয়েছে?

তারা বলল: এই লোকটি মারাত্মক গুনাহ্ করেছে।

তিনি বললেন: তোমাদের অভিমত কি যদি এই লোকটি কোনো কূপে পতিত হতো তোমরা কি তাকে বের করতে না।

তারা বলল: অবশ্যই বের করতাম।

তিনি বললেন: তাকে গালি দিও না, তাকে মেরো না; বরং তাকে উপদেশ দাও এবং পথ দেখিয়ে দাও। তার নিকটে আল্লাহর প্রশংসা কর যে আল্লাহ গুনাহ্ মাফকারী।

তারা বলল: আমরা কি তাকে ঘৃণা করব না?

তিনি বললেন: তোমরা তার কাজকে ঘৃণা কর তাকে নয়।

তার কথাগুলো শুনে লোকটি লজ্জা পেল এবং প্রকাশ্যে তাওবা করল।

* * *

এরপর এই যুবক হযরত আবুদ্দারদা -এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী! আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তিনি তাকে বললেন: হে বৎস! তুমি আল্লাহকে তোমার আনন্দের সময় স্মরণ কর তাহলে তিনি তোমার বিপদের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন।

হে বৎস! তুমি আলেম অথবা আলেমের ছাত্র হও অথবা আলেমের উপদেশ শ্রবণ কর, এই তিন দলের বাইরে চতুর্থ দলে হবে না তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে বৎস! মসজিদ যেন তোমার ঘর হয়। কেননা আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: মসজিদসমূহ মুত্তাকীদের ঘর।

মহান আল্লাহ তাদের সুখ-শান্তি এবং সঠিক পথে চলার জিম্মাদার হয়ে যান যারা মসজিদকে নিজেদের ঘর বানিয়ে নেয়।

* * *

একদিন কিছু যুবক রাস্তায় বসে আড্ডা দিচ্ছিল এবং রাস্তা দিয়ে অতিক্রমকারীদের দিকে নযর দিচ্ছিল। তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন: হে আমার সন্তানেরা! মুসলমানদের আশ্রয়ের স্থান হচ্ছে তাদের ঘর। সেখানে সে নিজেকে ও তার চোখকে হেফাযত করতে পারে। তোমরা রাস্তায় বসা থেকে সাবধান থাক কেননা তা অনর্থক কাজে উৎসাহিত করে।

* * *

দামেশকে তাঁর সুনাম শুনে হযরত মুয়াবিয়া তাঁর ছেলে ইয়াজিদের জন্য আবুদ্দারদা -এর মেয়েকে প্রস্তাব দিতে একদল লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি তাঁর মেয়েকে একজন সাধারণ যুবকের কাছে বিয়ে দেন যার দ্বীনদারিতা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

এই বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। তারা বলতে লাগল ইয়াদিজের জন্য তার মেয়েকে প্রস্তাব দিলে তিনি প্রত্যাখান করেন এবং সাধারণ একটা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেন।

এক ব্যক্তি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে।

তিনি জবাবে বললেন: আমি এর দ্বারা আবুদ্দারদাকে সংশোধন করতে চেয়েছি।

সে বলল: কিভাবে?

তিনি বললেন: আমার মেয়ে দারদার ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা সে যখন ঘুম থেকে উঠবে তার সেবা করার জন্য দাস-দাসীরা ব্যস্ত হয়ে যাবে আর সে উঁচু ভবনে থাকার কারণে তার চোখ বড় হয়ে যাবে, তাহলে আজ তার দ্বীনদারিতা কোথায় থাকবে?

* * *

হযরত আবুদ্দারদা দামেশকে থাকার কারণে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দামেশকে গমন করেন। তিনি একরাতে হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে যান। তিনি গিয়ে দরজা খোলা পেলেন, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন তাতে কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। হযরত আবুদ্দারদা যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমনের টের পেলেন তিনি তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বসতে দিলেন।

তারা কথাবার্তা বলতে শুরু করেন, কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাঁরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাতে আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বালিশটি স্পর্শ করে দেখলেন তা একটি সাধারণ পশুর পিঠে দেওয়ার বালিশ। তিনি তাঁর বিছানা স্পর্শ করে দেখলেন তা শক্ত অসমতল। তিনি তাঁর গায়ে দেওয়ার চাদরটি স্পর্শ করে দেখলেন, তা এত হালকা ছিল যা দিয়ে কোনোভাবেই দামেশকের শীতকে নিবারণ করা সম্ভব না।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন: আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক, আমি কি তোমাকে ভালো বেতন ভাতা দিই নি?

তিনি বললেন: হে উমর! তোমার কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কথা স্মরণ নেই।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: কোন হাদীসটি?

তিনি বললেন: "তোমাদের দুনিয়ার আসবাবপত্র যেন একজন আরোহীর আসবাবপত্রের মতো হয়" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা কি বলেন নি?

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: অবশ্যই বলেছেন।

তিনি বললেন: হে উমর তাহলে আমরা এরপরে আর কি করব?

এরপর তিনি ও হযরত উমর কাঁদতে শুরু করলেন। তারা উভয়ে মতো বেশি সময় ধরে কাঁদলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেল।

* * *

হযরত আবুদ্দারদা দামেশকের মানুষকে ওয়াজ নসীহত ও কোরআন হাদীস শিখানোর মধ্য দিয়ে সময় ব্যয় করতে লাগলেন। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন তার সাথিরা তাকে দেখার জন্য আসল।

তারা বলল: আপনার অভিযোগ কি?

তিনি বললেন: আমার গুনাহ্।

তারা বলল: আপনার শেষ আশা কি?

তিনি বললেন: আমার প্রতিপালকের ক্ষমা।

তারপর তিনি তাঁর পাশে উপস্থিত থাকা ব্যক্তিদেরকে বললেন: তোমরা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালক্বীন দাও। তারা তাঁকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালক্বীন দিতে লাগলেন। তিনি তা পাঠ করতে করতে মহান রবের নিকটে চলে গেলেন।

* * *

তিনি ইন্তেকাল করার পর হযরত আব্দুর রহমান স্বপ্নে সবুজ একটি বাগান দেখতে পান এবং সেখানে চামড়ার বিশাল একটি গম্বুজ দেখতে পান। এত সুন্দর দৃশ্য তিনি আর কখনো দেখেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটি কার?

তখন বলা হলো: আব্দুর রহমানের।

তাকে আরো বলা হলো: তুমি যদি আরো সম্মানিত ব্যক্তি হতে তাহলে তোমাকে এমন এক জায়গা দেখতাম যা তুমি কখনো দেখনি, কখনো এই চিন্তাও করনি এবং কখনো এর ব্যাপারে শুননি।

তিনি বললেন: তা কার জন্য।

বলা হলো: তা আবুদ্দারদার জন্য। কেননা তিনি দুনিয়াকে দুই চোখ ও অন্তর দ্বারা উপেক্ষা করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৪৫ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ৫৯ পৃ.।
৩. উসদুল গবাহ্ - ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ.।
৫. হুসনুস্ সাহাবা - ২১৮ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃ.।
৭. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ১০৭ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৯. আল কাওয়াকিবুদ্ দুররিয়্যা - ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃ.।
১০. আল আ'লামু লিজ্ জিরিকলী - ৫ম খণ্ড, ২৮১ পৃ.।

হযরত
জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আল্লাহর শপথ করে বলছি! জায়েদ বিন হারেসা আমীর হওয়ার যোগ্য ছিল। আর জায়েদ আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল।"

[জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি]

সু'দা বিনতে সা'লাবা তার গোত্র বনূ মাআন সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি তার সাথে তার পুত্র জায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিলেন।

তিনি তার পুত্রকে নিয়ে তার গোত্রের নিকটে না পৌঁছতেই হঠাৎ করে বনূ কায়নের কিছু লোক তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের সব মালামাল ও বাচ্চাদেরকে তুলে নিয়ে গেল।

ওই সকল বাচ্চাদের মধ্যে হযরত জায়েদ বিন হারেসাও একজন ছিলেন।

তখন হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাত্র আট বছরের বালক ছিলেন। তাঁকে উকায মেলায় বিক্রি করার জন্য আনা হলো। কোরাইশী সম্পদশালী নেতাদের মধ্যে একজন নেতা যার নাম হাকিম বিন হাজাম বিন খুওয়াইলাদ তাঁকে চারশত দেরহামে ক্রয় করেন। তিনি তাঁর সাথে আরো কয়েকটি গোলাম ক্রয় করেন।

* * *

যখন তাঁর ফুফু হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর আগমনের কথা শুনতে পেলেন তিনি তাঁকে মারহাবা জানাতে লাগলেন।

তিনি তাঁর ফুফুকে বললেন: হে আমার ফুফু আমি উকায মেলা থেকে কয়েকটি গোলাম ক্রয় করেছি সুতরাং এদের মধ্যে আপনার যাকে পছন্দ হয় তা আপনার জন্য উপহার।

হযরত খাদিজা গোলামদের চেহারার দিকে তাকালেন। তারপর তিনি জায়েদ বিন হারেসাকে পছন্দ করলেন। কেননা তিনি তাঁর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার চাপ দেখতে পেলেন।

এর কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু হাদিয়া দিতে চাইলেন, কিন্তু জায়েদ বিন হারেসার মতো উত্তম অন্য কিছু আর তিনি পেলেন না। আর তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গোলামটি হাদিয়া দিলেন।

* * *

হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোট বেলা থেকে শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ ও আদর্শে বড় হতে লাগলেন।

ওই দিকে তাঁর মা তাঁকে হারিয়ে তার দুই চোখে ঘুম নেই এবং তিনি তাঁর চিন্তাই কখনো শান্তিতে বিছানায় পিঠ লাগাতে পারছিলেন না। দুই চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যেত। সন্তান হারানোর কষ্টে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। প্রিয় পাঠক! সন্তান হারানো কত কষ্টের, তার পরিমাণ কতটুকু তা শুধু সেই বাবা-মা জানে যাদের সন্তান হারিয়ে গেছে; সুতরাং এই কষ্ট বলে বা লিখে বুঝানো যাবে না।

তাঁর মা আশায় থাকতেন তার ছেলে একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু না দিনের পর দিন পার হয়ে গেল তার সন্তানের খোঁজ তিনি পেলেন না। তিনি এও জানতে পারলেন না তার ছেলেটি কি জীবিত না মৃত।

আর তাঁর বাবাতো এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তার বাছাধনকে খুঁজে দেখেননি। যখনই কোনো আরোহীকে তিনি দেখতেন তিনি তার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেন। তিনি সন্তান হারানোর কারণে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। দুঃখে তিনি কবিতা গাইতে লাগলে-

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ ـ أَحَيٌّ فَيُرْجَى أَمْ دُوْنَهُ الْأَجَلُ

فَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَإِنِّيْ لَسَائِلٌ ـ أَغَالَكَ بَعْدِي السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ

تَذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا ـ وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ

سَأَعْمَلُ نَصَّ الْعَيْسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا ـ وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلَ

حَيَاتِيْ أَوْ تَأْتِيْ عَلَيَّ مَنِيَّتِيْ ـ فَكُلُّ امْرِئٍ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْإِبِل

অর্থ-"জায়েদের বিরহে আমি কাঁদছি, অথচ আমি জানি না সে কি জীবিত এতে তার আশা করা হবে না কি সে মৃত।

আল্লাহর শপথ! আমি যখন তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তখন আমি জানি না তোমাকে কি সমতল ভূমি শেষ করে দিয়েছে না কি পাহাড়।

সূর্য উদয় হওয়ার সময় তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অস্তমিত হওয়ার সময়েও তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তোমার খোঁজে ছুটব, এতে আমি বিরক্ত হব না, যতক্ষণ না আমার উট আমার জীবিত থাকার কারণে বিরক্ত হবে।""

তাঁকে হারানোর কষ্টে তার বাবা-মা এভাবে বেহুঁশের মতো জীবন কাটাতে লাগলেন।

* * *

এক হজ্বের মওসুমে জায়েদের গোত্রের এক দল লোক হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল। তারা তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ করে জায়েদ তাদের সম্মুখে পড়েন। তারা তাকে চিনতে পারে এবং তিনিও তাদেরকে চিনতে পারেন। তারা হজ্বের কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে গেলে তাঁর বাবাকে গিয়ে তাঁর কথা বলে।

* * *

তাঁর বাবা তাঁর কথা শুনে এক মুহূর্ত দেরি না করে তার বাহন তৈরি করে এবং তার ভাই কা'বকে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কা পৌঁছে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলেন। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন: হে ইবনে মুত্তালিব! আপনারা আল্লাহর প্রতিবেশী, আপনারা সাহায্য চাইলে সাহায্য করেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ান এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে বিপদে সাহায্য করেন।

আমরা আমাদের সন্তানের জন্য এসেছি এবং আমরা আপনার জন্য সম্পদ নিয়ে এসেছি। আপনি যা চাইবেন আমরা তা দিয়ে দিব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কে তোমাদের ছেলে?

তারা বললেন: আপনার গোলাম জায়েদ বিন হারেসা।

তিনি বললেন: বিনিময় ব্যতীত আরো উত্তম পন্থায় তোমরা রাজি?

তারা বললেন: তা কি?

তিনি বললেন: আমি তাকে তোমাদের নিকটে ডেকে আনব, যদি সে তোমাদের নিকটে যেতে চায় তাহলে সে মুক্তিপণ ব্যতীত তোমাদের। আর যদি আমার নিকটে থাকতে চায় তাহলে সে আমার। আল্লাহর শপথ! সে যাকে পছন্দ করবে তার কাছেই যাবে।

তারা বললেন: আপনি পরিপূর্ণ ইনসাফের কথা বলেছেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েদকে ডেকে বললেন: এই দুইজন কে?

তিনি বললেন: এই হচ্ছে আমার বাবা আবু হারেস বিন শুরাহিল এবং এই হচ্ছে আমার চাচা কা'ব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে যেতে পার অথবা আমার সাথে থাকতে পার।

তিনি কোনো ইতস্ততা না করে বললেন: আমি আপনার সাথেই থাকব।

তাঁর বাবা বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তুমি তোমার মা ও বাবাকে ছেড়ে দাসত্বকে বেছে নিয়েছ?

তিনি বললেন: আমি এই লোকটির ভেতরে এমন কিছু দেখেছি যার কারণে আমি সারা জীবনেও তাঁর থেকে পৃথক হতে পারব না।

* * *

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েদের এ ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলেন। আর তাই তিনি তাকে নিয়ে কা'বা শরীফের হাজরে আসওয়াদের নিকটে কোরাইশদের সম্মুখে ঘোষণা করে বললেন: হে কোরাইশরা! তোমরা সাক্ষ্য থাকো আজ থেকে এ আমার ছেলে আমি তার ওয়ারিশ এবং সে আমার ওয়ারিশ।

এতে তাঁর বাবা ও চাচা খুব খুশি হয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

ওই দিন থেকে তাঁকে লোকেরা জায়েদ বিন হারেস না বলে জায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকতে শুরু করল। এর কিছু দিন পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন। পরে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে একজনের সন্তানকে অন্যের সন্তান বলে ডাকতে নিষেধ করে দিলেন। তখন থেকে তাঁকে জায়েদ বিন মুহাম্মদ নামে ডাকা নিষেধ হয়ে গেল এবং তাঁকে আগের নামে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।

* * *

জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু তিনি তখন জানতেন না তিনি কত দামি জিনিস বেছে নিয়েছেন।

তিনি এ কথাও জানতেন না তিনি যাঁকে বেছে নিলেন তিনি হচ্ছেন দুই জাহানের বাদশা সবার সেরা মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি এ কথাও জানতেন না যে, অতিশীঘ্র দুনিয়াতে ন্যায়নীতির এক বিশাল ভবন নির্মাণ হবে যার প্রথম ইট তিনি নিজেই হবেন।

এ কথাগুলো হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে পরিকল্পনা করেননি। তাছাড়া এইগুলো পরিকল্পনা করার বিষয় না; বরং এগুলো স্বয়ং মহান রব আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

কয়েক বছর না যেতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবুওয়াত দান করেন। আর হযরত জায়েদ পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে প্রথম মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। তিনিই হলেন এ সত্যের কাফেলার প্রথম ব্যক্তি।

পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা করার মতো এর থেকে উত্তম আর কোনো কিছু আছে না কি?

হযরত জায়েদ রাসূল -এর গোপন কথাগুলো জানতেন এবং তা অন্তরে রেখে দিতেন। রাসূল মদিনা থেকে কোথায়ও গেলে তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।

* * *

হযরত জায়েদ রাসূল -কে যেমন ভালোবাসতেন রাসূল -ও তাঁকে তেমন ভালোবাসতেন। তিনি রাসূল -কে পাওয়ার জন্য নিজের মা-বাবা ত্যাগ করেছেন আর তাই রাসূল তাঁকে তাঁর পরিবারের একজন করে নিয়েছেন। তাঁকে না দেখলে রাসূল -এর মন খারাপ হয়ে যেত এবং তিনি ফিরে আসলে অনেক বেশি খুশি হতেন। তিনি তাঁকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন।

তাঁর জন্য রাসূল -এর ভালোবাসা কেমন ছিল তা হযরত আয়েশা -এর বর্ণিত একটি হাদীস পাঠ করলে আমরা সহজে বুঝতে পারব।

হযরত আয়েশা বললেন: একদা জায়েদ মদিনা আগমন করলেন। তখন রাসূল আমার ঘরে ছিলেন। সে এসে দরজা নক করে। রাসূল তাকে দেখতে পেয়ে কিছু গায়ে না দিয়েই চাদর টানতে টানতে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন।

আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল -কে এর পূর্বে বা পরে কখনো এ অবস্থায় দেখিনি।

জায়েদের প্রতি রাসূল -এর এ ভালোবাসার কথা সবার নিকটে ছড়িয়ে পড়ে আর তাই লোকেরা তাঁকে ভালোবাসার জায়েদ বলে ডাকতে লাগল। তাঁরা তাকে "হিব্বু রাসূলিল্লাহ্ তথা আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা" এ নামটি উপাধি দিল।

* * *

অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছায় দুই ভালোবাসার মাঝে পরীক্ষা করেন। আর সে ঘটনাটি আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

রাসূল হযরত হারিস বিন উমাইরকে ইসলামের দাওয়াতের একটি চিঠি দিয়ে বসরার সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মুতা নামক জায়গায় পৌছেন তখন তিনি গসাসেনার এক আমীরের নিকটে চিঠিটি প্রদান করেন। সে তাঁকে বন্দি করে এবং কঠিনভাবে বেঁধে তাঁর ঘাড়ে বেদম প্রহার করে।

রাসূল -কে ব্যাপারটি অনেক কষ্ট দিল। কেননা তাঁকে ব্যতীত আর কোনো দূতকে কেউ হত্যা করেনি। আর তাই তিনি একদল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং জায়েদ -কে তাদের আমীর বানান।

তারপর তিনি বলেন: যদি জায়েদ যুদ্ধে শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন তালিব দায়িত্ব নিবে। জাফর যুদ্ধে শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা দায়িত্ব নিবে। আব্দুল্লাহ যুদ্ধে শহীদ হলে মুসলমানগণ নিজেদের আমীর নিজেরা ঠিক করে নিবে।

* * *

মুজাহিদ বাহিনী যেতে যেতে মাআন নামক স্থানে পৌঁছেন।

ওই দিকে হিরাকলিয়াস মুসলমানদের থেকে গসাসেনা রক্ষা করার জন্য নিজেদের এক লক্ষ সৈন্য জমা করে এবং তাদের সাথে আরব মুশরিকদের এক লক্ষ লোক জমা করে। তারা মুসলমানদের অতি নিকটে অবস্থান নেয়।

* * *

মুসলমানগণ মাআনে দুই রাত অতিক্রম করল তারা এখন কি করবে তা নিয়ে পরামর্শ করতে লাগল।

তাদের একজন বলল: আমরা রাসূল -এর নিকটে চিঠি পাঠিয়ে জানাবে কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি আর ততক্ষণ আমরা কাফেরদের গতিবিধি দেখব।

তাদের অন্যজন বলল: আল্লাহর শপথ! আমরা নিজেদের শক্তি দিয়ে নয়, সংখ্যা দিয়ে নয়, আধিক্যতা দিয়ে নয়; বরং আমরা ইসলামের শক্তি দিয়ে লড়াই করি।

সুতরাং তোমরা যে কাজে এসেছ সেই কাজে লেগে পড়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সফল করবে হয়ত বিজয় দান করবেন অথবা শাহাদাত দান করবেন।

* * *

তারপর দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুসলমানরা এত বেশি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে লাগল এর তুলনা ইতিহাসে নেই। তাদের দুই লক্ষ সৈন্যের মাঝে মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের প্রভাব এত ছিল যে, শত্রুবাহিনীর অন্তর ভয়ে কাঁপতে লাগল।

ওই দিকে হযরত জায়েদ বীরের মতো লড়তে লাগলেন। তাঁর দেহ অন্তত একশতেরও বেশি তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। অবশেষে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার শহীদী রক্তে জমিন লাল হয়ে গেল।

তিনি শহীদ হয়ে গেলে হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনিও শ্রেষ্ঠ বীরত্ব দেখিয়ে শহীদ হয়ে যান।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনিও শহীদ হয়ে যান।

তারপর মুসলমানগণ খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা দেন। তিনি মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে সাজিয়ে নিয়ে কাফেরদের ওপর তীব্র আক্রমণ করেন। এতে কাফেরদের পায়ের নিচে মাটি সরে গেল। তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল।

* * *

ওই দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহর শাহাদতের কথা জানতে পেরে খুব চিন্তিত হলেন। তিনি এত বেশি চিন্তিত আর কখনো হননি।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে পৌছলেন তাঁর ছেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি তাঁরা চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলেন।

তখন সা'দ বিন উবাদাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আপনি এমন কান্নার কারণ কি?

তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার কান্না।

তথ্য সূত্র

১. সহীহ্ মুসলিম - ৭ম খণ্ড, ১১৩ পৃ. (বাবু ফাদায়িলিস্ সাহাবা)
২. জামিউল উসূল মিন আহাদিসির রসূল -১০ম খণ্ড, ২৫,২৬ পৃ.।
৩. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃ.।
৪. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড ৫৪৪ পৃ.।
৫. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ফি আখবারিস্ সানাতিছ্ ছামিনাতি লিল হিজরী)।
৭. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৮. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃ.।
৯. খাযানুতুল আদাবি লিল বাগদাদী - ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।

হযরত
উসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

"উসামার বাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে তোমার বাবার থেকে প্রিয় ছিল আর সে নিজেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে তোমার থেকে প্রিয় ছিল"

[হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন]

হিজরতের সাত বছর পূর্বের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের জন্য কোরাইশদের নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করছিলেন। তারপরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের কাজ থেমে ছিল না।

ইসলামের দাওয়াতের চিন্তায় তিনি তাঁর জীবনে এক ধরনের দুঃখ আর বেদনার শিকলে বেঁধে গেলেন।

কিন্তু এত কষ্টের মাঝে যখন খবর আসল উম্মে আয়মান একটি বাচ্চা প্রসব করেছে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা আনন্দে উল্লসিত হলো। তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

আপনারা কি জানেন সেই সৌভাগ্যবান বাচ্চা কে? যার আগমনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি আনন্দিত হয়েছেন।

তিনি আর কেউ না তিনি হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পালক পুত্র জায়েদের সন্তান উসামা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি আনন্দিত হওয়ার কারণে কেউ অবাক হয়নি কারণ তারা জানত তিনি জায়েদকে কত বেশি ভালোবাসতেন। আর সেই জায়েদের পুত্র উসামা জন্মগ্রহণ করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে হাসি ফোটে।

তার মা হচ্ছেন বারাকাতুল হাবসিয়া যাকে উম্মুল আয়মান নামে ডাকা হত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মা আমেনার দাসী ছিলেন।

হযরত উসামা তাঁর কোলে বড় হয়েছেন। তিনি দুনিয়াতে তাঁর আদরে বেড়ে উঠেন এবং তিনি তাঁর দুধ ব্যতীত অন্য কারো দুধ পান করেননি। আর এ কারণে তিনি তাঁর মাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

আর তাঁর বাবা হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পালকপুত্র হযরত জায়েদ বিন হারেসা। প্রিয় পাঠক! তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্ক কেমন ছিল তা আপনারা কিছুক্ষণ আগেই জেনেছেন। আর উসামা সেই জায়েদের পুত্র।

উসামা বিন জায়েদের জন্মগ্রহণে সাহাবায়ে কেরামও অনেক বেশি খুশি হলেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে হাসি ফোটলে সাহাবায়ে কেরাম খুব খুশি হতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে যে জিনিস আনন্দ দিত তাতে সাহাবায়ে কেরামও আনন্দ পেতেন।

আর তাই তাঁরা তাঁর উপাধি দিলেন ভালোবাসা ও ভালোবাসার পুত্র।

* * *

উসামা ও তাঁর পিতার প্রতি রাসূল -এর অফুরন্ত ভালোবাসার কারণে অন্যান্য লোকেরা তা নিয়ে ঈর্ষা করত।

হযরত উসামা রাসূল -এর নাতি হাসান -এর সমবয়সি ছিলেন।

হযরত হাসান ছিলেন উজ্জ্বল সুভ্র সুন্দর। তাঁর চেহারা রাসূল -এর সাথে অধিক মিল ছিল।

অন্যদিকে উসামা ছিলেন গাঢ় কালো এবং চেপটা নাক বিশিষ্ট। তাঁর চেহারা তাঁর হাবশী মায়ের সাথে অধিক মিল ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো উসামা এত কালো হওয়ার পর রাসূল -এর ভালোবাসা তাঁর প্রতি কমতি ছিল না। তিনি হাসানকে যেমন ভালোবাসতেন উসামাকেও তেমন ভালোবাসতেন। তিনি হাসানকে তার এক উরুতে রাখতেন আর উসামাকে অন্য উরুতে রাখতেন। তারপর তাদের দুইজনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ আমি এদের দুইজনকে ভালোবাসি সুতরাং তুমিও এদেরকে ভালোবাস।

তাঁর প্রতি রাসূল -এর ভালোবাসা ওই দিন আরো বেড়ে গেল। হযরত উসামা দরজার চৌকাটের সাথে আঘাত খেয়েছেন। এতে তাঁর কপাল ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। রাসূল হযরত আয়েশাকে তাঁর রক্ত মুছে দিতে বললেন। কিন্তু উসামা আয়েশাকে তাঁর রক্ত মুছতে দেননি; বরং রাসূল তাঁর কাছে আসার জন্য অপেক্ষা করলেন। পরে রাসূল নিজে গিয়ে তাঁর কপালের রক্ত মুছে দিলেন।

* * *

রাসূল তাঁকে ছোটবেলায় যেমন ভালোবাসতেন তেমন যৌবন বয়সেও ভালোবেসেছিলেন। রাসূল -কে হাকীম বিন হাজাম একটি পোশাক হাদিয়া দেন। যে পোশাকটি তিনি ইয়ামেন থেকে পঞ্চাশ দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেন। এ পোশাকটি একজন রাজার ছিল যার নাম জি ইয়াজান।

কিন্তু রাসূল তা নিতে অস্বীকার করেন। কেননা হাকিম তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূল ওই পোশাকটি তাঁর থেকে ক্রয় করে নেন।

তিনি ওই দামি পোশাকটি মাত্র একবার পরিধান করেছেন। তারপর তিনি সেটি উসামা -কে দিয়ে দিলেন। উসামা ওই পোশাক গায়ে দিয়ে আনাসার ও মুহাজিরদের যুবকদের সাথে মিলিত হতেন এবং অনেক আনন্দ করতেন।

* * *

হযরত উসামা প্রাপ্তবয়সে পৌছলে তার থেকে উত্তম আদর্শ প্রকাশিত হতে লাগল। এ আদর্শ সেই আদর্শ যা তিনি রাসূল -এর সাথে থাকার কারণে অর্জন করার সুযোগ পেয়েছেন।

তিনি অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন, অনেক বড় বীরও ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সমাধান করতেন। তিনি ছিলেন একজন পবিত্র ব্যক্তি। রাসূল -এর সাথে থাকার কারণে তাঁর চরিত্র ফুলের থেকেও পবিত্র ছিল। গুনাহ্ থেকে তিনি অনেক দূরে ছিলেন। তিনি অনেক বড় তাকওয়াবান ছিলেন। যাঁর কারণে তাঁর প্রতি রাসূল -এর ভালোবাসা আরো বাড়তে লাগল।

উহুদের যুদ্ধে সাহাবীদের ছোট ছোট সন্তানদের সাথে উসামাও জিহাদ করার জন্য আসেন। রাসূল তাদের মধ্যে যাদের যুদ্ধ করার উপযুক্ত মনে করেছেন তাদেরকে নিয়েছেন আর যাদেরকে ছোট মনে করেছেন তাদেরকে বাদ দিয়েছেন। হযরত উসামা বাদ পড়লেন। তিনি বাদ পড়ার কারণে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। রাসূল -এর সাথে জিহাদ করতে না পারায় আফসোস করতে লাগলেন। এ ছোট বাচ্চা এত বেশি কান্নাকাটি করল যে তা সবাইকে অবাক করে দিল।

* * *

কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তাঁকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। উহুদের যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধে তিনি অন্যান্য কিশোরদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আসলেন। তারা পা উঁচু করে দাঁড়াল যাতেকরে তাদেরকে বড় দেখা যায়। তাদের মধ্যে হযরত উসামার ভাগ্য খুলে গেল, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল তাঁকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। আর খন্দকের যুদ্ধ তাঁর জীবনের প্রথম আল্লাহর পথে তরবারি ধরার যুদ্ধ ছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধে কাফেরদের তীব্র আক্রমণে যখন মুসলমানগণ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে উসামা তখন রাসূল -এর পাশে ছিলেন। উসামা, রাসূলের চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ও আরো কিছু সাহসী মুসলমান রাসূল -এর পাশে ছিলেন। রাসূল তাঁদেরকে নিয়ে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তন করতে ও মুশরিকদের হাত থেকে পলায়নরত মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

* * *

মুতার যুদ্ধে উসামা তাঁর বাবা জায়েদের নেতৃত্বে জিহাদ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। তিনি নিজের চোখে তাঁর বাবাকে শহীদ হতে দেখলেন, কিন্তু তারপরেও তাঁর মনোবল হারাননি এবং জিহাদ করা থেকে বিরত থাকেননি; বরং তাঁর বাবা শহীদ হওয়ার পর তিনি জাফর -এর নেতৃত্বে জিহাদ করতে লাগলেন। জাফর শহীদ হওয়ার পর তিনি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা -এর নেতৃত্বে জিহাদ করেন। আব্দুল্লাহ শহীদ হওয়ার পর তিনি খালিদ বিন সাইফুল্লাহ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেন। ভীষণ লড়াইয়ের পর মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনী রোমের বিশাল বাহিনীরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

* * *

এরপর হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবাকে মহান আল্লাহর হেফাজতে রেখে মদিনায় ফিরে আসেন। তিনি তাঁর বাবার পোশাক স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্য বহন করে নিয়ে আসেন।

* * *

একাদশ হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। ওই বাহিনীতে আবু বকর, উমর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবু ওবাদার মতো বড় বড় সাহাবীরা ছিলেন, কিন্তু এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ যুদ্ধের আমীর বানালেন। তখনো তাঁর বয়স বিশ পার হয়নি।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হচ্ছিল এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আর তাই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া থেকে বিরত থাকল।

হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেন:

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা বেড়ে গেল আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে গেলাম এবং মানুষও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে গেল। আমি তাঁর নিকটে প্রবেশ করি, কিন্তু অসুস্থতা বাড়ার কারণে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তখন তিনি আসমানের দিকে হাত তুলেন তারপর আমার শরীরে হাত রাখেন। এতে আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে দোয়া করলেন।

* * *

এর কিছু দিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের নিকটে চলে গেলেন। এরপর মানুষ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বাইয়াত হয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম ইচ্ছা পুরো করার জন্য উসামার নেতৃত্বে সেই বাহিনীকে রোমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

কিন্তু আনসারী কিছু সাহাবী এই বাহিনী পরে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ করেন। তারা তাঁকে বলেন: যদি তিনি এই বাহিনী প্রেরণ করতেই চান তাহলে তিনি যেন আমাদের থেকে বয়স্ক কারো নেতৃত্বে এই বাহিনী প্রেরণ করেন।

যখন হযরত আবু বকর হযরত উমর থেকে এই কথা শুনে তিনি সাথে সাথে হযরত ওমরের দাড়ি ধরে রাগান্বিত হয়ে বললেন: হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারাতো! উসামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দিয়েছেন আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ আমি সেই নেতৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতাম? আল্লাহর শপথ! তা হতে পারে না।

হযরত উমর যখন মানুষের নিকটে ফিরে গেলেন, মানুষ তাঁকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তিনি বললেন: তোমাদেরকে তোমাদের মা হারাতো! তোমাদের কথা মতো চলার কারণে রাসূল-এর খলীফার নিকটে আমি যা কিছুর সম্মুখীন হওয়ার হয়ে গেছি।

* * *

যখন উসামা-এর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যবাহিনীরা যুদ্ধে রওয়ানা দিল তখন আবু বকর উসামার পাশে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন। উসামা আরোহী অবস্থায় থাকার কারণে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি: হয় আপনি আরোহণ করেন না হয় আমি বাহন থেকে নেমে যাই।

হযরত আবু বকর বললেন: আল্লাহর দোহাই! তুমি বাহন থেকে নেমো না আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আমি তো মাত্র আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ সময় নিজের পায়ে ধুলোবালি লাগাচ্ছি।

তারপর তিনি উসামা-কে বললেন: আমি তোমাকে, তোমার দ্বীনদারিতা ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর আমানতে রাখলাম। আর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি রাসূল-এর নির্দেশ পুরো করবে।

তারপর তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁকে বললেন: তুমি যদি চাও উমরকে আমার কাছে রেখে আমার কাজে সাহায্য করবে তাহলে উমরকে থাকার অনুমতি দাও।

তখন উসামা উমর-কে থাকার অনুমতি দিলেন।

* * *

হযরত উসামা সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে চললেন। রাসূল তাঁকে যেসকল নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। মুসলমান বাহিনীর অশ্বগুলো বালকা সীমান্ত, ফিলিস্তিনের দারুম কিল্লাহ্ মাড়িয়ে এল। মুসলমানদের অন্তর থেকে রোমদের ভয় দূর হয়ে গেল। এবং সিরিয়া, মিশর ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

তাঁর বাবা যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন তিনি সেই ঘোড়ায় করে বিজয়বেশে ফিরে আসেন। তিনি এত বেশি গনীমত নিয়ে আসেন যে যা অনুমানকারীরাও অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরে এই কথাটি মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসামার বাহিনীর মতো নিরপদে অধিক গনীমত সংগ্রহকারী আর কোনো বাহিনী দেখা যায়নি।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান করা ও তাঁর নির্দেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করার কারণে তিনি সারা জীবন মুসলমানদের সম্মানের পাত্র হয়ে রইলেন।

আর এ কারণেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ছেলের থেকেও উসামার জন্যে বেশি ভাতা নির্ধারণ করে ছিলেন। তখন তাঁর ছেলে তাকে বললেন: হে আমার বাবা! আপনি উসামার জন্যে চার হাজার নির্ধারণ করেছেন আর আমার জন্যে তিন হাজার নির্ধারণ করেছেন। অথচ আপনার থেকে বেশি মর্যাদা তাঁর বাবার ছিল না এবং আমার থেকে বেশি মর্যাদা তাঁর নেই।

তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: হায় হায়!

উসামার বাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে তোমার বাবার থেকে প্রিয় ছিল আর সে নিজেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে তোমার থেকে প্রিয় ছিল।

তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তাঁর জন্য নির্ধারিত ভাতার ওপর সন্তুষ্ট হলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে দেখা হলে তিনি বলতেন: আমার আমীরকে স্বাগতম।

তাঁর এই কথায় কেউ যদি অবাক হতো তিনি বলতেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আমার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

* * *

ইসলামের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁকে আল্লাহ তাআলা রহম করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

তথ্য সূত্র

১. জামিউল উসূল - ১০ খণ্ড, ২৭ পৃ.।
২. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৩১ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।
৪. তাক্বরীবুত্ তাহ্যীব - ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.।
৫. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ২৭০-২৭২ পৃ.।
৬. আত্ ত্ববাকাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ৪২, ৬১-৭২ পৃ.।
৭. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৮. আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৯. মিন আবতলিনা আল্লাজিনা সনাউত্ তারীখ লি আবিল ফাতুহিত্ তাওয়ানিসী - ৩৩-৩৯ পৃ.।
১০. ক্বাদাতু ফাতহিশ্ শাম ও মিশ্র - ৩৩-৫১ পৃ.।
১১. আল আ'লামু ওয়া মুরাজিআ'হু - ১ম খণ্ড, ২৮১-২৮২ পৃ.।

হযরত

সাঈদ বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

"হে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কর তাহলে আমার পুত্র সাঈদকে, কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করবে না।"

[সাঈদের জন্য পিতা জায়েদের দোয়া]

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর পিতা জায়েদ বিন আমর মানুষের ভিড় থেকে দূরে দাঁড়িয়ে কোরাইশদের কর্মকাণ্ড দেখছিলেন। সেদিন ছিল কোরাইশদের মেলা বা পূজার দিন। তিনি দেখলেন পুরুষেরা দামি দামি পাগড়ি মাথায় দিয়েছে এবং ইয়ামেনী দামি দামি পোশাক পরিধান করে গর্ব করছে। আর তিনি নারী ও শিশুদেরকে দেখলেন তারা রঙ্গিন পোশাক পরিধান করেছে। তিনি আরো দেখলেন পশুদেরকে বিভিন্ন রঙে সাজিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা সেগুলোকে মূর্তিদের উদ্দেশ্যে বলি দিবে।

তিনি কা'বা ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কোরাইশ জাতি! বকরি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই বৃষ্টি দিয়েছেন এবং তা দ্বারা ঘাস উৎপাদন করেছেন। আর ওই ঘাস খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা সেই বকরিকে মূর্তিদের নামে জবাই করছ।

হযরত উমরের পিতা ও তাঁর চাচা খাত্তাব তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে তাঁকে চড় মারল এবং বললঃ তুমি ধ্বংস হও। আমরা তোমার থেকে এরূপ কথা শুনতে শুনতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। তারপর কোরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে দিল। তারা তাঁকে কঠিনভাবে প্রহার করতে লাগল। অবশেষে তারা তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে হেরা পাহাড়ে রেখে আসল। তারপর খাত্তাব তাঁর জন্যে কয়েকজন যুবককে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেয় যাতে সে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন। আর এ কারণে তিনি রাতে ব্যতীত অন্য সময় মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন না।

* * *

এরপর তিনি কোরাইশদের ধর্মের ব্যাপারে এমন মূর্খতার সম্পর্কে ওরাকা বিন নাওফেল, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌স, উসমান বিন হারিস, উমাইমা বিনতে আব্দুল্লাহ যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু এদের নিকটে যান। তিনি তাদের সাথে কোরাইশদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তিনি তাদেরকে বললেনঃ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা জান কোরাইশরা সত্যের ওপর নেই। তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের বিপরীত কাজ করছে।

সুতরাং তোমরা যদি আখেরাতে মুক্তি পেতে চাও তাহলে নিজেদের জন্য একটি সঠিক ধর্ম বেছে নাও।

তাদের থেকে চারজন লোক ইহুদি ও খ্রিস্টান পাদরিদের নিকটে গেল। তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে অন্বেষণ করছিল।

তাদের মধ্যে ওরাকা বিন নাওফেল খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

আর আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স ও উসমান বিন হারিস কোনো ধর্ম গ্রহণ করেননি।

আর জায়েদ বিন আমর, তাঁর ধর্ম গ্রহণের ঘটনা অনেক দীর্ঘ। আমরা তা আপনাদের নিকটে পেশ করলাম।

* * *

জায়েদ বিন আমর নিজেই বললেন:

আমি ইহুদি ও খ্রিস্টান পাদরিদের নিকটে অবস্থান করি, কিন্তু আমি তাদের কাছে আমার মনের মতো ধর্ম পাইনি। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম খুঁজে পাওয়ার জন্যে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করি । সর্বশেষে আমি সিরিয়াতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো একজন সন্ন্যাসী আছেন যার কাছে আসমানী কিতাবের জ্ঞান আছে। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে আমার অবস্থা তুলে ধরি।

তিনি আমাকে বললেন: হে মাক্কী ভাই! তুমি কি ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম খুঁজতেছ?

আমি বললাম: হ্যাঁ, আমি তাই চাই।

তিনি বললেন: তুমি এমন একটি ধর্মকে খুঁজতেছ বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু হক্ব তোমার এলাকায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমার জাতি থেকে একজন নবী প্রেরণ করবেন যিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনকে জীবিত করবেন। সুতরাং তুমি যখন তাঁকে পাবে তাঁর অনুসরণ করবে।

তাঁর কথামতো নতুন নবীর সন্ধানে জায়েদ বিন আমর মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি আসার পথেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মক্কায় প্রেরণ করেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হলো, তাঁকে পথে কিছু বেদুঈন আক্রমণ করে। তারা তাঁকে মক্কায় পৌছার আগেই হত্যা করে। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পূর্বে দোয়া করেছেন- হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কর তাহলে আমার পুত্র সাঈদকে, কিন্তু এর থেকে বঞ্চিত করবে না।

* * *

মহান আল্লাহ তাআলা জায়েদের দোয়া কবুল করেছেন। রাসূল ﷺ যখন ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। জায়েদের পুত্র সাঈদ (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোটবেলা থেকে মূর্তিপূজা বিরোধী পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণে ইসলাম গ্রহণ করা তাঁর জন্য সহজ হয়। তাঁর বাবা জায়েদ তো সারা জীবন সত্য অন্বেষণে ছিলেন।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-একা মুসলমান হননি; বরং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর বোন ছিলেন।

তিনি ও তাঁর স্ত্রীকে অন্যান্য মুসলমানদের মতো ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এত নির্যাতনের পর কোরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে পরেনি; বরং তাঁরা এক মহা বীরকে ইসলাম গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছেন। সেই মহা বীর আর কেউ না তিনি স্বয়ং ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

* * *

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের জন্য তাঁর সামর্থ অনুসারে জান-মাল পুরোটাই ব্যয় করতে লাগলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। তিনি বদর ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া একটি দায়িত্ব পালন করার কারণে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি অন্যান্য মুসলমানদের সাথে পারস্য ও রোম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেন। বিশেষকরে ইয়ারমুক যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ছিল অতুলনীয়। আর সেই ঘটনা আমরা আপনাদের সামনে নিম্নে তুলে ধরলাম।

* * *

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই বলেন:

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা চব্বিশ হাজার সৈন্য ছিলাম। আর রোম বাহিনী এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসে। তারা আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আসে। তাদের এক বাহিনীর পর এক বাহিনী মুসলমানদের সামনে দিয়ে চক্কর দিতে লাগল।

তাদের সৈন্যসংখ্যা দেখে মুসলমানরা একটু ভীত হয়ে গেল, কিন্তু হযরত আবু উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমানদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলতে লাগলেন: আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অটল রাখবেন।

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর কেননা ধৈর্য কুফরী থেকে মুক্তি দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং অপমান ও অসম্মান থেকে হেফাজত করে।

তোমরা বর্শা প্রস্তুত রাখ এবং চুপ করে থাকো আর মনে মনে জিকির করতে থাকো যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কোনো আদেশ আসে।

হযরত সাঈদ বলেন: এমন সময় মুসলমানদের দল থেকে এক লোক বের হয়ে আবু উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললেন: আমি এই যুদ্ধে শহীদ হতে চাই সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আপনার কোনো কথা বলার আছে?

হযরত আবু উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: হ্যাঁ, তুমি আমার ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানাবে আর বলবে: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা আমরা পেয়েছি।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: তাঁর এ কথা শেষ না হতে সে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আমি মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম এবং হাঁটু গেড়ে বসে বর্শা মারতে শুরু করলাম। আমার দিকে তেড়ে আসা প্রথম অশ্বারোহীকে আমি বর্শা দ্বারা আঘাত করে ধরাশায়ী করে দিলাম।

তারপর আমি সবার সামনে এগিয়ে গিয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর থেকে সব ভয় ভীতি দূর করে দিয়েছেন। এদিকে মুসলমানরা টগবগ করে জ্বলে উঠল। তারাও তীব্র আক্রমণ চালাল অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

* * *

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর দামেশকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দামেশ্‌কের লোকেরা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিলে হযরত আবু উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে দামেশকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। আর তাই দামেশ্‌কে মুসলমানদের প্রথম গভর্নর হলেন হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

* * *

বনূ উমাইয়ার খেলাফতের সময় হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে একটি ঘটনা ঘটে যা মদিনাবাসী দীর্ঘকাল স্মরণে রেখেছে।

আরওয়া বিনতে উওয়াইস ধারণা করেছিল সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ওপর রাগান্বিত হয়ে তার থেকে তার জমিন জুলুম করে কেড়ে নিয়েছে। সে বিষয়টি মানুষের নিকটে বলাবলি করতে লাগল। তারপর সে মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকীমের নিকটে মামলা দায়ের করে। মারওয়ান সেই বিষয়ে কথা বলার জন্যে হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিকটে কিছু লোক প্রেরণ করেন।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতে অনেক কষ্ট পান। তিনি বললেন: সে আমাকে দেখেছে আমি জুলুম করেছি! আমি কিভাবে জুলুম করব! অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিন জুলুম করে

আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন এর সাত স্তবক জমিন তার গলে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" হে আল্লাহ! এই মহিলা ধারণা করেছে আমি তার প্রতি জুলুম করেছি, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে অন্ধ করে দাও এবং তাকে ওই কূপে নিক্ষেপ কর যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করেছে। তুমি মানুষের নিকটে প্রমাণ করে দাও আমি তার ওপর জুলুম করিনি।

* * *

বেশিদিন অতিক্রম হয়নি, হঠাৎ একদিন আকীক নামক কূপ থেকে এত বেশি পানি প্রবাহিত হয় যে, আর কখনো এত পানি প্রবাহিত হয়নি। এতে মানুষের নিকটে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল এবং সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে সত্যবাদী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

এর একমাস পরেই ওই মহিলা অন্ধ হয়ে গেল। আর এরই মধ্যে একদিন ওই কূপের পাশে পায়চারী করতে গিয়ে কূপে পড়ে গেল এবং সেখানেই মহিলাটি মারা গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেনঃ এরপর থেকে কেউ মিথ্যা বললে মানুষ তাকে বলতঃ আল্লাহ্ যেন তোমাকে আরওয়ার মতো অন্ধ করে দেন।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো কেননা তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।

তাহলে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বদদোয়া কেন কবুল হবে না অথচ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন মহান সাহাবী।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ২ পৃ.।
৩. ত্ববাকাতুবনি সা'দ - ৩য় খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।
৪. তাহযীবুবনি আসাকির - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৭ পৃ.।
৫. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃ.।
৬. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৭. আর্ রিয়াদুন নাদরা - ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত
উমাইর বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

"উমাইর বিন সা'দ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।"

[উমাইরের শানে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর উক্তি]

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোটবেলায় ইয়াতিম হয়ে গেলেন। আর এরই সাথে সাথে দারিদ্র্যতাও তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। কেননা তাঁর বাবা তাঁর জন্যে কোনো ধন-সম্পদ রেখে যেতে পারেননি।

কিন্তু কিছু দিন না যেতেই তাঁর মা আউস গোত্রের এক ধনী ব্যক্তি সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। যাঁকে জুলাস বিন সুওয়াদ বলে ডাকা হত। তিনি উমাইরকে লালন পালন করার দায়িত্ব নেন এবং তাঁকে নিজের পরিবারের অন্ত র্ভুক্ত করে নেন।

জুলাস তাঁকে এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, হযরত উমাইর ইয়াতিম থাকার দুঃখ ভুলে গেছেন। তিনি তাঁকে অনেক যত্ন করে লালন-পালন করতে লাগলেন।

এতেকরে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুলাসকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসতে লাগলেন। যেমনিভাবে জুলাস উমাইরকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন।

হযরত উমাইর যত বড় হতে লাগলেন তাঁর প্রতি জুলাইসের ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পেত লাগল। এই ছোট বাচ্চার প্রতিটি কাজের পদ্ধতি ও তাঁর বুদ্ধিমত্তা দেখে তিনি রীতিমত অবাক হতেন। তাছাড়া আমানতদারী ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে এই ছোট বালকটি ছিল অতুলনীয়।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট থাকতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স দশ বছরও পার হয়নি। আর তাই ঈমান তাঁর অন্ত রকে পাপমুক্ত পেয়ে সেখানে পূর্ণ স্থান দখল করে নিল এবং তাঁর পবিত্র অন্তরে আলো জ্বালাতে শুরু করল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামাজ আদায় করার জন্য প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে গমন করতেন। তিনি কখনো একাকি আবার কখনো তাঁর বাবার সাথে মসজিদ থেকে আসা-যাওয়া করতেন আর তা দেখে তাঁর মায়ের অন্তর আনন্দে ভরে যেত।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর জীবন এভাবে চলতে লাগল। তাঁর এই পবিত্র জীবনে কোনোপ্রকার পাপ যুক্ত হয়নি। তাঁর জীবন স্বচ্ছ পানির মতো পবিত্রভাবে চলছিল। কিন্তু এমনই এক সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক কঠিন ও

হৃদয়বিদারক পরীক্ষায় ফেলতে চাইলেন। যেরূপ পরীক্ষা তাঁর বয়সের ছেলে খুব কমই সম্মুখীন হয়েছে।

নবম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমদের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা করলেন। তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত কোথায় যুদ্ধ করবেন সেই ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো কথা যুদ্ধের পূর্বে বলতেন না। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে তিনি কোথায় যুদ্ধ হবে তা কাউকে বলতেন না। অনেক সময় তিনি অন্যদিকে ইঙ্গিত করতেন। যাতে কেউ যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা শত্রু বাহিনীর কাছে না বলতে পারে। কিন্তু তিনি তাবুকের যুদ্ধের কথা স্পষ্ট করে বললেন। কেননা এই যুদ্ধে অনেক প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল এবং এটা অনেক দূরের পথ ছিল। তাছাড়াও শত্রুবাহিনীর সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল।

এত কিছুর পরেও অন্যান্য কারণে এই যুদ্ধ আরো কঠিন হয়ে যায়। একদিকে গরম কাল চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, ফল পাকার সময় হয়ে গেছে। আর স্বভাবত মানুষের মন চাইছে যুদ্ধটি আরেকটু দেরিতে হউক। কিন্তু এরপরেও ঈমানদার মুসলমানগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

অন্যদিকে কিছু মুনাফিক মুসলমানদের দৃঢ় মনোবলকে হীন করতে, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করতে, আর নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণার বিরোধিতা করতে লাগল। বিভিন্ন মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমালোচনা করতে শুরু করল।

* * *

ওই দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে একদিন উমাইর মসজিদ থেকে নামাজ আদায় করে ঘরে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর অন্তর ভীষণ আঘাত পেয়েছে কেননা তিনি নিজ কানে মুনাফিকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করতে শুনেছেন এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখেছেন।

আবার অন্যদিকে তিনি দেখেছেন মদিনার মহিলারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে নিজেদের অলঙ্কারগুলো আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিচ্ছে। তারা তাদের কান- গলা খালি করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে দ্বিধা করেনি।

তিনি নিজ চোখে দেখলেন এই জিহাদের জন্য হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এক হাজার দিনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তুলে দেন।

আর হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁধে বহন করে দুইশত উকিয়া স্বর্ণ নিয়ে এসে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখেন......

এবং তিনি এক ব্যক্তিকে তার বিছানা বিক্রি করে একটি তরবারি ক্রয় করার জন্য ছুটতে দেখেছেন।

আর এসব আকর্ষণীয় ও অতুলনীয় ত্যাগের দৃশ্যগুলো হযরত উমাইরের কল্পনায় বার বার আসতে লাগল আর চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

কিন্তু অন্যদিকে জুলাসের শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁকে জিহাদের কোনো প্রস্তুতি না নিতে দেখে তিনি খুব অবাক হলেন।

তিনি জুলাসকে উৎসাহিত করার জন্য সাহাবীদেরকে যা করতে দেখেছেন তা বর্ণনা করলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়েছেন তাঁকে জিহাদে নেওয়ার জন্য, কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে বাহন সঙ্কট থাকার কারণে নিতে পারেননি। এতে তিনি ফিরে আসেন, কিন্তু তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

তার এসব কথা শুনার পর জুলাসের মুখ থেকে একটি কথা বের হয়ে গেল। আর সেই কথাটি হযরত উমাইরের গায়ে লাগে।

জুলাস বললেন: মুহাম্মদ দাবিকৃত নবুওয়াত যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা গাধার থেকেও নিকৃষ্ট।

* * *

উমাইর رضي الله عنه এই কথা শুনার পর বেহুঁশ হওয়ার মতো হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেও পারছেন না কিভাবে তাঁর পিতা জুলাস মুহূর্তের মধ্যে ঈমান ত্যাগ করে কুফরীকে গ্রহণ করেছেন।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এখন কি করা যায়। তিনি চিন্তা করে দেখলেন এ কথাটি গোপন রাখলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে খিয়ানত করা হবে। আর এটি হবে মুনাফেকী আচরণ।

আবার অন্যদিকে এই কথা প্রকাশ করা হলে ওই ব্যক্তির বিরোধিতা করা হবে যে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছে। কেননা জুলাস তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং গরিব থেকে ধনী করেছেন এবং তাঁকে পিতার স্নেহ দিয়েছেন।

কিন্তু এ মুহূর্তে হযরত উমাইরকে এই দুটির একটি বেছে নিতে হবে।

আর তাই তিনি জুলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন: হে জুলাস! আল্লাহর শপথ! জমিনে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর পরে আমার কাছে আপনার থেকে প্রিয় আর কেউ নেই।

কেননা আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, কিন্তু আপনি এমন একটি কথা বলেছেন যদি আমি তা প্রকাশ করে দিই তাহলে আমি

আপনার মুখোশ খুলে দিলাম। আর যদি না করি তাহলে আমি আমার আমানতের খিয়ানত করালাম এবং নিজেকে ও নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করে দিলাম।

আমি মনস্থ করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে তা বলব; সুতরাং আপনি আপনার কথায় সাক্ষী থাকেন।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলেন। তিনি যা জুলাস থেকে শুনছেন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুলে বললেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমাইরকে নিজের কাছে রেখে জুলাসকে ডেকে আনার জন্যে একজন লোক প্রেরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জুলাস এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিলেন এবং তাঁর সামনে বসলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেই কথাটি বলে জিজ্ঞেস করলেন- উমাইর কি তোমার থেকে এ কথা শুনেছে?

জুলাস বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! উমাইর আমার নামে মিথ্যা বলেছে এবং অপবাদ দিচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলিনি।

সাহাবিগণ তখন জুলাস ও উমাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। প্রত্যেকের জানার আগ্রহ ছিল এ ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। তারা কানাঘুষা করতে লাগল.... তাদের মধ্যে একজন যার অন্তরে ব্যাধী রয়েছে সে বলতে লাগল- এ যুবকটি পিতার অবাধ্য, যে পিতা তাকে অনুগ্রহ করেছে।

আবার অন্য একজন বলতে লাগল: বরং এ যুবকটি আল্লাহর আনুগত্য করে জীবন চালাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে এবং সে কাঁদছে। চোখের পানি তাঁর গাল বেয়ে বুকে পড়তে লাগল। আর তিনি বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমি যে বিষয়ে কথা বলেছি এর সত্যয়ানে তোমার নবীর ওপর অহী নাযিল কর.........

হে আল্লাহ! আমি যে বিষয়ে কথা বলেছি এর সত্যয়ানে তোমার নবীর ওপর অহী নাযিল কর......................

জুলাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন: আমি যা বলেছি তা সত্য। আপনি যদি চান তাহলে আপনার সামনে আমাদেরকে শপথ করাতে পারেন।

আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার ব্যাপারে উমাইর যা বলেছে আমি এর কিছুই বলিনি।

তার শপথ শেষ না হতে হতেই সকল মানুষ উমাইরের দিকে ফিরে তাকাল। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশান্তি আচ্ছাদিত করল। সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহী নাযিল হচ্ছে। তাঁরা চুপচাপ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন।

আর তখন জুলাসের চেহারায় ভীতির ছাপ ফোটে উঠে এবং উমাইরের চেহারায় হাসি ফুটে উঠে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে অহীর প্রভাব যাওয়া পর্যন্ত তারা চুপচাপ বসে ছিল। তারপর তিনি যে আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ وَهَمُّواْ بِمَا لَمۡ يَنَالُواْۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيۡرٗا لَّهُمۡۖ وَإِن يَتَوَلَّوۡاْ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَا لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ

অনুবাদ- "তারা যা বলেছে সে ব্যাপারে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ তারা কুফরী কালাম বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা তা অস্বীকার করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছে যা তারা করতেই পারেনি, এরপরও তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধনবান করে দিয়েছিলেন, এখনও যদি এ লোকেরা আল্লাহ তাআলার নিকটে তওবা করে তাহলে এটা তাদের জন্যই ভালো হবে, আর যদি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তাদেরকে কঠিন আযাব দিবেন এবং জমিনেও তাদের জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা তাওবা- ৭৪]

জুলাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নাযিলকৃত অহী শুনলেন এবং ভয়ে সঙ্কটে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহর রাসূল; বরং আমি তওবা করছি........

হে আল্লাহর রাসূল; বরং আমি তওবা করছি............

হে আল্লাহর রাসূল! উমাইর সত্য বলেছে আর আমি মিথ্যাবাদী। আপনি আল্লাহর কাছে আমার তওবা কবুল করার জন্য প্রার্থনা করুন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে তাকালেন। উমাইরের চোখের পানিতে পুরো চেহারা ভিজে গেছে।

তারপর রাসূল ﷺ তাঁর কানে হাত দিয়ে বললেন: তোমার কান যা শুনেছে এর দায়িত্ব পূর্ণ করেছে হে বৎস!। আর তোমার প্রতিপালক তা সত্যায়িত করেছেন।

* * *

হযরত জুলাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনারায় ইসলামে ফিরে আসেন।

সাহাবিগণ দেখলেন যে, জুলাস উমাইরের প্রতি অনুগ্রহ করার কারণে সে কত বড় ভুল থেকে বেঁচে গেল।

যখনই জুলাসের মনে উমাইরের কথা স্মরণ হতো তিনি বলতেন: আল্লাহ্ তাআলা তাকে আমার পক্ষ থেকে প্রতিদান দান করুন। কেননা সে আমাকে কুফরী থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছে।

এ ঘটনাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিতে রাখার ঘটনা নয়; বরং তাঁর জীবনে আরো অনেক সুন্দর ও ঈমানদীপ্ত ঘটনা ঘটেছে।

* * *

আমরা আপনাদের সামনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছোটবেলার ঘটনা বর্ণনা করেছি। এবার আমরা তাঁর বাকি জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করব।

তাঁর প্রথম জীবন থেকে পরের জীবনের ঘটনাগুলো আরো আকর্ষণীয় ও ঈমান জাগানোর মতো।

* * *

হিম্‌স নগরীর মানুষগণ মারাত্মকভাবে তাদের গভর্নরদের দোষ নিয়ে সমালোচনা করত। তাদের জন্য যতজন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা প্রত্যেকের দোষ খুঁজে বের করেছে এবং প্রত্যেকের দোষ খলীফার নিকটে গিয়ে বলতো যাতেকরে তাদের জন্য এর থেকে ভালো গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।

আর এসব কারণে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছা করলেন তাদের জন্য এমন একজন গভর্নর নিয়োগ দিবেন যার কোনো দোষ তারা খুঁজে পাবে না এবং তাকে কোনো প্রকার অপবাদ দিতে পারবে না।

তিনি তাঁর আশপাশের সকল মানুষের মাঝে এমন একজন লোক খুঁজতে ছিলেন। তিনি উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম আর কোনো ব্যক্তিকে পাননি।

ওই দিকে হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদের ময়দানে বীরের মতো লড়াই করে এলাকার পর এলাকা জয় করছিলেন এবং প্রতিটি এলাকার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের নামাজের জন্য প্রতিটি এলাকায় মসজিদ কায়েম করেছেন।

এতকিছুর পরও খলীফা উমর তাকে ডাকলেন। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে খলীফার আদেশে জিহাদ ছেড়ে আসতে হলো। কেননা তাঁর নিকটে জিহাদের থেকে প্রিয় আর কিছুই ছিল না।

* * *

হযরত উমাইর হিমস নগরীতে গিয়ে পৌছলেন। তিনি মানুষকে নামাজের দিকে ডাকলেন। যখন নামাজ শেষ হলো তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুনকীর্তন গাইলেন। এরপর তিনি রাসূল-এর ওপর দুরূদ পাঠ করে তিনি বললেনঃ হে মানুষ সকল! ইসলাম হচ্ছে একটি অপ্রতিরোধ্য দুর্গের মজবুত একটি দরজার মতো। ইসলামের দুর্গ হচ্ছে ন্যায়নীতি আর এর দরজা হলো সততা।

যখন এর দুর্গ দুর্বল হয়ে যাবে আর দরজা ভেঙে ফেলা হবে তখন তা আশ্রয়হীন হয়ে যাবে।

শাসকের কঠোরতা চাবুক দিয়ে আঘাত করার মধ্যে নয় এবং তরবারি দিয়ে হত্যা করার মধ্যে নয়; বরং তার কঠোরতা হচ্ছে ন্যায়নীতি ও সত্যের ওপর অটল থাকার মধ্যে।

তারপর তিনি তাঁর ছোট ভাষণে তাঁর পরিকল্পনা বর্ণনা করলেন।

* * *

হযরত উমাইর হিমসে একটি বছর শাসন করলেন। তাঁর শাসন আমলে তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকটে কোনো অভিযোগ আসেনি।

কিন্তু তিনি এ এক বছরে বায়তুল মালে একটি দিনারও প্রেরণ করেননি। আর এ কারণে হযরত উমর-এর মনে সন্দেহ জাগতে লাগল। তিনি ভয় করলেন যে, তাঁর গভর্নরকে না জানি শাসনের লোভ পেয়ে বসল। তিনি রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকে এ লোভ থেকে মুক্ত মনে করতেন না।

তিনি কাতেব (লেখক)-কে নির্দেশ দেন- তুমি উমাইর বিন সা'দকে চিঠি লিখে বল সে যেন খলীফার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে খলীফার নিকটে এসে হাযির হয় এবং সাথে করে মুসলমানদের থেকে আদায়কৃত সকল ফাই (এক প্রকারের কর) নিয়ে আসে।

* * *

হযরত উমাইর খলীফার চিঠি পাওয়ার পর মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। তিনি তাঁর সাথে তাঁর সফরের সামান্য পাথেয় নিলেন। তিনি কাঁধে তার পানপাত্র ও অযুর পাত্রটি নিলেন এবং হাতে বর্শাটি নিলেন। এরপর তিনি হিম্‌স নগরী ত্যাগ করে মদিনার দিকে রওয়ানা হন।

দীর্ঘ সফরের কারণে তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তাঁর চুল অনেক লম্বা হয়ে যায়। তার শরীরে সফরের ক্লান্তি চলে আসে।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফার নিকটে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললেন: উমাইর তোমার এ অবস্থা কেন?

তিনি বললেন: আমীরুল মুমিনীন আমার কিছুই হয়নি আমি সুস্থ আছি। আমি আমার সাথে দুনিয়াকে পুরোপুরিভাবে নিয়ে এসেছি।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তোমার সাথে কি পরিমাণ দুনিয়া আছে? তিনি ধারণা করেছেন তিনি বাইতুল মাল নিয়ে এসেছেন।

তিনি বললেন: আমার সাথে আমার থলেটি আছে, এর মধ্যে আমি আমার পাথেয় রেখেছি।

আর আমার সাথে আমার একটি পাত্র আছে যার মধ্যে খাদ্য রেখে খাই এবং গোসল ও কাপড় ধৌত করার সময় তা ব্যবহার করি।

আর আমার কাছে আমার অযু করার পাত্রটি আছে।

এই হচ্ছে আমার দুনিয়া। এর অতিরিক্ত কিছুই আমার প্রয়োজন নেই এবং অন্য কারোও প্রয়োজন নেই।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তুমি কি হেঁটে হেঁটে এসেছ?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তোমাকে কি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাহন দেওয়া হয়নি?

তিনি বললেন: আমাকে দেয়নি আর আমিও তাদের নিকটে চাইনি।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: বায়তুলমাল যা কিছু এনেছ তা কোথায়?

তিনি বললেন: আমি কিছুই নিয়ে আসিনি।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: কেন?

তিনি বললেন: আমি হিমসে যাওয়ার পর সেখানের সৎ লোকদেরকে একত্রি করে তাদেরকে 'ফাই' উঠানোর দায়িত্ব দিয়ে দিই। আর তারা যা কিছু তুলত আমি তাদের সাথে পরামর্শ করে তা বিভিন্ন স্থানে ব্যয় করতাম এবং যারা উহার হক্বদার তাদেরকে দিয়ে দিতাম।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাতেবকে বললেন: পুনরায় উমাইরের জন্য হেমসের দায়িত্ব লিখে দাও।

তিনি বললেন: হায় হায়! আমি এটি চাই না। আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার জন্য বা আপনার পরে অন্য কারো জন্য আর কাজ করব না।

তারপর তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে গ্রামে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বেশিদিন পার না হতেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খোঁজ নিতে ইচ্ছা করেন। আর তাই তিনি তার বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি যাকে হারিস বলে ডাকা হতো তাকে বললেন: হারিস! তুমি উমাইরের নিকটে গিয়ে তার বাড়ির মেহমান হও। যদি তুমি তাকে ধন-সম্পদওয়ালা দেখতে পাও তাহলে তুমি যেভাবে গিয়েছ সেভাবে ফিরে আসবে।

আর যদি দেখতে পাও তার অবস্থা খুব করুণ তাহলে তুমি তাকে এই দিনারগুলো দিবে।

তিনি লোকটিকে একটি থলে দিলেন। যাতে একশত দিনার ছিল।

* * *

খলীফার কথামতো হারিস ওই গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞেস করেন মানুষ তাঁকে পথ দেখিয়ে দিল।

তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে হারিস তাঁকে সালাম দিলেন।

হযরত উমাইর বললেন: ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম। তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

হারিস বললেন: মদিনা থেকে।

তিনি বললেন: তুমি মুসলমানদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?

হারিস বললেন: ভালো অবস্থায়।

তিনি বললেন: আমীরুল মুমিনীন কেমন আছেন?

হারিস বললেন: সুস্থ আছেন।

তিনি বললেন: তিনি কি হদ(অপরাধের সাজা) কায়েম করেন?

হারিস বললেন: হ্যাঁ, খারাপ কাজ করার কারণে তিনি তার এক ছেলে ওপর হদ কায়েম করেছেন ।

তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি উমরকে সাহায্য কর। কেননা তাঁর ব্যাপারে আমি জানি সে তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসে।

* * *

হযরত হারিস হযরত উমাইরের ঘরে মেহমান হলেন। তাকে প্রত্যেক রাতে যবের রুটি দেওয়া হলো।

তৃতীয় দিন ওই গোত্রের এক লোক তাকে বলল: তুমি উমাইর ও তাঁর পরিবারের ওপর কষ্ট চেপে দিয়েছ। তাঁদের যবের রুটি ব্যতীত আর কিছুই নেই। আর

তোমাকে তা দিয়ে দেওয়ার কারণে তারা উপবাস থাকে। তুমি চাইলে তাঁর ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আস।

* * *

এ কথা শুনে হারিস দিনারগুলো বের করেন এবং তা উমাইরের নিকটে পেশ করেন।

তিনি বললেন: এগুলো কি?

হারিস বললেন: আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

তিনি বললেন: তুমি তাঁকে তা ফিরত দিবে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে আর বলবে: উমাইরের এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই।

ভিতর থেকে তার স্ত্রী বললেন: উমাইর তুমি তা গ্রহণ কর। যদি তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে তা পুরো করতে পারবে। না হয় তা গরিবদেরকে দিয়ে দিবে কেননা এখানে অভাবীদের সংখ্যা অনেক বেশি।

হারিস একথা শুনার পর দিনারের থলেটি উমাইরকে দিয়ে চলে গেল। তারপর উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাতে রাতেই ওই দিনারগুলো গরিবদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

* * *

হারিস মদিনা ফিরে গেলে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন: হারিস তুমি কি দেখেছ?

হারিস বললেন: কঠিন অবস্থা।

তিনি বললেন: তুমি কি তাঁকে দিনারগুলো দিয়েছ?

হারিস বললেন: হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন: সে ওইগুলো কি করেছে?

হারিস বললেন: আমি জানি না, আমার ধারণা তিনি নিজের জন্য এক দেরহামও রাখেননি।

এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমাইরের নিকটে পত্র লিখেন- তিনি বলেন: তুমি আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে আমার নিকটে চলে আসবে।

* * *

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিঠি পেয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি মদিনা গিয়ে আমীরুল মুমিনীনের নিকটে আসেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে সালাম দিয়ে স্বাগতম জানালেন তারপর তাঁকে নিকটে বসিয়ে বললেন: তুমি দিনারগুলো কি করেছ?

তিনি বললেন: আপনি সেগুলো দেওয়ার পর তাতে আপনার কিছু বাকি আছে?

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আমার ইচ্ছা, তুমি ওই দিনারগুলো কি করেছ সে সম্পর্কে আমাকে জানাবে।

তিনি বললেন: আমি সেগুলো ওই দিনের জন্য জমা করেছি যেদিন সন্তান বা সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না।

একথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি তাদের মধ্যে একজন যারা অভাব থাকার পরও নিজেদের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়।

তারপর তিনি তাঁর জন্য এক ওসাক খাদ্য ও দুটি কাপড় দিতে আদেশ নির্দেশ দিলেন।

তিনি বললেন: খাদ্য আমাদের দরকার নেই কেননা আমি আমার পরিবারের নিকটে দু 'সা' যব রেখে এসেছি যা শেষ হতে হতে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন।

তবে কাপড় নেওয়া যায় কেননা আমার স্ত্রীর কাপড় পুরাতন হয়ে গেছে যা দ্বারা শরীর ঢাকা সম্ভব হচ্ছে না।

* * *

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করার কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাআলা হযরত উমাইরকে তাঁর প্রিয় ভালোবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে যান।

হযরত উমাইর জান্নাতের পথ ধরে চলে যান।

যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নিকটে তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌছে তখন তিনি আফসোস করে বলতে লাগলেন- আমি উমাইরের মতো কিছু লোককে চাই, যাদের দ্বারা আমি মুসলামনদের কাজ পরিচালনা করব।

আল্লাহ তাআলা উমাইরের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি যেন তাঁকেও সন্তুষ্ট করেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৩২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৪৮২ পৃ.।
৩. উসদুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃ.।
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।
৫. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. ক্বাদাতু ফাতহিল ইরাকি ওয়াল জাজিরা - ৫১৩ পৃ.।
৭. আল আ'লাম - ৫ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ.।

হযরত
আব্দুর রহমান বিন আউফ

"তুমি যা কিছু দান করেছ তাতে আল্লাহ্ বরকত দান করুক আর যা কিছু রেখেছ তাতেও আল্লাহ্ বরকত দান করুক।"

[হযরত মুহাম্মদ]

তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর একজন। তাছাড়া তিনি উমর (রাঃ-এর নির্বাচিত ছয়জন সদস্যের একজন, যাঁদেরকে তিনি পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দে আমর। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল তাঁকে আব্দুর রহমান নামে ডাকেন। আর সেখান থেকে তিনি সবার নিকটে আব্দুর রহমান নামে পরিচিত হন।

* * *

রাসূল দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের মাত্র দুই দিন পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

অন্যান্য মুসলমানদের মতো তিনিও ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেক কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হন, কিন্তু তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করেন এবং ইসলামের ওপর অটল থাকেন। অবশেষে রাসূল -এর আদেশে তিনি হাবশায় হিজরত করেন।

রাসূল যখন মদিনায় হিজরত করার অনুমতিপ্রাপ্ত হন তখন তিনি মদিনায় হিজরতকারীদের সম্মুখভাগে ছিলেন।

মদিনা যাওয়ার পর রাসূল মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভাই ভাই সম্পর্ক করে দিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে সা'দ বিন রবীয়ার সাথে ভাই সম্পর্ক করে দিলেন। সা'দ তাঁর ভাই আব্দুর রহমানকে বললেন: হে আমার ছোট ভাই! আমি মদিনার বড় বড় ধনীদের মধ্যে একজন। আমার দুইটি বাগান আছে এবং দুইজন স্ত্রী আছে। সুতরাং তুমি দেখ তোমার কোন বাগানটি পছন্দ হয় আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব এবং আমার কোন স্ত্রী তোমার পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিব।

হযরত আব্দুর রহমান বললেন: আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুক; বরং তুমি আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দাও।

তিনি তাঁকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বাজারে গিয়ে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন।

কিছুদিন পার হওয়ার পর তাঁর কাছে স্ত্রীর মোহরের টাকা সঞ্চয় হয়। আর তা দিয়ে তিনি বিয়ে করেন। তিনি সুগন্ধি গায়ে মেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন: আব্দুর রহমান এটা কি?

তিনি বললেন: আমি বিয়ে করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে কি দিয়েছ?

তিনি বললেন: এক নওয়াত পরিমাণ স্বর্ণ। (নওয়াত তৎকালীন স্বর্ণের একটি পরিমাপ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলীমা করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ও তোমার সম্পদে বরকত দান করুন।

তিনি বললেন: তারপর থেকে আমার নিকটে দুনিয়া এমনভাবে আসতে লাগল যে, আমি যদি কোনো পাথর উঠিয়ে দেখতাম সেখানেও স্বর্ণ-রুপা পাওয়ার আশা করতাম।

* * *

বদরের যুদ্ধে হযরত আব্দুর রহমান পূর্ণ শক্তি দিয়ে জিহাদ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে বিখ্যাত কাফের উমাইর বিন উসমান বিন কা'ব আত্তায়মীকে হত্যা করেন।

উহুদের যুদ্ধে যখন সকল মুসলমানের বেহুঁশ অবস্থা তখন তিনি অটল ছিলেন। তাঁর গায়ে বিশটিরও বেশি আঘাত ছিল। কিছু কিছু ক্ষত এত বড় ছিল যে, সেখানে হাত ঢুকানো যেত।

কিন্তু এত কিছুর পরেও আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমনভাবে জিহাদ করেন যার তুলনা খুব কমই আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদে মুসলমানদেরকে দান করতে বললে হযরত আব্দুর রহমান এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে চার হাজার আছে। আমি দুই হাজার আমার রবের জন্য দিলাম আর দুই হাজার আমার পরিবারের জন্য রেখে আসলাম।

রাসূল তাঁকে বললেন: তুমি যা কিছু দান করেছ তাতে আল্লাহ বরকত দান করুন আর যা কিছু রেখেছ তাতেও আল্লাহ বরকত দান করুন।

* * *

রাসূল ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধ করার ইচ্ছা করেন। এ যুদ্ধ রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পদ যেমন কম ছিল তেমনি সংখ্যাও কম ছিল। অন্যদিকে রোমের সৈন্যবাহিনী ছিল প্রচুর।

তাছাড়া সেই বছর ছিল খরার বছর, সফর ছিল অনেক দূরে, সামগ্রী ছিল কম এবং বাহনও ছিল অনেক কম। এমনকি কিছু মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ বাহন না থাকার কারণে তাদেরকে নিতে পারেননি। জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে পারায় তাদের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি ঝরতে লাগল। আর এ কারণে তাদের নাম রাখা হয় বাক্কায়ূন অর্থাৎ কান্নাকাটি করণেওয়ালারা। আর এই সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয় জায়সূল উস্‌রাহ্।

এ সময় রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে বেশি বেশি দান করার আদেশ দিলেন এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা করতে বললেন। মুসলমানগণ রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে যার কাছে যা আছে তা নিয়ে ছুটে আসে। দানকারীদের অগ্রভাগে ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ। তিনি দুইশত উকিয়া স্বর্ণ দান করেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: আব্দুর রহমান! তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ?

তিনি বললেন: আমি যা দান করেছি এর থেকে বেশি এবং উত্তম জিনিস তাদের জন্য রেখে এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন: কত?

তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রিযিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের যে ওয়াদা দিয়েছেন তা রেখে এসেছি।

* * *

তাবুক যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে এমন একটি সম্মান দান করেছেন যা অন্য কাউকে দান করেননি। নামাজের সময় হয়েছে, কিন্তু রাসূল ﷺ উপস্থিত ছিলেন না। তখন হযরত আব্দুর রহমান তাদের ইমামতি করেন। তিনি প্রথম রাকাত শেষ করার পূর্বে রাসূল ﷺ এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর পেছনে ইকতিদা করেন।

প্রিয় পাঠক! শ্রেষ্ঠ মানবের ও শ্রেষ্ঠ রাসূলের নামাজের ইমামতি করার থেকে আর কোনো জিনিস উত্তম হতে পারে?!!!

* * *

রাসূল ইন্তেকাল করার পর তিনি উম্মহাতুল মুমিনীনদের বিভিন্ন প্রয়োজন পুরো করতেন। তাদের সাথে হজ্ব করতেন এবং তারা কোথাও যেতে চাইলে তিনি নিয়ে যেতেন। তাদের সব রকমের কাজ তিনি করে দিতেন।

* * *

আব্দুর রহমান বিন আউফ -এর পুণ্যতা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তিনি চল্লিশ হাজার দিনার দিয়ে একটি জমিন ক্রয় করে তা গরিব মুসলমান ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

যখন হযরত আয়েশা -এর নিকটে তা প্রেরণ করা হলে তিনি বললেন: এটি কে প্রেরণ করেছেন?

বলা হল: আব্দুর রহমান বিন আউফ।

তিনি বললেন: রাসূল বলছেন: ধৈর্যশীলরাই কেবল আমার পর তোমাদের ওপর সহনুভূতি করবে।

* * *

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন আর তাই হযরত আব্দুর রহমান যেখানেই হাত দিতেন সেখানেই লাভবান হতেন। তিনিই যে ব্যবসা করতেন তাতেই লাভ হতো। তিনি ব্যবসা থেকে ফিরে আসার সময় তাঁর পরিবার ও অন্যান্য গরিব মুসলমানদের জন্য খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে আসতেন।

এরপর তার পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু গরিব মুসলমানদেরকে দান করে দিতেন।

* * *

একদিন আব্দুর রহমান -এর ব্যবসায়ী কাফেলা মদিনা ফিরে আসে। তিনি এত পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে আসেন যা বহন করে নিয়ে আসে সাত শত উট। সে বহরে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিস ছিল।

মদিনা প্রবেশ করার পর তাঁর সাত শত উটের হাঁটার কারণে মাটিতে কম্পন শুরু হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা বললেন: এ কম্পন কিসের?

তাঁকে বলা হলো- এটি আব্দুর রহমান বিন আউফের।

তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন এবং আখেরাতে আরো উত্তম সওয়াব দান করুন।

* * *

বোঝা নামার পূর্বেই তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-এর কথা শুনতে পেয়ে বললেন: হে আম্মা! আপনি সাক্ষী থাকেন এ উটগুলোতে যা কিছু আছে তাঁর সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

* * *

তাঁর সারাটি জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকত প্রতিফলিত হয়। এমনকি তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যান এবং সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হন। কিন্তু এ সম্পদ তিনি জমা করে রাখেননি; বরং তাঁর ডানে-বামে সামনে, পেছনে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করেছেন।

যেমন তিনি একবার চল্লিশ হাজার দেরহাম দান করেছেন, আবার চল্লিশ হাজার দিনার দান করেছেন, আবার স্বর্ণের দুইশত উকিয়া দান করেছেন।

তাছাড়াও তিনি পাঁচশত মুজাহিদকে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়েছেন। এরপর অন্য এক জিহাদে তিনি দেড় হাজার মুজাহিদকে বাহন প্রদান করেন।

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনেক গোলামকে আজাদ করে দেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য চারশত দিনার করে অসীয়ত করেন যান।

তারপর তিনি উম্মুল মুমিনীনদের জন্য অনেক পরিমাণ সম্পদ দান করতে অসীয়ত করেন। এ কারণে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তাঁর জন্য দোয়া করতেন। আল্লাহ যেন তাঁকে সালসাবিলের পানি পান করান।

এতকিছুর পর তিনি তাঁর ওয়ারিসদের জন্য এত বেশি সম্পদ রেখে যান যা গণনা করা অসম্ভবের মতো।

তিনি এক হাজার উট, একশত ঘোড়া, তিন হাজার বকরি রেখে যান। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। শরীয়ত অনুসারে স্ত্রীরা স্বামীর সন্তান থাকলে সম্পদের এক অষ্টম অংশ পাবে। চার জনের মধ্যে তার সম্পদের এক অষ্টম অংশকে চার ভাগ করে দেওয়াতে তাঁরা একজনে আশি হাজার করে পেয়েছেন। সেই সময় আশি হাজারের দাম বর্তমানের সাথে তুলনা করলে কত হবে আল্লাহ ভালো জানেন। তাহলে তাঁর স্ত্রীরা মোট দুই শত চল্লিশ হাজার পেয়েছেন। তাহলে তার মোট সম্পদ কত ছিল আপনারাই ভেবে দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পদে মতো বরকত দান করেছেন।

এসব শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ।

* * *

এত সম্পদ থাকার পরেও তাঁর মাঝে দুনিয়াদারীদের মতো লোভ বা অহংকার ছিল না। তাঁর ও তাঁর দাস-দাসীদের পোশাক একই ছিল। তাঁর মাঝে আর দাস-দাসীদের মাঝে পার্থক্য করা যেত না।

একদিন তিনি রোযা রেখে ছিলেন, তখন তাঁর নিকটে খাবার আনা হলে তিনি খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন: উমাইর বিন মুসয়াব, আমারা তাকে দাফন করতে গিয়ে তার পুরো শরীর ঢাকার জন্যে একটি কাপড় পাইনি। আমরা তার মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত হয়ে যেত আর পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত।

তারপর আল্লাহ্ আমাদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

আমি ভয় করি না জানি আমদেরকে আখেরাতে প্রতিদান দেরিতে দেওয়া হয়।

এ কথাগুলো বলার পর তিনি অনেক কান্নাকাটি করলেন এবং খাবার না খেয়ে রেখে দিলেন।

* * *

হযরত আব্দুর রহমানের জন্য সুসংবাদ। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

তাঁর জানাযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মামা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বহন করেছেন।

আর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন।

আপনি চিন্তামুক্ত হয়ে পরপারে চলে যান, কেননা আপনি এই উম্মতের খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে পেয়েছেন এবং এ উম্মতের ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রগামী হয়েছেন।

তথ্য সূত্র

১. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।
২. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৩. তারীখুল খমীস - ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃ.।
৪. আল বাদউ ওয়াত্ তারীখ - ৫ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।
৫. আর রিয়াদুন নাদ্রা - ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃ.।
৬. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ২৮১ পৃ.।
৭. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৪১৬ পৃ.।
৮. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৯. হায়াতুস্ সাহাবা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৭ম খণ্ড, ১৬৩ পৃ.।
১১. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃ.।
১২. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪২ পৃ.।
১৩. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৩৯৩ পৃ.।

হযরত
জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আমি জাফরকে জান্নাতে দেখেছি, তার রক্তমাখা দুটি ডানা রয়েছে এবং তার পাগুলো রক্তে রঞ্জিত।" [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

বনূ আবদে মানাফ গোত্রের পাঁচজন লোক ছিলেন যাদের সাথে চেহারাগতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্য ছিল। অনেক সময় দূর থেকে দেখলে তাদের মধ্যে কে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ তা চিনতে কষ্ট হয়ে যেত।

আসুন আমরা তাদের নাম জেনে নিই।

আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই এবং দুগ্ধ সম্পর্কে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ ভাই ছিলেন।

কুসাম বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই।

সায়িব বিন উবাইদ বিন ইয়াজিদ বিন হাসিম, তিনি ইমাম শাফিয়ীর দাদা।

হাসান বিন আলী, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতি এবং ফাতেমার পুত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার সাথে তার চেহারা সবচেয়ে বেশি মিল ছিল।

জাফর বিন আবু তালিব, তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাই। আর এখন আমরা আপনাদের সামনে তাঁর জীবনী তুলো ধরব।

* * *

আবু তালিব কোরাইশদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি হওয়ার পরেও তিনি ছিলেন অভাবী। তাছাড়া তার পরিবারও ছিল অনেক বড়।

অন্যদিকে তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল টানা খরা লাগার কারণে। ওই বছর পুরোই খরা ছিল যার কারণে কোরাইশদের ওপর মহা মসিবত নেমে আসে। অবস্থা এত খারাপ হয় যে, মানুষ খাওয়ার জন্যে পুরাতন হাড্ডি সংগ্রহ করতে লাগল।

বনূ হাসিমের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর চাচা আব্বাসকে তখনো অভাব স্পর্শ করেনি।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন: আপনার ভাই আবু তালিব, তাঁর পরিবার অনেক বড়। আর আপনি দেখছেন মানুষকে কি রকম দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা আক্রান্ত করেছে। আপনি আমার সাথে চলুন যাতেকরে আমরা তার পরিবারের কিছু সদস্যকে আমাদের নিকটে নিয়ে আসতে পারি। আমি তার এক ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিব আর আপনি অন্য জনের দায়িত্ব নিবেন।

আব্বাস বললেন: তুমি ভালো কাজের দিকে ডাক দিয়েছ এবং পুণ্য কাজে উৎসাহিত করেছ।

তারপর তাঁরা দুইজন আবু তালিবের বাড়িতে গিয়ে পৌছেন এবং বলেন: আমরা আপনার বোঝা হালকা করার জন্য এসেছি যতক্ষণ না মানুষদের থেকে এ দুর্ভিক্ষ কেটে যায়।

তিনি তাঁদের দুইজনকে বললেন: তোমরা আকীলকে আমার নিকটে রেখে বাকিদের থেকে যাদেরকে চাও নিয়ে যাও।

তখন মুহাম্মদ আলী -এর দায়িত্ব নিলেন আর আব্বাস জাফর -এর দায়িত্ব নিলেন।

এরপর হযরত আলী রাসূল নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার কাছেই থাকেন। আর তিনি ছিলেন যুবকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

অন্যদিকে জাফর তাঁর চাচা আব্বাস -এর নিকটে বড় হতে লাগলেন।

* * *

হযরত জাফর ও তাঁর স্ত্রী ইসলামের সূচনা কালেই ঈমানের পথে পা বাড়ান। রাসূল দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁরা দুইজন আবু বকর -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই হাসিমী যুবককে অন্যান্য নওমুসলিমদের মতো অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি সকল কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন কেননা তিনি জানতেন জান্নাতের পথ কাঁটা বিছানো। সুতরাং জান্নাতে যেতে চাইলে একটু কষ্ট করতে হবেই। কোরাইশরা তাঁর মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁরা মুসলমানদেরকে শান্তি মতো ইবাদত করতে দিত না। প্রতিটি রাস্তায় তারা পাহারা দিত।

এ কঠিন অবস্থায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাসূল -এর নিকটে হাবশা হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

তাঁদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখে রাসূল -এর মনে খুব দুঃখ লাগল। অথচ কোনো অপরাধ তাদের নেই, একটাই অপরাধ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কম ও শক্তিতে দুর্বল হওয়ার কারণে এ অত্যাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম হননি।

* * *

প্রথম হিজরতকারীদের সফর হাবশার দিকে চলতে লাগল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জাফর বিন আবু তালিব। তাঁরা ন্যায়বান শাসক নাজ্জাসীর নিকটে আশ্রয় নিলেন।

হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানগণ এ প্রথম নিরাপত্তার স্বাদ গ্রহণ করতে ছিলেন। তাঁরা ইবাদতের স্বাদ কোনো কিছু বিস্বাদ করা ব্যতীত এবং কোনো প্রকার সৌভাগ্যতাকে হারানো ব্যতীত ভোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু অন্যদিকে কোরাইশরাও থেমে ছিল না। তারা যখন জানতে পারল মুসলমানগণ সেখানে শান্তিতে বসবাস করছিল তা তাদের সহ্য হলো না। আর তাই তারা হাবশার বাদশাহকে মুসলমানদেরকে হত্যা করতে বা কঠিন শাস্তি প্রদান করতে পরামর্শ দিল।

আর সেই ঘটনা সম্পর্কে আমরা উম্মে সালমার থেকে বর্ণিত হাদীসটি আপনাদের নিকটে পেশ করছি।

* * *

হযরত উম্মে সালমা বলেন:

আমরা হাবশাতে যাওয়ার পর সেখানে উত্তম প্রতিবেশী পাই। আমরা আমাদের ধর্ম ও ইবাদতের ব্যাপারে নিরাপত্তা পাই। সেখানে কোনো কষ্ট সহ্য করতে হয়নি এবং কোনো খারাপ কথা শুনতে হয়নি। যখন কোরাইশরা এটা জানতে পারল তখন তারা পরামর্শ করে তাদের সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী দুইজন লোক নাজ্জাসীর নিকটে প্রেরণ করে। তারা হচ্ছে আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন রবীয়া। সাথে সাথে তারা নাজ্জাসীর জন্য অনেক উপহার নিয়ে গেল। তারপর তাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে, আমাদের সম্পর্কে কথা বলার পূর্বে তারা যেন উপহারগুলো নাজ্জাসীকে দেয়।

* * *

তারা হাবশায় গিয়ে নাজ্জাসীর পাদরিদেরকে বিভিন্ন প্রকার উপহার দিল। তারা দুইজন পাদরিদেরকে বলল: তোমাদের রাজ্যে আমাদের কিছু বোকা লোকেরা এসেছে। তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম থেকে ত্যাগ করেছে। তারা তাদের গোত্র থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যখন তোমাদের রাজার সাথে তাদের ব্যাপারে কথা বলব তোমরা রাজাকে পরামর্শ দিবে তিনি যেন তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেয় এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করে। কেননা গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের থেকে অধিক বুঝে এবং তারা যে ধর্মের ওপর ঈমান এনেছে তা সম্পর্কে জানে।

পাদরিরা বলল: ঠিক আছে।

উম্মে সালমা বলেন: আমর ও তার সাথির কাছে সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল, যদি আবার নাজ্জাসী আমাদের কাউকে ডেকে নিয়ে আমাদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করে।

* * *

তারপর তারা দুইজন নাজ্জাসীর নিকটে আসে এবং তাঁকে দামি দামি উপহার দিয়ে অবাক করে। তারা তাঁকে বলল:

হে সম্মানিত সম্রাট! আমাদের গোত্রের কিছু নিম্নমানের লোক নতুন ধর্ম গ্রহণ করে আপনাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানি

না এবং আপনারাও জানেন না। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে তবে আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি।

তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের বাপ-চাচা ও গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। কেননা তাদের অভিবাকরা তাদের কৃত ফেতনা সম্পর্কে অধিক ভালো জানেন।

নাজ্জাসী তাদের কথা শুনে পাদরিদের দিকে তাকালেন।

পাদরিরা বলল: হ্যাঁ সত্য। নিশ্চয়ই তাদের গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তাদের থেকে বেশি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। সুতরাং আপনি ওদেরকে তাদের নিকটে ফিরিয়ে দিন।

পাদরির এমন কথায় নাজ্জাসী খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন: না, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে ডেকে তাদের সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছে তা জানব এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিব। আর যদি সত্য না হয় তাহলে তাদেরকে আমি আমার প্রতিবেশী করে রেখে দিব এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব।

* * *

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন: তারপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নাজ্জাসী আমাদেরকে ডাকলেন ।

আমরা তাঁর নিকটে যাওয়ার আগে একত্রিত হয়ে একে অপরকে বললাম: নাজ্জাসী তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; সুতরাং তোমরা তোমাদের ধর্মকে তাঁর কাছে তুলে ধরবে। আর আমাদের সবার পক্ষ থেকে জাফর বিন আবু তালিব কথা বলবে আর কেউ বলবে না।

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন: তারপর আমরা নাজ্জাসীর কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম নাজ্জাসী তাঁর পাদরিদেরকে ডাকছিল। পাদরিরা তাঁর ডানেবামে এসে বসলো। তারা তাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করল, মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে এবং তাদের কিতাবসমূহ তাদের পাশে রাখল।

আমরা আরো দেখতে পাই নাজ্জাসীর নিকটে আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন আবু রবীয়া বসে আছে।

মজলিস বসার পর নাজ্জাসী আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল- তোমাদের নতুন ধর্মটি কি? যার কারণে তোমরা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং আমার ধর্মেও প্রবেশ করনি আবার অন্য কোনো ধর্মেও প্রবেশ করনি।

তাঁর কথার জবাব দেওয়ার জন্য জাফর সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন: হে সম্মানিত সম্রাট! আমরা একটি মূর্খজাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত

জন্তু ভক্ষণ করতাম, খারাপ কাজ করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম, আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত এভাবে আমাদের দিন চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ করে মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ করেন। যার বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবেই জানি।

তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর পথে ডাকেন। আমরা যেন একত্ববাদ স্বীকার করে একমাত্র তাঁর ইবাদত করি এবং আমরা যে সকল পাথর ও মূর্তির ইবাদত করি তা যেন ছেড়ে দিই।

তিনি আমাদেরকে আরো আদেশ দেন আমরা যাতে সত্য কথা বলি, আমানতদারিতা রক্ষা করি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করি এবং আমরা যেন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকি, রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকি। তিনি আমাদের আরো নিষেধ করেন, আমরা যেন যিনা ব্যভিচার না করি, কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ না দিই, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ না করি এবং সতী মহিলাদেরকে যিনার অপবাদ না দিই।

তিনি আমাদেরকে আরো নির্দেশ দেন আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি। আমরা যাতে নামাজ আদায় করি, যাকাত দান করি, রমজান মাসে রোজা রাখি।

আমরা তাঁর কথা সত্যায়ন করলাম এবং এর ওপর ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি আমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা আমরা হালাল হিসেবে মেনে নিলাম এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে মেনে নিলাম।

এতে আমাদের গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগল এবং আবার মূর্তিপূজা করার প্রতি জবরদস্তি করতে লাগল।

যখন তাদের জুলুম অত্যাচার বেড়ে যেতে লাগল এবং আমাদের জন্যে সেখানে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে গেল তখন আমরা আপনার দেশে চলে আসি। আমরা আপনার নিকটে থাকাটা বেছে নিলাম এবং আপনার প্রতিবেশী হওয়ার প্রতি আগ্রহী হলাম; আর আমরা আশা করলাম আপনি আমাদের প্রতি জুলুম করবেন না।

* * *

হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন:

তারপর নাজ্জাসী হযরত জাফর বিন আবু তালিবের দিকে ফিরে বললেন: তোমাদের নবী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এর কিছু তোমাদের জানা আছে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

নাজ্জাসী বললেন: তুমি তা পাঠ কর।

তারপর তিনি পাঠ করতে লাগলেন। তিনি যে আয়াতগুলো নাজ্জাসীর সামনে তেলাওয়াত করেছেন।

كٓهيعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

অনুবাদ- "কাফ-হা- ইয়া-আঈন-সোয়াদ। (হে নবী) ইহা হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের স্মরণ, যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর করেছিলেন। যখন তিনি একান্ত নীরবে তার প্রতিপালককে ডাকছিল। .... [সূরা মারইয়াম-১-৪]

তিনি তেলাওয়াত করতে করতে একটি শ্লোক শেষ করেন।

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: তাঁর তেলাওয়াত শুনে নাজ্জাসী এত বেশি কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে গেল এবং যে সকল পাদরিরা তাঁর পাশে ছিল তাঁরাও অনেক কেঁদেছেন।

নাজ্জাসী বললেন: এতো তা যা হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। উভয়টি একই যায়গা থেকে এসেছে।

তারপর তিনি আমর ও তার সাথির দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমরা চলে যাও, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে তোমাদের নিকট কখনো সোপর্দ করব।

* * *

হযরত উম্মে সালমা বলেন:

আমরা নাজ্জাসীর নিকট থেকে বের হয়ে আসলে আমর বিন আস আমাদেরকে হুমকি দিয়ে তার সাথিকে বলে- আল্লাহর শপথ! আমি কালকে আবার নাজ্জাসীর নিকটে আসব। আমি তাঁকে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করব যা তাঁর মনে ওদের প্রতি ঘৃণায় ভরে দিবে। আমি ওদেরকে শিকড় থেকে আলাদা করে দিব।

আব্দুল্লাহ বিন আবু রবীয়া বলল: তুমি তা করবে না কেননা ওরা আমাদের নিকটাত্মীয় যদিও ওরা আমাদের বিরোধিতা করে।

আমর তাকে বলল: তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর শপথ! আমি এমন বিষয়ে খবর দিব যা তাদের পা কাঁপিয়ে দিবে।

আল্লাহর শপথ! আমি বলব: তারা ঈসা বিন মারইয়ামকে আল্লাহর বান্দা মনে করে।

* * *

পরের দিন আমর নাজ্জাসীর নিকটে গিয়ে বলল: হে সম্রাট! আপনি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ করছেন তারা ঈসা বিন মারইয়াম সম্পর্কে জঘন্য

কথা বলে। আপনি তাদের নিকটে লোক প্রেরণ করুন এবং তাদেরকে ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন:

আমরা যখন এটা জানলাম, আমারা অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি, এত বেশি চিন্তিত আমরা আর কখনো হয়নি। আমরা একে উপরকে বলতে লাগলাম: সম্রাট তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তোমরা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলবে?

আমরা বললাম: আল্লাহর শপথ! ঈসার (আঃ)-এর সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন আমরা তা ব্যতীত অন্য কিছু বলব না। আমরা এর বাইরে এক নখ পরিমাণও যাব না। আর এ কারণে যা হবার হোক।

তারপর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কথা বলার জন্য আবারও জাফর বিন আবু তালিবকে নির্ধারণ করি।

নাজ্জাসী আমাদেরকে ডাকলে আমরা তাঁর নিকটে যায়। আমরা দেখতে পেলাম গতদিনের মতো তাঁর পাশে তার পাদ্রীরা বসে আছে। আর তাদের পাশে আমর ও তার সাথি আব্দুল্লাহও ছিল।

আমরা নাজ্জাসীর নিকটে গেলে তিনি আমাদেরকে বললেন: তোমরা ঈসা বিন মারইয়াম সম্পর্কে কি বল?

জাফর বিন আবু তালিব বলল: আমাদের নবী যা নিয়ে এসেছে আমরা তাই বলি।

তিনি বললেন: সেই নবী কি বলেন?

জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: তিনি বলেন: ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি রূহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ। যে কালেমা আল্লাহ তাআলা কুমারী মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছেন।

নাজ্জাসী জাফরের কথা শুনার পর সাথে সাথে মাটিতে থাপ্পড় দিয়ে বললেন: আল্লাহর শপথ! ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন তা একচুল পরিমাণও মিথ্যা নয়।

তারপর তাঁর পাশে থাকা পাদরিরা এ কথার বিরোধিতা করতে চাইল।

তখন তিনি বললেন: যদিও তোমরা অস্বীকার কর (তবুও এ কথাই সত্য)।

তারপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমরা যাও তোমরা নিরাপদ।

যে তোমাদেরকে গালি দিবে তাকে জরিমানা দিতে হবে আর যে তোমাদের বাধা দিবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

তারপর তিনি আমর ও তার সাথি আব্দুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন: এই দুই লোকের দেওয়া উপহারগুলো ফিরিয়ে দাও কেননা তা আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: তারপর আমর ও আব্দুল্লাহ ভাঙা হৃদয় নিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে বের হয়ে গেল। আর আমরা সম্মানের সাথে নাজ্জাসীর নিকটে অবস্থান করতে লাগলাম।

* * *

হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর স্ত্রী নাজ্জাসীর নিকটে দশ বছর খুব নিরাপদে ছিলেন। সপ্তম হিজরীতে হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাবশা ত্যাগ করে এক দল মুসলমানদের সাথে মদিনার দিকে রওয়ানা দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি এ সংবাদ শুনতে পান।

তিনি জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমনে এত বেশি খুশি হন যে, তিনি বলেই ফেললেন- আমি জানি না খায়বার বিজয়ের কারণে আমি বেশি খুশি না কি জাফর আগমন করার কারণে বেশি খুশি। এছাড়াও সর্বসাধারণ মুসলমানদের মাঝেও জাফর আগমনের কারণে আনন্দের কমতি ছিল না। সবার থেকে গরিব-মিসকিনরা বেশি খুশি হয়েছে কেননা জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গরিব-মিসকিনদের ওপর অধিক দয়া করতেন এমন কি তার নাম উঠে যায় মিসকিনদের বাবা।

তার সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন- আমাদের মিসকিন দলের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানুষ ছিল হযরত জাফর। কেননা সে আমাদেরকে তাঁর বাড়ি নিয়ে তাঁর ঘরে যা থাকতো তা খেতে দিত। এমন কি যখন তার খাদ্য শেষ হয়ে যেত তখন সে তাঁর ঘির পাত্র বের করে আমাদেরকে দিত। সেই পত্রেও ঘি শেষ পর্যায়ে থাকত। আমরা তা ভেঙে সেটির ভেতরে লেগে থাকা ঘি চেটে খেতাম।

* * *

জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেশি দিন মদিনায় অতিবাহিত করেননি এর মধ্যে অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী তৈরি করেন। তিনি জায়িদ বিন হারিসাকে এ বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে বললেন: যদি জায়িদ বিন হারিসা শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন আবু তালিব দায়িত্ব নিবে আর জাফর শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা দায়িত্ব নিবে। আর আব্দুল্লাহ শহীদ হলে মুসলমানরা তাদের আমীর নির্ধারণ করে নিবে।

মুসলমানগণ মুতা নামক স্থানে পৌছার পর দেখল রোমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ এবং তাদের সাথে আরব খ্রিস্টানদের আরো এক লক্ষ সৈন্য ছিল।

আর অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

দুই বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলো, ধীরে ধীরে যুদ্ধের উত্তাপ বাড়তে লাগল। হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ করতে করতে এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তারপর জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিহাদের ঝাণ্ডা তুলে নিলেন।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا . طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا

وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا . كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا

عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

অনুবাদ-

"পবিত্র ও কোমল পানীয়বিশিষ্ট জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া,
আমার জন্য তা কতই না সুখকর।
আর রোমানরা তো রোমানই যাদের শাস্তি নিকটবর্তী হয়েছে
তারা কাফের তাদের নৈকট্য কতই না দূর।
আর তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে
তাদেরকে হত্যা করা আবশ্যক আমার ওপর।"

তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তীব্র আক্রমণ করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়েন। শত্রুরা তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে এতে তিনি বাম হাতে ইসলামের ঝাঁণ্ডা তুলে নেন। তারা তাঁর বাম হাতও কেটে ফেলে তখন তিনি তাঁর বুকের ওপর দুই বাহুর মাধ্যমে ঝাঁণ্ডা তুলে নেন। তারপর তারা তৃতীয় আঘাতটি করে এতে তাঁর দেহ দুই খণ্ড হয়ে গেল। তিনি তাঁর মহান রবের নিকটে চলে গেলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হওয়ার খবর জানতে পেরে খুব বেশি চিন্তিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই জাফরের বাড়ির দিকে গেলেন। তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে দেখতে পেলেন সে জাফরের জন্যে সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। সে নিজেও তার সন্তানদেরকে গোসল করিয়ে পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করাল।

* * *

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দিকে আসছিলেন আমি তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেলাম। আর এতে আমার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না এ ভয়ে যদি এমন কোনো খবর শুনি যা আমি কামনা করছি না।

তিনি আমাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: আমার নিকটে জাফরের সন্তানদেরকে নিয়ে আস।

আমি তাদেরকে ডেকে দিই। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে খুশি হয়ে ছুটে যায়। তারা তাঁর নিকটে ভিড় করতে লাগল এবং প্রত্যেকে নিজেকে রাসূল ﷺ-এর অধিক নিকটে যেতে চেষ্টা করল।

রাসূল ﷺ তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তাদের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন আর তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরছিল।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল আপনি কেন কাঁদছেন?

আপনার নিকটে কি জাফর ও তাঁর সাথিদের ব্যাপারে কোনো সংবাদ এসেছে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারা আজ শহীদ হয়েছে।

বাচ্চারা যখন দেখল তাদের মা কান্না শুরু করল তখন তাদের হাসি হারিয়ে গেল।

আর রাসূল ﷺ তাঁর চোখের পানি মুছতে মুছতে চলে যেতে লাগলেন আর বললেন: আমি জাফরকে জান্নাতে দেখেছি, তার রক্তমাখা দুটি ডানা রয়েছে এবং তার পাগুলো রক্তে রঞ্জিত।

তথ্য সূত্র

১. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ৩, ২০ পৃ।
২. আদ্ দুরারু ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস্ সিয়ারু লি ইবনি আব্দিল বার - ৫০, ২২২ পৃ.।
৩. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ.।
৪. ত্ববাকাতুবনি সা'দ - ৪র্থ খণ্ড, ২২ পৃ.।
৫. মু'জামুল বুলদান।
৬. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৪র্থ খণ্ড, ২৪১ পৃ.।
৮. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃ.।
৯. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃ.।
১০. হায়াতুস্ সাহাবা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১১. আল কামিলু লি ইবনিল আছীর - ২য় খণ্ড, ৩০,৯৬ পৃ.।
১২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ২১০ পৃ.।

হযরত
আবু সুফিয়ান বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আবু সুফিয়ান বিন হারিস জান্নাতের যুবকদের সর্দার"

[হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

দুইজন মানুষের মাঝে এতটা সাদৃশ্য খুবই কম থাকে যেমন সাদৃশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ছিল।

হযরত আবু সুফিয়ান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পরিবারে বেড়ে উঠেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটস্থ চাচার ছেলে।

আবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ ভাই। তাকে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হালিমা আস্‌সাদিয়া দুধ পান করিয়েছেন।

নবুওয়াতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন এবং তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক বেশি সাদৃশ্য ছিল।

* * *

এ দিকগুলো লক্ষ্য করলে আবু সুফিয়ানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এত বেশি সাদৃশ্য ছিল যে, যা অন্য দুইজনের মধ্যে খুবই কম পাওয়া যায়।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে অগ্রগামী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হোক, কিন্তু ব্যাপারটি পুরোই উল্টো হয়ে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথ দেখাতে লাগলেন তখন আবু সুফিয়ানয়ের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে তুচ্ছ চোখে দেখলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেন তখন আবু সুফিয়ান কোরাইশদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন এবং তিনি উল্লেখযোগ্য একজন কবিও ছিলেন।

তিনি তাঁর জিহ্বাকে সর্বদা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ব্যস্ত রাখলেন এবং তার সমস্ত শক্তি দিয়ে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন।

কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছে তিনি তাদের অগ্রভাগে ছিলেন এবং কোরাইশরা মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য যত কিছুর আয়োজন করেছে প্রতিটি কাজে তাঁর বিরাট অবদান ছিল।

* * *

আবু সুফিয়ানকে শয়তান এত বেশি ধোঁকা দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করার কাজে লেগে থাকতেন এবং তিনি রাসূল ﷺ-কে খারাপ গালা-গালি করতেন।

* * *

আবু সুফিয়ান দীর্ঘ বিশ বছর রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করে কাটান। এ বিশ বছরে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান করার এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার সুযোগ তিনি যখনি পেয়েছেন তা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

* * *

মক্কা বিজয় নিকবর্তী হলে আবু সুফ্য়ানের ইসলাম গ্রহণের সময় হয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়ে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা আমরা আপনাদের নিকটে পেশ করলাম। যে ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন:

ইসলামের ভিত্তি যখন শক্তিশালী হয়ে গেল, সারা আরবে ইসলামের সুনাম ও প্রচার ছড়িয়ে পড়ে এবং রাসূল ﷺ-এর মক্কা আগমনের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। আমি বলতে লাগলাম- আমি কোথায় যাব?

আমি কার সাথি হব?

এবং আমি কার সাথে থাকব?

আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রের নিকটে এসে বললাম: তোমরা মক্কা থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নাও। মুসলমানরা আমাকে পেলে নিশ্চিত হত্যা করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তারা আমাকে বলল: এখন তোমার চোখ খুলছে? আরব ও অনারব সবাই মুহাম্মদের আনুগত্য বেছে নিয়েছে এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে আর তুমি তাঁর বিরোধিতা করে গেছ অথচ তুমি তাঁকে অধিক সাহায্য করার কথা ছিল।

তারা আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগল। এমনকি অবশেষে আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণের জন্য আমার অন্তর খুলে দেয়।

* * *

আমি সেখান থেকে উঠে আমার গোলামকে বললাম: আমাদের জন্যে একটি উট ও একটি ঘোড়া প্রস্তুত কর। আমি আমার সাথে জাফরকে নিলাম। আমরা মক্কা থেকে মদিনার পথে চলতে শুরু করলাম। কারণ আমি শুনতে পেয়েছি মুহাম্মদ সেখান দিয়ে আসছে।

আমি মুসলমান বাহিনীর নিকটবর্তী হতে আমার ভয় হয়, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে আমার ইসলামের কথা প্রকাশ করার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সাহাবী যদি আমাকে চিনে ফেলে তাহলে তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

আমি এক মাইলের মতো পায়ে হাঁটি। ওই দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একের পর এক মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ করতে সামনের দিকে যাচ্ছিলাম যাতে তারা আমাকে চিনতে না পারে।

* * *

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পেলাম। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে দেখে তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার তার সামনে গেলাম তিনি আবারও তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েক বার হয়।

* * *

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ অনেক খুশি হবেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন দেখল রাসূল আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন তারাও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করি, কিন্তু সে আরো মারাত্মকভাবে আমার থেকে বিমুখ হলো। আমি উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর দিকে তাকালে তাকে আরো মারাত্মক অবস্থায় দেখতে পেলাম; বরং সে আমার বিরুদ্ধে এক আনসারীকে উত্তজিত করে দিল, তখন সে বলতে লাগলো: হে আল্লাহর শত্রু! তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে কষ্ট দিতে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এত বেশি শত্রুতা করেছ যে, এর পরিমাণ জমিনের পূর্ব পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌছে গেছে।

আনসারী লোকটি আমাকে জোরে জোরে বকাবকি করতে লাগল এবং মুসলমানরা আমার দিকে রাঙা চোখে তাকাতে লাগল।

এমন সময় আমি আমার চাচা আব্বাসকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বলি- হে আমার চাচা! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে এবং আমার বংশে আমি সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন হওয়ার কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁকে খুশি করতে চাই। আপনি তো জানেন তিনি কি করে ছিলেন। সুতরাং আপনি তাঁর কাছে আমার সম্পর্কে কথা বলুন তিনি যেন আমার ওপর সন্তুষ্ট হন।

আমার চাচা বললেনঃ না, আমি তোমার উপরে তার অসন্তুষ্টি ভাব দেখে কখনো তোমার সম্পর্কে তাকে কিছুই বলব না। তবে যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে বলব। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি।

আমি বললামঃ হে চাচা! তাহলে আপনি আমাকে কার কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন।

তিনি বললেনঃ তুমি যা শুনেছ তা ব্যতীত আমার কাছে কিছুই করার নেই।

এতে আমি মারাত্মকভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ি। তারপর আমি আমার চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখে তার সাথে কথা বলি, কিন্তু সেও একই কথা বলল।

এরপর আমি আমার চাচার নিকটে গিয়ে বললামঃ হে আমার চাচা! আপনি যদিও আমার পক্ষে কাজ করতে না পারেন অন্তত ওই লোকটিকে আমার দোষ বলা থেকে বিরত রাখেন যে আমার দোষ বলে মানুষকে উত্তেজিত করছিল।

তিনি বললেনঃ সে দেখতে কেমন তা বল।

আমি তার শরীরের আকৃতি বর্ণনা করলাম। সে ছিল নোমান বিন হারিস।

তিনি আমাকে নিয়ে তার নিকটে গেলেন। তিনি তাকে বললেনঃ হে নোমান! নিশ্চয়ই আবু সুফয়ান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই এবং আমার ভাতিজা। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর এখন রাগান্বিত অতি শীঘ্রই তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন; সুতরাং তুমি তার দোষ বলা থেকে বিরত থাকো।

এতে সে আমার বিরুদ্ধে বলা থেকে বিরত থাকতে রাজি হয়ে বললঃ আমি এরপর আর তার বিরুদ্ধে বলব না।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুহ্ফা অবতরণ করলেন আমি তার তাঁবুর দরজার সামনে বসেছিলাম। আমি তাঁকে বের হতে দেখলাম তিনি তখন আমাকে উপেক্ষা করে চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু এরপরেও আমি তাঁকে খুশি করতে নিরাশ হইনি। আমি প্রতিটি জায়গায় তার সামনে অবস্থান করতাম যাতেকরে

তিনি আমাকে দেখতে পান আর আমার ছেলে জাফর আমার পেছনেই অবস্থান করত, কিন্তু প্রতিবারই তিনি আমাকে দেখে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতেন।

এভাবে কিছুদিন চলতে লাগল, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর রাগ ভাঙ্গাতে না পারায় বিষয়টি আমার কাছে খুব কঠিন হয়ে গেল এবং আমার কাছে সবকিছু সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: আল্লাহর শপথ! হয় রাসূল ﷺ আমার ওপর খুশি হবেন না হয় আমি আমার এই ছেলেকে নিয়ে নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাব এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্থ হয়ে মারা যাব।

রাসূল ﷺ একথা শুনতে পেলে আমার প্রতি তাঁর সহনুভূতি হলো। তিনি তাঁবু থেকে বের হওয়ার সময় আমার দিকে হাসি মুখে তাকালেন।

* * *

রাসূল ﷺ মক্কা প্রবেশ করলে আমি তাঁর রেকাবে প্রবেশ করি। তিনি মসজিদের দিকে যান আমিও তাঁর সাথে সাথে ছুটতে থাকি। আমি সারাক্ষণ তাঁর সাথেই ছিলাম।

হুনাইনের যুদ্ধে আরবরা রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করতে নামে। আরবরা এত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কখনো যুদ্ধে নামেনি। তারা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে সংকল্প করে।

রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে বের হলোম। মুশরিকদের বিশাল বাহিনী দেখতে পেয়ে আমি সংকল্প করলাম এ যুদ্ধে আমি আমার পিছনের জীবনে রাসূল ﷺ-এর যত বিরোধিতা করেছি তার কাফ্ফারা দিব। আমি রাসূল ﷺ-কে আমার এমন পারদর্শিতা প্রদর্শন করব যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে।

শুরুতেই যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা খুব নাজুক হয়ে গেল। প্রথমে কাফেরদের তীব্র আক্রমণে মুসলমানরা দিগবিদিক ছুটতে থাকে।

রাসূল ﷺ তাঁর জন্য আমার বাবা মা কোরবানী হউক, তিনি যুদ্ধের মাঝে তাঁর ধূসর বর্ণের খচ্চরের উপরে আরোহণ করে ছিলেন। তিনি মজবুত পাহাড়ের মতো নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশে তরবারি ঘুরাতে লাগলেন যেন তিনি একজন আক্রমণরত সাহসী সিংহ।

এদৃশ্য দেখে আমি আমার ঘোড়ায় লাফ দিয়ে চড়ে বসি এবং আমার তরবারির খাঁপ ভেঙে ফেলি। আল্লাহ জানেন, তখন আমি মৃত্যুকে বরণ করতে পূর্ণ ইচ্ছা করি।

আমার চাচা আব্বাস রাসূল ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আমি রাসূল ﷺ-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার চাচা রাসূল ﷺ-এর যে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমি তাঁর অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ডান হাতে

ছিল তরবারি যা দ্বারা আমি রাসূল ﷺ-কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিলাম আর বাম হাত ছিল রাসূল ﷺ-এর রেকাব।

রাসূল ﷺ যখন আমার বীরত্ব দেখতে পেলেন তিনি চাচা আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন- এ লোক কে?

তিনি বললেন: এ হচ্ছে আপনার ভাই ও আপনার চাচার সন্তান আবু সুফিয়ান বিন হারিস। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

রাসূল ﷺ বললেন: আমি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। সে আমার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ্ যেন সবগুলো মাফ করে দেন।

একথা শুনে আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল। আমি রাসূল ﷺ-এর পায়ে চুম্বন করলাম। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে আমাকে বললেন: হে আমার ভাই! সামনে পা বাড়াও এবং মারতে থাকো।

রাসূল ﷺ-এর কথা আমাকে উৎসাহ জাগাল এবং আমার যুদ্ধের চেতনা বাড়িয়ে দিল। আর তাই আমি মুশরিকদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার সাথে মুসলমানরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে আমরা মুশরিকদেরকে তিন মাইল দূরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদেরকে সবদিক দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধের পর থেকে রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সহবতে দিন কাটাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কখনো রাসূল ﷺ-এর চোখে চোখ রাখতেন না। কেননা অতীতে তিনি রাসূল ﷺ-কে অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছিলেন।

* * *

তিনি খুব আফসোস করতেন ওই সকল দিনের জন্য যা বিগত হয়ে গেছে অথচ তিনি তখন আল্লাহর নূর থেকে দূরে ছিলেন এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আর এ কারণে তিনি দিন-রাত কোরআন পাঠে ব্যস্ত থাকতেন এবং এর আহকামসমূহ মেনে চলতেন।

তিনি দুনিয়াবিরাগী হয়ে গেলেন এবং সব কাজের ওপর আল্লাহর কাজকে প্রধান্য দিতে লাগলেন। এমনকি একদিন রাসূল ﷺ তাঁকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন: আয়েশা! তুমি কি জান এই লোক টি কে?

তিনি বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন: সে হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান। দেখ সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করে এবং সবার পরে বের হয়। তার দৃষ্টি জুতার ফিতা পরিমাণও অন্য দিকে যায় না।

* * *

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দরবারে চলে গেলে তিনি মতো বেশি চিন্তিত হন যে, এ রকম খুব কম মানুষই হয়েছেন। তিনি অনেক বেশি কান্নাকাটি করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হারানোর শোকে তিনি তাঁর শানে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

أَرَقْتُ فَبَاتَ لَيْلِي لَا يَزُوْلُ — وَلَيْلُ أَخِي اَلْمُصِيْبَةِ فِيْهِ طُوْلُ

وَأَسْعَدَنِيْ اَلْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيْمَا — أُصِيْبَ اَلْمُسْلِمُوْنَ بِهِ قَلِيْلُ

لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيْبَتُنَا وَجَلَّتْ — عَشِيَّةَ قِيْلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُوْلُ

وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا — تَكَادُ بِهَا جَوَانِبُهَا تَمِيْلُ

فَقَدْنَا اَلْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ فِيْنَا — يَرُوْحُ بِهِ وَيَغْدُوْ جِبْرَئِيْل

وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ — نُفُوْسُ النَّاسِ أَوْ كَرُبَتْ تَسِيْلُ

نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا — بِمَا يُوْحٰى إِلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُ

وَيَهْدِيْنَا فَلَا نَخْشٰى ضَلَالًا — عَلَيْنَا وَالرَّسُوْلُ لَنَا دَلِيْلٌ

أَفَاطِمَ إِنْ جَزَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ — وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِيْ ذَاكَ السَّبِيْل

অর্থ-

আমি রাতে জেগে ছিলাম যার কারণে আমার রাত কাটছিল না,
অন্যদিকে আমার ভাইয়ের মসিবত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হচ্ছিল।
আমাকে ক্রন্দন সৌভাগ্যবান করেছে
ঐ তুলনায় মুসলমানদের কান্না স্বল্প ছিল।
যে বিকালে বলা হয়েছে রাসূল ইন্তেকাল করেছেন,
আমাদের মসিবত ওই বিকালে আরো বেড়ে গেল।
বিপদে আক্রান্ত আমাদের জমিন,
তা বিভিন্ন দিকে হেলে পড়ার উপক্রম হলো।
আমরা আমাদের অহী ও কোরআনকে হারিয়েছি,
যা নিয়ে জিবরাঈল সকাল-সন্ধ্যা আগমন করেছিল।
মানুষের হৃদয় তাঁর প্রতি ধাবিত হওয়া,
বা তাঁর নিকটবর্তী হওয়া থেকেও তা সত্য ছিল।
তিনি এমন নবী যাঁর অহী ও কথা
আমাদের থেকে সন্দেহ দূর করেছিল।
তিনি আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখান
আর তিনি রাসূল তো স্বয়ং এর দলীল।

হে ফাতেমা! তোমার ব্যাকুলতার যৌক্তিকতা রয়েছে
আর তাতেও রয়েছে যৌক্তিকতা যদি তুমি না হও ব্যাকুল।
তোমার পিতার কবর সকল কবরের সর্দার
আর সেখানে রয়েছে সকল মানুষের সর্দার স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

* * *

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আমলে হযরত আবু সুফিয়ান নিজের মৃত্যুকে অনেক কাছে মনে করলেন আর তাই তিনি নিজের কবর নিজেই খনন করলেন। এর মাত্র তিন দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মনে হয় মরণের সাথে তাঁর কোনো চুক্তি ছিল।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পরিবার ও সন্তানদেরকে ডেকে বললেন: তোমরা আমার জন্য কাঁদবে না। আল্লাহর শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আর কোনো গুনাহ্ করিনি।

তারপর তাঁর পবিত্র রূহ আল্লাহর দিকে উড়ে গেল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার জানাযার নামাজের ইমামতি করেছেন। তাঁকে হারিয়ে সাহাবায়ে কেরাম বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

তথ্য সূত্র

১. ত্ববাকাতু ফুহুলিশ্ শুআরা - ২-৬ পৃ.।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃ. ৫ম খণ্ড, ২৮২ পৃ.।
৩. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৫১৯ পৃ.।
৪. আল কামিলু লি ইবনিল আছীর - ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.।
৫. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃ.।
৬. তারীখুত্ ত্ববারী - ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃ.।
৭. আল ইসাবা - ৪র্থ খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৮. আত্ ত্ববাক্বাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃ.।
৯. আল ইসতিআ'ব - ৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
১০. নিয়াতুল আর্ব - ১৭তম খণ্ড, ২৯৮ পৃ.।
১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃ.।
১২. দুয়ালুল ইসলাম - ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
১৩. মাআর রঈলিল আওয়্যাল - ১০৪ পৃ.।

হযরত

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর, তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা মাতা কোরবান হউক।"

[রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে সা'দকে উৎসাহিত করছিলেন]

মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী-

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۝ وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ- "আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি (তারা যেন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে) কেননা তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো ছেড়েছে। (তোমাকে সৃষ্টি করার কারণে) তুমি আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং (তোমাকে লালন-পালন করার কারণে) তোমার মা বাবার শুকরিয়া আদায় কর; আর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরতে হবে।"

যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি তো শুধু তার কথাই শুনবে, যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে; অতঃপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে আসবে তখন তোমরা যা করেছ সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করব।" [সূরা লোকমান- ১৪-১৫]

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক দূর্লভ আকর্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। এ আয়াতসমূহে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এও বলা হয়েছে পিতা মাতা যদি শিরক করতে বাধ্য করে তাহলে তা করা যাবে না।

এ আয়াত দুইটি মক্কার এক সম্মানিত যুবকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যিনি অনেক উঁচু বংশের লোক ছিলেন। যাঁর পিতামাতাও অনেক সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

এ যুবকের নাম হচ্ছে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত নিয়ে ধরায় আগমন করেন তখন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক তাগড়া যুবক ছিলেন। যিনি তাঁর পিতামাতাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। বিশেষকরে তিনি তাঁর মাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

তাঁর বয়স যখন সতেরো বছর তখন থেকে তিনি চাদরের দুই পাশ সেলাই করে পরিধান করতেন, এটি ছিল তাঁর বয়সের সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ।

তিনি অন্যান্য ছোট ছেলে-মেয়েদের মতো খেলনা খেলতে আগ্রহী ছিলেন না; বরং তিনি ছোট বয়স থেকে তীর-ধনুক ও বর্শা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখতে চেষ্টা করেছিলেন।

আবার অন্যদিকে তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের মতো ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কোরাইশদের মূর্তিপূজা ও অত্যাচার জুলুমকে মনে মনে ঘৃণা করতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এ সমাজকে ভালো করতে বড় কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন।

* * *

তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর হাতে তিনি মানুষকে জুলুম ও অত্যাচারের পথ থেকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসেন। সেই হাত ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত। যে হাতে ছিল উজ্জ্বল নূর। আর সেই নূর হচ্ছে আল কোরআন।

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ দাওয়াতে সাড়া দিতে বেশি দেরি করেননি। তিনি পুরুষদের মধ্যে তৃতীয় বা চতুর্থ নাম্বার ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।

তিনি গর্ব করে বলতেন: ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে আমি সাত দিন কাটিয়েছি।

* * *

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণ করায় রাসূল খুব বেশি খুশি হন। কেননা সা'দের মধ্যে এমন এমন আলামত রয়েছে যাতে বুঝা যায় এ উদিত চাঁদ একদিন পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ভাসবে।

সা'দের বংশ মর্যাদা এতই উচ্চ ছিল যে, মক্কার যুবকেরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করত, তাঁর দেখানো পথে চলত।

তাছাড়াও হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাসূল -এর মামাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কেননা তিনি বনূ জুহ্‌রা গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনূ জুহ্‌রা গোত্র রাসূল -এর মায়ের বংশ। তাই তিনি রাসূল -এর মামাদের একজন।

বর্ণিত আছে রাসূল একদিন একদল সাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন হঠাৎ করে তিনি সা'দকে দেখে বললেন: এ আমার মামা তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার এমন একজন মামা আমাকে দেখায়।

* * *

কিন্তু এত কিছুর পরেও এই যুবকের ইসলাম গ্রহণটি কেউ খুব সহজে মেনে নিতে পারেনি; বরং এর কারণে তাঁকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর পরীক্ষা এত বেশি কঠিন ছিল যে, মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর শানে কোরআনের আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেছেন।

আমরা হযরত সা'দের সেই ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

হযরত সা'দ বলেন:

এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখি আমি ভীষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি, আমি সেই অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে দেখি একটি চাঁদ আমার চারপাশে আলোকিত করে তোলে। আমি ওই চাঁদকে অনুসরণ করতে থাকি। এমন সময় আমি দেখি কিছু লোক আমার আগে সেই চাঁদের নিকটে চলে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন জায়িদ বিন হারেসা, আলী বিন আবু তালিব ও আবু বকর ।

তখন আমি তাঁদেরকে বললাম: তোমরা কখন আসলে?

তাঁরা বলল: এই মাত্র।

সেই রাত পার হয়ে যখন দিন আসে তখন আমি শুনতে পেলাম রাসূল গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করছিলেন। আমি জানতে পারলাম যে, আল্লাহ আমার ভালো চাচ্ছেন এবং আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি দ্রুত তাঁর নিকটে ছুটে গেলাম। আমি গিয়ে তাঁকে জিয়াদ গলিতে পেলাম। তিনি তখন আসরের নামাজ আদায় করছিলেন। সেখানেই আমি ইসলাম গ্রহণ

করি। আমার স্বপ্নে দেখা ওই তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি।

তারপর সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হলেন।

তিনি বললেন: হে সা'দ! এটি কি এমন ধর্ম যে ধর্ম তোমাকে তোমার পিতামাতার ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ! হয় তুমি এ ধর্ম ত্যাগ করবে না হয় আমি খাওয়া-দাওয়া না করতে করতে মৃত্যুবরণ করব। এতে তোমার অন্তর আমার চিন্তায় আমার জন্যে বিচলিত হবে। আর তুমি যা করেছ তা তোমাকে লজ্জা দিবে এবং তোমাকে মানুষের নিকটে অপরাধী সাজিয়ে দিবে।

আমি বললাম: হে আমার মা আপনি এরূপ করবেন না কেননা আমি কোনো কিছুর বিনিময়ে আমার ধর্ম ত্যাগ করব না।

কিন্তু তিনি তার কথামত উপোস থাকতে লাগলেন, এভাবে কয়েক দিন যাওয়ার পর তিনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকে খাওয়ানো চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কঠিন অবস্থান নিলেন। তিনি আবারও শপথ করেন, হয় তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করবে না হয় আমি মৃত্যু বরণ করব।

এ সময় আমি তাকে বলি- হে আমার মা! আমি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এর থেকেও বেশি ভালোবাসি। যদি আপনার এক হাজারটি রূহ থাকে আর সেগুলো একের পর এক বের হতে থাকে তাহলেও আমি আমার এ ধর্মকে কোনোভাবে ত্যাগ করতে পারব না।

তাঁর মা তাঁর জিদ দেখে কসম ভেঙ্গে ফেলে খাওয়া দাওয়া করেন। আর তখনই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন।

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুবাদ-

"যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি

তো শুধু তার কথাই শুনবে, যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে; অতঃপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে আসবে আর তখন তোমরা যা করেছ সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করব।"

* * *

হযরত সা'দ ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে ইসলামের জন্য অনেক বেশি আত্মত্যাগ করতে লাগলেন।

বদরের যুদ্ধে সা'দ ভাই উমাইরও অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু উমাইরের বয়স খুব কম ছিল। তিনি মাত্র কিশোর বয়স পার করে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। রাসূল যখন বদরের যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী তৈরি করছিলেন তখন উমাইর তাঁর ভাই সা'দের পেছনে লুকিয়ে ছিলেন যাতেকরে রাসূল তাঁকে ছোট বলে বাদ না দেন, কিন্তু রাসূল তাঁকে দেখে বাদ দিয়ে দিলেন। উমাইর বাদ পড়ার কারণে এত বেশি কান্না শুরু করল যে, তাঁর প্রতি রাসূল -এর দয়া হয়, অবশেষে তিনি তাঁকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন।

উমাইরকে রাসূল জিহাদের অনুমতি দেওয়ায় হযরত সা'দও খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর তরবারি নিজে বহন করলেন। কেননা সে ছোট হওয়ার কারণে তরবারি বহন করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তারপর দুই ভাই এক সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য ছুটে গেলেন।

কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সা'দ একা একা ফিরেন কেননা তাঁর ভাই উমাইর বদরের মাঠে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে চলে গেছেন।

* * *

ওই দিকে উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা কাফেরদের তীব্র আক্রমণে দিগবিদিক ছুটে এলোমেলো হয়ে গেল তখন হযরত সা'দ যুদ্ধের ময়দানে অটল থেকে কাফেরদেরকে তীর মারছিলেন। তাঁর তীর এতটাই লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করত যে, তাঁর প্রতিটি তীরে এক একটি কাফের ধরাশায়ী হতো।

রাসূল তা দেখে তাঁকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন: "সা'দ তীর নিক্ষেপ কর, তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক।"

আর তখন থেকে হযরত সা'দ এ বলে গর্ব করতেন- রাসূল আমাকে ব্যতীত আর কারো জন্য তার পিতামাতাকে একত্রে উৎসর্গী হতে বলেননি।

* * *

হযরত সা'দ তার চূড়ান্ত মর্যাদায় পৌছেন ওই দিন যে দিন হযরত উমর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প করেন। তিনি এই বিশাল ও শক্তিধর রাষ্ট্রকে পরাজিত করে সেখানে কালেমার পতাকা উড়াতে চাইলেন। তাই তিনি

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি শহরের গভর্নরের নিকটে ফরমান জারি করেন- তাদের নিকটে যুদ্ধের যত সরঞ্জাম আছে তা যেন তারা খলীফার নিকটে পাঠিয়ে দেয়।

খলীফার নির্দেশমতো বিভিন্ন এলাকা থেকে মুজাহিদ বাহিনী একের পর এক মদিনায় একত্রিত হতে লাগল। হযরত উমর বাহিনীকে প্রস্তুত করে বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন যে, এত বড় বাহিনীর দায়িত্ব কার হাতে দেওয়া যায়। তাঁরা সবাই এক বাক্যে বললেন: জন্মগত বীর সিংহ সা'দের হাতে। হযরত উমর তাঁদের কথামত হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস-এর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন।

* * *

হযরত সা'দ যখন এ বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা দিবেন তখন হযরত উমর তাঁকে বিদায়ী নসীহত করলেন।

হযরত উমর বললেন: হে সা'দ! তোমাকে যেন এ কথা ধোঁকা না দেয় যে, তুমি রাসূল-এর মামা অথবা তুমি রাসূল-এর সাহাবী। কেননা আল্লাহ তাআলা খারাপ কাজ দ্বারা খারাপ কাজ মুছে দেন না; বরং তিনি ভালো কাজ দ্বারা খারাপ কাজ মুছে দেন।

হে সা'দ! আল্লাহ ও অন্যদের সম্পর্ক হচ্ছে আনুগত্যের মধ্যে। সুতরাং মানুষ সবাই আল্লাহর নিকটে সমান। আল্লাহ তাদের রব তারা আল্লাহর বান্দা, কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য হয় তাকওয়ার দ্বারা। আর তারা আল্লাহর নিকটে নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে তাদের আনুগত্যের দ্বারা। সুতরাং তুমি রাসূল-কে যে কাজ করতে দেখেছ সে কাজ ভালোভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা তা পূরণ করা তোমার দায়িত্ব।

এ মহান যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন নিরানব্বই জন বদরী সাহাবী, তিনশত দশ জনের বেশি বাইয়াতে রেদওয়ানের অংশগ্রহণকারী সাহাবী, তিনশত জনের মতো মক্কা বিজয়ী সাহাবী এবং সাতশত সাহাবীদের সন্তান।

* * *

হযরত সা'দ তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়ার প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন যুদ্ধ মারাত্মক রূপ ধারণ করল তখন মুসলিম সৈন্যরা শহীদ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁরা কাফেরদের প্রত্যেক সারিতে তাকবীর দিতে দিতে ঢুকে পড়লেন।

অবশেষে এক মুসলিম সৈন্য রুস্তমকে হত্যা করে তার কর্তিত মাথা বর্শায় গেঁতে উঁচু করে তুলে ধরেন তখন কাফেরদের মনে ভয় ঢুকে গেল। এতে তারা পালাতে শুরু করল। আর যারা ময়দানে ছিল তাদের লাশ একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগল। শেষে অবস্থা এমন হয় মুসলমানরা কোনো ফারেসী সৈন্যকে দেখলে সবাই তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করত। আবার দেখা যায় তাঁরা তার হাতের তরবারি নিয়ে তাকে ওই তরবারি দিয়ে হত্যা করত। অবশেষে এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

সেই যুদ্ধে মুসলমানরা কত বেশি গনীমত লাভ করেন তা বলার প্রয়োজন মনে করি না। তবে এটি জানা খুব জরুরী যে, সেই যুদ্ধে ত্রিশ হাজার কাফের ধরাশায়ী হয়েছে।

* * *

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক বেশি সম্পদ দান করেছিলেন, কিন্তু যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন তিনি একটি পুরাতন জুব্বা নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে বললেন: তোমরা এর দ্বারা আমার কাফন দিবে কেননা এটি পরিধান করে আমি বদরের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আর এ কারণেই তা পরে আমি আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ১৮ পৃ.।
২. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃ.।
৩. আল মিলালু ওয়ান নাহলু - ১ম খণ্ড, ২০ পৃ.।
৪. আশ্হুরু মাশাহিরিল ইসলাম - ৩য় খণ্ড, ৫২৫ পৃ.।
৫. ত্ববাক্বাতুল কুবরা - ১ম খণ্ড, ২১ পৃ.।
৬. তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী - ১০ম খণ্ড, ২৫৩ পৃ.।
৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ৬২ পৃ.।
৮. জুআ'মাউল ইসলাম - ১১৪ পৃ.।
৯. রিজালি হাওলির রসূল - ১৪১ পৃ.।
১০. সা'দুবনু আবী ওয়াক্কাস ওয়া আবতলুল ক্বাদিসিয়্যা লিস্সাহ্হার।
১১. আর্ রিয়াদুন্ নাদ্রা - ২য় খণ্ড, ২৯২ পৃ.।
১২. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃ.।
১৩. তাহ্যীবুবনু আসকির - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯৩ পৃ.।
১৪. আল মাআ'রিফ - ১০৬ পৃ.।
১৫. আন্ নুজুমজ্ জাহিরাহ্ - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৬. উসদুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃ.।
১৭. জামহারাতু আনসাবিল আরব - ৭১ পৃ.।
১৮. তারীখুল ইসলাম - ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃ.।
১৯. ফুতুহু মিশ্র ওয়া আখবারুহা - ৩১৮ পৃ.।
২০. আল বিদায়া ওয়ান্ নিয়াহা - ৮ম খণ্ড, ৭২ পৃ.।

হযরত হুজাইফা

বিন আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথার সাথি

"হুজাইফা তোমাদের নিকটে যা বর্ণনা করবে তা তোমরা বিশ্বাস কর, আর আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ তোমাদেরকে যেভাবে পড়াবে তোমরা সেভাবে পড়।"

[হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

তুমি ইচ্ছা করলে মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার আবার ইচ্ছা করলে আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, সুতরাং তুমি যে কোনোটি বেছে নাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা হযরত হুজাইফাকে বলেছেন।

প্রিয় পাঠক! হয়ত আপনি ভাবছেন কোনো সাহাবী কিভাবে নিজেই মুহাজির বা আনসারের দুইটির একটি বেছে নিতে পারে। কারণ সাহাবীদের যাঁরা মদিনায় ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আনসার আর যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন তাঁরা মুহাজির। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুইটির একটি বেছে নেওয়ার কারণ ও সেই ঘটনা আমরা আপনাদের নিকটে তুলে ধরলাম।

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতা ইয়ামান ছিলেন মক্কার অধিবাসী, কিন্তু তার গোত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তাঁদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে বাধ্য করে। তিনি মদিনায় গিয়ে বনূ আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলেন। এরপর তিনি তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কিছুদিন পর তিনি হুজাইফা নামক একটি সন্তান জন্ম দিলেন।

এরপর ইয়ামানের মক্কা বসবাস করতে যে বাধা ছিল তা দূর হয়ে গেল। এতে তিনি কখনো মক্কায় আর কখনো মদিনায় থাকতেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তিনি মদিনায় কাটাতেন। হযরত ইয়ামান ছিলেন ওই দশজনের একজন যারা বনূ আব্‌সের পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এটি ছিল মদিনা হিজরতের পূর্বের কথা। আর এ দিক থেকেই হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বংশগতভাবে মাক্কী ছিলেন আর মদিনায় থাকার কারণে মাদানীদের একজন ছিলেন।

* * *

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠেন। তিনি এমন পিতামাতার দ্বারা লালিত-পালিত হলেন যারা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক নজর দেখার জন্যে হযরত হুজাইফা ব্যাকুল ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতি সম্পর্কে মানুষকে বার বার জিজ্ঞেস করতেন। মানুষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে তাঁকে দেখার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা আরো বেড়ে যেত। অবশেষে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কায় সফর করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মুহাজির না আনসার?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি ইচ্ছা করলে মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার আবার ইচ্ছা করলে আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, সুতরাং তুমি যে কোনোটি বেছে নাও।

তিনি বললেন: তাহলে আমি আনসার।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হিজরত করার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে থাকতে লাগলেন। তিনি বদর ব্যতীত সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার যে কারণ ছিল তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি ও আমার পিতা মদিনার বাইরে ছিলাম। পথে আমাদেরকে কোরাইশ কাফেররা আটক করল।

তারা বলল: তোমরা কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করেছ?

আমরা বললাম: মদিনায়।

তারা বলল: তোমরা মুহাম্মদের নিকটে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ।

আমরা বললাম: আমরা মদিনা ব্যতীত অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করিনি।

তারা আমাদেরকে এ শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না আর তা হচ্ছে, আমরা মুহাম্মদকে সাহায্য করব না এবং আমরা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না।

আমরা শর্ত মেনে নিলে তারা আমাদেরকে ছেড়ে দেয়।

আমরা মদিনা এসে ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- এখন আমরা কি করব?

তিনি বললেন: তোমরা তাদের সাথে করা ওয়াদা পূর্ণ কর আমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চাইব।

* * *

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবা ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে একত্রে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত হুজাইফা যুদ্ধে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন আর তাঁর বাবা শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তিনি কাফেরদের হাতে শহীদ হননি; বরং তিনি মুসলমানদের হাতে শহীদ হয়েছেন। সে করুণ ঘটনাটি আমরা নিম্নে পেশ করলাম-

রাসূল ﷺ উহুদের যুদ্ধে হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবিত বিন ওক্‌শকে মহিলা ও শিশুদের সাথে রাখেন কেননা তারা অনেক বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করে ইয়ামান رضي الله عنه তার সাথে থাকা সাবিতকে বললেন: লা আবা লাক! (তোমার পিতা নেই, এটি আরবদের একটি বুলি), আমরা কি দেখছি? পিপাসার্ত গাধার পানি পান করার সময়টুকু পরিমাণও আমাদের কারো জীবনের নিশ্চয়তা নেই (এ কথা দ্বারা জীবন অনিশ্চিত আর মরণ নিশ্চিত তা বুঝানো হয়েছে), আমরা আজ হোক বা কাল হোক একদিন মারা যাব। আমরা কি আমাদের তরবারি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর সাথে মিলিত হব না? হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাহাদাত দান করবেন।

তারপর তাঁরা দুইজন তাদের তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হযরত সাবিত বিন ওক্‌শ মুশরিকদের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু হযরত হুজাইফা رضي الله عنه মুসলমানদের তরবারি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হলেন। কেননা মুসলমান সৈন্যগণ তাঁকে চিনতে পারেননি।

অন্যদিকে হযরত হুজাইফা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন- আমার বাবা..... আমার বাবা.......। কিন্তু তাঁর আওয়াজ তাঁরা শুনতে পায়নি। অবশেষে হযরত হুজাইফা আসার আগেই এ বৃদ্ধ সাহাবী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

হযরত হুজাইফা বললেন: আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন, তিনি সবচেয়ে বেশি দয়াবান।

এরপর রাসূল ﷺ হুজাইফা رضي الله عنه-কে তাঁর পিতার হত্যার দিয়ত দিতে চাইছিলেন, কিন্তু হযরত হুজাইফা رضي الله عنه বললেন: আমার বাবা শাহাদতের তামান্না করতেন আর তিনি সেই শাহাদাত অর্জন করেছেন। হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষ্য থাকেন আমি আমার বাবার দিয়ত মুসলমানদের জন্য সদ্‌কাহ্ করে দিলাম।

এতে রাসূল ﷺ-এর নিকটে তাঁর মর্যাদা আরো বেড়ে গেল।

* * *

রাসূল ﷺ হযরত হুজাইফা رضي الله عنه-এর অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেছেন। এতে তাঁর নিকটে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, অসাধারণ মেধা, এতে তিনি জটিল বিষয়সমূহ সমাধান করতে পারতেন।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক আনুগত্যতা যে কারণে তিনি প্রতিটি ডাকে সাড়া দিতেন।

তৃতীয়ত, গোপনীয়তা রক্ষা করা, যা তিনি কাউকে বলতেন না।

রাসূল ﷺ-এর রাজনৈতিক কৌশল ছিল তিনি কোন সাহাবীর কোন বৈশিষ্ট্য, তা জেনে তাঁকে সেই কাজে নিয়োজিত করতেন।

* * *

মুসলমানদের সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল মুনাফিকরা। তারা রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করত।

আর মুনাফিকদের গতিবিধ দেখাশুনা করার জন্য কোনো একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাসূল ﷺ এই দায়িত্বের জন্যে হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে তাঁকে এ মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই শুধু সকল মুনাফিককে চিনতেন। রাসূল ﷺ এ গোপন বিষয়টি শুধু তাকেই জানিয়েছেন। তিনি তাঁকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিলেন। আর ওই দিন থেকে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে রাসূল ﷺ-এর গোপন কথার সাথি বলে ডাকতেন।

* * *

রাসূল ﷺ হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হলেন খন্দকের যুদ্ধে। যে যুদ্ধে মুসলমানরা বাইরে ও ভেতরে উভয় জায়গা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ছিল। তাঁদের ওপর অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়েছিল এবং মসিবত ধীরে ধীরে কঠিন হতে লাগল। অবস্থা এমন করুণ হয় যে, চোখ তার কোটরে পলায়ন করার মতো। এমনকি দুর্বল ঈমানদাররা আল্লাহর ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা ধারণা করতে লাগল।

মুসলমানদের এ কঠিন অবস্থায় কোরাইশ-মুশরিকদের অবস্থা প্রথমে একটু ভালোর দিকে থাকলেও পরে আল্লাহর গজব এসে সব তছনছ করে দিল। তাদের তাবু লণ্ডভণ্ড করে দিল। খাদ্যদ্রব্যের পাত্র উল্টিয়ে দিল। তাদের সব আলো নিভিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে মুখে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন আর মাটি দ্বারা তাদের চোখ ও নাকের ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন।

* * *

যুদ্ধের ইতিহাসে পরাজিত দল প্রথমে আফসোস ও কান্নাকাটি করে আর বিজয়ী দল চোখের পলকে সব কিছু গুছিয়ে নেয়।

যুদ্ধের শেষ পরিস্থিতিতে শত্রু বাহিনীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আর এ কারণে যুদ্ধের এ কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ ইচ্ছা করলেন কাফের সৈন্যবাহিনীর অবস্থা জানার জন্যে একজন লোক পাঠাবেন। যাতেকরে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন।

এ মরণযাত্রার বিবরণ আমরা হযরত হুজাইফার নিজ বর্ণনা থেকে আপনাদের নিকটে তুলে ধরলাম।

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন:

আমরা সেই রাতে এক সারিতে বসা ছিলাম। আবু সুফিয়ান ও তার সাথে থাকা কাফের সৈন্যরা আমাদের সামনে ছিল আর ইহুদিদের গোত্র বনূ কোরাইজা

আমাদের পেছনে ছিল। যার কারণে আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে ভয় করতে লাগলাম।

আমাদের জীবনে এত বেশি অন্ধাকারাচ্ছন্ন রাত আর যায়নি এবং এত প্রবল বেগে বাতাস আর প্রবাহিত হয়নি। বাতাসের আওয়াজ যেন বজ্র পড়ার আওয়াজের মতো ছিল। এত বেশি অন্ধকার ছিল যে, আমাদের কেউ অন্ধকারের কারণে নিজের আঙুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না।

আর এ কঠিন সময়ে মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের ঘর শত্রুদের জন্য উন্মুক্ত সুতরাং আমাদেরকে যেতে দিন, কিন্তু তাদের ঘর বাস্তবে নিরাপদ ছিল। রাসূল ﷺ-এর কাছে যেই অনুমতি চাইছে তাকেই তিনি অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি যুদ্ধে আর মাত্র তিনশত লোক বাকি ছিল।

* * *

এমন সময় রাসূল ﷺ উঠে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তিনি একের পর একজনকে অতিক্রম করে আমার নিকটে এসে বললেন: এ লোক কে?

আমার গায়ে আমার স্ত্রীর একটিমাত্র চাদর ছিল যা আমার হাঁটু পর্যন্তও ঢাকতে পারেনি।

আমি বললাম: হুজাইফা।

তিনি বললেন: হুজাইফা?

আমি তখন ক্ষুধা ও ঠাণ্ডার কারণে মাটির উপরে বসেছিলাম।

আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আমাকে বললেন: (কাফের) জাতির কাছে একটি খবর আছে। তুমি গোপনে তাদের সৈন্যবাহিনীতে ঢুকে পড় এবং তাদের খবর আমাকে এসে জানাও।

আমি রাসূল ﷺ-এর কথামতো বের হলাম; আর তখন আমি সবচেয়ে বেশি ভীত ছিলাম এবং খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ! তুমি তাকে তার সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, ওপর দিক থেকে, নিচের দিক থেকে রক্ষা কর।

রাসূল ﷺ-এর দোয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই আমার সব ভয় দূর হয়ে গেল এবং আমার শরীর থেকে সব শীত চলে গেল।

আমি যাওয়ার আগে রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: তুমি এ সংবাদ কারো নিকটে বর্ণনা করবে না; বরং সরাসরি আমার নিকটে চলে আসবে।

আমি গোপনে গোপনে কাফের সৈন্যবাহিনীতে ঢুকার চেষ্টা করলাম। অবশেষে আমি তাদের বাহিনীতে ঢুকে পড়লাম। এমনকি তাদের একজনের মতো হয়ে গেলাম।

এর কিছুক্ষণ পরই আবু সুফিয়ান ভাষণ দেওয়ার জন্যে দাঁড়ালো। তিনি বললেন: হে কোরাইশ জাতি! আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলতে চাচ্ছি, আমি ভয় করি যদি তা আবার মুহাম্মদের কানে চলে যায়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে কার পাশে বসেছ তা দেখ।

আমি সাথে সাথে আমার পাশের লোকের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম- তুমি কে?

সে বলল: উমুকের ছেলে উমুক।

তারপর আবু সুফিয়ান বললেন: হে কোরাইশ জাতি! তোমরা স্থায়ীভাবে এখানে অবস্থান করতে পারবে না। আমাদের মালপত্র ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বনূ কোরাইজা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা যে কঠিন বাতাস দেখছ তা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়ে গেছি। সুতরাং তোমরা চলে যাও আমি চলে যাচ্ছি।

তারপর সে তার উটের দিকে এগিয়ে গেল এবং সেটির বাঁধ খুলে দিয়ে তাকে মৃদু আঘাত করে চলতে লাগল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আমাকে এ সংবাদ তাঁর নিকটে যাওয়া পর্যন্ত গোপন রাখতে না বলতেন তাহলে আমি আবু সুফিয়ানকে তীর মেরে হত্যা করতাম।

এরপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে ফিরে আসলাম। আমি তাঁকে দেখলাম তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। তিনি আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাফেরদের চলে যাওয়ার সংবাদটি জানালাম। এতে তিনি অনেক বেশি খুশি হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন।

* * *

হযরত হুজাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সারা জীবন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বলা মুনাফিকদের তালিকা গোপন করে রেখেছেন। আর এ কারণে খলীফাগণ তাঁর কাছে তাদের কাজের ব্যাপারে পরামর্শ চাইতেন। এমনকি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেউ মারা গেলে জিজ্ঞেস করতেন হুজাইফা কি এই জানাযায় উপস্থিত আছে?

যদি বলা হতো আছে তাহলে তিনি সেই জানাযার নামাজ পড়তেন। আর যদি বলা হতো নেই তখন তিনি সেই মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ করতেন এবং তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো মুনাফিক আছে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, একজন।

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমাকে দেখিয়ে দাও কে সে?

তিনি বললেন: না আমি দেখিয়ে দিব না।

কিন্তু হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ওই মুনাফিককে সাথে সাথে বরখাস্ত করে দিলেন। মনে হয় যেন তাকে কেউ তা বলে দিয়েছে, যদিও হযরত হুজাইফা মুনাফিকের নাম বলেননি।

অনেক মানুষই জানে না হযরত হুজাইফা নাহ্ওয়ান্দ, দাইনওয়ার, হামাজান ও রায়ী নামক এলাকাগুলো বিজয় করেছেন। মানুষ যখন কোরআন নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছিল তখন তিনি সকল মানুষকে এক কেরাতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন।

এরপরও হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন।

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকটে আসেন।

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- এখন কোন সময়?

তারা বলল: সকাল।

তিনি বললেন: আমি আল্লাহর নিকটে এমন সকাল থেকে পানাহ্ চাই যা আমাকে আগুনের দিকে পৌঁছিয়ে দিবে।

আমি আল্লাহর নিকটে এমন সকাল থেকে পানাহ্ চাই যা আমাকে আগুনের দিকে পৌঁছিয়ে দিবে।

তারপর তিনি বললেন: তোমরা কি কাফন নিয়ে এসেছ?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না কেননা আমার জন্য যদি এর থেকে ভালো কিছু থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা ভালো কিছু দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর যদি খারাপ থাকে তাহলে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

তারপর তিনি বললেন: হে আল্লাহ্ তুমি জান আমি ধনবান থেকে দারিদ্র্যতাকে বেশি পছন্দ করি, সম্মান থেকে অপমানকে বেশি পছন্দ করি, জীবন থেকে মরণকে বেশি পছন্দ করি।

এরপর তিনি মহান আল্লাহ্ নিকটে চলে যান। তিনি এক অন্য রকম মানুষ ছিলেন। যার তুলনা খুব কমই আছে।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ২৭৭ পৃ.।
২. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃ.।
৩. আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা - ১ম খণ্ড, ২৫ পৃ.।
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃ.।
৫. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৭. উসদুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃ.।
৮. তারীখুল ইসলাম - ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ.।
৯. আল মাআ'রিফ - ১১৪ পৃ.।
১০. আন্ নুজুমুজ্ জাহিরা - ১ম খণ্ড, ৭৬, ৮৫, ১০২ পৃ.।

হযরত উক্ববা বিন আ'মির আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তিনি তাঁর চিন্তাকে জ্ঞান অর্জন ও জিহাদ এই দুই কাজে ব্যস্ত রেখেছেন"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর অবশেষে আল্লাহর অনুমতিতে ইয়াসরিবে হিজরত করেন।

ইসরিবে কতিপয় মানুষ এমন ছিল যাঁরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে অনেক বেশি খুশি হয়েছে। তাঁদের মনে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল।

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সাথি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় আগমন করলে মানুষের ভিড় লেগে যায়। মদিনার মহিলা ও শিশুরা উঁচু জায়গা দাড়িয়ে দেখতে লাগল আর বলতে লাগল- তাঁদের মধ্যে রাসূল কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগতম জানাতে মানুষ রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব লোকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে মদিনায় পা রাখেন।

* * *

কিন্তু হযরত উক্ববা বিন আ'মির আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগতম জানানোর পর্বে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কেননা সেদিন তাঁর বকরিগুলো ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এতে তাঁর ভয় হলো না জানি বকরিগুলো আবার ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যায়। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় আগমনের পূর্বে তাঁর বকরি চরানোর জন্যে মদিনার পাশে এক উপত্যকায় চলে গেলেন।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আনন্দ শুধু মদিনা শহরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা মদিনার আশপাশে সব গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল।

আর এ সুসংবাদটি হযরত উক্ববা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানেও এসে পৌছে।

তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি আমরা তাঁর নিজের বর্ণনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন তখন আমি আমার বকরি চরাতে ব্যস্ত ছিলাম। যখনই এ সংবাদ আমার নিকটে আসে আমি কাল বিলম্ব না করে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ছুটে গেলাম।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বাইয়াত করবেন?

তিনি বললেন: তুমি কে?

আমি বললাম: উক্ববা বিন আ'মির আল জুহানী।

তিনি বললেন: তুমি আমার কাছে বেদুঈন হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করবে না কি হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করবে, কোনটি পছন্দ?

আমি বললাম: হিজরতের বাইয়াত।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুহাজিরদের বাইয়াত করিয়েছেন।

আমি তাদের সাথে একরাত অবস্থান করলাম। তারপর আমি আমার বকরি যেখানে রেখে এসেছি সেখানে চলে গেলাম।

* * *

আমরা বারোজন মদিনা থেকে দূরে বকরি চরাতাম। আমাদের একে অন্যকে বলতে লাগল- যদি আমরা প্রত্যেক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে দ্বীন বুঝার জন্যে এবং তার নিকটে যে আসমানী অহী নাযিল হয় তা শুনার জন্যে তার নিকটে গমন না করি তাহলে আমরা কোনো কল্যাণ অর্জন করতে পারব না।

সুতরাং আমাদের এক এক জন এক এক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন করবে আর তার বকরিগুলো দেখার দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়ে যাবে।

হযরত উক্ববা বিন আ'মির বলেন: আমি বললাম: তোমরা একের পর এক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন কর এবং বকরিগুলো আমার দায়িত্বে রেখে যাও। কেননা আমার বকরিগুলোর জন্য আমার খুব বেশি টান আর তাই আমি সেগুলো কারো নিকটে রেখে যেতে পারব না।

* * *

তারপর আমার সাথিরা একের পর এক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন করতে লাগল এবং তাদের বকরি দেখাশুনা করার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে যেত। তারা ফিরে আসলে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে যা শিখত তা আমি জেনে নিতাম।

কিছু দিন অতিবাহিত না হতেই আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- তোমার জন্য আফসোস! সামান্য বকরির কারণে তুমি নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছ?

তারপর আমি আমার বকরিগুলো ছেড়ে মদিনা চলে গেলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসবাস করতে লাগলাম।

* * *

হযরত উক্ববা বিন আ'মির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি বড় বড় আলেম ও বিজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে অবদান রেখেছেন এবং পরে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্নরদের একজন হলেন।

তিনি বকরি চরানো ছেড়ে দেওয়ার সময় এটি ধারণাও করেননি যে, তিনি দামেশ্‌ক বিজয়কারীদের একজন হবেন। তিনি এটাও ধারণা করেননি যে, তিনি ওই সকল সৈন্যদের একজন হবেন যারা মিশর বিজয় করবে। আর তিনি সেই মিশরের গভর্নর হবেন।

এসব বিষয় অন্য কারো জানা থাকার নয়; বরং এরকম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ তাআলাই জানতেন।

* * *

হযরত উক্ববা বিন আ'মির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এত বেশি সময় ব্যয় করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়ও বের হতে ইচ্ছা করলে তিনি খচ্চরের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেতেন তিনিও সেখানে যেতেন। বেশিরভাগ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিফ্‌ট নিতেন (নিজ বাহনে চড়াতেন)। আরবীতে যাকে রদীফ বলা হয়। এ কারণে তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রদীফ বলা হত। আবার কখনো কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাহনে আরোহণ করানোর জন্য নিজে বাহন থেকে নেমে যেতেন।

হযরত উক্ববা নিজেই বর্ণনা করেন- একবার মদিনার এক বাগানে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহনের লাগাম ধরে রেখেছি।

তিনি আমাকে বললেন: হে উক্ববা! তুমি কি আরোহণ করবে না?

আমি তখন না বলার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আবার আমি চিন্তা করলাম যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার অবাধ্যতা হয়ে যায়, এ চিন্তা করে আমি হ্যাঁ বলি।

তখন তিনি খচ্চর থেকে নেমে গেলেন এবং আমি তাঁর নির্দেশ পালনার্থে তাতে চড়ে বসি। আর তিনি হাঁটতে লাগলেন।

কিছুদূর অতিক্রম করার পর আমি খচ্চর থেকে নেমে গেলাম এবং রাসূল চড়ে বসলেন।

তারপর তিনি আমাকে বললেন: হে উক্ববা! আমি কি তোমাকে এমন দুইটি সূরা শিক্ষা দিব না? যে দুইটি সূরার মতো আর অন্য কিছু কখনো দেখা যাবে না।

আমি বললাম: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।

তারপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিখালেন। তারপর তিনি ওই দুটি সূরা দ্বারা নামাজ আদায় করেছেন। এরপর বললেন: তুমি যখন ঘুমাবে এবং ঘুম থেকে উঠবে তখন এ দুটি সূরা পাঠ করবে।

* * *

হযরত উক্ববা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চিন্তাকে ইলম অর্জন ও জিহাদে মধ্যে ব্যস্ত রাখতেন। তিনি তাঁর রূহ ও দেহ দ্বারা এই দুইটি কাজ মনোযোগ সহকারে করতেন এবং এর জন্যে নিজের সব চেষ্টা অব্যহত রাখতেন। তিনি এর জন্যে নিজের জান মাল উৎসর্গ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে তিনি জ্ঞানের সাগর অর্জন করেন। তিনি একই সাথে একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ্, আদীব, সুস্পষ্ট ভাষী ও একজন কবি ছিলেন।

তাঁর কোরআন তেলাওয়াত অনেক সুন্দর ছিল। রাত যখন গভীর হয়ে নিরব হয়ে যেত তখন তিনি কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর অন্যদিকে তাঁর চোখের অশ্রু আল্লাহর ভয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরতে থাকত।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে একদিন ডেকে বললেন: আমাকে কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাও।

তিনি তাকে বললেন: তাহলে শুনুন। তিনি তাঁকে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলেন। আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াতের প্রভাবে এত বেশি কেঁদে ছিলেন যে, তাঁর দাড়িগুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল।

হযরত উক্ববা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লিখিত একটি কোরআনের লিপি উক্ববা বিন আ'মির নামক সুনাম খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দিন আগেও ছিল। আর এ লিপি ছিল কোরআনের সবচেয়ে পুরাতন লিপি।

* * *

জিহাদের ময়দানেও তাঁর অবদান অনেক বেশি ছিল। তিনি উহুদ যুদ্ধসহ এরপরের সব যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। দামেশকের যুদ্ধেও তিনি দুঃসাহাসী বীরদের একজন ছিলেন। তিনি দামেশ্ক বিজয়ের সময় অনেক কঠিন অবস্থার স্বীকার হলেন এবং তা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করলেন।

তাঁর এ কঠিন পরীক্ষার পুরস্কারস্বরূপ হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ তাঁকে খলীফার নিকটে দামেশ্ক বিজয়ের সুসংবাদ দিতে প্রেরণ করেন। তিনি বিরতিহীনভাবে এক শুক্রবার থেকে অন্য শুক্রবার পর্যন্ত টানা আট দিন সফর করে খলীফার নিকটে এসে বিজয়ের সুসংবাদ দেন।

তাছাড়া তিনি মিশর বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে একজন ছিলেন। তখন আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান তাঁকে তিন বছরের জন্য মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।

এরপর তাঁকে ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত রোডেস নামক দ্বীপে প্রেরণ করা হয়।

হযরত উক্ববা বিন আ'মির জিহাদের প্রতি এত বেশি আসক্ত হলেন যে, তিনি জিহাদের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুখস্থ করে নিলেন। আর তিনি এ সকল হাদীস বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে জিহাদের ওপর উৎসাহিত করতেন। তিনি তীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এমনকি তিনি যদি মজা করতে চাইতেন তীর নিক্ষেপ করে মজা করতেন।

* * *

হযরত উক্ববা বিন আ'মির রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন মিশরে ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে একত্র করে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: হে আমার সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে তিনটি জিনিস করতে নিষেধ করে যাচ্ছি, তোমরা তা মুখস্থ করে নাও।

কোনো নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস গ্রহণ করবে না।

তোমরা ঋণ করবে না যদিও তোমরা আবা (এক প্রকারের ঢিলা জামা) পরিধান করে থাক।

তোমরা কবিতা লিখবে না যার কারণে তোমাদের অন্তর কোরআন বাদ দিয়ে কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে মুকাত্তামের পাদদেশে দাফন করা হয়। দাফন শেষে তাঁরা তাঁর মিরাস বণ্টন করতে গিয়ে দেখতে পায় তিনি সত্তরটিরও বেশি ধনুক রেখে গেছেন। প্রতিটি ধনুকের সাথে তীর ছিল। তার এই ধনুক ও তীরগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্যে তিনি ওসীয়াত করে গিয়েছেন।

তথ্য সূত্র

১. আন্ নুজুমুজ্ জাহিরা - ১ম খণ্ড, ১৯, ২১, ৬২, ৮১ পৃ.।
২. ত্ববাক্বাতুল উলামায়ি আফরিকিয়্যা ও তাওনিস্ ৫৮তম খণ্ড, ৭০ পৃ.।
৩. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.।
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃ.।
৫. জামহারাতুল আনসাব - ৪১৬ পৃ.।
৬. আল মাআ'রিফ - ১২১ পৃ.।
৭. ক্বালায়িদুল জুম্মান - ৪১ পৃ.।
৮. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃ.।
৯. উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৪১৭ পৃ.।
১০. ফাতুহু মিশ্র ওয়া আখবারুহা - ২৮৭ পৃ.।
১১. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৭ম খণ্ড, ২৪২ পৃ.।
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ - ১ম খণ্ড, ৪২ পৃ.।

হযরত

বিলাল বিন রবাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আবু বকর আমাদের নেতা আর তিনি আমাদের নেতাকে আজাদ করেছে।" (অর্থাৎ বিলালকে আজাদ করেছেন)

[হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি আকীদা-ঈমান ঠিক রাখার জন্যে অনেক বেশি নির্যাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। তার জীবনে এতই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে যার কারণে তাঁর জীবনী বার বার পাঠ করলেও বিরক্তি আসে না এবং শত বার শুনলেও পরিতৃপ্তি আসে না।

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রবাহ্ নামক এক ব্যক্তির ঔরসে হিজরতের তেতাল্লিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মক্কার দাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে মানুষ হামামা নামে ডাকত। তিনি কালো হওয়ার কারণে মানুষ তাকে সাওদা নামেও ডাকত।

* * *

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা নগরীতে বেড়ে উঠেন। তিনি বনূ আব্দুদ দার গোত্রের দাস ছিলেন। তাঁদের বাবা তাঁদেরকে উমাইয়া বিন খল্ফের নিকটে অসিয়াত করে দিয়ে গেছেন। যে কাফেরদের নেতাদের একজন ছিল।

কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম নিয়ে ধরায় আগমন করলেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে ডাক দিলেন, তখন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অগ্রগামীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা দশ জনেরও কম ছিল।

তাঁর পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হচ্ছেন-

হযরত খাদীজা বিনতে খুইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

সুহাইব আর্রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের জন্য এত বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কাউকে এত বেশি নির্যাতন করা হয়নি।

তাঁকে মক্কার মুশরিকদের এত বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা অন্য কোনো মুসলমানকে করতে হয়নি। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু দাস থাকার কারণে তাঁর ওপর অত্যাচার করে তারা তাদের পূর্ণ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করে। মক্কার দুর্বলদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিশেষকরে তাঁরা ইসলামের জন্য নিরবে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছেন। হযরত বিলাল এতই দুর্বল ছিলেন যে, তিনি মাত্র একজন দাস ছিলেন।

হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-ও কোরাইশদের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শাস্তির মুখোমুখী হয়েছেন। আবু জাহিল তাঁকে অনেক গালাগালি করত। অবশেষে সে একটি বর্শা দিয়ে হযরত সুমাইয়ার তলপেটে আঘাত করে। আর তা বরাবর পেছন দিয়ে বের হয়ে গেল। তিনিই হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ।

অন্যান্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। কোরাইশরা দিন দিন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর শাস্তি বাড়িয়ে দিতে লাগল। যখন সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসত আর মরুভূমির বালু কয়লার মতো অঙ্গার হয়ে যেত তখন তারা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে ফেলত এবং তাঁকে লোহার পোশাক পরাত। তারপর তারা তাঁকে উত্তপ্ত বালির ওপর ও সূর্যের তীব্র তাপের নিচে শোয়াত। এরপর তারা তাঁকে চাবুক দ্বারা আঘাত করত আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেওয়ার নির্দেশ দিত।

হযরত বিলালসহ আরো কয়েকজন দুর্বল মুসলমানদেরকে তারা এই শাস্তি দিত। যখন তাঁদের ওপর শাস্তির পরিমাণ অসহ্যকর হয়ে যেত তখন তাঁরা মনে মনে তাদের বিশ্বাসকে ঠিক রাখত এবং মুখে মুশরিকদের কথা স্বীকার করত।

কিন্তু হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ব্যাপারে ছিলেন অটল, এত শাস্তি দেওয়ার পরেও তিনি মুখে কখনো মুশরিকদের কথা স্বীকার করেনি। আল্লাহ্ তাআলার পথে তিনি নিজের প্রাণকে তুচ্ছ মনে করতেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টির জন্য তিনি এ নির্মম অত্যাচার হাসি মুখে বরণ করে নিতেন। তারপরও এক মুহূর্তের জন্যেও কাফের-মুশরিকদের কথা স্বীকার করতেন না।

তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে উমাইয়া বিন খলফ ও তার নিয়োজিত লোকেরা।

তারা তাঁর পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করত আর তিনি চিৎকার দিয়ে বলতেন: আহাদ, আহাদ। (একক, একক)। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক ও একক।

তারা তাঁর বুকের ওপর পাথর রাখত তিনি তখনো চিৎকার দিয়ে বলতেন: আহাদ, আহাদ।

তারা তাঁর ওপর শাস্তি আরো বাড়িয়ে দিত তিনি তখনো চিৎকার দিয়ে বলতেন: আহাদ, আহাদ।

তারা তাঁকে বলত: তুমি লাত ও উজ্জাকে স্মরণ কর, কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল -এর কথা স্মরণ করতেন।

তারা তাঁকে বলত: আমরা যেমন বলতে বলি তুমি তেমনি বল।

তিনি তাদেরকে বলতেন: আমার জিহ্বা তা বলতে পারে না।

এতে তারা তাঁর ওপর শাস্তির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিত।

জালিম উমাইয়া বিন খলফ হযরত বিলাল -কে কঠিনভাবে রশি দিয়ে বাঁধত তারপর তাঁকে নির্বোধ লোক ও শিশুদের নিকটে হস্তান্তর করত যাতেকরে তাঁকে উত্তপ্ত বালির মধ্যে টানতে থাকে। মক্কার অলিতে গলিতে হযরত বিলালকে টেনে টেনে ঘুরাতে সে তাদেরকে নির্দেশ দিত ।

আর এ কারণে ইসলামের জন্য হযরত বিলাল -এর ত্যাগ ছিল কল্পনাতীত। এত কষ্টের মধ্যেও তিনি ইসলামকে ত্যাগ করেননি; বরং সব সময়ে আহাদ, আহাদ বলে চিৎকার করতেন।

* * *

হযরত বিলালকে বিক্রয় করার জন্য হযরত আবু বকর উমাইয়াকে বলে। এতে উমাইয়া অনেক বেশি দাম চাইল। সে ধারণা করেছে আবু বকর তাকে এত দামে ক্রয় করবেন না।

হযরত আবু বকর নয় ওকিয়া দিয়ে বিলাল -কে ক্রয় করেন।

বেচা কিনা শেষ হওয়ার পর উমাইয়া আবু বকর -কে বললেন: যদি তুমি এ দাম না দিয়ে এক ওকিয়া দিয়েও নিতে চাইতে তাহলেও আমি তাঁকে তোমার নিকটে বিক্রয় করে দিতাম।

হযরত আবু বকর তাকে বললেন: যদি তুমি বলতে একশত ওকিয়া ব্যতীত বিক্রয় করবে না, তখন আমি একশত ওকিয়া দিয়ে হলেও বিলালকে ক্রয় করতাম।

রাসূল জানতে পারেন আবু বকর বিলালকে ক্রয় করেছে তখন তিনি তাঁকে বললেন: হে আবু বকর আমাকে এ ক্রয়ের মধ্যে অংশীদার কর।

আবু বকর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে আজাদ করে দিয়েছি।

* * *

আল্লাহ্ তাআলা যখন মুসলমানদেরকে হিজরত করার অনুমতি দিলেন তখন বিলাল হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেন।

হযরত বিলাল, হযরত আবু বকর ও হযরত আমির বিন ফিহ্র মদিনায় গিয়ে একই ঘরে মেহমান হন। তাঁদের প্রত্যেককে জ্বরে আক্রান্ত করে।

কিন্তু যখনই তাঁর জ্বর কমে যেতো তিনি ইসলামের জন্য হিজরত করার আনন্দে উঁচু আওয়াজে কবিতা গাইতেন।

ঈমানের স্বাদ তাঁর নিকটে এতই বেশি ছিল যে, ইসলামের জন্যে অনেক কঠিন কষ্ট স্বীকার করাও তাঁর জন্য সাধারণ ছিল। আর এ কারণে তিনি ইসলামের জন্যে হিজরত করতে পারায় খুব খুশি হলেন।

* * *

হিজরত করার মাধ্যমে হযরত বিলাল কোরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলেন এবং রাসূল -এর সাথে থেকে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনার সুযোগ পেলেন।

আর এ কারণে তিনি রাসূল -এর সাথে সকালে বের হয়ে যেতেন আবার রাসূল যখন ফিরে আসতেন তখন ফিরে আসতেন। তাঁর সাথে নামাজ আদায় করতেন, তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। মনে হয় যেন তিনি রাসূল -এর ছায়ায় পরিণত হয়ে গেছেন।

রাসূল যখন মদিনায় মসজিদ তৈরি করেন এবং আযান দেওয়ার প্রচলন করেন। তখন হযরত বিলাল -এর ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার সৌভাগ্য হয়।

তিনি যখন আযান শেষ করতেন তখন তিনি রাসূল -এর ঘরের দরজায় বসে বলতেনঃ নামাজের দিকে আসুন, কল্যাণের দিকে আসুন।

রাসূল নামাজ আদায় করার জন্যে বের হলে তিনি ইকামত দিতেন।

* * *

হাবশার বাদশা নাজ্জাসী রাসূল -কে তিনটি রিমাহ্ নামক জামা উপহার দিলেন। যে জামা রাজা বদশাহ পরিধান করত। রাসূল নিজের জন্য একটি রাখলেন, হযরত আলী -কে একটি দিলেন এবং আরেকটি হযরত উমর -কে দিলেন।

কিন্তু কিছু দিন গায়ে দেওয়ার পর রাসূল নিজের জামাটি হযরত বিলাল -কে দিয়ে দিলেন।

হযরত বিলাল সেই জামা গায়ে দিয়ে রাসূল -এর সাথে চলাফিরা করতেন। তাছাড়া তিনি ঈদের দিন সেই জামা গায়ে দিতেন এবং যেকোনো অনুষ্ঠানে তা গায়ে দিয়ে যেতেন।

* * *

তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর এতে তিনি নিজ চোখে দেখলেন কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে বদরের ময়দানে সহায্য করেছেন এবং কিভাবে কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন।

তিনি দেখলেন আবু জাহিলো ও উমাইয়া বিন খলফ যে লোকটি তার ওপর কঠিন অত্যাচার করেছিল, সে মুসলমানদের তরবারির আঘাতে রক্তে লাল হয়ে কুকুরের মতো মাটিতে পড়ে আছে।

* * *

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল ﷺ-এর পাশেই ছিলেন যখন রাসূল ﷺ তাঁর সৈনিকদেরকে সামনে দিয়ে মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাসূল ﷺ যখন পবিত্র কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিলেন তারা হচ্ছেন- হযরত উসমান বিন ত্বালহা যাঁর কাছে কা'বা ঘরের চাবি ছিল, হযরত উসামা বিন জায়িদ যিনি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা ছিলেন আর তৃতীয়জন হচ্ছেন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

যোহরের নামাজের সময়ে ইসলামের প্রতি যারা আগ্রহী এবং কোরাইশী যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা রাসূল ﷺ-এর আশপাশে এসে দাঁড়াল।

ঠিক সেই সময় রাসূল ﷺ বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডাকলেন এবং কা'বার সাদে উঠে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তখন কোরাইশদের কিছু কিছু মানুষ খুব মন থেকে এ আযানকে সমর্থন করেন এবং নিজেদের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করেন।

আবার কিছু মানুষের মনে হিংসা জাগে। তারা বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করে।

যখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্হাদু আন্না মুহাম্মদার রসূলুল্লাহ বললেন তখন আবু জাহিলের কন্যা জুওয়াইরিয়া বলল: আমার জীবনের শপথ! আল্লাহ্ তোমার নামকে উঁচু করেছে। আর নামাজ আমরা আদায় করব তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তাকে কখনো ভালোবাসবো না যে আমাদের প্রিয়জনদেরকে হত্যা করেছে।

জুওয়াইরিয়ার পিতা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

অন্যদিকে খালিদ বিন উসাইদ বলল: ওই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমার বাবাকে সম্মানিত করেছেন আর তাই তাকে এই দিনটি দেখাননি।

তার পিতা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মারা গিয়েছিল।

হারিস বিন হিসাম বলল: হায় আফসোস! আমি যদি কা'বার উপরে বিলালকে দেখার আগে মারা যেতাম।

হাকাম বিন আবুল আ'স বললেন: কা'বার ওপর দাঁড়িয়ে বনূ জাহামের গোলাম, গাধার ন্যায় চিৎকার করতেছে। এটা তো বড়ই বিপর্যয়।

আবু সুফিয়ান বিন হারব বলল: আমি কিছুই বলব না কেননা আমি যদি কিছু বলি তাহলে তা মুহাম্মদের কাছে চলে যাবে।

* * *

হযরত বিলাল যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি রাসূল -এর মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তার আওয়াজ আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয় ছিল। কেননা যখন মুশরিকরা কঠিন শাস্তি দিত তখন তিনি আহাদ আহাদ বলে চিৎকার করতেন। যতই তাঁকে শিরক করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি শিরক করেননি; বরং সর্বদা আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করেছেন।

রাসূল ইন্তেকাল পর দাফনের পূর্বে তিনি আযান দিতে গিয়ে যখন আশ্হাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) বলতেন তখন তিনি অনেক কাঁদতেন এবং তাঁর পাশে থাকা সাহাবীরাও অনেক বেশি কাঁদতেন।

রাসূল -এর ইন্তেকালের পর তিনি মাত্র তিন দিন আযান দিয়েছেন। প্রতিবারই তিনি যখন আশ্হাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ বলতেন তখন তিনি খুব কাঁদতেন।

তিনি রাসূল -কে হারানোর শোকে কান্নার কারণে আযান দিতে পারতেন না আর তাই হযরত আবু বকর তাঁকে আযান দেওয়া থেকে অবসর দিলেন।

তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে খলীফা আবু বকর -এর নিকটে অনুমতি চাইলেন এবং সিরিয়ায় চলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর তাঁকে বাধা দিলেন।

এতে হযরত বিলাল তাকে বললেন: আপনি যদি আমাকে নিজের জন্যে ক্রয় করে থাকেন তাহলে আমাকে আপনার নিকটে আটক করে রাখেন আর যদি আল্লাহর জন্যে আমাকে আজাদ করে থাকেন তাহলে আমার পথ ছেড়ে দিন।

তখন হযরত আবু বকর বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রয় করেছি এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আজাদ করেছি।

তারপর বিলাল বললেন: আমি রাসূল -এর পরে আর কারো জন্যে আযান দিতে পারব না।

তখন আবু বকর বললেন- ঠিক আছে তুমি যা বলেছ তাই হবে।

* * *

হযরত বিলাল মদিনা থেকে দামেশকের দারায়া নামক স্থানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। সেখানে তিনি আযান দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

হযরত উমর দীর্ঘদিন পর দামেশকে আগমন করলে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত উমর তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। আর

তাই তিনি তাঁকে বললেনঃ আমাদের নেতা হযরত আবু বকর আমাদের আরেক নেতা (বিলাল)-কে আজাদ করেছেন।

তখন হযরত বিলাল উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে আযান দিতে বদ্ধ পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যখন তিনি আযানের আওয়াজ তুললেন তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-সহ অন্যান্য সাহাবীগণ কান্না শুরু করেন। এমনকি অশ্রুতে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল। কেননা তাঁরা অনেক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাননি।

* * *

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হলো তখন তাঁর স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে ফেলবেন এ শোকে তাঁর পাশে বসে বসে বার বার বলতে লাগলঃ হায় কি বিপদ!

তিনি প্রতিবারই তাঁর স্ত্রীর কথা জবাবে বললেনঃ হায় কি আনন্দ!

তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে তিনি বার বার বলতে লাগলেনঃ "আগামী কাল আমি আমার ভালোবাসা মুহাম্মদ ও তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করব.........."

"আগামী কাল আমি আমার ভালোবাসা মুহাম্মদ ও তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করব।"

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃ.।
৩. উসদুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃ.।
৫. তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ৫৯ পৃ.।
৬. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ৬০ পৃ.।
৭. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃ.।
৮. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃ.।
৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃ.।
১০. ইবনু কাছীর - ৭ম খণ্ড, ১০২ পৃ.।
১১. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ৩১ পৃ.।
১২. আ'লামু ওয়া তারাজিমাহু।

হযরত হাবীব
বিন জায়িদ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে বরকত দান করুক, আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুক।"

[হযরত হাবীবের পরিবারের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া]

মদিনার একটি ঘর ছিল যার প্রতিটি খুঁটিতে ঈমানের আলো জ্বলত। যে ঘরের প্রতিটি সদস্য ইসলামের জন্য জান-জীবন উৎসর্গ করেছে, আর সেই ঘরেই হযরত হাবীব বিন জায়িদ আল আনসারী বেড়ে উঠেন।

* * *

তাঁর পিতা হচ্ছেন জায়িদ বিন আ'সেম যিনি ইয়াসরিবের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাছাড়া তিনি ওই সত্তর জনের একজন ছিলেন যাঁরা আকাবার শপথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে বাইয়াত করেন।

অন্যদিকে তাঁর মা হচ্ছেন উম্মে উমারাতা যাঁকে মাজিনিয়ার দিকে সম্পর্কিত করা হত। তিনি হচ্ছেন প্রথম মহিলা যিনি ইসলামের পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুদের দমন করার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন।

আর তার ভাই হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জায়িদ যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাঁচাতে নিজের রক্ত ঝরিয়েছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে নিজের গর্দানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গর্দানের সামনে রেখেছেন এবং নিজের বুককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুকের সামনে রেখেছেন।

এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন- আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে বরকত দান করুক, আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুক।

* * *

আল্লাহ তাআলা হাবীবের অন্তরে নূর ঢেলে দিয়েছেন তাই তাঁর চোখ সর্বদা অবনত ছিল।

তিনি তাঁর পিতা, মাতা, খালা ও ভাইদের সাথে মক্কা সফর করে ইসলামের ইতিহাসের আকাবার সম্মানিত সেই সত্তর জনের একজন হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনিও তাঁদের সাথে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য তাঁর ছোট্ট হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ওই দিন থেকে রাসূল ﷺ তাঁর নিকটে তার পিতামাতার চেয়ে প্রিয় হয়ে গিয়েছেন এবং ইসলাম তাঁর নিকটে অধিক মূল্যবান হয়ে গিয়েছে।

* * *

হযরত হাবীব রাঃ বদরে অংশগ্রহণ করতে পারেননি কেননা তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু এরপর সব যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন।

প্রতিটি যুদ্ধে ছিল সম্মানের নিদর্শন......

ছিল সম্মান ও মর্যাদা....

ছিল আত্মত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ........

কিন্তু এই যুদ্ধগুলোতে তাঁর অবস্থান বিস্ময়কর ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আর আমরা সেই বিস্ময়কর ঘটনাকে আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি। আর তা অবশ্যই আপনার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কেননা তা রাসূল ﷺ-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকল মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

* * *

নবম হিজরীতে তখন ইসলাম বেশ শক্তিশালী হয়েছে। এর শক্তি ও ক্ষমতা তখন দেখার মতো। আর এর স্তম্ভগুলো তখন প্রথিত। তাই আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে একত্মতা ঘোষণা করে ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে।

আর সেই সকল দলের মধ্যে নজদের উঁচু ভূমিতে অবস্থানরত বনূ হানীফের একটি দলও এসেছে।

* * *

মদিনায় আগত সেই দলের লোকেরা তাদের উটগুলো মদিনার এক পাশে রাখল। সেই দলের সাথে আগমন করেছে এক ব্যক্তি যাকে মানুষ মুসায়লামা বলে ডাকে। সে তাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল। রাসূল ﷺ আগত এ দলের সকলকে অনেক বেশি আপ্যায়ন করেন। তাদের সাথে মুসায়লামা নামক ওই ব্যক্তিরও আপ্যায়ন করেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে যা দিয়েছেন তাকেও তা দিলেন।

* * *

তারা রাসূল ﷺ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের দেশের দিকে রওয়ানা দিল, কিন্তু নজদ নামক এলাকা পার না হতেই মুসায়লামা নামক সেই ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল। সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল- সে একজন নবী, তাকে আল্লাহ্ তাআলা বনূ হানীফা গোত্রের জন্য প্রেরণ করেছেন যেমনিভাবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহকে কোরাইশ গোত্রের জন্য প্রেরণ করেছেন।

তার সাথে থাকা লোকেরা তার এই কথা প্রতিবাদ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি জেগে উঠে। এমনকি তাদের একজন বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সত্যবাদী আর মুসায়লামা মিথ্যাবাদী, কিন্তু মুদার গোত্রের (রাসূলের গোত্র) সত্যবাদিতা থেকে রবীয়া গোত্রের (মুসায়লামার গোত্র) মিথ্যা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

* * *

যখন মুসায়লামা তার দলকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো তখন সে রাসূল ﷺ-এর নিকটে চিঠি লিখে-

> আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের প্রতি.......
>
> তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক।
>
> পর কথা, আমি তোমার সাথে এ কাজে অংশগ্রহণ করেছি, আমাদের জন্য বিশ্বের অর্ধেক আর কোরাইশদের জন্য অর্ধেক, কিন্তু কোরাইশরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

সে এ চিঠি তার দুইজন লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করল। যখন তারা রাসূল ﷺ-এর সামনে পত্র পাঠ শেষ করল রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন: তোমরা দুইজন কি বল?

তারা জবাব দিল- সে যেমন বলেছে আমরাও তেমনি বলি।

তিনি তাদেরকে বললেন: জেনে রাখ! আল্লাহর শপথ! যদি পত্রবাহক হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো তাহলে আমি তোমাদের ঘাড়ে আঘাত করতাম।

তারপর রাসূল ﷺ তার নিকটে পত্র লিখেন।

> পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
>
> আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের (চরম মিথ্যাবাদী) প্রতি......... বিশ্ব আল্লাহ তাআলার, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর অধিকারী বানাবেন, আর আল্লাহ ভীতদের জন্য শুভ পরিণাম।

তিনি এ পত্র দুইজন লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করেন।

* * *

মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের ভণ্ডামি দিনে দিনে বাড়তে লাগল। তাই রাসূল ﷺ এ পত্রটি প্রেরণ করতে ইচ্ছা করেন। যাতেকরে সে তার ভণ্ডামি থেকে ফিরে আসে। আর তিনি এ পত্রটি যার মাধ্যমে প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন তিনি হচ্ছেন আমাদের কাহিনীর বীর হযরত হাবীব বিন জায়িদ।

তিনি সেই সময়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক যুবক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর ঈমানের অবস্থা এমন ছিল যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি শিরায় শিরায় ঈমানের শক্তিতে চলমান ছিল।

* * *

হযরত হাবীব رضي الله عنه নির্দ্বিধায় রাসূল ﷺ-এর আদেশ মতো নজদের দিকে পা বাড়ালেন। উঁচু নিচু পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে তিনি বনূ হানীফার এলাকায় গিয়ে পৌছেন। তিনি পত্রটি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের নিকটে পেশ করেন।

মুসায়লামা পত্রের ভিতরের লেখাটি জানতে পেরে রাগে ও হিংসায় ফুলে উঠে। তার মধ্যে গাদ্দারি ও খারাপি জেগে উঠে। সে হাবীবকে আটকে ফেলার নির্দেশ দেয় এবং পরের দিন সকালে তাঁকে তার নিকটে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়।

পরের দিন মুসায়লামাতুল কাজ্জাব তার বৈঠক বসায় এবং তার আশপাশে তার বড় বড় ভক্তরা বসে। এরপর সে সেখানে সর্বসাধারণদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিল।

এরপর হাবীবকে নিয়ে আসার আদেশ দিল। হযরত হাবীব رضي الله عنه-কে ভারী লোহার শিকল দিয়ে বাঁধার কারণে তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন।

* * *

হযরত হাবীব رضي الله عنه নিকৃষ্ট কাফেরদের মজলিসের মাঝখানে গিয়ে শির উঁচু করে দক্ষকারীগরের হাতে তৈরি ক্রটিমুক্ত চক্‌চকে বর্শার মতো সটান হয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর মুসায়লামাতুল কাজ্জাব তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে বলল: তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

এতে মুসায়লামা ক্রোধে ফুলে উঠে বলল: তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ আমি আল্লাহর রাসূল?

তখন হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিহাস করে বললেন: আমার কান তোমার কথা শুনা থেকে বধির হয়ে গেছে।

এতে মুসায়লামার চেহরার রং পাল্টে গেল। সে রাগে ক্রোধে তার জল্লাদকে ডেকে বলল: তার শরীর থেকে একটি অঙ্গ কেটে ফেল।

জল্লাদ তার তরবারি নিয়ে এসে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি অঙ্গ কেটে ফেলল। কর্তিত অঙ্গটি জমিনে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

মুসায়লামা পুনরায় বলল: তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

এতে আবারও মুসায়লামা ক্রোধে ফুলে উঠে বলল: তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ আমি আল্লাহর রাসূল?

তখন হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারও পরিহাস করে বললেন: আমার কান তোমার কথা শুনা থেকে বধির হয়ে গেছে।

এতে মুসায়লামার চেহরার রং পাল্টে গেল। সে রাগে ক্রোধে তার জল্লাদকে ডেকে বলল: তার শরীর থেকে আরেকটি অঙ্গ কেটে ফেল।

জল্লাদ তার তরবারি নিয়ে এসে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরেকটি অঙ্গ কেটে ফেলল। কর্তিত অঙ্গটি জমিনে গড়াগড়ি খেতে খেতে পূর্বের কর্তিত অঙ্গের সাথে মিলে গেল।

মানুষ অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। তারা সবাই এ দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

মুসায়লামা বার বার জিজ্ঞেস করল আর হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বার একই জবাব দিয়েছেন। এতে মুসায়লামা রাগান্বিত হয়ে জল্লাদকে এক এক বার এক এক অঙ্গ কাটার নির্দেশ দিয়েছে আর জল্লাদ তার এক এক অঙ্গ করে কেটেছে। অবশেষে তাঁর দেহের অর্ধেক মাটিতে গড়াগড়ি করছিল আর অর্ধেক নিয়ে তিনি মুসায়লামার সাথে তর্কযুদ্ধ করছিলেন।

অবশেষে তাঁর দেহ থেকে রূহ মোবারক মহান প্রভুর নিকটে চলে গেল আর তখন তাঁর পবিত্র ঠোঁটে প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। যাঁর হাতে তিনি বাইয়াতে আকাবার সময় বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

* * *

হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা এই মর্মান্তিক হত্যার কথা জানতে পারেন। তিনি আল্লাহর নিকটে এর প্রতিদান আশা করেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রস্তুত করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেই বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই বাহিনীর সাথে হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মাতা নাসীবাতুল মাজিনীয়াকে ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ বিন জায়িদকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অন্যান্য সৈন্যদের সাথে তারা দুইজনও জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

তাঁরা আল্লাহর শত্রু মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের থেকে হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেন।

* * *

ইয়ামামার দিন হযরত নাসিবা সারি ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললেন: কোথায় আল্লাহর শত্রু?

আল্লাহর শত্রু কোথায় আমাকে দেখাও।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মুসলমানরা তরবারি ও বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

এতে হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মায়ের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং তার চক্ষু শীতল হয়............

কেনই বা হবে না?............

অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হতভাগা মুসায়লামার থেকে তাঁর পুত্র হাবীবের হত্যার প্রতিশোধ আল্লাহ তাআলা নিজেই নিয়েছেন।

হ্যাঁ.........

তারা দুইজন-ই মারা গেছে।

কিন্তু একজন জান্নাতে গেছেন..........

আর অন্যজন জাহান্নামে গেছে..........

তথ্য সূত্র

১. উসদুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৪৪৩ পৃ.।
২. আনসাবুল আশ্রাফ - ২৫০,৩২৫ পৃ।
৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃ।
৪. আস্ সিরুতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃ.।
৬. শুহাদাউল ইসলাম ফি আহদিন নবুওয়্যাহ্ লিন্নাশ্শার।
৭. আল ইতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৩২৮ পৃ.।

হযরত
আবু তালহা আল আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

"হযরত আবু তালহা রোযা ও জিহাদে জীবন অতিক্রম করেছেন আর তিনি রোযা ও জিহাদ করা অবস্থায় মারা গেছেন।"

হযরত জায়েদ বিন সাহলো আন্নাজ্জারী আবু তালহা নামে পরিচিতি লাভ করেন। হযরত রুমাইসা বিনতে মিলহান আন্নাজ্জারী রাদিআল্লাহু আনহা যিনি উম্মে সালিম নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর অন্তর খুশিতে ভরে গেল।

প্রিয় পাঠক! একথা শুনে আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন যে, কিভাবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী আনন্দিত হয়। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ হযরত রুমাইসা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন, সুতরাং কোনো উপযুক্ত কারণেই তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে খুশি হয়েছেন।

হযরত রুমাইসা রাদিআল্লাহু আনহা চাইলেন তিনি যেন তাঁর এ স্বামী থেকে মুক্তি পেয়ে একজন দ্বীনদার স্বামীর স্ত্রী হতে পারেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন।

ওই দিকে আমরা যার জিবনী এখন আপনাদের সামনে পেশ করছি সেই মহান ব্যক্তি হযরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সংকল্প করলেন যে, তিনি সবার আগে রুমাইসাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। হযরত আবু তালহা এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, রুমাইসা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর প্রস্তাবের ওপর অন্য কারো প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে না।

কেননা তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন, অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং অনেক বড় ধনী ছিলেন।

তাছাড়াও তিনি বনূ নাজ্জারের একজন অশ্বারোহী ছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য বীরদের মধ্যে একজন ছিলেন।

* * *

হযরত আবু তালহা রুমাইসার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন ....

তিনি কিছুদূর না যেতেই হযরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মুসায়াব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে শুনলেন রুমাইসা রাদিআল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।

তিনি একথা শুনে মনে মনে বললেন: এতে কি হয়েছে? তার আগের স্বামীও তো পূর্ব-পুরুষের ধর্মের ওপর ছিল এবং সে মুহাম্মদের ধর্মের বিরোধী ছিল।

* * *

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর তিনি তাঁর নিকটে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। রুমাইসার ছেলে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথে ছিল।

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

তিনি বললেন: তোমার মতো লোকের প্রস্তাব ফিরানোর মতো নয়। কিন্তু তুমি কাফির থাকা অবস্থায় আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধারণা করলেন- রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা টাকা-পয়সাওয়ালা অন্য কাউকে পছন্দ করেছে আর তাই তার প্রস্তাব গ্রহণ না করার একটি কারণ দর্শানো মাত্র।

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলল: আল্লাহর শপথ! তোমাকে এ কারণটি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিচ্ছে না হে উম্মে সুলাইম।

তিনি বললেন: তাহলে আমাকে কোন জিনিস বাধা দিচ্ছে?

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: হলুদ ও সাদা অর্থাৎ স্বর্ণ, রুপা.........।

তিনি বললেন: স্বর্ণ, রুপা................

তিনি বললেন: হে আবু তালহা! বরং আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষী রাখছি যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে স্বর্ণ রুপা ব্যতীতই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছি।

* * *

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কথা শুনার পর তাঁর ঘরে থাকা মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল। যে মূর্তিটি তিনি কাঠ দ্বারা নিজের জন্য তৈরি করেছেন যেমনটি আরবের সম্মানিত ব্যক্তিরা করে থাকে। আরবের সম্মানিত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে নিজের ঘরে স্বতন্ত্র একটি মূর্তি রাখত।

কিন্তু রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ভুল ভাঙ্গানোর জন্য বললেন: হে আবু তালহা! তুমি যে মূর্তির পূজা করছ তা কি জমিনে উৎপাদিত হয়নি?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: এ ব্যাপারে তোমার লজ্জা হয় না যে, তুমি গাছের একটি অংশ দিয়ে তোমার মূর্তিটি বানিয়েছ আবার সেই গাছের অন্য অংশ দিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছ।

হে আবু তালহা! আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আর মোহরানা হিসেবে তোমার ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু আমি চাই না।

তিনি বললেন: কে আমাকে ইসলামে পথ দেখাবে?

রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের পথ দেখিয়ে দিব।

তিনি বললেন: কিভাবে?

রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: তুমি চির সত্য সেই কথা বলবে: তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তারপর তুমি বাড়িতে গিয়ে তোমার মূর্তিটি ভেঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

একথা শুনার পর হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারায় আনন্দ ফুঠে উঠে তিনি সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

তারপর তিনি রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করেন।

তার বিয়ের পর মুসলমানরা বলতে লাগল- উম্মে সুলাইমের মোহ্‌রানা মতো এত সম্মানিত মোহ্‌রানার কথা আমরা আর শুনিনি। কেননা সে ইসলামকে তাঁর মোহ্‌রানা হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

* * *

ওই দিন থেকে হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের পতাকা তলে আসেন এবং ইসলামের জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে লাগলেন।

তিনি সত্তর জন আকাবার শপথ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন সাথে তাঁর স্ত্রী রুমাইসাও তাঁদের একজন ছিলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেছেন।

* * *

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুব বেশি ভালোবাসতেন। এমনকি তাঁর প্রতিটি শিরায় শিরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার রক্ত প্রবাহিত হত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখে একটা দিনও থাকতে পারতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা না শুনলে তাঁর কিছুই ভালো লাগত না। প্রায় সময়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসে থাকতেন।

উহুদের ময়দানে মুসলমানরা কাফেরদের হঠাৎ আক্রমণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে বিভিন্ন দিকে ছুটে এলোমেলো হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁত মোবারক ভেঙে গেল, কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আঘাত করে কপাল ফাটিয়ে দিল এবং তাঁর ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হলো, এতে তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল।

এমনকি মুনাফিকরা প্রচার করতে লাগল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। এতে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেল এবং মসিবতের পাহাড় তাদের মাথায় এসে পড়ে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অল্প কয়েকজন লোক ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে হযরত আবু তালহাও ছিলেন।

* * *

তিনি পাহাড়ের মতো হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ধনুক প্রস্তুত করে তীর মারতে লাগলেন। তাঁর তীর ছিল লক্ষ্য-ভ্রষ্টহীন। প্রতিটি তীরে এক একটা কাফের ধরাশায়ী হতে লাগল।

রাসূল মাথা উঁচু করে আবু তালহার তীর মারা দেখতে লাগলেন এবং তিনি তাকে বললেন: আমার বাবা মা তোমার জন্য উৎসর্গী হউক! তুমি তাদের দিকে মাথা উঁচু করবে না তাহলে তাঁরা তোমাকেও আঘাত করবে।

মুসলমানদের এক সৈন্য রাসূল -এর নিকট দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সাথে তীরের একটি থলে ছিল।

রাসূল তাকে ডেকে বললেন: তুমি তোমার তীরগুলো আবু তালহার কাছে দিতে থাকো এবং তার থেকে পলায়ন করে যাবে না।

হযরত আবু তালহা রাসূল থেকে কাফেরদের আঘাত ফিরাতে লাগলেন এবং তীর নিক্ষেপ করে কাফেরদেরকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হলো। আল্লাহ তাআলা রাসূল -কে নিরাপদে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে রক্ষা করেন।

* * *

হযরত আবু তালহা শুধু জান দিয়েই লড়াই করেননি; বরং তিনি তাঁর সম্পদকেও অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিলেন।

তার আঙ্গুর আর খেজুরের একটি বড় বাগান ছিল। মদিনায় এর থেকে সুন্দর ও বড় আর কোনো বাগান ছিল না। তার ফলগুলো অনেক বেশি মিষ্টি ছিল যা মানুষকে অবাক করত।

একদিন তিনি সেই বাগানের একটি গাছের ছায়ার নিচে নামাজ পড়ছিলেন এমন সময় তিনি দেখলেন সবুজ রঙের একটি পাখি যার পাগুলো রাঙানো সে গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে আর গান গাইছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তিনি তাতে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কিন্তু চিন্তার কারণে তিনি ভুলে গেলেন তিনি কি দুই রাকাত নামাজ পড়লেন নাকি তিন রাকাত পড়লেন।

নামাজ শেষে তিনি রাসূল -এর নিকটে এ বিষয় অভিযোগ করেন।

তারপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষ্য থাকেন আমি এ বাগান আল্লাহর জন্য সদ্‌কাহ করে দিলাম।

* * *

হযরত আবু তালহা সারা জীবন রোজা রেখে ও জিহাদ করে কাটিয়েছেন। আর তিনি মারাও গেছেন রোযা অবস্থায় এবং জিহাদ করা অবস্থায়।

তিনি রাসূল -এর পর ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এ ত্রিশ বছর রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত বাকি প্রত্যেক দিনে রোযা রেখেছেন।

তিনি অনেক দীর্ঘ বয়স পেয়েছেন এমনকি তিনি বয়সের কারণে অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু তার বার্ধক্য তাঁকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর যুগে মুসলমানগণ সমুদ্রে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন। হযরত আবু তালহাও মুসলমান সৈন্যদের সাথে যেতে প্রস্তুত হলেন।

তখন তার ছেলেরা তাকে বললেন: হে আমাদের বাবা! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুক। আপনি তো অনেক বৃদ্ধ হয়েগেছেন। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে জিহাদ করেছেন; সুতরাং আপনি এখন বিশ্রাম করুন আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে জিহাদ করতে দিন।

তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا..........

অনুবাদ- "তোমরা ছোট ও বড় দলে বের হও।"

তিনি আমাদের সবাইকে বের হতে বলেছেন। এখানে কোনো বয়সের কথা বলেননি।

তিনি যুদ্ধ না করে ঘরে বসে থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

* * *

হযরত আবু তালহা মুসলমান সৈন্যদের সাথে নৌকাতে ছিলেন হঠাৎ করে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। পরে তিনি নৌকাতেই ইন্তেকাল করেন।

মুসলমানরা তাঁকে সাগর থেকে আরব ভূখণ্ডে এনে দাফন করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাঁকে নিয়ে সাত দিন পর পাড়ে আসে, কিন্তু সাত দিনেও তাঁর লাশের কোনো পরিবর্তন আসেনি। যেন তিনি একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি।

সাগরের পাড়ে......
বাড়ি থেকে অনেক দূরে ......
হযরত আবু তালহাকে দাফন করা হয়।

কিন্তু তার কবর মানুষ থেকে অনেক দূরে হলেও তিনি আল্লাহর অনেক নিকটবর্তী ছিলেন।

তথ্য সূত্র

১. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. উসদুল গবাহ্ - (আত্ তারজমাহ্ ১৮৪৩)।
৩. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫৪৯ পৃ.।
৪. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ৩য় খণ্ড, ৫০৪ পৃ.।
৫. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃ.।
৬. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৩য় খণ্ড ৪১৪ পৃ.।
৭. তারীখুত্ তাবারী - ২য় খণ্ড, ৬১৯ পৃ. ও ৩য় খণ্ড ১২৪, ১৮১ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড ১৯২ পৃ.।
৮. তাহ্যীবুবনি আসাকির - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪ পৃ.।
৯. আস্ সিরাতু লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১০. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৫৬৬ পৃ.।

হযরত
ওয়াহ্সী বিন হারব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তিনি ইসলামের বড় বীরকে হত্যা করেছেন আবার তিনিই ইসলামের বড় শত্রুকে হত্যা করেছেন।" [ঐতিহাসিকগণ]

যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে রক্ত ঝরিয়েছেন।

আবার যিনি ইসলামের বড় দুশমন ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করে মুসলমানদের হৃদয়ে আনন্দ ভরে দিয়েছেন। তিনি কে ছিলেন?

তিনি হচ্ছেন হযরত ওয়াহ্সী বিন হারব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যাঁর উপনাম ছিল আবু দাস্মা।

তাঁর জীবনে একটি সহিংস ঘটনা ঘটেছে যা তাঁকে পরে অনেক দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

আমরা আপনাদের কাছে সেই ঘটনা তুলে ধরলাম। তাহলে শুনুন.........

হযরত ওয়াহ্সী নিজেই বলেন:

আমি কোরাইশদের এক নেতা জুবাইর বিন মুত্বয়ামের গোলাম ছিলাম।

তাঁর চাচা তুয়াইমা বদরের যুদ্ধে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে নিহত হয়েছিল। এতে তিনি খুব দুঃখ পান। তিনি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করেন তিনি তার চাচার হত্যার প্রতিশোধ নিবেন এবং তাঁর চাচার হত্যাকারীকে হত্যা করবেন। এ কারণে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

* * *

তাঁকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। কিছুদিন পর কোরাইশরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাদের বাহিনী প্রস্তুত করল। আর আবু সুফিয়ানকে সেই বাহিনীর দায়িত্ব দিল।

আবু সুফিয়ান দেখল তাঁর বাহিনী অধিকাংশ কোরাইশরা এমন যাদের আত্মীয়দের কেউ না কেউ বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আবু সুফিয়ান তাদেরকে বাহিনীর সামনে রাখলেন। তাদের মধ্যে জুবাইর বিন মাত্বয়ামও একজন। এ বাহিনীর মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। হিন্দার বাবা, চাচা, ভাই তিনজনই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

হযরত ওয়াহ্সী বলেন:

যখন বাহিনী রওয়ানা দিবে তখন জুবাইর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আবু দাস্মা! তুমি কি নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিবে?

আমি বললাম: কে আমাকে এ কাজে সহযোগিতা করবে?

তিনি বললেন: আমি।

আমি বললাম: কিভাবে?

তিনি বললেন: তুমি যদি মুহাম্মদের চাচা হামজাকে আমার চাচা তুয়াইমার হত্যার বিনিময়ে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আজাদ।

আমি বললাম: এ কথার জিম্মাদার কে?

তিনি বললেন: তুমি যাকে চাও, আর আমি এ বিষয়ে সকল মানুষকে সাক্ষী রাখতে পারি।

আমি বললাম: আমি করব। আর এ দায়িত্ব আমার উপর।

হযরত ওয়াহ্সী বলেন:

আমি যুদ্ধে তীর ও বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলাম। আর তাই আমার নিক্ষেপকৃত কোনো কিছু লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না।

আমি আমার যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে বের হলাম। আমি সৈন্যদের পিছনে মহিলাদের একটু সামনে দিয়ে হাঁটছি কেননা আমার যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। আমার উদ্দেশ্য শুধু হামাজাকে হত্যা করে নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা।

যখন আমরা উহুদের ময়দানে পৌঁছলাম, দুই বাহিনী যুদ্ধের সম্মুখীন হলো। আমি হামজাকে খুঁজতে লাগলাম। আমি পূর্ব থেকেই তাঁকে চিনতাম। তাছাড়া হামজা কখনো গোপনে যুদ্ধ করতেন না। তিনি তাঁর মাথা আরব বীরদের মতো উঁচু মুকুট পরিধান করতেন যাতে তাঁর বীরত্ব প্রকাশ পায়।

কিছুক্ষণ পর আমি হামজাকে দেখতে পায় তিনি পাহাড়ের মতো অটল হয়ে জিহাদ করছিলেন। তিনি মানুষকে তাঁর তরবারি দিয়ে কচু কাটা করছিলেন। তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছিল না।

তখন আমি নিজেকে গাছ বা পাথরের আড়াল করে রাখতে লাগলাম যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান এবং তিনি কখন আমার নিকটে আসবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

এমন সময় সিবা বিন উজ্জা নামক এক কোরাইশ বীর এসে তাকে বলল: হে হামজা আমার সাথে মোকাবিলা কর। আমার সাথে মোকাবিলা কর।

হযরত হামজা তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য বললেন: আমার নিকটে আস। আমার নিকটে আস।

কিছুক্ষণ মোকাবিলা না করতেই সেই লোকটি হামজার আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। তার রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল।

এরপর আমি তাঁর থেকে নিরাপদ দূরুত্বে অবস্থান করি। আমি আমার বর্শাকে প্রস্তুত করে তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলাম। বর্শাটি গিয়ে তাঁর তলপেটে ঢুকে গিয়ে তাঁর দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে গেল।

তিনি দুই পা এগিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি আর আসতে পারেননি; বরং মাটিতে পড়ে গেলেন আর তখণ বর্শা তাঁর গায়ে বিদ্ধ ছিল। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। যখন আমি নিশ্চিত হলাম তিনি মারা গেছেন আমি তাঁবুতে ফিরে চলে আসি। কেননা আমার যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি তাঁকে হত্যা করেছি নিজেকে আজাদ করার জন্য।

* * *

এরপর যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হতে লাগল এতে মুসলমানদের অনেকে পালাতে লাগল এবং মুসলমানদের নিহতদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল।

এমন সময় হিন্দা নিহত মুসলমানদের নিকটে গিয়ে তাদেরকে বিকলাঙ্গ করতে লাগল। সে তাদের পেট, পা, হাত, নাক, কান কাটতে লাগল।

তারপর সে নাক, কান দিয়ে মালা বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল: এগুলো তোমার জন্য। এগুলো রাখ কেননা এগুলো অনেক মূল্যবান।

উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরার পর জুবাইর তাঁর কথামতো আমাকে আজাদ করে দিল। ওই দিন আমি স্বাধীন হয়ে গেলাম।

* * *

কিন্তু অন্যদিকে মুহাম্মদের বাহিনী ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। আমি যখনই মুহাম্মদের উন্নতির কথা চিন্তা করতাম তখনই আমার দুশ্চিন্তা হতো এবং আমার মনে ভয়ভীতি কাজ করত।

এভাবে আমার দিন যেতে লাগল। অবশেষে একদিন মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন।

এ সময় আমি তায়েফে পালিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু পরে শুনি তায়েফের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। তারা মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ইসলামের কথা ঘোষণা করতে আসছে।

এতে আমার হয়রানী আরো বেড়ে গেল, আমার জন্য জমিন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল এবং সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- আমি সিরিয়াতে যাব অথবা ইয়ামেনে যাব অথবা অন্য কোনো দেশে যাব।

এমন সময় এক উপদেশ প্রদানকারী আমার নিকটে এসে আমাকে বলল: হে ওয়াহ্‌সী তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তাঁর ধর্মে প্রবেশকারী এবং সত্য সাক্ষ্যদাতা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেন না।

তার একথা শুনার পর আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মদিনার দিকে পা বাড়াই। আমি মদিনায় পৌঁছার পর জানতে পারলাম তিনি মসজিদে আছেন।

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর নিকটে গিয়ে বলি- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

এ আওয়াজ শুনে তিনি আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন: তুমি কি ওয়াহ্সী?

আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আমাকে বললেন: তুমি বস এবং বল কিভাবে তুমি আমার চাচাকে হত্যা করেছ।

আমি বসলাম। এরপর তাঁকে সেই ঘটনা বর্ণনা করে শুনালাম।

আমার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর তিনি আমার থেকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন।

তিনি আমাকে বললেন: হে ওয়াহ্সী তোমার জন্য আফসোস্! তুমি আমার থেকে তোমার চেহারা লুকিয়ে রাখবে, এরপর যেন আমি তোমাকে আর না দেখি।

আমি এরপর থেকে রাসূল ﷺ-এর সামনে আসতাম না। সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূল ﷺ-এর সামনে বসত আমি তাঁর পিছনে বসতাম।

আমি এভাবেই দিন কাটাতে লাগলাম। অবশেষে রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন।

* * *

এরপর ওয়াহ্সী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ্কে মাফ করে দেয় এ কথা জানার পরও আমি আমার পূর্বের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হতাম এবং আমি সুযোগ খুঁজতাম কখন সেই কর্মের কাফ্ফারা দিতে পারব।

* * *

রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতের আমলে বনূ হানীফ গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল। তারা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের পক্ষে চলে গেল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বনূ হানিফা গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম: হে ওয়াহ্সী! এটি তোমার জন্য বিশাল একটি সুযোগ সুতরাং তুমি একে গনীমত মনে করে কাজে লাগাও।

এরপর আমি মুসলমান সৈন্যদের সাথে বের হলোাম। আর সাথে আমার সেই বর্শাটি নিলাম। আমি নিজে নিজে সংকল্প করলাম আমি এ বর্শা দ্বারা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করব অথবা শাহাদাত বরণ করব।

মুসলমানগণ যখন মৃত্যুপুরী বাগানে প্রবেশ করল এবং শত্রুদের মোকাবিলা করতে লাগল তখন আমি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে ছিলাম। আমি তাকে দেখলাম সে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আনাসারী এক সাহাবীও আমার মতো মুসায়লামাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। আমরা দু জনেই তাকে হত্যা করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

আমি তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করি এবং আমার বর্শাকে প্রস্তুত করি। এরপর আমি তাকে লক্ষ্য করে আমার বর্শা নিক্ষেপ করলাম। আর বর্শাটি গিয়ে তাকে আঘাত করল।

ঠিক তখনই ওই আনসারী সাহাবী তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। অবশেষে সে মারা গেল।

এখন আমাদের প্রভুই ভালো জানেন আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে।

যদি আমি হত্যা করে থাকি তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর ইসলামের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি (হামজা)-কে হত্যা করলাম; আবার আমি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা করলাম।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৬৩১ পৃ.।
২. উসদুল গবাহ্ - ৫ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ৬৪৪ পৃ.।
৪. আত্ তারীখুল কাবীর - ২য় খণ্ড, ১৮০ পৃ.।
৫. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ২য় খণ্ড, ৫৪৬ পৃ.।
৬. তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
৭. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ১১তম খণ্ড, ১১৩ পৃ.।
৮. আস্ সিরাতু লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৯. মুসনাদি আবি দাউদ - ১৮৬ পৃ.।
১০. আল কামিল লি ইবনিল আছীর - ২য় খণ্ড, ১০৮ পৃ.।
১১. তারীখুত্ তাবারী - ১০ম খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১২. ইমতাউল আসমা - ১ম খণ্ড, ১৫২-১৫৩ পৃ.।
১৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ১২৯-১৩০ পৃ.।
১৪. আল মাআরিফু লি ইবনি কুতিবা - ১৪৪ পৃ.।
১৫. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ১ম খণ্ড, ২৫২ পৃ.।

হযরত
হাকীম বিন হাজাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"মক্কায় চারজন লোক আছে যাঁরা শিরক অপছন্দ করে এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী ।" [মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী]

প্রিয় পাঠক! আপনি কি এ মহান সাহাবী সম্পর্কে আগে জানতেন?

ইতিহাসের পাতায় লিখা হয়েছে...............

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর জন্ম পবিত্র কা'বা ঘরের ভিতরে হয়েছে। পৃথিবীর আর কেউ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেননি। সামনেও হওয়ার কোনো সম্ভবনা নেই।

তাঁর জন্মের ঘটনা-

একদিন তাঁর মা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন।

সেদিন কা'বা ঘর যেকোন অনুষ্ঠানের কারণে খোলা রাখা হয়েছিল।

আর সে সময় তিনি তাঁর মায়ের গর্ভে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন তখনো সন্তান প্রসব হওয়ার কোনো সম্ভবনা ছিল না।

কা'বার ভিতরে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়, কিন্তু এ অবস্থায় তিনি যে, কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন সে সুযোগও পাননি। সাথে সাথে সেখানেই তিনি একটি সন্তান প্রসব করেন। আর সেই প্রসবকৃত সন্তানটি হচ্ছেন হযরত হাকীম বিন হাজাম বিন খুওয়াইলিদ।

যিনি রক্তের সম্পর্কে হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর ভাতিজা ছিলেন।

* * *

হযরত হাকীম বিন হাজাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক মহান পরিবারে বড় হয়ে উঠেন। যাঁরা বংশীয়ভাবেই অনেক গৌরব ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং অনেক সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন।

আর এমন একটি পরিবারে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে তিনি স্বভাবগতভাবেই শান্ত, সভ্য ও ভদ্র ভাবে বেড়ে উঠলেন এবং বংশীয়ভাবে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন।

সংগত কারণেই তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর হাতেই নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তাঁর হাতেই সম্পাদন করত।

হযরত হাকীম প্রত্যেক বছর তাঁর সম্পদ থেকে একটি অংশ আলাদা করতেন। আর ওই সম্পদ দূর-দূরান্ত থেকে আল্লাহর ঘরে আগত হাজীদেরকে উপহার দিতেন এবং তাঁদের জন্যে ব্যয় করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে বয়সে পাঁচ বছরের বড় হওয়ার পরেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চলা-ফেরা করতেন এবং তাঁর সাথে দুঃখ-কষ্ট, হাসি ও আনন্দ ভাগাভাগি করতেন। তাঁর মজলিসে ও তাঁর সহবতে সময় কাটাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁকে সমপরিমাণ ভালোবাসতেন। হযরত হাকীম যেমন তাঁকে পছন্দের বিভিন্ন জিনিস উপহার দিতেন তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁকে পছন্দের জিনিসগুলো উপহার দিতেন।

তারপর তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্ক আরো দৃঢ় হল যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফুফু হযরত খাদীজাকে বিয়ে করে নিজের ঘরে তুললেন।

* * *

এত কিছুর পরেও আপনি যে বিষয়টি জেনে আশ্চর্য হবেন তা হচ্ছে হযরত হাকীম বিন হাজাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেননি। এমনকি নবুয়াতের বিশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এত গভীর সম্পর্ক থাকার পরও তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

হযরত হাকীম বিন হাজাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আল্লাহ যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে গভীর সম্পর্ক ছিল তা দেখে যেকোনো লোক ধারণা করবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনার কথা, তাঁর দাওয়াত সত্যায়ন করার কথা এবং তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার কথা, কিন্তু অনেক কিছু আছে এমন সুযোগ থাকার পরও তা পাওয়া যায় না শুধু ভাগ্যে লিখা না থাকার কারণে।

সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।

আর তাঁর ব্যাপারেও আল্লাহর এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এত কাছের হওয়ার পরেও তিনি রাসূলের আনুগত্য করতে অনেক দেরি করে ফেললেন।

* * *

ইসলাম গ্রহণে তাঁর বিলম্বতায় আমরা যেভাবে আশ্চর্য হয়েছি স্বয়ং তিনি নিজেও ভেবে আশ্চর্য হতেন তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণে এত দেরি করে ফেলছেন।

ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করার পর তাঁর জীবনের দীর্ঘ একটি সময় শির্কে লিপ্ত থাকায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকার করায় তিনি প্রায় সময় আফসোস করতে করতে নিজের আঙুল কামড়াতেন।

তার ইসলাম গ্রহণের পরে কোনো একদিন তাঁর ছেলে তাঁকে দেখল তিনি কাঁদছেন।

তখন তাঁর ছেলে তাঁকে বললেন: হে আমার বাবা! আপনি কি কারণে কাঁদছেন?

তিনি বললেন: এমন অনেক বিষয় আছে যার প্রত্যেকটি আমাকে কাঁদাচ্ছে।

প্রথমত, আমার দেরিতে ইসলাম গ্রহণ, অথচ বিভিন্ন ভালো কাজে আমি অগ্রগামী ছিলাম। আমার এত বেশি ক্ষতি হয়ে গেল যে, যদি আমি এখন পুরো দুনিয়া পরিমাণ স্বর্ণ দান করি তাহলেও সেই ক্ষতি পূরণ হবে না।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা আমাকে বদর ও উহুদের যুদ্ধে হেফাজত করেছেন। আমি মনে মনে সংকল্প করি এরপর আর আমি কোরাইশদেরকে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করব না, কিন্তু এরপরও আমি তাঁদেরকে সাহায্য করেছি।

এরপর আমি যতবারই ইসলাম গ্রহণ করার সংকল্প করতাম তখন দেখতাম আমার থেকে বয়সে বড় ও যোগ্য ব্যক্তিরা জাহিলীয়াতের ওপর আছে, তাই তাদের দিকে তাকিয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমি তাদের অনুসরণ করেছি এবং তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। হায় আফসোস! যদি আমি না করতাম। আমাকে আমার বাপ-দাদার অনুসরণ ধ্বংস করেছে।

তাহলে আমি কেন কাঁদব না হে আমার সন্তান........?!!!

* * *

ইসলাম গ্রহণে তাঁর বিলম্বতা যেভাবে আমাদেরকে বিস্মিত করেছে এমনকি স্বয়ং তাঁকেও বিস্মিত করেছে তেমনিভাবে তা রাসূল ﷺ-কেও বিস্মিত করেছে। কেননা তাঁর মত একজন জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কিভাবে ইসলাম গ্রহণে এত বিলম্ব করল! অথচ এক সময় তিনি তাঁর নিজের ও জাতির মুক্তির জন্যে ইসলাম ধর্মের মতো নতুন কোনো ধর্ম আগমনের আশা করতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে রাসূল ﷺ বললেন: মক্কায় চারজন লোক আছে যাঁরা শিরক অপছন্দ করে এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী। জিজ্ঞেসা করা হল- হে আল্লাহর রাসূল তারা কে কে?

তিনি বললেন: আত্তাব বিন উসাইদ, জুবাইর বিন মুত্বয়াম, হাকীম বিন হাজাম ও সুহাইল বিন আমর।

অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

রাসূল ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তিনি হযরত হাকীম বিন হাজামকে সম্মানিত করলেন। তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন সে যেন ঘোষণা করে- যে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সে নিরাপদ। যে কা'বার সামনে বসবে আর তাঁর অস্ত্র রেখে দিবে সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে হাকীম বিন হিজামের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

হাকীম বিন হিজামের ঘর মক্কার নিম্ন ভূমিতে ছিল আর আবু সুফিয়ানের ঘর উঁচু ভূমিতে ছিল।

* * *

হযরত হাকীম বিন হাজাম নিজ বিবেক দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করলেন আর সেই ইসলামকে নিজের অন্তরে লিখে নিলেন এবং রক্তের সাথে মিশিয়ে নিলেন।

তিনি সংকল্প করলেন যে, জাহেলি যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যত স্থানে অবস্থান করেছেন এবং যত অর্থ ব্যয় করেছেন তত স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে অবস্থান করে ও অর্থ ব্যয় করে সেটির কাফ্ফারা দিবেন। তিনি তাঁর এ কসম পূর্ণ করেছেন।

তাঁর মালিকানায় যখন দারুন নদওয়া নামক সেই পুরান ঘরটি আসে, যে ঘরে কোরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিরা একত্রিত হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত। এমনকি এ ঘরেই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্যে বৈঠক করেছিল। তখন তিনি চাইলেন সেই কলঙ্কময় ইতিহাস মুছে ফেলতে। আর তাই তিনি সেই ঘরটি এক লক্ষ দেরহামে বিক্রি করে দিলেন। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বলল: আপনি কোরাইশদের সম্মানকে বিক্রিয় করে দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে বললেন: হায় আফসোস! হে বৎস! সম্মান পুরাই চলে গেছে এখন সম্মান হচ্ছে তাকওয়ার মধ্যে। আমি শুধু এ কারণেই বিক্রয় করেছি যাতে আমি এর দ্বারা জান্নাতে একটি ঘর ক্রয় করতে পারি.........

আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রাখছি আমি এর মূল্য আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম।

* * *

হযরত হাকীম ইসলাম গ্রহণ করার পর হজ্ব আদায় করেন। তিনি তাঁর সাথে একশত উট নিয়ে যান। আর ওই একশত উট আল্লাহর জন্য কোরবানি করেন। আবার অন্য এক হজ্বে তিনি আরাফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর একশত দাস ছিল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের গলায় একটি হার পরিয়ে দিলেন। যে হারে লিখা ছিল 'আল্লাহর জন্যে হাকীম বিন হিজামের পক্ষ থেকে আযাদ'।

তাঁর তৃতীয় হজ্জে তিনি এক হাজার বকরী সাথে নিয়ে গেলেন। আর ওই গুলো কোরবানি করে গরীব মুসলমানদেরকে খেতে দিলেন।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধের পর হাকীম বিন হাজাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গনীমত মাল থেকে চাইলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তা দিলেন। তিনি আবার চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবারো দিলেন। এমনকি তিনি তাঁকে প্রায় একশত উটের মত প্রদান করলেন। তখন তাঁর ইসলাম গ্রহণ মাত্র কিছু দিন পার হয়েছিল।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: হে হাকীম!.....এ সম্পদ খুব প্রিয় মজাদার। যে তা পরিতৃপ্তির সাথে গ্রহণ করে তার জন্যে তাতে বরকত দেওয়া হয় আর যে লোভের সাথে গ্রহণ করে তার জন্যে তাতে বরকত দেওয়া হয়না।

সে ওই ব্যক্তির মতো যে খেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না.........। নিচু হাত থেকে উঁচু হাত উত্তম।

এ কথা শুনার পর তিনি বললেন: আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি- আমি আপনার পরে আর কারো কাছে কোনো কিছু চাইব না................

হযরত হাকীম বিন হাজাম তাঁর শপথ পূর্ণ করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বাইতুল মাল থেকে সম্পদ গ্রহণ করার জন্যে ডেকেছেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

তেমনিভাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর খেলাফতের সময় তাঁকে বাইতুল মালের সম্পদ গ্রহণ করতে ডেকেছেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন- হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি হাকীমকে সম্পদ দিতে ডেকেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

হযরত হাকীম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে তাঁর জিন্দিগী কাটালেন। তিনি কারো কাছে কিছু চাননি। আর এভাবে একদিন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেলেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃ.।
২. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃ.।
৩. আল মিলালু ওয়ান্ নাহল - ১ম খণ্ড, ২৭ পৃ.।
৪. আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা - ১ম খণ্ড, ২৬ পৃ.।
৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.।
৬. জুয়ামাউল ইসলাম - ৯০-১৯৬ পৃ.।
৭. হুমাতুল ইসলাম - ১ম খণ্ড, ১২১ পৃ.।
৮. তারীখুল খোলাফা - ১২৬ পৃ.।
৯. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃ.।
১০. আল মাআ'রিফ - ৯২-৯৩ পৃ.।
১১. উসদুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ৯-১৫ পৃ.।
১২. মাহাদিরাতুল উদাবা - ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃ.।
১৩. মুরুজুয্ যাহাব - ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃ.।

হযরত
আব্বাদ বিন বিস্‌র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"তিনজন আনসার এমন আছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁদের ওপর কেউই উঠতে পারবে না। তাঁরা হচ্ছেন সা'দ বিন মুয়াজ, উসাইদ বিন হুদাইর আর আব্বাদ বিন বিস্‌র।"

[হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা]

হযরত আব্বাদ বিন বিস্‌র উম্মতে মুহাম্মদীর একজন উজ্বল নক্ষত্র। আমরা যদি তাঁর ইবাদতের দিকে তাকাই দেখতে পাব তিনি একজন মুত্তাকী ও পরহেযগার। যিনি সারা রাত নামাজে কোরআন পাঠ করে কাটাতেন।

আর আমরা যদি তাঁর বীরত্বের দিকে তাকাই দেখব তিনি রণাঙ্গনে পাহাড়ের মতো অটল থেকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করেছেন। আর আমরা যদি তাঁর দায়িত্বশীলতার দিকে তাকাই দেখব তিনি ইসলামী রাজ্য পরিচালনায় নিজের দায়িত্ব পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করেছেন এবং মুসলমানদের সম্পদের ব্যাপারে তিনি একজন শক্তিশালী বিশ্বস্ত গভর্নর ছিলেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ব্যাপারে বললেন: তিনজন আনসার এমন আছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁদের ওপর কেউই উঠতে পারবে না। তাঁরা হচ্ছেন বনূ আব্দুল আশ্‌হাল গোত্রের সা'দ বিন মুয়াজ, উসাইদ বিন হুদাইর আর আব্বাদ বিন বিস্‌র।

* * *

হযরত আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনার হিদায়াতী আলোক দলের প্রথম কিরণ ছিলেন। তিনি ছিলেন মদীনার একজন সুদর্শন যুবক। তাঁর চেহারায় পবিত্রতা ও বদান্যতার সৌন্দর্য দেখা যেত এবং তাঁর প্রতিটি কাজে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিভা দেখা যেত, কিন্তু তখনো তাঁর বয়স পঁচিশ পার হয়নি।

* * *

একদিন তিনি মক্কা থেকে আগত দায়ী হযরত মুসআ'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে মিলিত হলেন। তখন ঈমান তাঁদের মাঝে বন্ধনকে দৃঢ় করে দিল এবং তাঁদের পরস্পরকে সুমহান ব্যবহার ও আচরণের মাধ্যমে এক করে দিল।

তিনি হযরত মুসআ'বের হৃদয় গলানো মিষ্টি ও মধুর সুরের কোরআন তেলাওয়াত শুনে কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর অন্তরে কোরআনের প্রতি আলাদা এক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে তিনি সর্বদা কোরআন তেলাওয়াতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। রাতদিন সর্বদাই কোরআন তেলাওয়াত

করতেন। তিনি এত বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন যে, পরে তিনি সাহাবীদের নিকটে কোরআনের বন্ধু নামে পরিচিতি লাভ করেন।

* * *

রাসূল একদিন তাহাজ্জদের নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি আব্বাদ -এর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি হযরত জিবরাইলের মতো করে তেলাওয়াত করছিলেন।

রাসূল হযরত আয়েশাকে বললেন: হে আয়েশা! এটি কি আব্বাদ বিন বিস্‌রের আওয়াজ?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন: হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও।

* * *

হযরত আব্বাদ রাসূল -এর সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একদিন রাসূল জাতুর রিকা নামক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে রাত যাপনের জন্যে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেন।

অন্যদিকে এক মুসলমান যুদ্ধে মুশরিকদের স্বামীর অনুপস্থিতে একজন মহিলাকে আটক করে। তার স্বামী এসে তাকে না পেয়ে লাত ও উজ্জা নামে শপথ করে বলল- সে মুহাম্মদের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের রক্ত ঝরানো ব্যতীত ফিরে আসবে না।

* * *

যাত্রাবিরতি করার পর রাসূল বললেন: রাতে আমাদেরকে পাহারা দিবে কে?

তখন আব্বাদ বিন বিস্‌র ও আম্মার বিন ইয়াসার দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল আমরা। তারা দল থেকে একটু দূরে অবস্থান নিলেন।

তখন আব্বাদ তাঁর ভাই আম্মারকে বলল: তুমি রাতের কোনো অংশে ঘুমাবে? প্রথম অংশে না শেষ অংশে?

আম্মার বলল: বরং আমি প্রথম অংশে ঘুমাব। এরপর তিনি তাঁর নিকটেই এক জায়গায় শুয়ে পড়েন।

* * *

রাত ছিল নীরব নিস্তব্ধ। গাছ পালা সব কিছু যেন নিরবে মহান আল্লাহর তসবিহ জপছে। তখন হযরত আব্বাদ -এর এ ইবাদতের দিকে ঝুঁকে গেল, তাঁর অন্তর কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি আগ্রহী হয়ে গেল। তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়

ছিল নামাজে কোরআন তেলওয়াত করা। তাই তিনি কিবলার দিকে ফিরে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। তার তেলাওয়াতের নূর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবকিছু নিরব হয়ে যেন তাঁর তেলাওয়াত শুনতে লাগল।

তখন ওই লোকটি আসল। সে মুসলমান বাহিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। সে হযরত আব্বাদকে দেখতে পেয়ে তার ধনুক প্রস্তুত করে হযরত আব্বাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করল। তার তীর এসে হযরত আব্বাদের গায়ে আঘাত করল, কিন্তু হযরত আব্বাদের নিকটে কোরআন তেলাওয়াত এত মজা লাগছিল যে, তীর এসে তাঁর গায়ে বিদ্ধ হওয়ার পরও তিনি নামাজ ছাড়েননি। লোকটি আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল, সেই তীরটিও তাঁর গায়ে বিদ্ধ হল। যখন তৃতীয় তীর এসে তাঁর গায়ে আঘাত করে তখন তিনি নামাজ ছেড়ে তাঁর ভাই আম্মারকে ঘুম থেকে উঠালেন। লোকটি তাঁদের দুইজনকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

* * *

হযরত আম্মার যখন আব্বাদের দিকে তাকালেন তিনি দেখলেন তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।

হযরত আম্মার বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! আপনি কেন আমাকে প্রথম তীর এসে আঘাত করার পর জাগালেন না?

হযরত আব্বাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলাম আর তাই আমি সূরাটি শেষ না করে নামাজ ছাড়তে চাইনি। আল্লাহর শপথ! আমার যদি এ ভয় না হতো যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে পাহারা দেওয়ার যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটির ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে এ সূরাটি শেষ না করে মরে যাওয়াটা আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় ছিল।

* * *

যখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসন আমলে রিদ্দার যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে। তখন তিনি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে প্রতিহত করার জন্যে ও মুরতাদদেরকে চরম শিক্ষা দেয়ার জন্যে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। যাতেকরে তাঁদেরকে আবার ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সেখানে পুনরায় ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা যায়। হযরত আব্বাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই বাহিনীর প্রথম সারিতেই ছিলেন।

হযরত আব্বাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রণাঙ্গনে দেখলেন মুসলমানদের আনসার ও মুহাজির একে অপরের ওপর নির্ভর করার কারণে কেউ সফলভাবে আক্রমণ করতে পারছিল না। আর তাই তিনি নিশ্চিত হলেন যে, যদি এদেরকে দুই ভাগে ভাগ না করা হয় তাহলে এরা উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না। কেননা এতে উভয়কে নিজেদের

দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হবে এবং প্রত্যেকে যুদ্ধে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।

* * *

মানুষ যেভাবে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে তিনিও সেভাবে যুদ্ধের পূর্বরাতে দেখলেন তাঁর জন্যে আসমানের দরজা খুলে গেছে, আর যখনি তিনি আসমানে প্রবেশ করেছেন তখন সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি ঘুম থেকে জেগে তা আবু সাঈদের নিকটে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেনঃ হে আবু সাঈদ! আল্লাহর শপথ! তা হচ্ছে শাহাদাত।

* * *

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঁচু জায়গায় আরোহণ করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন- হে আনসাররা! তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাও। তোমাদের তরবারির খাপ ভেঙে ফেলো।

আর সে ইসলামকে তোমরা ছেড়ে যেও না যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি বার বার এ আওয়াজ করতে লাগলেন এতে চারশত মানুষ জড়ো হলো। তাঁদের মধ্যে সাবিত বিন কাইস, বারা বিন মালিক ও আবু দুজানার মতো সহাবায়ে কেরামও ছিলেন।

হযরত আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এদেরকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদেরকে কচুকাটা করতে লাগলেন। তাঁদের তীব্র আক্রমণে মুসায়লামার হৃদয় ভেঙে গেল। অবশেষে মুসলমানগণ মৃত্যুপুরী বাগানে ঢুকে পড়েন। আর সেই বাগানেই হযরত আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন। তাঁর গায়ে তরবারী, বর্শা ও তীরের এত বেশি আঘাত ছিল যে তাঁকে চিনা যাচ্ছিল না। পরে মুসলমানগণ তাঁর শরীরের বিভিন্ন আমলামত দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।
৪. তাহাযীবুত্ তাহাযীব - ৫ম খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৫. আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ - ৩য় খণ্ড, ৪৪০ পৃ.।
৬. আল মুহাব্বারু ফিত্ তারীখ - ২৮২ পৃ.।
৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ৭১৬ পৃ.।

হযরত জায়েদ
বিন সাবিত আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুবাদক"

তখন হিজরী দ্বিতীয় সন......

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি শেষ বারের মতো তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখছিলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জিহাদে যাবেন।

ঠিক সেই সময়ে সৈন্যদের সারির দিকে এক কিশোর এগিয়ে আসছিলেন, যাঁর বয়স এখনো তেরো বছর পূর্ণ হয়নি। তাঁকে দেখতে অনেক বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল।

তাঁর হাতে একটি তরবারি ছিল। তাঁর হাতের তরবারিটি তাঁর থেকেও বড় ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হয়ে বললেন: আমি আপনার জন্যে উৎসর্গী হয়েছি, আপনি আমাকে আপনার সাথে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে খুব বেশি অবাক হলেন, আবার সাথে সাথে আনন্দিতও হলেন। তিনি তাঁকে আদর করে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

* * *

এ বালক সাহাবী তাঁর তরবারি নিয়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু সে এ ভেবে খুব দুঃখ পেলেন যে, তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁর পিছনে তাঁর মাও ফিরে আসেন। তিনিও কম কষ্ট পাননি কেননা তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।

তাছাড়া তাঁর স্বামী যদি জীবিত থাকত তাহলে তো সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করত আর তাঁর মনে আশা ছিল তাঁর এ ছেলে তাঁর স্বামীর শূন্যস্থান পুরো করে তাঁর অন্তরকে প্রশান্ত করবে।

* * *

যদিও এ ছেলেটি বয়স কম হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু একটি বিষয় আছে যাতে বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ায় না; আর তা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে ইলম অর্জন করা।

বালকটি তাঁর মাকে এ কথা জানালেন। তখন তাঁর মা তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন এবং তা বস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

* * *

তাঁর মা তাঁর গোত্রের লোকদেরকে রাসূল -এর থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি এ বালকের আগ্রহের কথা জানালেন।

তাঁরা তাঁকে নিয়ে রাসূল -এর নিকটে গিয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এ আমাদের সন্তান জায়িদ বিন সাবিত, সে কোরআনের সাতাশটি সূরা মুখস্থ করেছে এবং ওই সূরাগুলো অনুরূপ সহীহ্‌ভাবে তেলাওয়াত করতে পারে, যেমনিভাবে তা আপনার ওপর নাযিল হয়েছে। তাছাড়াও জ্ঞান অর্জনের প্রতি সে খুবই আগ্রহী। সে আপনার নিকট থাকতে চায়। সুতরাং আপনার যখন ইচ্ছা হবে তাঁর থেকে ওই সূরাগুলো শুনবেন।

রাসূল জায়িদ বিন সাবিত থেকে তাঁর মুখস্থ করা কিছু সূরা শুনেন। তিনি দেখলেন সে পূর্ণ মাখরাজ আদায় করে স্পষ্টভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছে। সে যখন কোরআন তেলাওয়াত করছিল তখন যেন তাঁর মুখ থেকে মণিমুক্তা ঝরছিল।

তারা রাসূল -কে বালকটি সম্পর্কে যা বলেছে তিনি তাঁর মধ্যে এর থেকেও বেশি গুণ দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

রাসূল বললেন: হে জায়িদ! তুমি আমার জন্যে ইহুদিদের ভাষা শিখে নাও। কেননা আমি যা বলি সে ব্যাপারে আমি তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তিনি বললেন: জ্বী, হে আল্লাহর রাসূল।

তারপর হযরত জায়েদ ইবরানী ভাষা আয়ত্ব করতে লাগলেন। তিনি খুব অল্প সময়ে এ ভাষা আয়াত্ব করে ফেলেন। তখন থেকে রাসূল ইহুদীর নিকটে কিছু লিখতে চাইলে তাঁর মাধ্যমে লিখতেন এবং তারা কিছু লিখে রাসূল -এর নিকটে পাঠালে তিনি তাঁর দ্বারা তা পড়াতেন। তারপর তিনি রাসূল -এর নির্দেশে সুরিয়ানী ভাষা শিখে নিলেন।

এরপর হযরত জায়িদ বিন সাবিত আল্লাহর রাসূল -এর অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

* * *

রাসূল তাঁর আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি তাঁকে অহী লিখার দায়িত্ব দেন। সুতরাং যখনি কোনো অহী নাযিল হতো রাসূল তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বলতেন- হে জায়িদ! তুমি তা লিখ।

তখন তিনি তা লিখে নিতেন।

কোরআন লিখার কারণে তিনি রাসূল -এর থেকে বার বার কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারতেন। এতে তাঁর অন্তর কোরআনের নূরে ভরপুর হয়ে যেত।

রাসূল -এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহ কোরআন সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে তার কাছে আসত। আর এ কারণে হযরত আবু বকর -এর সময়

কোরআন জমা করার দায়িত্বে তিনি প্রধান ছিলেন। আবার হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে কোরআন জমা করার দায়িত্বেও তিনি প্রধান ছিলেন। এর থেকে উচ্চ মর্যাদা আর কিসে হতে পারে? এর থেকে উচ্চ সম্মান আর কিসে হতে পারে? তিনি কাতিবে অহীদের প্রধান ছিলেন।

* * *

কোরআনের সাথে লেগে থাকার কারণে হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এমন ব্যাপারে সমাধান দিতে পারতেন যেসব ব্যাপারে অনেক জ্ঞানীরাও সমাধান দিতে পারতেন না।

সাকীফার দিন মুসলমানগণ খলীফা কে হবে তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে শুরু করে।

মুহাজিররা বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা আমাদের মধ্য থেকে একজন হবে আমরা এর অধিক উপযুক্ত।

আর আনসাররা বললেন: বরং খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে কেননা আমরা এর বেশি হকদার।

তাদের কেউ কেউ বলতে লাগলেন- বরং খেলাফত আমাদের তোমাদের মাঝে ভাগাভাগি হবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক কাজে তোমাদের সাথে আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। ধীরে ধীরে বাকবিতণ্ড তুমুল হতে লাগল, তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন করা হয়নি। এ মুহূর্তে একজন সমাধানকারীর দরকার ছিল। হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টি জানার পর সেখানে গেলেন। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে আনসারদের দল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের মধ্যে একজন সুতরাং খলীফাও মুহাজিরদের থেকে হবে। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারী ছিলাম এখনও তাঁর খলীফার সাহায্যকারী হিসেবে থাকব।

তারপর তিনি তাঁর হাত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে বাড়িয়ে বললেন: এ হচ্ছে তোমাদের খলীফা সুতরাং তোমরা তাঁর হাতে বাইয়াত হও।

* * *

হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআনের বরকতে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বেশি সময় কাটানোর কারণে মুসলমানদের মাঝে তাঁর আলাদা একটা মর্যাদা ছিল। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাদেরকে জটিল জটিল বিষয়ের সমাধান করে দিতেন এবং সাধারণ মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান করতেন।

তাছাড়া তিনি মিরাসের মাসয়ালা-মাসায়িল খুব ভালো জানতেন আর তাই মিরাসের সমাধানের জন্য মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাষণে বললেন: যে ব্যক্তি কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করতে চাও সে যেন জায়িদ বিন সাবিতের কাছে আসে। আর যে ব্যক্তি ফিকাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করবে সে যেন মুয়াজ বিন জাবালের কাছে আসে। আর যে

ব্যক্তির সম্পদের প্রয়োজন হবে সে যেন আমার নিকটে আসে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ দায়িত্বে রেখেছেন এবং তা বন্টনের দায়িত্ব দিয়েছেন।

* * *

জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্ররা হযরত জায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মর্যাদা জানত আর তাই তারা তাঁকে খুব বেশি সম্মান করত এবং মর্যাদা দিত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মতো জ্ঞানী সাহাবীও যখন জায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বাহনে আরোহণ করতে দেখতেন তখন তিনি বাহনের লাগাম টেনে ধরতেন।

হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: হে রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি এটি ছেড়ে দিন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আমাদেরকে আমাদের আলেমদের সাথে এমন ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আপনার হাতটি দেখান। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর হাত দেখালেন। হযরত জায়িদ হাতটির দিকে ঝুঁকে চুম্বন করলেন। এরপর তিনি বললেন: আমাদেরকে আহলে বাইতের সাথে এমন ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

* * *

হযরত জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেদিন মহান রবের নিকটে চলে গেলেন সেদিন মুসলমানগণ তাঁর জন্যে অঝরে কেঁদেছেন। কেননা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনেকগুলো ইলম পৃথিবী থেকে চলে গেছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আজ হিবরুল উম্মাহ মারা গেছে। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বানাবেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৫৬১ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫৫১ পৃ.।
৩. গয়াতুন নিহায়া - ১ম খণ্ড, ২৯৬ পৃ.।
৪. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৭১৪ পৃ.।
৫. উসদুল গবাহ্ - (আত্ তারজামা ১৮২৪)।
৬. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৩য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃ.।
৭. তাক্বরীবুত্ তাহ্যীব - ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃ.।
৮. আত্ ত্বাবাক্বাতু লি ইবনি সা'দ - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৯. আল মাআ'রিফ - ২৬০ পৃ.।
১০. হায়াতুস্ সাহাবা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১১. আস্ সিরাতু লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১২. তারীখুত্ ত্বাবারী - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৩. আখবারুল ক্বাদায়ি লি ওয়াকী' - ১ম খণ্ড, ১০৭-১১০ পৃ.।

হযরত
রবীআ বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"তিনি অবিরাম ইবাদতে লেগে থাকতেন যাতে করে জান্নাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ পান যেমনিভাবে দুনিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ পেয়েছেন।"

হযরত রবীআ বিন কা'ব নিজেই বলেন-

যখন ইসলামের নূরে আমার অন্তর আলোকিত হয় তখন আমার বয়স খুব কম ছিল। আর আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রথম দেখেছি তখন তাঁর ভালোবাসায় আমার অন্তর সিক্ত হয়ে যায়। তাঁর প্রতি আমার এত বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় যে, আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাঁর ভালোবাসার অনুভব করতাম।

আমি প্রতিদিন মনে মনে বলতাম- হে রবীআ, তোমার জন্য আফসোস। তুমি কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করার জন্যে নিজেকে মুক্ত করছ না। তুমি নিজেকে তাঁর খেদমতে পেশ কর...... যদি তিনি তোমাকে খাদেম হিসাবে নিতে রাজি হয় তাহলে তাঁর খেদমত করে নিজেকে ধন্য কর।

তারপর আমি আর দেরি না করে নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে পেশ করলাম আর মনে মনে আশা করলাম তিনি তাঁর খেদমতে আমাকে গ্রহণ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আশা ভেঙে দেননি; বরং তিনি আমাকে তাঁর খাদেম হিসেবে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা শুরু করলাম।

* * *

তিনি যেখানেই যেতেন আমি সেখানে যেতাম, তিনি যেখানে থাকতেন আমি তাঁর পাশেই থাকতাম।

তিনি আমার দিকে তাকানোর সাথে সাথে আমি তাঁর নিকটে এসে হাজির হতাম।

তাঁর কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে আমি তা পুরো করার জন্যে তাড়াহুড়া করতাম।

এভাবে আমি সারা দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করতাম। যখন দিন শেষে রাত আসত আর ই'শার নামাজও আদায় করা শেষ হত তখন তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যেতেন আর আমিও ফিরে যেতে চাইতাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি মনে মনে বলতাম- হে রবীআ! তুমি কোথায় যাচ্ছ? হতে পারে রাতে কোনো কাজে তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রয়োজন পড়তে পারে।

আর তাই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দরজায় বসে থাকতাম।

রাসূল ﷺ নামাজ পড়তে পড়তে তাঁর রাত কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো আমি শুনতাম তিনি সূরা ফাতিহা বার বার তেলাওয়াত করছেন। এমনকি সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে করতে অর্ধ রাত কেটে যেত। তারপর তিনি অন্য সূরা পড়তেন অথবা এর আগেই আমার চোখে ঘুম চলে আসতো। আবার কখনো কখনো তিনি সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলে বার বার তাঁর উত্তর দিতেন যেমনটি সূরা ফাতিহার মধ্যে করতেন।

* * *

রাসূল ﷺ-এর স্বভাব ছিল কেউ যদি তাঁকে কোনো কিছু উপহার দিত বা কোনো উপকার করত তিনি এর থেকে উত্তম কিছু তাঁকে দান করতেন। তেমনিভাবে আমি তাঁর খেদমত করার কারণে তিনি আমাকে উত্তম কিছু দিতে চাইলেন। আর তাই তিনি একদিন আমার নিকটে এসে বললেন: হে রবীআ বিন কা'ব!

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির।

তিনি বললেন: তুমি আমার নিকটে কিছু চাও, আমি তা তোমাকে দিব।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম: আমাকে কিছু সময় দিন আমি দেখি আপনার নিকটে কি চাওয়া যায়। তারপর আমি আপনাকে জানাব।

তিনি বললেন: কোনো সমস্যা নেই।

সেই সময় আমি একজন গরিব ছেলে ছিলাম। তখন আমার পরিবারের কেউই ছিল না এবং আমার কোনো বাড়ি-ঘর, সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। আমি সুফ্ফাতে অন্যান্য গরিব মুসলমানদের সাথে থাকতাম।

যখন কেউ রাসূল ﷺ-কে কোনো হাদিয়া দিত তিনি সামান্য কিছু গ্রহণ করতেন আর বাকিগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিতেন।

তখন আমার এ আমাকে বলতে লাগল: আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে দুনিয়ার কল্যাণ চাইব, যা আমাকে গরিব থেকে ধনী করে দিবে, যাতেকরে অন্যান্যদের মতো আমার ঘর সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানে ভরে যায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি বললাম: রবীআ, তোমার ধ্বংস! দুনিয়াত ধ্বংসশীল আর এ দুনিয়াতে তোমার জন্য নির্ধারিত রিযিক রয়েছে, আল্লাহ এর দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং তোমাকে আর এর ব্যবস্থা করতে হবে না। আল্লাহর নিকট রাসূল ﷺ-এর এমন মর্যাদা রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন। সুতরাং তুমি আখেরাতের মর্যাদা চাও।

আর তখন আমার অন্তর এ সিদ্ধান্তের ওপর অনেক খুশি হয়ে যায়।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন: তুমি কি বলবে হে রবীআ?

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকটে চাই আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করবেন আল্লাহ্ যেন আমাকে জান্নাতে আপনার সঙ্গী বানান।

তিনি বললেন: কে তোমাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে?

আমি বললাম: আল্লাহর শপথ! আমাকে কেউ পরামর্শ দেয়নি; বরং যখন আপনি আমকে কিছু চাইতে বললেন, আমি আপনার থেকে সময় নিয়েছি। এরপর আমি ভেবেছি দুনিয়ার কল্যাণ চাইব, কিন্তু পরে আমি দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং আপনার নিকটে চাইলাম আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ্ যেন আমাকে জান্নাতে আপনার সঙ্গী বানান।

রাসূল ﷺ অনেকক্ষণ চুপ ছিলেন। তারপর আমাকে বললেন: এটি ব্যতীত অন্য কিছু?

আমি বললাম: কখনো নয়, হে আল্লাহর রাসূল! কেননা আমি এর সমকক্ষ অন্য কিছু দেখছি না।

তিনি বললেন: তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদাহ্ করবে।

এরপর থেকে আমি তাঁর খেদমতে যেমন সময় দিতাম তেমনি ইবাদতেও সময় দিতে শুরু করি।

* * *

এরপর কিছুদিন না যেতেই রাসূল ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞেসা করলেন- হে রবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?

আমি বললাম: কোনো কিছু আপনার খেদমত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তা আমি চাই না।

তাছাড়া আমার কাছে মোহরানা দেওয়ার মতো কোনো কিছু নেই এবং তাঁকে নিয়ে বসবাস করার মতো কোনো সম্পদ আমার নেই। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ চুপ করে রইলেন।

তারপর তিনি আবার অন্য একদিন আমাকে ডেকে বললেন: হে রবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?

আমি প্রথমবার যে উত্তর দিয়েছিলাম এবারও সেই উত্তর দিয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি নিজে নিজে লজ্জিত হলাম। আমি মনে মনে বলতে লাগলেন- হে রবীআ, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ ভালো জানেন কোন জিনিস তোমার দুনিয়া আখেরাতে কল্যাণকর হবে এবং তিনি তোমার

সমস্যা সম্পর্কে তোমার থেকে ভালো বুঝেন। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে আবার বলেন তাহলে আমি তাঁর কথায় রাজি হয়ে যাব।

* * *

এরপর বেশি দিন পার হয়নি, এর মধ্যে একদিন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: হে রবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?

আমি বললাম: হ্যাঁ করব, হে আল্লাহর রাসূল, কিন্তু কে আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিবে? আপনি তো আমার অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন।

তিনি আমাকে বললেন: তুমি অমুকের বাড়িতে গিয়ে তাঁদেরকে বল: তোমাদের মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

আমি তাঁদের নিকটে আসলাম, কিন্তু আমার খুব লজ্জা লাগছিল। আমি বললাম: আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে আপনাদের নিকটে পাঠিয়েছেন আপনারা আপনাদের অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতেন।

তারা বলল: অমুক মেয়ে?

আমি বললাম: হ্যাঁ।

তারা বলল: আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে স্বাগতম এবং আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত দূতকেও স্বাগতম।

আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূলের প্রেরিত দূতকে তাঁর প্রয়োজন পুরো করা ব্যতীত ফিরিয়ে দিব না।

এরপর তাঁরা আমার সাথে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে দিলেন।

আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: আমি একটি উত্তম বাড়ি থেকে এসেছি। তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করেছেন এবং আমাকে স্বাগতম জানিয়েছেন আর আমার সাথে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

আমি তাঁকে মহরানা কোথায় থেকে দিব?

রাসূল ﷺ বুরাইদা বিন খুসাইবকে ডাকলেন। তিনি হচ্ছেন বনূ আসলাম গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা।

তিনি তাঁকে বললেন: হে বুরাইদা! তুমি রবীআর জন্যে একটি খেজুরের বিচি সম স্বর্ণের ব্যবস্থা কর।

তিনি আমার জন্যে সেটির ব্যবস্থা করলেন।

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: তুমি তা নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বল- এটি আপনাদের মেয়ের মহ্‌রানা।

আমি তাঁদের নিকটে তা নিয়ে গেলাম। তাঁরা তা গ্রহণ করল এবং খুশি হয়ে বলল: অনেক পবিত্র।

আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: আমি তাঁদের থেকে সম্মানিত জাতি আর দেখিনি। আমি সামান্য দেয়ার পরেও তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন- এটি অনেক পবিত্র।

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি দ্বারা ওলীমা করব।

রাসূল ﷺ বুরাইদাকে বললেন: তোমরা রবীআর জন্যে একটি মেষের মূল্যের ব্যবস্থা কর।

রাসূল ﷺ-এর কথা মত তারা আমার জন্যে অনেক বড় একটি মেষ ক্রয় করে।

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: তুমি আয়েশার নিকটে গিয়ে বল- তাঁর নিকটে যে পরিমাণ যব আছে তা যেন তোমাকে দিয়ে দেয়।

আমি হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর নিকটে এসে বললাম। তিনি আমাকে বললেন: এতে সাত সা' যব আছে। আল্লাহ্‌র শপথ! তা ব্যতীত আমাদের নিকটে আর কোনো খাদ্য নেই।

আমি মেষ ও যব নিয়ে আমার স্ত্রীর পরিবারের নিকটে গেলাম।

তাঁরা বলল: যব আমরা প্রস্তুত করব। আর মেষ তোমার সাথীদেরকে তৈরি করতে বল।

তখন আমি ও আসলাম গোত্রের কিছু লোক তা প্রস্তুত করতে লাগলাম। আমরা মেষটিকে জবাই করে রান্না করলাম।

এরপর আমি তা দ্বারা ওলীমা করি এবং সেই ওলীমায় রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত করি, রাসূল ﷺ আমার ওলীমাতে উপস্থিত ছিলেন।

* * *

এরপর রাসূল ﷺ আমাকে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর পাশের একটি জমি দান করেন, কিন্তু তখন থেকে আমার মাঝে দুনিয়াদারি চলে আসে। এমনকি আমি একটি খেজুর গাছ নিয়ে আবু বকরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লাম।

আমি বললাম: এ গাছ আমার জমিনে।

আবু বকর বললেন: বরং এ গাছ আমার জমিনে। আমি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কিছু কথা বলে ফেললেন যা আমার মনে খুব লেগে গেল, কিন্তু পরে তিনি এতে লজ্জিত হয়ে আমাকে বললেন: হে

রবীআ! তুমি আমাকে অনুরূপ কিছু কথা বল যাতে তা আমার বলা কথার প্রতিশোধ হয়ে যায়।

আমি বললাম: কখনো না আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না।

তিনি বললেন: তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ না নেওয়ার অভিযোগ করব।

এরপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রওয়ানা দিলেন।

এতে আমিও তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আমার সাথে আমার গোত্র বনূ আসলামের কিছু লোকও রওয়ানা হল।

তারা বলল- তিনি তোমাকে গালি দিয়েছেন এখন আবার তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে তোমার নামে অভিযোগ করবেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম: তোমাদের জন্যে ধ্বংস! তোমরা জান তিনি কে?

তিনি হচ্ছেন সিদ্দিক..........

যিনি মুসলমানদের সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি........।

তিনি তোমাদেরকে দেখার আগে আগেই তোমরা ফিরে যাও। কেননা তিনি ধারণা করবে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করতে এসেছ। এতে তিনি তোমাদের ওপর রাগান্বিত হবেন। আর তিনি রাগান্বিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাগান্বিত হবেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলে আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হবেন।

এই কথা বলার পর তারা ফিরে গেল।

তারপর আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে সে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন।

তিনি বললেন: হে রবীআ! তোমার সাথে আবু বকরের সাথে কি হয়েছে?

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চাচ্ছেন তিনি আমাকে যা বলেছেন আমিও যেন তাঁকে তা বলি, কিন্তু আমি বলিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, সে তোমাকে যা বলেছে তা তুমি তাঁকে বলবে না।

বরং তুমি বল- আল্লাহ! আবু বকরকে ক্ষমা করে দাও।

তখন আমি তাঁকে বললাম: আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক।

এতে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন তখন তাঁর দুই চোখ থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলতে লাগলেন- হে রবীআ! আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক..........

আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক........।

তথ্য সূত্র

১. উসদুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৫১১ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৩৩৫-৩৩৬ পৃ.।
৫. কানযুল উম্মাল - ৭ম খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
৬. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ৩১৩ পৃ.।
৭. মুসনাদু আবী দাউদ - ১৬১-১৬২ পৃ.।
৮. তারীখুল খোলাফা - ৫৬ পৃ.।
৯. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ - ৪র্থ খণ্ড, ২৫৬-২৫৭ পৃ.।
১০. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১১. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৩য় খণ্ড, ২৬২-২৬৩ পৃ.।
১২. খোলাসাতু তায্হীবি তাহ্যীবিল কামাল - ১১৬ পৃ.।
১৩. তাজ্রীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ১৯৪ পৃ.।
১৪. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
১৫. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল - ২য় খণ্ড, ৪৭২ পৃ।
১৬. আত্ তারীখুল কাবীর - ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃ.।
১৭. তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ১১১ পৃ.।
১৮. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃ.।
১৯. আল কিসাসুল ইসলামিয়্যা ফি আহদিন নুবুওয়্যাতি ওয়াল খোলাফায়ির রশিদীন লি আহমাদ ইবনি হাফিজ হাকামী ২য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃ.।

হযরত

জুল বিজাদাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"দুনিয়া তাঁকে ডেকেছিল, কিন্তু তাঁর কান সেই ডাক শুনেনি বরং আখেরাতের পথে তিনি পা বাড়িয়ে ছিলেন।"

মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা করলে পথের ডান পাশে একটি পাহাড় দেখা যায়। যে পাহাড়ের পাদদেশ সবুজ গাছ গাছালিতে ভরপুর ছিল। যার আশপাশ ছিল চোখ জুড়ানো........

বিস্তৃত ছায়াময়.......

সেই পাহাড়ের নাম হচ্ছে ওয়ারকান। আর এ পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত মুজাইনা নামক এক গোত্র।

* * *

মদীনার নিকটে অবস্থিত এ পাহাড়ের এক গলিতে এক গরিব ঘরে আব্দুল উজ্জা নামক এক ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাবাকে মৃত্যু এসে থাবা দিয়ে নিয়ে যায় এতে তাঁর ভাগ্যে দারিদ্রতা এসে হাজির হল। আর তিনি ইয়াতিম হয়ে গেলেন, কিন্তু এ ছোট শিশুর একজন ধনী চাচা ছিল। আর ওই চাচার কোনো ছেলে-মেয়েও ছিল না। তার এ অঢেল সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার মতো আর কেউই ছিল না। তাই সে তার এ ভাতিজাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নিল।

* * *

এ বালক ওয়ারকান নামক সেই পাহাড়ের পাদদেশে বেড়ে উঠেন। এ পাহাড়ের মুক্ত বাতাসে ও সুন্দর পরিবেশে তিনি গড়ে উঠেন। আর তাই তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও তাঁর ব্যবহার ছিল মাধুর্যভরা যার কারণে তাঁর সেই চাচা তাঁকে খুব বেশি ভালোবাসত।

* * *

দিন যেতে যেতে যদিও তিনি বালক থেকে পরিণত বয়সে পৌছেন, কিন্তু তবুও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পূর্বে তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি এবং আগত নতুন এ ধর্ম সম্পর্কে কিছু শুনতে পাননি।

এভাবেই তাঁর দিন কাটতে লাগল। এরপর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। আর তখনই তিনি তাঁর সম্পর্কে জানতে পারেন।

এরপর থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। এমনকি তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর যখনি মদীনা থেকে কেউ আগমন করত তিনি তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করতেন।

অবশেষে এক সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তর পবিত্র ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। আর এতে তাঁর অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলতে শুরু করে। তিনি সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তিনি রাসূল ﷺ-কে দেখার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধুই তাই নয়; বরং ওয়ারকান পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

* * *

এ যুবক সাহাবী নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে গোপন রেখেছেন। বিশেষ করে তাঁর চাচার কাছে গোপন রেখেছেন। তিনি মানুষের থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের এক পাশে গিয়ে গোপনে ইবাদত করতেন।

তিনি আশা করতেন তাঁর চাচা একদিন ইসলাম গ্রহণ করবেন। আর সেই দিন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবেন এবং রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করার জন্যে মদীনায় যাবেন।

* * *

কিন্তু অনেক দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর চাচা মুসলমান হল না। তিনি দেখলেন তাঁর চাচা ইসলাম থেকে অনেক দূরে.......। তাছাড়া তাঁর অপেক্ষায় তাঁকে রাসূল ﷺ-এর সহবত থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। আর তাই তিনি তাঁর চাচার নিকটে গিয়ে বললেন: হে চাচা! আমি আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু এখন আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ আপনাকে সৌভাগ্যবান করে থাকেন তাহলে আপনি যা করবেন তা অনেক উত্তম। আর যদি অন্যকিছু হয় তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা মানুষের মাঝে প্রকাশ করি।

* * *

তাঁর কথাগুলো চাচার কানে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: আমি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করে থাকো তাহলে আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাব এবং তোমাকে গরিব অবস্থায় ছেড়ে দিব। আর অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতার মাঝে ফেলে দিব।

কিন্তু এ ধমক তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে পারেনি........। পারেনি তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে দমন করতে।

তাঁর চাচা তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে তাঁর ব্যাপারে সাহায্য চাইল। তিনি তাঁকে বুঝানো ও ধমকানোর কথা বলল, কিন্তু এ যুবক বললেন: তোমরা যা ইচ্ছা কর, আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মদের অনুসারী এবং পাথরের পূজা বর্জনকারী। আর আমি সেই একক রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুতরাং তোমাদের ও আমার চাচার যা হবার হোক।

তার এমন কথায় তাঁর চাচা তাঁর থেকে সব কিছু কেড়ে নিল এবং তিনি তাঁকে সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিল। এমনকি তাঁর চাচা তাঁর পরনের কাপড় ব্যতীত সবই নিয়ে গেল।

* * *

এ যুবক ইসলামের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতে রওয়ানা হলেন এবং তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের সকল স্মৃতি ও তাঁর সকল ধন-সম্পদ পিছনে ফেলে আসলেন।

তিনি তাঁর চাচার অঢেল সম্পত্তি ও বিলাসিতা প্রত্যাখান করে আল্লাহর নিকটে আখেরাতকে পাওয়ার আশা করলেন। তিনি মদীনার দিকে দ্রুত পা বাড়াতে লাগলেন। তিনি প্রতিটি কদম মদীনার দিকে বাড়াচ্ছেন অন্যদিকে তাঁর অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিদার পেতে ব্যাকুলতা আরো বাড়তে থাকে। যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁর কাপড় দুই টুকরো হয়ে গেল। এতে তিনি কাপড়ের এক টুকরো পরে নিলেন আরেক টুকরো গায়ে দিলেন। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে গমন করেন এবং মসজিদেই সে রাতটি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দরজার নিকটে অবস্থান করলেন যাতেকরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চেহারা দেখতে পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘর থেকে বের হতে দেখে তাঁর চোখ থেকে পানি ঝর ঝর করে ঝরতে লাগল।

ফজরের নামাজ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বভাব মত প্রত্যেককে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর নজর সেই যুবকের দিকে পড়ল। তিনি বললেন: তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

হযরত যুল বিজাদাইন তাঁর পরিচয় বললেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: তোমার নাম কি?

তিনি বললেন: আব্দুল উজ্জা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললেন: তুমি আমাদের কাছে থাকো এবং আমাদের মেহমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। সে দিন থেকে মানুষ তাঁকে আব্দুল্লাহ বলে ডাকতে লাগলো। আর সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁকে জুল বিজাদাইন উপাধি দিলেন, কেননা তাঁরা তাঁর গায়ে দুইটি কাপড়ের টুকরো দেখতে পেলেন যাকে আরবীতে বিজাদাইন বলে। আর এ কারণে তিনি এ নামেই ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন।

* * *

হযরত জুল বিজাদাইনের কত সৌভাগ্য সে বিষয়ে প্রিয় পাঠক আপনি জিজ্ঞেসা করবেন না। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহবতে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামাজ আদায় করতেন। তাঁর হাদিয়া থেকে খেতেন এবং তাঁর চরিত্রে নিজেকে সাজাতেন।

* * *

তাঁকে দুনিয়া ডেকেছে, কিন্তু তিনি দুনিয়ার ডাকে সাড়া দেননি। প্রতিটি পথেই তিনি আখেরাতকে অন্বেষণ করেছেন এবং সর্বদা আল্লাহর নিকটে কান্নাকাটি করে আখেরাতের সফলতা চাইতেন। তিনি এত উচ্চ স্বরে কাঁদতেন যার কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে আওয়াহ্ নামে ডাকতেন এর অর্থ হলো অধিক বিলাপকারী। তিনি কোরআন তেলাওয়াত করে আখেরাত অন্বেষণ করতেন। যার

কারণে তিনি সর্বদা কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। তিনি জিহাদের দ্বারা আখেরাত অন্বেষণ করতেন। আর তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

* * *

তাবুকের যুদ্ধে তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে দোয়া চাইলেন, তিনি যাতে তাঁর জন্যে শাহাদাতের দোয়া করেন।

রাসূল ﷺ দোয়া করলেন- আল্লাহ্ যেন তাঁর রক্তকে কাফেরদের তরবারি থেকে হেফাযত করে।

তিনি রাসূল ﷺ-কে বললেন: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবানি হউক! আমি তা চাইনি।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: তুমি যখন গাজী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে যদি তুমি পথে অসুস্থ হয়েও মারা যাও তাহলেও তুমি শহীদ। যদি তোমার বাহন তোমার অবাধ্য হয় এতে তুমি বাহন থেকে পড়ে মারা যাও তাহলেও তুমি শহীদ।

* * *

রাসূল ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করার পর একদিন একরাত না যেতেই এ যুবককে জ্বরে আক্রান্ত করে। তিনি এ জ্বর অবস্থা মারা গেলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি তাঁর পরিবার ও এলাকা থেকে অনেক দূরে মারা গেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এ কর্মের উত্তম প্রতিদান দান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র কবর খনন করেছেন।

আর রাসূল ﷺ স্বয়ং নিজে তাঁর কবরে নেমেছেন। রাসূল ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন: তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে দাও। তারা দুইজন তাঁকে রাসূল ﷺ-এর নিকটে দিলেন। তারপর তিনি নিজ হাতে তাঁকে কবরে রাখলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এ ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতেন: হায় আফসোস! যদি আমি সেই কবরের অধিবাসী হতাম। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর জায়গায় হওয়ার আশা করতাম, যদিও আমি তাঁর পনের বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

তথ্য সূত্র

১. উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ২২৭ পৃ.।
২. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৬৭৭ পৃ.।
৩. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.।
৪. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ৪র্থ খণ্ড, ১৭১-১৭২ পৃ.।
৫. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, ৭৮-৮১ পৃ.।

হযরত

আবুল আস বিন রবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

"যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় জামাতা ছিলেন"

হযরত আবুল আস বিন রবী আল আবশামী আল কোরাইশী, তিনি একজন পরিপূর্ণ যুবক ছিলেন। তিনি উজ্জ্বল সুন্দর ছিলেন, তাঁর চেহারা মানুষকে আকৃষ্ট করত। তাঁর মাঝে আল্লাহ নেয়ামত ভরপুর করে দিয়েছেন। তাঁর গায়ের চাদরের দিকে তাকালে তাঁর বংশমর্যাদা বুঝা যেত। অহংকার ও গৌরবের সব কিছুই তাঁর মাঝে ছিল। আর তাঁর মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতার কোনো অভাব ছিল না।

* * *

হযরত আবুল আস শীত ও গ্রীষ্মে ব্যবসার জন্যে সিরিয়াতে যেতেন। তাঁর কাফেলার সাথে একশত উট ও দুইশত মানুষ যেতো। মানুষ ব্যবসার জন্যে তাঁর নিকটে তাঁদের সম্পদ অর্পণ করত। কেননা তিনি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। সাথে সাথে তিনি আমানতদারী ও সত্যবাদীতার জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন।

* * *

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর খালা ছিলেন। তিনি তাঁকে ছেলের মত দেখতেন। আর তাই সর্বদা তাঁর ঘরের দরজা আবুল আসের জন্যে খোলা রাখতেন। যখনই আবুল আস তাঁর ঘরে যেতেন তাঁকে তিনি স্বাগতম জনাতেন এবং ভালভাবে আপ্যায়ন করতেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসাও তাঁর জন্যে কোনো অংশে কম ছিল না।

* * *

মক্কার অনেক লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় কন্যা হযরত জয়নাবকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা আশা করত জয়নাবের মত মেয়ে তাদের স্ত্রী হোক। কেনই বা আশা করবে না তাঁর মত বংশ গৌরব আর কোন মেয়ের ছিল?

তাঁর পিতামাতার মতো সম্মানিত পিতামাতা আর কোন মেয়ের ছিল?

তিনি যে পরিবারে বেড়ে উঠেছেন ওই পরিবারের মত পরিবারে কোনো মেয়ের বেড়ে উঠার সৌভাগ্য হয়েছিল?

কিন্তু সকলের আশার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িছেন হযরত আবুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। কেননা তাঁর সাথেই হযরত জয়নাবের বিয়ে ঠিক করা হয়।

* * *

হযরত জয়নাবের বিয়ের পর কিছুদিন না যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর দাওয়াতে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজা ও তাঁর কন্যা হযরত জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বয়স অনেক কম ছিল।

কিন্তু তাঁর জামাতা হযরত আবুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখনো বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হননি। যদিও তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন।

* * *

ধীরে ধীরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোরাইশদের দ্বন্দ্ব বাড়তে লাগলে তারা একে অন্যকে বলল: তোমাদের ধ্বংস হত! মুহাম্মদের মেয়েদেরকে তোমাদের ঘরের বউ করে রেখে তোমরা তার চিন্তার অবসান করেছ, তোমরা তাদেরকে তার নিকটে ফিরিয়ে দাও।

তারা বলল: তুমি কতই না উত্তম একটি বুদ্ধি দিয়েছ। তারা আবুল আসের নিকটে গিয়ে বলল: আবুল আস! তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর। কোরাইশদের সম্মানিত যে মেয়েকেই তুমি বিয়ে করতে চাইবে আমরা তার সাথে তোমার বিয়ে দিব।

তিনি বললেন: কখনো না, আমি তাকে ছাড়ব না কেননা তাকে ছেড়ে দিলে দুনিয়ার সব মেয়ে আমার হবে তাও আমি পছন্দ করি না।

ওই দিকে তাঁর মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম-এর স্বামীরা তাঁদেরকে তালাক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হলেন। তিনি মনে মনে আশা করতেন আবুল আসও যেন জয়নাবকে তালাক দিয়ে দেয়। তবে তখনো আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে হারাম করেননি।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর কোরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত হয় তারা আবুল আসকেও জোর করে সাথে নিয়ে আসে। যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না।

আল্লাহ তাআলা কোরাইশদেরকে বদরের প্রান্তরে কঠিনভাবে পরাজিত করলেন। যুদ্ধে তাদের কিছু লোক মারা গেল, কিছু লোক বন্দি হলো। আর কিছু লোক পালিয়ে জীবন বাঁচাল। বন্দিদের মধ্যে হযরত আবুল আসও ছিলেন। যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের জন্য এক হাজার থেকে চার হাজার দেরহাম পর্যন্ত মুক্তিপণ নির্ধারণ করে দিলেন। আর এ কারণে বন্দিদেরকে মুক্ত করতে মক্কা থেকে মদীনার দিকে মুক্তিপণ নিয়ে দূতেরা ছুটা ছুটি করতে লাগল। হযরত জয়নাব রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্যে একটি হার প্রেরণ করেন। যে হারটি তাঁর মা হযরত খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর বিয়ের দিন উপহার দিয়েছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই হারটি দেখার সাথে সাথে তাঁর চেহারা মোবারক মলিন হয়ে যায়। তাঁর অন্তর তাঁর মেয়ের ভালোবাসায় সিক্ত হয়। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: জয়নাব এ সম্পদ আবুল আসের মুক্তির জন্যে পাঠিয়েছে। যদি তোমরা মনে কর তোমরা তার স্বামীকে মুক্তি দিবে এবং তার এ সম্পদ তার নিকটে ফিরিয়ে দিবে তাহলে তা কর।

তাঁরা বললেন: হ্যাঁ, আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আমরা অবশ্যই তা করব।

* * *

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শর্ত দিলেন সে মক্কার যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কন্যা জয়নাবকে তাঁর নিকটে পাঠিয়ে দিবে।

আবুল আস মক্কা যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর ওয়াদা পুরো করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী জয়নাবকে মদীনায় ভ্রমণের প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং তাঁকে বললেন: যে তোমার বাবার প্রেরিত দূতেরা মক্কার অদূরে অপেক্ষা করছে। তিনি তাঁর ভাই আমর বিন রবীকে এ দায়িত্ব দিলেন। তিনি যেন জয়নাব রাদিআল্লাহু আনহা-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত লোকদের নিকটে হস্তান্তর করতে পারেন।

* * *

আমর তাঁর ধনুক ও তীরের ব্যাগ সাথে নিয়ে হযরত জয়নাবকে হাওদায় চড়ালেন। তাঁরা প্রকাশ্যে দিনের আলোতে কোরাইশদের সামনে দিয়ে বের হলেন। এতে কোরাইশরা তাঁদেরকে ধরার জন্যে পিছু নেয় এবং কিছু দূর না যেতেই তারা তাঁদেরকে পেয়ে যায়। তারা জয়নাবকে ভয় দেখাতে লাগল।

এ সময়ে আমর তাঁর ধনুক প্রস্তুত করে তাদের দিকে তাক করলেন। তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ আমার নিকটবর্তী হতে চেষ্টা করলে আমার তীর তার রক্ত ঝরাবে। তিনি একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। তখন তাঁর দিকে আবু সুফিয়ান এগিয়ে এসে বলল: হে ভাতিজা! তোমার ধনুক আমাদের থেকে ফিরাও আমরা তোমার সাথে কথা বলব। এতে তিনি তীর নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকলেন।

আবু সুফিয়ান তাঁকে বললেন: তুমি যা করছ তাঁর জন্যে তুমি আক্রান্ত হবে না, কিন্তু তুমি জয়নাবকে মানুষের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ অথচ বদরে আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা আরবের সবাই জানতে পেরেছে। আর আমরা তো তার বাবা মুহাম্মদের হাতেই পরাজিত হয়েছি।

এখন তুমি যদি তাকে সকলের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে মানুষ আমাদেরকে নিন্দা করবে আর তা আমাদের জন্যে অপমানের কারণ হবে।

সুতরাং তুমি তাকে তার স্বামীর ঘরে রেখে এসো এবং মানুষকে বলবে আমরা তোমাদেরকে যেতে দিইনি। তারপর তুমি এক রাতে তাকে নিয়ে গোপনে তার পিতার নিকটে হস্তান্তর করবে তাহলে এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এ কথার ওপর হযরত আমর রাজি হলেন। এর কিছুদিন পরেই আমর এক রাতে তাঁকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত লোকদের হাতে তুলে দিলেন।

* * *

আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে প্রেরণ করার পর মক্কায় থাকতে লাগলেন। যখন মক্কা বিজয় নিকটবর্তী হল তিনি তাঁর ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়াতে সফরে গেলেন। তিনি সিরিয়া থেকে ফিরে আসার সময়ে মদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোয়েন্দারা তাঁর সাথে থাকা সকল উট নিয়ে যায় এবং তাঁর সাথে থাকা লোকদেরকে বন্দী করে। তাঁর সাথে থাকা উটের সংখ্যা ছিল একশত আর মানুষ ছিল একশত সত্তর জন। আবুল আস তখন পলায়ন করলে তাঁরা তাঁকে ধরতে পারেনি। রাত ঘনিয়ে আসলে আবুল আস গোপনে মদীনায় পৌঁছে। তিনি জয়নাবের নিকটে আশ্রয় চাইলে, হযরত জয়নাব তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করতে বের হলেন। তিনি নামাজ আদায় করার জন্যে মেহরাবে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর দিয়ে নামাজের নিয়ত করলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও তাকবীর দিয়ে নামাজের নিয়ত করলেন।

হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলাদের কাতার থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন: হে লোক সকল! আমি জয়নাব বিনতে মুহাম্মদ, আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি সুতরাং তোমরাও দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের সালাম ফিরিয়ে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি যা শুনেছি তোমরা কি তা শুনেছ? তারা বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা যা শুনেছ তা শুনার আগে আমি কিছুই জানতাম না। তারপর তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বললেন: আবুল আসের ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা কর আর জেনে রাখ তুমি তার জন্য হালাল না।

তারপর তিনি গোয়েন্দাবাহিনীকে ডেকে বললেন: এ লোকটি আমাদের একজন যা তোমরা ইতিপূর্বে জেনেছ, তোমরা তার সম্পদ নিয়ে নিয়েছ সুতরাং আমরা পছন্দ করি তোমরা তার মাল তার কাছে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি তোমরা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার কর তাহলে তা আল্লাহর ফাই যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমরাই সেটির বেশি হক্বদার। তারা বললেন: বরং আমরা ফিরিয়ে দিব হে আল্লাহর রাসূল!

যখন আবুল আস তাঁর মাল নিতে এসেছেন তারা তাঁকে বলল: হে আবুল আস! নিশ্চয়ই তুমি কোরাইশদের একজন সম্মানিত লোক। তাছাড়া তুমি রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই ও তাঁর জামাতা। তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে না? আমরা তোমাকে তোমার সকল মাল ফিরিয়ে দিব। আর এতে তুমি তোমার সাথে থাকা মক্কাবাসীর সকল সম্পদ ভোগ করবে আর আমাদের সাথে মদীনায় থেকে যাবে। তিনি বললেন: তোমরা আমাকে যে পথে ডাকছ তা কতই না খারাপ আমি কি আমার নতুন ধর্ম গাদ্দারী দিয়ে শুরু করব।

* * *

আবুল আস তাঁর সাথে থাকা মক্কাবাসীর উট নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে সবার মাল সবার হাতে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন: হে কোরাইশদের দল! তোমাদের এমন কোনো মাল আছে যা তোমরা আমার থেকে বুঝে পাওনি?

তারা বলল: না, আল্লাহ্ আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। কেননা আমরা তোমাকে আমানত পূর্ণকারী হিসেবে পেয়েছি। তিনি বললেন: আমি তোমাদের হক্ব তোমাদের নিকটে অর্পণ করলাম। আর এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহর শপথ! আমাকে মদীনায় মুহাম্মদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে এ জিনিসটাই বারণ করেছিল যে, তোমারা ধারণা করবে আমি তোমাদের সম্পদ ভক্ষণ করার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি। যখন আল্লাহ তা তোমাদের নিকটে আদায় করে দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

তারপর তিনি মদীনায় রাসূল ﷺ-এর নিকটে চলে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর নিকটে ফিরিয়ে দিলেন।

তথ্য সূত্র

১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয্ যাহাবী - ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
২. উসদুল গবাহ্ - ৬ষ্ঠ ১৮৫ পৃ.।
৩. আনসাবুল আশ্রাফ - ৩৯৭ পৃষ্ঠাসহ পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।
৪. আল ইসাবা - ৪র্থ খণ্ড, ১২১ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব - ৪র্থ খণ্ড, ১২৫ পৃ.।
৬. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ২য় খণ্ড, ৩০৬-৩১৪ পৃ.।
৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫৪ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত
আ'সেম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"যে যুদ্ধ করবে সে যেন আ'সেম বিন সাবিতের মতো যুদ্ধ করে।"

[মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

কোরাইশরা তাদের নেতা থেকে শুরু করে দাস পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উহুদের দিকে রওয়ানা হয়। তাদের অন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঘৃণা ভরে গেছে এবং প্রতিহিংসার আগুনে তাদের অন্তর জ্বলছিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহিনীর হাতে বদরের যুদ্ধে তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। শুধু পুরুষদেরকে নিয়ে নয়; বরং রণাঙ্গনে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতে, তাদের মনে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে এবং যখনি তাদের মধ্যে দুর্বলতা চলে আসবে তখন তাদের মনে সাহস জাগাতে বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানবান কোরাইশ মহিলাদেরকেও তারা রণাঙ্গনে নিয়ে এসেছে।

মহিলাদের মধ্যে যারা এসেছে তারা হচ্ছে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা, আমরের স্ত্রী ওরায়তা বিনতে মুনাব্বা এবং সুলাফা বিনতে সা'দ তার সাথে তার স্বামীও ছিল এবং তার তিন সন্তান মুসাফি, জুলাস ও কিলাব। এ সকল মহিলা ব্যতীত আরো অনেক মহিলারাও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

* * *

যুদ্ধের শুরুতে কোরাইশদের আগত মহিলারা দফ বাজাতে শুরু করলো এবং তারা গায়তে লাগলো-

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقْ

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

অর্থ-

যদি তোমরা যুদ্ধে সামনের দিকে এগিয়ে যাও....

তাহলে আমরা তোমাদের সাথে আলিঙ্গন করব এবং তোমাদের জন্যে বিছানায় শুইব।

আর যদি তোমরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন কর

তাহলে আমরা তোমাদেরকে ঘৃণা ভরে ত্যাগ করব

তাদের এ কবিতা কোরাইশ সৈন্যদের অন্তরে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে তুলল। তারা তীব্রভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যুদ্ধে যা হবার তাই হল। যদিও মুসলমানরা প্রথম দিকে বিজয়ের ধারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল, কিন্তু একটি ভুলের কারণে মুসলমানদের ওপর পরাজয় নেমে আসে। যুদ্ধের পরিস্থিতি কোরাইশদের অনুকূলে চলে যাওয়ার পর তাদের মহিলারাও ময়দানে নেমে গেল। তারা মুসলমানদের লাশগুলো বিকলাঙ্গ করতে লাগল। তারা শহীদী লাশগুলোর কান, নাক ও হাত-পা কেটে ফেলতে লাগল।

এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজেদের মনের জ্বালা মিটাতে সে সব কান, নাক দিয়ে মালা বানিয়ে তাদের পিতা, ভাই ও স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিল।

* * *

কিন্তু সকল মহিলা এ আনন্দে শরীক হলেও সুলাফা বিনতে সা'দের অবস্থা ছিল অন্যরকম। সে তার স্বামী বা তার কোনো সন্তানের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল, যাতেকরে সে তাদের অবস্থা জানতে পারে এবং এরপর সে অন্যান্য মহিলার সাথে আনন্দে শরিক হবে, কিন্তু অপেক্ষার প্রহর অনেক বেশি হয়ে গেছে তারপরও সে তাদের কাউকে ফিরে আসতে দেখল না এবং তাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদও পেল না। আর তাই সে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। কিছু দূর যাওয়ার পর সে তার স্বামীকে নিথর অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। এতে সে রাগে সিংহের মতো হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। এরপর সে তার তিন ছেলেকে খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে তার তিন ছেলেকেও দেখতে পেল, কিন্তু তার দুই ছেলে মুসাফি ও কিলাব তার আসার আগেই মৃত্যু বরণ করেছে। সে সেখানে গিয়ে শুধু তার ছেলে জুলাসের দেহকে জীবিত পেল।

* * *

সুলাফা তার ছেলে জুলাসের নিকটে গিয়ে তার মাথা নিজের কোলে তুলে নিল। সে তার কপাল ও চেহারা থেকে রক্ত মুছতে লাগল। তার আঘাতের স্থানের ঝরা রক্ত তার চোখকে সিক্ত করছিল। সুলাফা তাকে জিজ্ঞেসা করল- হে বৎস! কে তোমাকে আঘাত করেছে? জুলাস তার মায়ের কথার জবাব দিতে চাইছে, কিন্তু মৃত্যুর যন্ত্রনার কারণে পারছিল না। সুলাফা তাকে বার বার জিজ্ঞেসা করতে লাগল। অবশেষে সে বলল: আমাকে আঘাত করেছে আসেম বিন সাবিত, সে আমার ভাই মুসাফিকে আঘাত করেছে এবং............। কথা শেষ করার আগেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

* * *

সুলাফা পাগলের মতো হয়ে গেল, সে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। সে লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে বলল: আমার যন্ত্রণা কখনো কমবে না আমার কান্না

কখনো থামবে না যতক্ষণ না কোরাইশরা আসেম বিন সাবিত থেকে প্রতিশোধ না নিবে এবং মদ পান করার জন্যে তাঁর মাথার খুলি এনে না দিবে।

তারপর সে ঘোষণা দিল- যে ব্যক্তি আসেম বিন সাবিতকে বন্দি করবে অথবা হত্যা করে তার মাথা এনে দিবে সে বিনিময়ে যা চাইবে তাকে তাই দিবে।

এ সংবাদ কোরাইশদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কোরাইশদের সকল যুবক মনে মনে আসেমকে হত্যা করে তাঁর মাথা সুলাফার হাতে তুলে দেয়ার জল্পনা কল্পনা করত। কেননা এর বিনিময়ে বিশাল অংকের অর্থ মিলে যাবে।

* * *

মুসলমানরা যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসে। তাঁরা শহীদদের বিরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। সাথে সাথে তাঁদেরও আলোচনাও করতে লাগল যাঁরা যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেছে। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবিত। তাঁরা অবাক হল কিভাবে তিনি একই পরিবারের তিন ভাইকে হত্যা করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠল: এতে আশ্চর্যের কি আছে? তোমাদের কি স্মরণ নেই বদরের যুদ্ধে যখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? তখন আসেম বিন সাবিত হাতে ধনুক নিয়ে বলল: যখন শত্রুরা আমাদের একশত গজ দূরে থাকবে তখন তীর নিক্ষেপ করা হবে। আর যখন আমাদের এত নিকটে চলে আসবে যে তাঁদেরকে বর্শা দিয়ে আঘাত করা যায় তখন বর্শা দিয়ে দ্বারা আঘাত করা হবে। যখন বর্শা ভেঙে যাবে তখন তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করা হবে।

রাসূল ﷺ বললেন: এভাবেই যুদ্ধ.........। যে যুদ্ধ করবে সে যেন আসেম বিন সাবিতের মতো যুদ্ধ করে।

* * *

উহুদের যুদ্ধের পর কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ ছয় জনের একটি বাহিনী এক জায়গা প্রেরণ করেন। আর সেই বাহিনীর দায়িত্ব হযরত আসেম বিন সাবিতের ওপর অর্পণ করেছিলেন।

সাহাবীদের সেই দলটি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মত রওয়ানা দিল। তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝা-মাঝি স্থানে পৌছলে বনূ হুজাইল গোত্র তাঁদের আগমনের কথা জানতে পারে। বনূ হুজাইল গোত্র দ্রুত এসে তাঁদেরকে ঘেরাও করে ফেলল।

হযরত আসেম ও তাঁর সাথীরা তাঁদের তলোওয়ার হাতে নিয়ে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হুজাইলীরা তাঁদেরকে বলল: আমাদেরকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি তোমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এ এলাকার বাসিন্দা, আমাদের সংখ্যা অনেক আর তোমাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা তোমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী আর তোমরা খুবই দুর্বল। আমরা কা'বার প্রভুর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি

করব না। এ কথার ওপর আল্লাহরকে সাক্ষ্য রেখে তোমাদের সাথে আমাদের ওয়াদা।

একথা শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন মনে হয় যেন তাঁরা এ ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন।

হযরত আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আমি মুশরিকদের নিরপত্তায় কখনো নিজেকে সমর্পণ করব না। তারপর তিনি সুলাফার মান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর তরবারীকে তিনি খাপ মুক্ত করে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার দ্বীনকে রক্ষা করতে লড়াই করেছি। সুতরাং তুমি আমার গোশতগুলো এবং আমার হাড্ডিগুলো রক্ষা কর এবং সেগুলোর ওপর কাউকে বিজয়ী হতে দিও না।

এ কথাগুলো বলে হযরত আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে আরো দুইজন সাহাবী অংশগ্রহণ করলেন।

বাকি তিনজন তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক, জায়িদ বিন দুসান্না ও খুবাইব বিন আদী, কিন্তু তাঁদের সাথে কাফেররা ওয়াদা ঠিক রাখেনি; বরং তারা কঠিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

* * *

নিহতের একজন হযরত আসেম বিন সাবিত একথা জানতে পেরে হুজাইলীরা অনেক বেশি আনন্দিত হল। আনন্দিত হবে না কেন? কেননা সুলাফা মান্নাত করেছে যদি সে আসেম বিন সাবিতের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে তাহলে সে তাঁর খুলি দ্বারা মদ পান করবে। সেতো ঘোষণা করেছে যে ব্যক্তি তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে সে যা চাইবে তাকে তাই দিবে।

* * *

কয়েক ঘন্টা না যেতেই কোরাইশরা জেনে যায় আসেম বিন সাবিত নিহত হয়েছেন। কেননা হুজাইলীরা মক্কার নিকটেই বসবাস করত। এতে কোরাইশদের নেতারা আসেম বিন সাবিতের মাথা নিয়ে আসার জন্যে তাদের নিকটে দূত প্রেরণ করে। যাতেকরে সুলাফা তার শপথ পুরো করতে পারে এবং আসেমের হাতে নিহত তার তিন পুত্রের প্রতিশোধ নিতে পারে। হযরত আসেমের মাথার বিনিময় হুজাইলীদেরকে অর্পণ করতে দূতদেরকে তারা যথেষ্ট অর্থ দিয়ে প্রেরণ করে।

* * *

হুজাইলীরা হযরত আসেমর শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করার জন্যে গেল, কিন্তু তারা দেখল হযরত আসেমকে মৌমাছি চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে।

তারা যখনই লাশের দিকে যেতে চাইত তখনই মৌমাছিরা তাদের দিকে তেড়ে এসে তাঁদের চেহারা ও কপাল-সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মকভাবে দংশন

করত। বার বার চেষ্টা করে যখন তারা দেখল লাশের নিকটে যেতে পারছে না তখন তারা বলতে লাগল: এখন রাখ, যখন রাত হবে তখন মৌমাছিরা চলে যাবে। একথা বলে তারা লাশের অদূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

* * *

দিন শেষ হয়ে রাত না আসতেই আকাশ কালো মেঘে ডেকে যায়। আকাশে গর্জন শুরু হয়ে যায়। আর সেই গর্জন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

এরপর কঠিন বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির এত বেশি বর্ষণ হলো যে, এমন বৃষ্টি ওই এলাকাবাসী আর কখনো দেখেনি। বৃষ্টিতে পানি এত বেশি বর্ষিত হল যে, পুরো এলাকা পানিতে প্লাবিত হতে লাগল এবং সকল কূপ ও গর্ত ভরপুর হয়ে গেল। যখন সকাল হল আর বৃষ্টিও থেমে গেল হুজাইলীরা আসেমের লাশ খুঁজতে লাগল, কিন্তু তারা কোথাও তাঁর লাশ খুঁজে পায়নি। কেননা স্রোত তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। পানির স্রোত তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল তা শুধু আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর পবিত্র শরীরকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন.........। মহান রব মুমিনদের ওপর কাফেরদের বিজয় হতে দেননি।

তথ্য সূত্র

১. আস্ সিরাতুন্ নববিয়্যাতু লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃ.।
৩. দিয়ানু হাস্সান ইবনি সাবিত ওয়া শুরুহুহ্।
৪. আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা - ২য় খণ্ড, ৪১, ৪৩, ৫৫, ৭৯ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ৯০ পৃ।
৫. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৭. তারীখুত্ ত্বাবারী - ১০ম খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৩য় খণ্ড, ৬২-৬৯ পৃ.।
৯. তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ২৭ ও ৩৬ পৃ.।
১০. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।
১১. আল মুহাব্বারু ফিত্ তারীখ - ১১৮ পৃ.।
১২. উসদুল গবাহ্ (আত্ তারজামা) - ২৬৬৩ পৃ.।
১৩. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১১০ পৃ.।

হযরত
উত্‌বা বিন গজওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"ইসলামে উত্‌বা বিন গজওয়ানের বিশেষ অবস্থান রয়েছে।"

[হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইশার নামাজ আদায় করে তাঁর শোয়ার ঘরে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবেন যাতেকরে রাতে উঠে মুসলমানদেরকে পাহারা ও নজরদারী করতে পারেন, কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের চোখে ঘুম আসছিল না। কেননা তাঁর কাছে চিঠি এসেছে পারস্যের সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বাহিনী তৈরি করছে। তারা বিভিন্ন গোত্র থেকে সাহায্য পেয়ে তাদের বাহিনীকে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করছে।

তাঁকে আরো জানানো হয়- উবুল্লাহ নামক শহরকে পারস্যারা অর্থ সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে শক্তিশালী করছে।

এ খবর শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে শহরে আক্রমণ করতে চাইলেন, কিন্তু সৈন্য কম থাকার কারণে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। কেননা মদীনার লোকেরা অন্য একটি যুদ্ধ করার জন্যে চলে গেছে আর তাই মদীনাতে দুর্বলরা ব্যতীত আর কেউ ছিল না। এ কারণে তিনি অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা করলেন। তা হচ্ছে সৈন্য কম কিন্তু সেনাপতি শক্তিশালী......।

তিনি তাঁর আশপাশে থাকা মানুষদের মাঝে একজন শক্তিশালী সেনাপতি খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পেয়েও গেলেন। তারপর তিনি মনে মনে বললেন: তিনি এমন একজন মুজাহিদ যিনি বদর, উহুদ, খন্দক ও আরো অন্যান্য যুদ্ধের সাথে পরিচিত। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবুও তাঁকে কোনো তরবারি আঘাত করতে পারেনি এবং কোনো তীর তাঁর গা স্পর্শ করতে পারেনি।

পরের দিন সকালে তিনি বললেন: উত্‌বা বিন গজওয়ানকে আমার নিকটে ডাকো।

তিনি তাঁর হাতে তিনশত দশ জনের মতো সৈন্যের নেতৃত্ব তুলে দিলেন....... এবং আরো সৈন্যের ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁদেরকে তাঁর দলভুক্ত করবেন এ মর্মে তিনি তাঁর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলেন।

* * *

এ ছোট দলটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দলটিকে ও দলটির সেনাপতিকে বিদায়ী উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: হে উত্বা! আমি তোমাকে উবুল্লাহ নামক জায়গায় প্রেরণ করছি। সেটি শত্রুদের ঘাঁটিগুলোর একটি ঘাঁটি। সুতরাং আমি আশা করি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। যখন তুমি তাদের নিকটে গিয়ে পৌছবে তুমি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে তুমি তাদের থেকে ফিরে আসবে আর যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তাদের থেকে জিজিয়া আদায় করবে, কিন্তু যদি তারা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে তাহলে তুমি নির্দয়ভাবে তাদের ঘাড়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে।

হে উত্বা! আমি তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। আমি তোমাকে সাবধান করছি তুমি নিজেকে এমন কোনো অপরাধে যুক্ত করবে না যা তোমার আখেরাত নষ্ট করে দিবে।

জেনে রাখ! তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে ছিলে, আল্লাহ তোমাকে মর্যাদাহীন থেকে মর্যাদা দান করেছেন এবং দুর্বল থেকে সবল করেছেন। এমনকি তোমাকে সেনাপতি বানিয়েছেন এখন তুমি যা বলবে তারা তা শুনবে আর তোমার নির্দেশ মেনে চলবে। সুতরাং এ নেয়ামত যেন তোমাকে কোনোভাবে ধোঁকা না দেয় এবং তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে। আমি তোমার ও আমার জন্যে আল্লাহর নিকটে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* * *

হযরত উত্বা তাঁর বাহিনী নিয়ে উবুল্লা শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। তিনি ব্যতীত আরো পাঁচ জনের স্ত্রীও সেই বাহিনীতে ছিলেন। তাঁরা সকলে উবুল্লার নিকটবর্তী একটি এলাকা কাসবা নামক স্থানে পৌছেছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের এ বাহিনীর খাদ্য পুরিয়ে গেছে। এখন খাওয়ার মতো কিছুই নেই।

যখন ক্ষুধা মারত্মক আকার ধারণ করলো হযরত উত্বা তাঁর বাহিনীর লোকদেরকে বললেন: তোমরা এ জমিনে খাদ্য খুঁজে দেখ।

তাঁরা খাদ্য খুঁজতে লাগলেন। তাঁদের খাদ্য খোঁজার মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটে যায়। সেই ঘটনা ......

তাঁদের মধ্যে একজন বলেন-

আমরা খাদ্য খুঁজতে ছিলাম। এমন সময়ে আমরা একটি বনে প্রবেশ করে সেখানে দুইটি ঝুড়ি দেখতে পেলাম। একটিতে খেজুর ছিল আর অন্যটিতে সাদা ছোট শস্য ছিল, যেগুলো হলুদ আবরণে ডাকা। আমরা সেগুলো নিয়ে সৈন্যবাহিনীর নিকটে ফিরে আসি।

আমাদের একজন শস্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে বলল: এগুলো হচ্ছে বিষ তোমরা এগুলোর কাছেও যেও না।

তখন আমরা তা রেখে খেজুর খেতে লাগলাম, কিন্তু একটি ঘোড়া তার রশি ছিঁড়ে ওই শস্য থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলল। আল্লাহর শপথ! আমাদের ইচ্ছা হলো ঘোড়াটি মারা যাওয়ার আগে আগেই তাকে জবাই করে তার গোস্ত দ্বারা উপকৃত হব।

তখন ঘোড়ার মালিক দাঁড়িয়ে বলল: ঘোড়াটিকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি রাতে তাকে পাহারা দিব যদি দেখি সে মারা যাচ্ছে তাহলে আমি তাকে জবাই করে ফেলব। পরের দিন সকালে আমরা দেখি ঘোড়াটি পূর্ণ সুস্থ আছে, ঘোড়াটির কোনো ক্ষতি হয়নি।

তখন আমার বোন আমাকে বলল: হে আমার ভাই! আমি বাবার থেকে শুনেছি যখন বিষকে আগুনে পড়ানো হয় তখন তা আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

তখন সে কিছু শস্য পাত্রে নিয়ে তাতে আগুন দিতে লাগল।

তারপর সে বলল: তোমরা দেখ সেগুলো কিভাবে লাল বর্ণ ধারণ করছে। ধীরে ধীরে সেগুলো থেকে খোসা ছুটে যেতে লাগলো এবং সেগুলোর ভিতরে থাকা খাদ্য বের হয়ে আসল।

আমরা খাওয়ার জন্যে সেগুলো একটি বড় পাত্রে ঢাললাম।

তখন আমাদেরকে উত্বা বলল: তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাও। আমরা বিসমিল্লাহ বলে সেগুলো খাওয়া শুরু করলাম। খেয়ে দেখি সেগুলো অনেক মজার খাদ্য।

এরপরে আমরা জানতে পারলাম ওই শস্য হচ্ছে ধান।

* * *

উত্বা তাঁর ছোট বাহিনী নিয়ে উবুল্লাহ নামক যে শহরের দিকে রওয়ানা করেছেন তা দজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি সংরক্ষিত দুর্গের শহর।

ওই দিকে পারস্য বাহিনী তাদের অস্ত্রের বিশাল গুদাম তৈরি করেছে।

তারা তাদের দুর্গের ভেতর থেকে গোপনীয় স্থানে অবস্থান নিতে শুরু করল, কিন্তু তাদের এতসব প্রস্তুতি হযরত উত্বাকে ভীত করতে পারেনি যদিও তার সৈন্য অনেক কম এবং অস্ত্র নেই বললেই চলে।

সুতরাং সৈন্য ও অস্ত্র কম থাকার কারণে তাঁকে অবশ্যই বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে।

* * *

হযরত উত্বা মহিলাদেরকে বর্শার মাথায় পতাকা দিয়ে আদেশ দিলেন- আমরা যখন উবুল্লাহ শহরের নিকটবর্তী হব তখন তোমরা বালু উড়াতে থাকবে। এমনভাবে উড়াবে যেন বালুতে সারা এলাকা ভরে যায়।

তাঁরা উবুল্লাহ শহরের নিকটবর্তী হলে পারস্য বাহিনী তাঁদের মোকাবেলা করতে আসে, কিন্তু এমন সময় তারা দেখতে পেল মুসলমানদের সৈন্যদের অদূরে পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে আর আকাশ বাতাস বালুতে ভরে গেছে।

চারদিকে বালু আর বালু উড়তে দেখে তারা একে অপরকে বলতে লাগল: এরা বাহিনীর প্রথম অংশ। তাদের পিছনে অনেক বড় বাহিনী আসছে। তাদের চলার কারণে এত বালু উড়ছে। তারা সংখ্যায় অনেক বেশি আর আমরা অনেক কম।

তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল। আর তাই তারা তাদের হালকা দামি জিনিসগুলো নিয়ে দজলা নদী দিয়ে পালাতে শুরু করল।

এরপর হযরত উত্‌বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উবুল্লাতে প্রবেশ করে শহর ও সেইটির আশপাশের এলাকাগুলো বিজয় করেন।

তাঁরা সেখানে অনেক বেশি গনীমত লাভ করেন। এমনকি তাঁদের কোনো কোনো ব্যক্তি মদীনায় ফিরে আসলে তাঁদেরকে মানুষেরা জিজ্ঞেসা করে উবুল্লাতে মুসলমানদের অবস্থান কেমন?

সে বলল: তোমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করছ?

আমি তাঁদের স্বর্ণ ও রূপা মাপা অবস্থায় রেখে এসেছি। একথা শুনে মানুষেরা উবুল্লার দিকে রওয়ানা করে।

* * *

হযরত উত্‌বা দেখলেন তাঁর সৈন্যরা বিজিত এলাকাগুলোতে খুব আরাম-আয়েশে দিন কাটাতে শুরু করেছে। তাঁদের আচরণ এ শহরের মানুষদের মতো হয়ে গেল। তাঁদের যুদ্ধ করার শক্তি হারি যাচ্ছিল। এতে তিনি হযরত উমরের নিকটে বসরায় ভবন নির্মাণের অনুমতি চাইলেন এবং তিনি জায়গারও বর্ণনা দিলেন। হযরত উমর তাঁকে অনুমতি দিলেন।

* * *

হযরত উত্‌বা নতুন শহরের ম্যাপ অঙ্কন করলেন। তিনি প্রথমে সেখানে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করলেন।

তারপর সৈন্যদের জন্যে একটি একটি করে বাড়ি নির্মাণ করলেন। কিন্তু হযরত উত্‌বা নিজের জন্যে কোনো কিছুই তৈরি করলেন না।

* * *

হযরত উত্‌বা দেখলেন মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াদারি খুব দ্রুত প্রবেশ করছে।

যে সকল লোকেরা ধানের থেকে উত্তম খাবার খেতে পায়নি এখন তারা তাঁদের ঘোড়কে ফালুজাজ ও লাওজিনাজ খাওয়াচ্ছে।

এগুলো দেখে তিনি তাঁদের ধার্মিকতা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন।

তিনি তাঁদেরকে আখেরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ামুখি হওয়ার ভয় করলেন।

আর তাই তিনি তাঁদেরকে ডেকে কূফার মসজিদে একত্রি করলেন।

হযরত
নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"তিনি জানতেন যুদ্ধের কৌশল হচ্ছে ধোঁকা।"

হযরত নুয়াইম এমন একজন যুবক ছিলেন যাঁর মেধা ছিল প্রখর। যাঁর নিকটে কোনো কঠিন বিষয় কঠিন ছিল না এবং কোনো জটিলতা তাঁকে কোনোভাবে পরাজিত করতে পারত না।

মরুর এ সন্তান, আল্লাহ তাঁকে যে সুপ্ত মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি, বিস্ময়তা দান করেছেন তা প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন। তিনি একজন সুস্থ চিন্তার অধিকারী বিলাসিতাপ্রিয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে তিনি ইয়াসরিবের ইহুদিদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রাখতেন।

আর তাই যখনি তাঁর সুযোগ হত তখনি তিনি মদীনার পথে রওয়ানা দিতেন। মদীনায় এসে তিনি ইহুদিদেরকে লম্বা হাতে দান করতেন।

যার কারণে মদীনায় তাঁর অনেক বেশি আসা যাওয়া হত। আর এভাবেই মদীনার ইহুদিদের সাথে তাঁর দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশেষকরে বনূ কোরাইজার সাথে।

* * *

মহান আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করে বিশ্ববাসীকে সম্মানিত করেছেন এবং মক্কার অলি-গলিতে এ দাওয়াতের নূর পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তখন নুয়াইম বিন মাসউদ তাঁর অন্তরকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে রেখেছিলেন।

তিনি এ নতুন ধর্মের চরম বিরোধিতা শুরু করেন। কেননা তিনি ভয় করতে লাগলেন এ নতুন ধর্ম তাঁকে বিলাসিতা থেকে দূরে রাখবে, কিন্তু কিছুদিন পার না হতেই তাঁর অন্তর ইসলামের জন্যে খুলে গেল। তিনি নিজেকে ইসলামের নিকটে সমর্পণ করলেন।

* * *

হযরত নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আহ্যাবের যুদ্ধে চমৎকার একটি ঘটনা দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় নিজেকে স্থান করে নিলেন। তাঁর অবাক করা বীরত্ব ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে রয়েছে। আর সেই ঘটনাটিই এখন আমরা আপনাদের নিকটে বর্ণনা করব।

* * *

তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন-

হে লোক সকল! দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী আর তোমরা এমন এক স্থানে যাবে যার কোনো শেষ নেই। সুতরাং তোমরা সেখানের জন্যে ভালো আমল করে যাও।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ অবস্থায় নিজের চোখে দেখেছি যে, তখন গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো খাদ্য ছিল না।

আমি একদিন আমার চাদরকে দুই ভাগ করি, এর এক খণ্ড আমি পরিধান করি আর অন্য খণ্ড সা'দ পরিধান করেন।

এখন আমাদের মধ্যে সবাই কোনো না কোনো শহরের গভর্নর।

আমি নিজের কাছে বড় আল্লাহর কাছে ছোট হওয়ার থেকে তাঁর নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর তিনি তাঁদের একজনকে দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে মদীনায় চলে আসেন।

তিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে এসে দায়িত্ব থেকে অবসর চাইলেন। কিন্তু হযরত উমর তাঁকে দায়িত্ব থেকে অবসর না দিয়ে পুনরায় বসরায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

তিনি নিজের অপছন্দ হওয়ার পরও খলীফার নির্দেশ মানতে রওয়ানা হলেন আর বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহ আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিও না।

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, তিনি মদীনা থেকে সামান্য দূরে যেতেই তাঁর উট হোঁচট খেল, এতে তিনি পড়ে গেলেন আর সেখানেই তিনি মারা গেলেন।

তথ্য সূত্র

আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃ.।
আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃ.।
তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ৭ পৃ.।
উসদুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।
তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ১ম খণ্ড, ৯৫-৯৮ পৃ.।
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৭ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।
মু'জামুল বুলদান - ১ম খণ্ড, ৪৩০ পৃ.।
আত্ ত্ববাক্বাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ - ৭ম খণ্ড, ১ পৃ.।
তারীখুত্ ত্ববারী - ১০ম খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃ.।
হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

আহ্‌যাবের যুদ্ধ যে যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। সেই যুদ্ধে মদীনার ইয়াহুদিরা আশা করছিল তারা এবার চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাতেকরে মদীনা থেকে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আর তাই তাদের নেতারা কোরাইশদের সাথে গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল। তারা কোরাইশদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার ওয়াদা দিল। কোরাইশরা মদীনায় পৌছলে তারা তাঁদের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তাঁদের ওয়াদার ওপর অটল থাকবে বলে কোরাইশদেরকে আশা দিল।

এরপর তারা নজদের গাতফানের নিকটে গেল। তারা তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করতে লাগল এবং ইসলামকে ধ্বংস করার আহ্বান করল। কোরাইশদের সাথে করা চুক্তিতে তারা খুব আনন্দিত হলো। তারা গাতফান গোত্রের সাথেও কোরাইশদের মতো চুক্তি করে এবং তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।

* * *

কোরাইশরা মক্কার সকল যোদ্ধা ও বাহন নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে রওয়ানা হলো।

ওই দিকে গাতফান গোত্রও তাদের নেতা উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণের জন্যে রওয়ানা হলো।

তাদের বের হওয়ার খবর যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে পৌছে, তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে একত্র করে তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ অনুসারে রাসূল ﷺ মদীনাকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে গর্ত খননের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা মদীনার তিন দিক দিয়ে পাহাড় ও বন জঙ্গল থাকার কারণে শত্রুরা সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না সুতরাং যে দিক দিয়ে শত্রুরা প্রবেশ করবে সেদিক দিয়ে গর্ত খনন করার সিদ্ধান্ত নেন। যাতেকরে কৌশলে এ বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করা যায়।

* * *

কোরাইশ ও বনূ গাতফান গোত্রের সৈন্যবাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হলে মদীনার বনূ নজীর গোত্রের নেতারা বনূ কোরাইজা গোত্রের নেতাদের সাথে দেখা করে। তারা তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতে লাগল এবং মক্কা ও নজদ থেকে আগত সৈন্যদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করতে লাগল।

বনূ কোরাইজার নেতারা তাদেরকে বলল: তোমরা আমাদেরকে এমন একটি কাজের দিকে ডাকছ যা আমরাও পছন্দ করি, কিন্তু তোমরা জান আমাদের সাথে মুহাম্মদের সাথে চুক্তি রয়েছে যে, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব

না। এখন যদি আমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান করি তাহলে তার সাথে আমাদের চুক্তি ভঙ্গ হবে।

তাছাড়া আমরা ভয় করছি যদি মুহাম্মদ এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে সে আমাদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিবে এবং আমাদের গাদ্দারীর পরিণাম অনেক ভয়ংকর হবে, কিন্তু বনূ নজীর গোত্রের লোকেরা তাদেরকে নানাভাবে বুঝি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে করা চুক্তি ভঙ করতে রাজি করে। অবশেষে তারা মক্কা ও নজদ থেকে আগত কোরাইশ ও গাতফান গোত্রকে সহযোগিতা করার ওপর সংকল্প করে।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয় এবং সেই চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে। এ খবর মুসলমানদের মাথায় যেন বজ্ররের মত আঘাত হানে।

* * *

সম্মিলিত বাহিনী মদীনাকে অবরোধ করে। তারা মদীনার সাথে বহির্বিশ্বের যেগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। এতে মুসলমানদের ওপর মসিবতের ওপর মসিবত নেমে আসে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছেন তিনি দুই দিকের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এক দল হচ্ছে বহিরাগত শত্রু আরেক দল হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শত্রু।

কোরাইশরা ও বনূ গাতফান গোত্র মদীনার বাইরে অবরোধ করেছে আর কোরাইজারা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্যে মদীনার ভেতরে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ওই দিকে মুনাফিকরা বলতে লাগল: মুহাম্মদ আমাদেরকে ওয়াদা করেছে সে আমাদেরকে পারস্য ও রোমের ধন ভাণ্ডারের মালিক বানাবে আর এখন আমরা নিরাপদে ঘর থেকে শৌচাগারেও যেতে পারি না।

অন্যদিকে এক দলের পর এক দল লোক তাঁদের ঘরের মহিলা ও সন্তানদের নিরাপত্তার কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে অনুমতি চেয়ে চলে যেতে লাগল। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাত্র কয়েক শত খাঁটি ঈমানদার ব্যতীত আর কেউ ছিল না।

অবরোধের বিশ দিন পার হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে আল্লাহর দরবারে খুব বেশি রোনাজারী করেন। তিনি আল্লাহর নিকটে সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে লাগলেন।

তিনি বার বার বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আপনার ওয়াদার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাচ্ছি.........

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আপনার ওয়াদার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাচ্ছি।

* * *

হযরত নুয়াইম বিন মাসউদ তাঁর বিছানার মধ্যে এপাশওপাশ করছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘুম আসছিল না। আর তাই তিনি তারকার ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ আসমানের

দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন বিষয় ভাবছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর মনে যুদ্ধের ব্যাপারে চিন্তা আসল। তিনি নিজেকে বলতে লাগলেন- তোমার ধ্বংস হত হে নুয়াইম! তুমি নজদ থেকে এত দূরে কেন এসেছ? এ লোকটি ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে?

তুমি এখানে কোনো সত্য প্রতিষ্ঠা করতে আসনি। আবার কোনো প্রতিশোধ নিতেও আসনি। তুমি এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই এসেছ।

তোমার মত কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বিনা কারণে যুদ্ধ করতে এসে কাউকে হত্যা করা এবং নিজে নিহত হওয়াটা কি শোভা পায়?

তোমার ধ্বংস হোক হে নুয়াইম!

কি কারণে তুমি তোমার তরবারী এ সৎ লোকটির বিরুদ্ধে ধারণ করবে? যে লোকটি মানুষকে ন্যায়-নীতি, কল্যাণ ও আত্মীয়-স্বজনদের হক্ব আদায় করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়।

আর কেনই বা তুমি তোমার বর্শা সত্য ও হেদায়েতের অনুসারী সাহাবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে?

তার মনের ভিতরের এ কথোপকথন তাঁকে সত্যের দিকে পথ দেখাতে শুরু করে।

* * *

নুয়াইম তাঁর গোত্রে সৈন্যবাহিনী থেকে গোপনে রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসেন।

রাসূল ﷺ যখন তাঁকে দেখতে পেলেন তিনি বললেন: নুয়াইম বিন মাসউদ?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন: তুমি কেন এ সময়ে এখানে এসেছ?

তিনি বললেন: আমি এসেছি সাক্ষ্য দিতে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর আপনি যা নিয়ে এসেছে তা সত্য।

তারপরে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এইমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার গোত্র আমার ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

সুতরাং আপনি আমাকে যেকোনো ব্যাপারে আদেশ করতে পারেন।

রাসূল ﷺ বললেন: তুমি আমাদের মধ্য থেকে একজন। সুতরাং তুমি যদি সক্ষম হও তাহলে তোমার জাতির কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত কর। কেননা যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকা।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ চাহে তো আপনি অতি শীঘ্রই এমন কিছু দেখবেন যা আপনাকে আনন্দিত করবে।

* * *

হযরত নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বনূ কোরাইজার নিকটে গেলেন। তিনি ইতি পূর্বে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে গিয়ে বললেন: হে বনূ কোরাইজা! তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও সুপরামর্শের কথা তোমরা জান।

তারা বলল: হ্যাঁ, তুমি আমাদের নিকটে অভিযোগ মুক্ত।

তিনি বললেন: কোরাইশ ও গাতফান গোত্রের এ যুদ্ধে তাদের অবস্থা তোমাদের অবস্থা থেকে ভিন্ন।

তারা বলল: কিভাবে?

তিনি বললেন: এ শহর তোমাদের শহর এবং এখানে তোমাদের স্ত্রী, পুত্র ও সম্পদ সব কিছু। আর তোমাদের এমন সামর্থ্য নেই যে তোমরা এ শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাবে।

অন্যদিকে কোরাইশ ও গাতফান গোত্রের লোকদের স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদ এ শহরে নয় বরং তাদের শহরে। তারা এসেছে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করতে। তারা তোমাদেরকে মুহাম্মদের সাথে থাকা চুক্তিভঙ্গের প্রতি আহ্বান করল আর তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছ।

যদি এ যুদ্ধে তারা সফল হয় তাহলে তারা গনীমতের ভাগ নিবে আর যদি পরাজিত হয় তাহলে তারা তাদের দেশে নিরাপদে চলে যাবে আর তোমাদেরকে মুহাম্মদের নিকটে রেখে যাবে। এতে সে তোমাদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নিবেন।

আর তোমরা জান, একাকি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা তোমাদের নেই।

তারা বলল: তুমি সত্য বলেছ, তোমার মতে এখন কি করা উচিত?

তিনি বললেন: তোমরা কোরাইশদের সাথে ও বনূ গাতফান গোত্রের সাথে একত্র হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ তারা তাদের নেতৃস্থানী কিছু লোককে তোমাদের নিকটে বন্ধক না রাখে।

তারা বলল: তুমি ভালো পরামর্শ দিয়েছ।

তারপর তিনি তাদের থেকে চলে গিয়ে কোরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ানের নিকটে গেলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে কোরাইশরা তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও মুহাম্মদের প্রতি আমার শত্রুতা সম্পর্কে তোমরা ইতঃপূর্বে জেনেছ।

আমার নিকটে একটি খবর এসেছে তোমাদের মঙ্গলের জন্যে যা আমি তোমাদেরকে জানানো আবশ্যক মনে করলাম। তোমরা তা গোপন রাখবে এবং তা প্রচার করবে না।

তারা বলল: ঠিক আছে তুমি যা বলেছ তাই হবে।

তিনি বললেন: বনু কোরাইজা মুহাম্মদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে লজ্জিত হয়েছে। আর তাই তারা মুহাম্মদের নিকটে লোক পাঠাল এ কথা বলার জন্য যে, আমরা যা করেছি তাঁর জন্য আমরা দুঃখিত, আর আমরা আপনার সাথে করা সেই শান্তিচুক্তির দিকে আবার ফিরে আসলাম।

সুতরাং আপনি কি এতে সন্তুষ্ট হবেন যে আমরা কোরাইশদের কয়েকজন সম্মানিত লোককে আপনার নিকটে এনে দিব এবং আপনি তাদের ঘাড়ে আঘাত করবেন।

তখন মুহাম্মদ তাদেরকে সম্মতি দিয়ে জানালেন যে তিনি এতে রাজি আছেন।

সুতরাং যদি ইহুদিরা তোমাদের নিকটে বন্ধক স্বরূপ কাউকে নিতে আসে তোমরা তাদেরকে কোনো লোক দিবে না।

তখন আবু সুফিয়ান বলল: তুমি কতই না উত্তম মিত্র, তুমি উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হও।

তারপর তিনি তাঁর গোত্র গাতফান গোত্রের নিকটে এসে তাঁদেরকেও তেমনি বললেন যেমনি ভাবে আবু সুফিয়ানকে বলেছেন।

* * *

আবু সুফিয়ান বিষয়টি যাচাই করার জন্যে তাঁর ছেলেকে বনূ কোরাইজার নিকটে পাঠাল।

তার ছেলে তাদেরকে গিয়ে বলল: আমার পিতা আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন- মুহাম্মদের প্রতি আমাদের অবরোধ অনেক দীর্ঘ হয়েছে এমনকি এখন আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি।

এখন আমরা ইচ্ছা করেছি আমরা তার সাথে যুদ্ধ করে তা থেকে মুক্ত হব। আমার পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে আগামী কাল যুদ্ধ করার কথা বলতে।

তারা বলল: আগামী কাল হচ্ছে শনিবার আর আমরা সেই দিনে কোনো কাজ করব না। তাছাড়া আমরা তোমাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব না যতক্ষণ না তোমরা আমাদের নিকটে তোমাদের সম্মানিত কয়েকজন লোককে বন্ধক রাখ।

কেননা আমরা ভয় করছি যখন যুদ্ধ কঠিন অবস্থা ধারণ করবে তখন তোমরা তোমাদের দেশের দিকে চলে যাবে আর আমাদেরকে একা মুহাম্মদের জন্যে রেখে যাবে। তোমরা তো জান তার সাথে লড়াই করার মত শক্তি আমাদের নেই।

যখন আবু সুফিয়ানের পুত্র তার গোত্রের নিকটে এসে এ সংবাদ দিল তখন তারা বলতে লাগল: বানর ও শুকুরের সন্তানেরা দূর হয়েছে।

আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাদের নিকটে একটি বকরিও বন্ধক হিসেবে চায় আমরা তা দিব না।

* * *

হযরত নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কৌশলে জয়ী হয়েছেন এবং কাফেরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

ওই দিকে আল্লাহ তাআলা কোরাইশদের প্রতি প্রচণ্ড বাতাস প্রেরণ করেছেন। যা তাদের তাবুগুলো লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছে। তাদের খাদ্যের পাত্র উল্টিয়ে দিয়েছে। তাদের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। তাদের গালে থাপ্পড় মেরেছে এবং তাদের চোখ বালু দ্বারা ভরে দিয়েছে।

তারা পালানো ব্যতীত আর কোনো গতি দেখল না। তখন তারা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে মুসলমানরা দেখতে পেল আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে নিজ কুদরতে হেফাজত করেছেন এবং তিনি একাই আহ্যাবকে প্রতিরোধ করেছেন।

* * *

হযরত নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান করতেন।

মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান মুসলমানদের সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক লোক বনূ গাতফান গোত্রের পতাকা বহন করে নিয়ে আসছে।

তিনি তাঁর সাথের একজনকে বললেন: এ লোক কে?

তারা বলল: নুয়াইম বিন মাসউদ।

তিনি বললেন: সে খন্দকের দিন আমাদের সাথে যা করেছে তা কতই না খারাপ ছিল।

আল্লাহর শপথ! সে তখন মুহাম্মদের ঘোর বিরোধী ছিল। আর এখন সে নিজের গোত্রের পতাকা বহন করে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হয়েছে।

তথ্য সূত্র

আস্ সিরাতুন নববিয়্যাহ্ লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ৫৫৭ পৃ.।

উসুদল গবাহ্ - ৫ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃ.।

আনসাবুল আশ্রাফ - ৩৪০ ও ৩৪৫ পৃ.।

আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৫৬৮ পৃ.।

হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত
খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আল্লাহ খাব্বাবের প্রতি দয়া করুক, তিনি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন এবং মুজাহিদ হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন।"

[হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

উম্মে আনমার একটি গোলাম খরিদ করার জন্যে মক্কার নাখ্খাসদের নিকটে গেল। গোলামের খেদমত দ্বারা উপকৃত হতে এবং বিভিন্ন কাজে সহযেগিতা নিতে সে একটি গোলাম খরিদ করতে চাইল। সেখানে গোলাম পছন্দ করার জন্যে একের পর এক দেখতে লাগল। তখন একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের প্রতি তার নজর গেল। সে তাঁর শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সুস্থ দেখলো। তাছাড়াও তাঁকে অনেক মেধাবী মনে হল। আর তাই সে এ গোলামটি ক্রয় করতে আগ্রহী হলো এবং এর মূল্য পরিশোধ করে তাঁকে নিয়ে বড়ির দিকে রওয়ানা হলো।

পথে উম্মে আনমার গোলামটিকে জিজ্ঞেসা করলো- তোমার নাম কি?

গোলামটি বলল: খাব্বাব।

সে বলল: তোমার পিতার নাম কি?

গোলামটি বলল: আরাত।

সে বলল: তুমি কোথা থেকে এসেছ?

গোলামটি বলল: নজ্দ থেকে।

সে বলল: তাহলে তুমি আরাবী?

গোলামটি বলল: হ্যাঁ, আমি বনূ তামীম গোত্রের।

সে বলল: কিভাবে তুমি নাখ্খাসদের হাতে এসেছ?

গোলামটি বলল: আরবের একটি গোত্র আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। তারা আমাদের পশুদেরকে নিয়ে গেছে, মহিলাদেরকে বন্দী করেছে এবং তাদের সন্তানদেরকে তুলে নিয়েছে। আর আমি সেই গেলামদের মধ্যে একজন। এরপর আমি একের হাত থেকে অন্যের হাতে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে এসে পড়লাম।

* * *

উম্মে আনমার তার গোলামকে একটি কামারের দোকানে কাজ করতে দিল। যাতেকরে সে তরবারি বানানো শিখতে পারে।

গোলামটি অতি দ্রুত তরবারি বানানো শিখে নিলেন। তিনি খুব সুন্দর তরবারি বানাতে পারতেন।

যখন গোলামটি পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করল তখন উম্মে আনমার তাঁকে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে দিল। সে তাঁকে তরবারি তৈরি করার সামগ্রীও কিনে দিল এবং গোলামটির তরবারি বানানোর বিদ্যাকে ব্যবহার করে ব্যবসা শুরু করল।

* * *

কিছুদিন না যেতেই হযরত খাব্বাব মক্কায় বিখ্যাত হয়ে গেলেন। মানুষ তাঁর বানানো তরবারি ক্রয় করতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল। কেননা তাঁর সততা ও দক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করেছে।

* * *

হযরত খাব্বাব তখন যুবক থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি ছিল বয়স্ক মানুষের মতো।

তিনি তাঁর কাজ থেকে অবসর হলে মনে মনে এ জাহিলী সমাজের কথা চিন্তা করতেন। যে জাহিলিয়তা মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখেছে।

তিনি এ সমাজের পথভ্রষ্টতা নিয়ে ভাবতেন এবং মনে মনে এর অবসান কামনা করতেন।

তিনি মনে মনে বলতেন- এ অন্ধাকার যুগের অবসান হওয়া দরকার.....

এবং আশা করতেন তাঁর হায়াত যেন অনেক দীর্ঘ হয় যাতেকরে তিনি এ অন্ধকারের অবসান ও আলোর আগমন নিজ চোখে দেখতে পান।

* * *

কিন্তু হযরত খাব্বাবকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁর মনের বাসনা পূরণে আল্লাহ তাআলা সেই সময়ে মুহাম্মদ নামের এক আলোর দিশারীকে প্রেরণ করেছেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা জানতে পেরে তাঁর নিকটে গেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী মনযোগ দিয়ে শুনলেন। এতে তাঁর অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে গেল এবং তাঁর বাসনা পুরা হলো।

তিনি সাথে সাথে তাঁর হাত বাড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তিনি ছিলেন ইসলামের ষষ্ঠ ব্যক্তি। যাঁকে সুদুসুল ইসলাম বলে দীর্ঘদিন ডাকা হয়েছে। সুদুসুল ইসলাম অর্থ ইসলামের এক-ষষ্ঠাংশ। অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জনের একজন ছিলেন।

* * *

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কারো নিকটে গোপন করেননি। এমনকি তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর উম্মে আনমারের কানেও গিয়েছে। এতে সে রাগে ফুলে উঠে।

সে তার ভাই সিবা বিন আব্দুল উজ্জাকে সাথে নিল। তাদের সাথে মক্কার অনেক যুবকও মিলিত হলো। তারা সকলে খাব্বাবের নিকটে রওয়ানা হল। সেখানে গিয়ে তারা তাঁকে তাঁর কাজে ব্যস্ত দেখল।

সিবা খাব্বাবকে লক্ষ্য করে বলল: তোমার সম্পর্কে আমাদের নিকটে এমন একটি সংবাদ এসেছে যা আমরা বিশ্বাস করি না।

তিনি বললেন: কি?

সিবা বলল: প্রচার করা হচ্ছে তুমি নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছ এবং বনূ হাসিমের সেই লোকটির অনুসরণ করেছ।

তিনি শান্তভাবে বললেন: আমি বেদ্বীন হয়নি; বরং আমি আল্লাহর কোনো শরীক নেই একথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমাদের মূর্তিগুলোকে প্রত্যাখান করেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিয়েছি মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হযরত খাব্বাবের কথা সিবা ও তার সাথে থাক লোকদের কানে পৌছার সাথে সাথেই তারা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁকে হাত দ্বারা মারতে লাগলো, পা দ্বারা লাথি দিতে লাগল এবং তাদের নিকটে থাকা লোহা দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে লাগল।

অবশেষে তিনি আঘাতে আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

* * *

এ সংবাদ মক্কার অলি গলিতে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ হযরত খাব্বাবের সাহসিকতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কেননা তারা ইতিপূর্বে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ্যে বলতে দেখেনি।

কোরাইশদের নেতারা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ সাহাসিকতায় শিহরিত হয়ে উঠে। তারা চিন্তা করে কূল পাচ্ছিল না যে একজন কামার যে উম্মে আনমারের গোলাম, যার মক্কাতে কোনো আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই, যাকে সাহায্য করার মতো কোনো লোক নেই সে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা ঘোষণা করেছে।

তারা ভয় করতে লাগল সামনে যদি মানুষ এভাবে ইসলামের ঘোষণা প্রকাশ্যে দিতে থাকে তাহলে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে না।

কিন্তু তাদের সে কথা সত্য প্রমাণিত হয় কেননা হযরত খাব্বাবের পরে অন্যান্য মুসলমানরাও তাঁদের ইসলামের কথা প্রকাশ করতে শুরু করল।

* * *

কোরাইশদের বড় বড় নেতারা কা'বা শরীফের নিকটে জমা হল। তাদের মধ্যে ছিল আবু সুফিয়ান, ওলিদ বিন মুগীরা ও আবু জাহেল। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারা দেখল মুহাম্মদের ধর্ম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

তাই তারা ইচ্ছা করল রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগেই ঔষধের ব্যবস্থা করবে। তারা প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের গোত্রের যে লোক মুসলমান হয়েছে

তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যতক্ষণ না তারা ইসলাম থেকে বিমুখ হয় অথবা মারা যায়।

* * *

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব সিবা বিন উজ্জার ওপর পড়ল।

সে প্রতি দিন যখন সূর্যের আলো প্রখর হত হযরত খাব্বাবকে নিয়ে মরুভূমিতে চলে যেত। সে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে ফেলে তাঁকে লোহার পোষাক পরাত। তারপর তাঁকে উত্তপ্ত মরুর বালির উপরে শোয়াত। যখন তাঁর কষ্ট শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছত তারা তাঁর নিকটে এসে বলত: মুহাম্মদের ব্যাপারে তুমি কি বল?

তিনি বলতেন: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। যিনি সত্য ও হেদায়েতের ধর্ম নিয়ে আগমন করেছেন, যাতেকরে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

এ কথাগুলো শুনে তারা তাঁকে আরো বেশি ঘুষি ও লাথি মারত।

তারপর বলত: তুমি লাত ও উজ্জার সম্পর্কে কি বল?

তিনি বলতেন: তারা দুইটি মূর্তি বোবা ও বধির, তারা কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

তার এমন উত্তরে তারা উত্তপ্ত পাথর নিয়ে তাঁর পিঠে ও বাহুতে চাপ দিতো। উত্তপ্ত পাথরের তাপে তাঁর শরীর থেকে গোশত খসে পড়ত।

* * *

ওই দিকে উম্মে আনমারও তাঁর ভাইয়ের থেকে কম ছিল না। সে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাব্বাবের দোকানে এসে কথা বলতে দেখল। তা দেখে তাঁর মাথায় আগুন ধরে গেল।

সে প্রতিদিন খাব্বাবের নিকটে আসত এবং গরম লোহা নিয়ে তাঁর মাথায় রাখত। লোহার গরমে মাথা থেকে ধোঁয়া বের হত। এতে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

হযরত খাব্বাব উম্মে আনমার ও তাঁর ভাই সিবার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকটে বদদোয়া করতেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় হিজরত করার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

তবে তিনি মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে উম্মে আনমারের ওপর তাঁর বদদোয়া কবুল হতে দেখলেন।

উম্মে আনমার মাথায় এমন এক তীব্র ব্যথা অনুভব করছিল যে রকম ব্যথা সে আর কখনো অনুভব করেনি। আর এ কারণে সে কুকুরের মত চিৎকার করতে থাকত।

তার সন্তানেরা সব জায়গায় তাঁর চিকিৎসার জন্যে গেল। চিকিৎসকরা তাদেরকে বলল: এ রোগ ভালো করতে হলে নিয়মিত মাথাকে আগুন দিয়ে ছেঁক দিতে হবে।

তারা তাঁকে প্রতিদিন উত্তপ্ত লোহা দিয়ে ছেঁক দিতে লাগল। এতে তাঁর ব্যথা কমত।

* * *

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনসারদের সাহায্য সহযোগিতায় তাঁর জীবনে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত থাকা সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থেকে দ্বীনের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেছেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উহুদের যুদ্ধেও শরীক হয়েছেন। সেই যুদ্ধে হামজার হাতে সিবা নিহত হয়েছে। আর এ দৃশ্য দেখিয়ে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চক্ষুকে শীতল করেছেন এবং তাঁর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন।

তাঁর হায়াত এত দীর্ঘ হয় যে তিনি চার খলীফার শাসনকাল দেখতে পেয়েছেন।

* * *

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর শাসন আমলে তিনি একদিন হযরত ওমরের নিকটে গেলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জন্যে বসার জায়গাকে উঁচু করে বললেন: এ স্থানে বসার হকদার আপনি ব্যতীত আর শুধু বেলালের আছে।

তারপর তিনি তাঁকে মুশরিকদের নির্যাতনের সেই ঘটনা বলতে বললেন, কিন্তু তিনি বলতে লজ্জা করলেন।

যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বার বার অনুরোধ করলেন তখন তিনি তাঁর শরীর থেকে চাদর উঠিয়ে দেখালেন। হযরত উমর তাঁর পিঠের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন: কিভাবে এমন হয়েছে?

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: মুশরিকরা আমার জন্য কাঠ জ্বালিয়ে কয়লা বানাত।

তারপর তারা আমার শরীর থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলত এবং আমাকে ওই কয়লার ওপর শোয়াত এতে আমার পিঠের হাড় থেকে গোশত খসে পড়ে যেত। আর সেই আগুন কেউ নিভাত না। অবশেষে আমার ঘামে সেই আগুন নিভত।

* * *

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর শেষ জীবনে ধনবান হলেন। যদিও তিনি সারা জীবন গরিব ছিলেন। তিনি এত বেশি পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক হলেন যা কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তিনি এ সম্পদ যেভাবে খরচ করেন তা ছিল আরো অবাক

করার মতো। তিনি তাঁর ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় সেই স্বর্ণ-রূপা রাখতেন। সেই সিন্দুকে তালা মারতেন না। গরীব-মিসকিনরা যখন ইচ্ছা তখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে অর্থ নিতে পারত।

তিনি তা গরীবদের জন্যে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেননা তিনি কিয়ামতের দিন এ বিশাল সম্পদের হিসাব দেয়ার ব্যাপারে ভয় করতেন।

* * *

সাহাবীদের এক জামাত লোক বর্ণনা করেন-

আমরা হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় তাঁর নিকটে গিয়ে ছিলাম।

তিনি বললেন: এখানে আশি হাজার দেরহাম ছিল। আল্লাহর শপথ! আমি এতে কোনো তালা লাগাইনি এবং কোনো ভিক্ষুককে তা থেকে নিতে নিষেধ করিনি।

তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন: আপনি কেন কাঁদছেন?

তিনি বললেন: আমার সাহাবীরা চলে গেছেন তারা তাঁদের আমলের বিনিময় দুনিয়াতে কিছুই পাননি। আর আমি বেঁচে ছিলাম এতে আমি এ ধন সম্পদের মালিক হয়েছি। আমি ভয় করছি এ সম্পদ সেগুলোর প্রতিদান হয়ে যায় নাকি।

* * *

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যাওয়ার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন:

আল্লাহ খাব্বাবের প্রতি দয়া করুক, তিনি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন এবং মুজাহিদ হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃ.।
২. উস্‌দুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ৯৮-১০০ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।
৫. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.।
৭. আল জাম্‌উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১২৪ পৃ.।
৮. আল মাআ'রিফ লি ইবনি কুতাইবা - ৩১৬ পৃ.।
৯. হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১০. জামিউল উসূল - ১০ম খণ্ড, (বাবু ফাদায়িলিস্ সাহাবা)।

হযরত রবী
বিন জিয়াদ আল হারিসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আমি খিলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে কেউ এমন সত্য কথা বলেনি যে সত্য কথা রবী বিন জিয়াদ বলেছে।" [হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর মদীনা তখনো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হারানোর শোক কাটিয়ে উঠেনি। ইতোমধ্যে আরবের বিভিন্ন শহরের লোকেরা মদীনায় নতুন খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে আসতে লাগল। তারা খলীফার প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করল।

একদিন সকালে খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে অন্য একটি দলের সাথে বাহরাইন থেকে এক দল লোক মদীনায় আগমন করল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আগত প্রতিনিধি দলের কথা শুনার জন্যে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন। কেননা হয়ত তাঁদের কোনো কথা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা যাবে অথবা কোনো রকম উপকার হাসিল করা যাবে অথবা তাঁদের কথা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং মুসলমানদের উপকারে কাজ করা যাবে।

তিনি আগত কিছু মানুষকে ডাকলেন, কিন্তু তারা এমন কোনো গুরুত্ব পূর্ণ কথা বলেনি।

এরপর তিনি এক লোকের দিকে তাকালেন যাঁকে দেখতে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর দিকে ইশারা করে তাঁকে ডাকলেন।

তিনি তাঁকে বললেন: তোমার কাছে কি উপদেশ আছে তা বল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নির্দেশে ওই লোকটি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এ উম্মতের দায়িত্ব পেয়েছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য কঠিন পরীক্ষা। সুতরাং আপনি যে দায়িত্ব পেয়েছেন এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন। আপনি জেনে রাখুন যদি ফোরাত নদীর তীরেও কোনো বকরী হারিয়ে যায় তাঁর ব্যাপারেও কাল কেয়ামতের দিন আপনাকে জিজ্ঞেসা করা হবে।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনার পর উচ্চস্বরে কান্না শুরু করলেন।

তারপর তিনি বললেন: আমি খিলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে কেউ এমন সত্য কথা বলেনি যে সত্য কথা তুমি বলেছ। তুমি কে?

তিনি বললেন: রবী বিন জিয়াদ আল হারিসী।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: মুহাজির বিন জিয়াদের ভাই?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

মজলিশ শেষ হওয়ার পর উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবু মূসা আল আশয়ারীকে ডেকে বললেন: রবী বিন জিয়াদের ব্যাপারে খোঁজ নাও। যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার মাঝে অনেক কল্যাণ রয়েছে। আর এ কাজে তাকে সহযোগী হিসাবে পাওয়া যাবে। তাকে কাজে নিয়োজিত করবে এবং তার সম্পর্কে আমাকে লিখে জানাবে।

* * *

কিছু দিন না যেতেই হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী মানাযের শহর জয় করার জন্যে সৈন্যদের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন।

তিনি এ বাহিনীতে রবী বিন জিয়াদ এবং তাঁর ভাই মুহাজির বিন জিয়াদকেও রাখলেন।

* * *

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী মানাযের শহর অবরোধ করেন, কিন্তু অবরোধ করার পরও মুশরিকদেরকে কাবু করা গেল না। তারা অনেক দৃঢ়তার সাথে তাদের অবস্থানে অটল থাকল। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে তা অনেক কঠিন আকার ধারণ করল এবং মুসলমানদের অনেক সৈন্য শহীদ হয়ে গেল। ওই দিকে সময়টি ছিল রমজান মাস আর তাই মুসলমানরা সবাই রোযাদার ছিল। এতে তাদের মধ্যে যুদ্ধের ক্লান্তি আরো বেশি লাগছিল।

রবী বিন জিয়াদের ভাই মুহাজির বিন জিয়াদ যখন দেখল যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা অনেক খারাপ তখন তিনি নিজেকে আল্লাহর নিকটে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। তিনি গায়ে সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরে তাঁর ভাইকে বিভিন্ন বিষয়ে অসিয়ত করলেন।

হযরত রবী বিন জিয়াদ হযরত আবু মূসা আল আশয়ারীর নিকটে গিয়ে বললেন: মুহাজির নিজেকে আল্লাহর নিকটে বিক্রয় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অথচ সে রোযাদার। অন্যদিকে মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ মারাত্মক কঠিন হয়ে যাচ্ছে অথচ তারা রোযা ভাঙতে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনি যা ভালো মনে করেন তা আদেশ করুন।

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ডেকে বললেন: হে মুসলিমগণ! আমার সিদ্ধান্ত..........

প্রত্যেক রোযাদার রোযা ভেঙ্গে ফেলবে অথবা সে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকবে। তারপর তিনি সবার সামনে জগ থেকে পানি পান করলেন।

আমীরের এ ঘোষণা শুনার পর হযরত মুহাজির বিন জিয়াদ সাথে সাথে একটি পাত্র থেকে পানি পান করে বলেন- আল্লাহর শপথ! আমি পিপাসার কারণে পানি

পান করেনি; বরং আমি আমার আমীরের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্যে পানি পান করেছি।

তারপর তিনি মুসলমান সৈন্যদের সারিকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর নাঙ্গা তরবারির দ্বারা একের পর এক কাফেরকে খতম করতে লাগলেন। যখন তিনি একেবারে কাফেরদের সারিতে ঢুকে গেলেন তখন কাফেররা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। আর তাঁর ডানে-বামে সামনে পিছনে সবদিক থেকে তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে শহীদ করে দিল। তারপর তারা তাঁর মাথায় ছিদ্র করে যুদ্ধের ময়দানে পুঁতে রাখল।

হযরত রবী নিজের ভাইয়ের সাথে কাফেরদের এ দৃশ্য দেখে বললেন: আল্লাহ চাহে তো আমি তোমার ও অন্যান্য নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ নিব।

হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী তাঁর থেকে এমন কথা শুনে তাঁর অন্তরে জিহাদের চেতনা খুঁজে পেলেন। আর তাই তিনি এ সৈন্যদের দায়িত্ব তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন । এরপর তিনি সুস্ নামক শহর বিজয় করতে চলে গেলেন।

* * *

হযরত রবী বিন জিয়াদ ও তাঁর সৈন্যরা মুশরিকদের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ করেন যে, তাদেরকে কচুকাটা করতে লাগলেন। তাঁরা মুশরিকদের সারি ভেঙ্গে দিলেন এবং তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে মানাযির শহরে বিজয় দান করেন।

* * *

রবী বিন জিয়াদ নামের এ নক্ষত্রের আলো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বীরত্বের কথা, তাঁর সাহসিকতার কথা ও তাঁর দক্ষতার কথা সবার মুখে মুখে চলতে লাগল।

যখন মুসলমানগণ সিজিস্থান জয় করতে আসেন তখন তাঁরা সবাই হযরত রবী বিন জিয়াদকে দায়িত্ব দেয়ার অনুরোধ করলেন এবং তাঁরা আশা করতেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন।

* * *

হযরত রবী বিন জিয়াদ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিজিস্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। সে শহরের দূরত্ব ছিল পাঁচাত্তর ফর্সক। যা অনেকগুলো মরুভূমিকে পার করে যেতে হবে।

তিনি সিজিস্তানে যে ভূমির সম্মুখীন হবেন তা হচ্ছে "রুসতাকে জালিক" যা অনেক কঠিন দূর্গ দ্বারা ঘেরাও করা এবং যা ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ।

* * *

এ দক্ষ সেনাপতি 'রুসতা জালিক' নামক শহরে পৌঁছার আগেই সেখানে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়ে সেই শহর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলেন। তিনি জানতে পারলেন সেই জাতি কিছুদিন পরে মেহেরজান নামক অনুষ্ঠানে তারা সবাই একত্রিত হবে। আর তাই তিনি সে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। যাতেকরে তিনি তাদের ফুর্তি করার সময়ে হঠাৎ আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করতে পারেন।

তিনি তাদের বিশ হাজার লোককে বন্দি করেন। বন্দিদের মাঝে দুহ্কানও ছিল। দুহ্কান হচ্ছে ফারসি ভাষার শব্দ যার অর্থ আঞ্চলিক নেতা। হযরত রবী বিন জিয়াদ তাঁর নিকটে তিন লক্ষ মুদ্রা পেলেন। যা সে তার নেতার নিকটে নিয়ে জমা করেছে।

হযরত রবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন: এ সম্পদ কোথায় থেকে পেলে?

সে বলল: আমাদের মালিকের এক এলাকা থেকে অর্জিত।

তিনি বললেন: প্রতি বছর কি একটি গ্রাম থেকে এ পরিমাণ অর্থ আয় হয়?

সে বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: কিভাবে?

সে বলল: আমাদের পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে।

* * *

যখন যুদ্ধ শেষ হলো, দুহ্কান হযরত রবী বিন জিয়াদের নিকটে তার ও তার পরিবারের মুক্তিপণ দিতে গেল।

তিনি বললেন: যদি তুমি মুসলমানদেরকে মুক্তিপণ দাও তাহলে আমি তোমার মুক্তিপণ নিব।

সে বলল: আপনি কত চান?

তিনি বললেন: তুমি এ বর্শাটি মাটিতে গেড়ে রাখ, তারপর একে স্বর্ণ-রূপা দিয়ে ঢেকে দাও।

সে বলল: আমি এতে রাজি আছি, তারপর সে ওই ভূমির সাদা ও হলুদ রঙয়ের ধন ভাণ্ডার দিয়ে বর্শা ঢেকে দিয়েছে।

* * *

হযরত রবী বিন জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের দিকে পুরো মনোযোগ দিলেন। তিনি গাছের পাতা ঝরানোর মতো শত্রুদের জীবন ঝরাতে লাগলেন এবং তাদের একের পর এক দূর্গ দখল করতে লাগলেন। শহরগুলো অধিবাসীরা তরবারির আঘাত লাগার আগেই আত্মসমর্পণ করা শুরু করল।

অবশেষে তিনি শহরের পর শহর জয় করে সিজিস্তানের রাজধানী জারানজায় পৌছেন।

জারানজা শহরের লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। তারা তাদের এ বিশাল শহর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইল।

এরপর রবী বিন জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীর সাথে তাঁদের যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা কঠিন দেখে মারজাবান যাকে বারবিজ বলে ডাকা হত সে সন্ধি করতে চাইল।

সে রবী বিন জিয়াদের নিকটে একজন দূত প্রেরণ করল। তাঁর প্রস্তাবে হযরত রবী বিন জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজি হলেন।

* * *

হযরত রবী বিন জিয়াদ সিজিস্তানের সম্রাট বারবিজের আগমনে স্বাগতম জানানোর জন্যে তার সৈন্যদেরকে পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন।

তিনি তাঁদেরকে বারবিজের সৈন্যদের লাশগুলো তার আগমনের রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখার নির্দেশ দিলেন।

তার কথা মতো বারবিজের আগমনের রাস্তার পাশে লাশগুলো এলোমেলো করে রাখা হলো।

হযরত রবী বিন জিয়াদ অনেক লম্বা ছিলেন, মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন।

বারবিজে তাঁর সাথে দেখা করতে এসে লাশের স্তূপ দেখে ভয় পেয়ে যায়। এমনকি সে আর রবী বিন জিয়াদের নিকটে ভয়ে আসতে পারেনি। সে দূর থেকে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগল। সে স্বর্ণের মুকুট পরা এমন একশত গোলামের বিনিময়ে সন্ধি করতে প্রস্তাব করে। আর হযরত রবী বিন জিয়াদ তা গ্রহণ করেন।

এর পরের দিন তিনি সেই শহরে প্রবেশ করেন। আর তখন পুরো শহরে মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে মুখোরিত হতে লাগল।

আর তাই সেই দিন ছিল এক ঐতিহাসিক দিন।

* * *

হযরত রবী বিন জিয়াদ এভাবে একের পর এক শহর বিজয় করতে থাকেন। অবশেষে খিলাফত উমাইয়াদের হাতে চলে গেল।

তবু তিনি এ দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি, কিন্তু তাঁর কাছে খারাপ লেগেছে যখন বনূ উমাইয়ার নেতাদের একজন জিয়াদ বিন আবিহ্ তাঁর নিকটে একটি পত্র প্রেরণ করে। যাতে লেখা ছিল- আমীরুল মুমিনীন! মুয়াবিয়া তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন

তুমি যুদ্ধে লাভ করা স্বর্ণ-রুপা বাইতুল মালের জন্যে রেখে দিবে এবং বাকিগুলো যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করবে।

তিনি এর উত্তরে তাকে লিখে পাঠান- আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পেয়েছে তা তোমাদের আমীরের আদেশের অনুরূপ নয়।

তারপর তিনি সৈন্যদেরকে ডেকে তাঁদের মাঝে গনীমত বন্টন করে দিলেন.......

এবং গনীমতের এক-পঞ্চম অংশ রাজধানী দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

জুমার দিন এ চিঠি যখন পৌঁছে তখন তিনি সাদা কাপড় পরে মানুষের সামনে জুমার খুতবা দিলেন।

খুতবায় তিনি বললেনঃ হে মানুষ সকল! আমি আমার জীবনের ওপর বিরক্ত হয়ে গেছি; সুতরাং আমি একটি দোয়া করব তোমরা তাতে আমীন বলবে।

তারপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌! যদি তুমি আমায় কল্যাণ দান করতে চাও তাহলে আমাকে দেরি না করে তাড়াতাড়ি কবজ করে নিয়ে যাও।

তাঁর কথা শেষে মানুষেরা আমীন বলল।

সেই দিনের সূর্য ডোবার আগেই হযরত রবী বিন জিয়াদ তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলেন।

তথ্য সূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্‌ - ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃ.।
২. তারীখুত্‌ ত্বাবারী - ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩-১৮৫ পৃ. ও ৫ম খণ্ড, ২২৬, ২৮৫, ২৮৬ ও ২৯১ পৃ.।
৩. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃ.।
৪. আল কামিলু ফিত্‌ তারীখ - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. জামহারুতল আনসাব - ৩৫১ পৃ.।
৬. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব - ৩য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।
৭. হায়াতুস্‌ সাহাবা - ২য় খণ্ড, ১৬৮ ও ২৬৮ পৃ.।
৮. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৫১৬ পৃ.।

হযরত
আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখলে যার ভালো লাগবে, সে যেন আব্দুল্লাহ বিন সালামকে দেখে।"

হযরত হুসাইন বিন সালাম ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেমদের একজন ছিলেন। মদীনার অধিবাসীরা দল মত নির্বিশেষে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। কেননা তিনি একজন মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবার কাছে সত্যবাদী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

* * *

হযরত হুসাইন বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জীবন খুব শান্তিতে কাটাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কিছু সময় তিনি মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করে কাটাতেন, কিছু সময় তিনি নিজের বাগানে কাজ করতেন, আর কিছু সময় তিনি দ্বীন বুঝার জন্যে তাওরাত পাঠ করতেন।

* * *

তিনি যখনই তাওরাত পাঠ করতেন তখনই শেষ রাসূল আগমনের কথা বলতেন। যিনি মক্কায় আগমন করবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। আর যিনি পূর্ববর্তী সকল নবীকে সত্যায়ন করবেন।

তিনি এ নবীর সকল গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন এ কথা বলে যে, শেষ নবী অতিশীঘ্রই মদীনায় হিজরত করবেন।

তিনি যখনই শেষ নবী সম্পর্কে পড়তেন বা আলোচনা করতেন তখনই তিনি আল্লাহ নিকটে কামনা করতেন আল্লাহ যেন তাঁকে শেষ নবীকে দেখার সৌভাগ্য দান করেন এবং প্রথম মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।

* * *

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। তিনি তাঁর হায়াতকে দীর্ঘ করেছেন এবং তাঁকে শেষ নবীর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; বরং তাঁকে সেই রাসূলের ওপর ঈমান আনারও তাওফীক দান করেছেন।

আমরা আপনাদের জন্যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের সেই ঘটনা পেশ করলাম। যে ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

হুসাইন বিন সালাম বলেন-

আমি যখন রাসূল ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে জানতে পারলাম তখন আমি তাঁর নাম, বংশনামা, বৈশিষ্ট্য এবং আগমনের স্থান সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম। আর ওইগুলো তাওরাত কিতাবে থাকা শেষ নবীর গুণাগুণের সাথে মিলাতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা বুঝতে পারলাম এবং তাঁর সত্য দাওয়াতের ওপর আস্থাবান হলাম, কিন্তু আমি বিষয়টি ইয়াহুদিদের থেকে গোপন রাখলাম এবং এ সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম।

রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের ইচ্ছা করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তা গোপন রাখি।

তিনি ইয়াসরিবে পৌঁছলে এক ব্যক্তি ছুটে এসে আমাদেরকে তাঁর আগমনের কথা ঘোষণা করতে লাগল। ওই সময়ে আমি খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আর তখন আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারিস গাছের নিচে ছিলেন।

এ সংবাদ শুনার সাথে সাথে আমি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে উঠলাম।

তখন আমার ফুফু আমাকে বললেন: আল্লাহ তোমাকে ব্যর্থ করুক।

আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মূসা বিন ইমরানের আগমনের কথা শুনতে তাহলে এর থেকে বেশি কিছু করতে না।

আমি তাঁকে বললাম: হে আমার ফুফু! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি মূসা বিন ইমরানের ভাই এবং মূসা বিন ইমরানের ধর্মের।

তিনি তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন যা নিয়ে মূসা প্রেরিত হয়েছিলেন।

তারপর আমার ফুফু চুপ হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন: তিনি কি সেই নবী যার সম্পর্কে তোমরা আমাদেরকে সংবাদ দিতে যে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের সত্যায়ন করবেন এবং আল্লাহর রিসালাত পুরো করবেন।

আমি বললাম:হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তাহলে ঠিক আছে।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-কে দেখার জন্যে রওয়ানা হলাম। আমি দেখলাম মানুষ তাঁর নিকটে ভিড় করছে। মানুষকে অতিক্রম করে আমি তাঁর নিকটে গেলাম।

আমি সর্বপ্রথম তাঁকে বলতে শুনলাম- হে মানুষ সকল! তোমরা সালাম বিনিময় কর, খানা খাওয়াও, মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন নামাজ আদায় কর এবং খুব শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ কর।

আমি তাঁর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকালাম এবং দুই চোখ ভরে তাঁকে দেখলাম এতে আমি নিশ্চিত হলাম তা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।

এরপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

এতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার নাম কি?

আমি বললাম: হুসাইন বিন সালাম।

তিনি বললেন: বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ বিন সালাম।

আমি বললাম: হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ বিন সালাম, যিনি আপনাকে সত্য-সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আজকের পর আমার অন্য কোনো নাম হোক তা আমি পছন্দ করি না।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার পরিবারের নিকটে গেলাম। আমি আমার স্ত্রী সন্তান ও আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করি। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে আমার ফুফু খালেদাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তখন খুবই বৃদ্ধা ছিলেন।

এরপর আমি তাদেরকে বললাম: আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার ও তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখবে।

তারা বলল: ঠিক আছে।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদিরা হচ্ছে অপবাদ ও অসত্যের জাতি।

আমি চাই আপনার নিকটে তাদের রূপ তুলে ধরতে।

আপনি আপনার কক্ষসমূহের একটি কক্ষে আমাকে লুকিয়ে রাখবেন এরপর তাদেরকে ডেকে আমার মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করবেন। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবেন।

রাসূল ﷺ আমাকে একটি কক্ষে লুকিয়ে রেখে তাদেরকে ডাকলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম ও ঈমানের পথে আহ্বান করলেন। তিনি শেষ নবীর সে সব গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেন যা তারা জানত, কিন্তু তারা এত কিছু শুনার পরও অসত্যের ওপর থেকে ঝগড়া করতে লাগল এবং সত্যের বিরেধিতা করতে শুরু করল। যখন তিনি তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন: হুসাইন বিন সালামের মর্যাদা তোমাদের নিকটে কেমন?

তারা বলল: আমাদের নেতা আমাদের যাজক, আমাদের আলেম এবং আমাদের যাজক ও আলেমের সন্তান।

তিনি বললেন: তোমাদের অভিমত কি যদি সে মুসলমান হয় তোমরা কি মুসলমান হবে?

তারা বলল: আল্লাহ না করুন, তিনি মুসলমান হতে পারেন না, আমরা আল্লাহ নিকটে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা থেকে পানাহ চাই।

তখন আমি বের হয়ে তাদেরকে বললাম: হে ইয়াহুদীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুহাম্মদ যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর।

আল্লাহর শপথ! তোমরা জেনেছ নিশ্চয়ই তিনি রাসূল; তাছাড়া তোমরা তাঁর নাম ও গুণ সম্পর্কে তাওরাত কিতাবে লিখিত পেয়েছ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তাঁকে সত্যায়ন করলাম। আর এগুলো তাঁকে চিনার পর করলাম।

তারা বলতে লাগল: তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি আমাদের সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তির সন্তান, তুমি মূর্খ এবং মূর্খের সন্তান। এভাবে তারা আমার সম্পর্কে কুটুক্তি করতে লাগল।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম: আমি কি আপনাকে বলিনি ইয়াহুদিরা মিথ্যা, অপবাদ, অসত্যের জাতি এবং তারা হচ্ছে গাদ্দার ও পাপীর সন্তান।

* * *

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলামের দিকে পিপাসার্তের মত এগিয়ে গেলেন।

তিনি কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে সিক্ত রাখতেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহবতে এমনভাবে কাটাতে লাগলেন যেন তিনি তাঁর ছায়া।

তিনি নিজেকে জান্নাতের জন্যে তৈরি করে নিতে লাগলেন এবং সারাদিন জান্নাতের আমলে ব্যস্ত রাখতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাসূল থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেছেন। আর এ কথা সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

এ সুসংবাদটি কায়েস বিন আব্বাদসহ আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন- আমি মসজিদে নববীতে জ্ঞান বিতরণের একটি মজলিসে বসে ছিলাম।

তখন সেখানে একজন শায়েখ হাদীস বর্ণনা করতে ছিলেন। যার বর্ণনা অনেক আকর্ষনীয় ছিল।

যখন তিনি উঠে গেলেন তখন লোকেরা বলতে লাগল- কোনো জান্নাতী ব্যক্তির দিকে তাকালে যাকে আনন্দ দিবে সে যেন আব্দুল্লাহ বিন সালামের দিকে তাকায়।

আমি বললাম: এ ব্যক্তি কে?

তারা বলল: আব্দুল্লাহ বিন সালাম।

তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর পিছনে পিছনে যাব।

তারপর আমি তাঁর পিছু নিই। তিনি যেতে যেতে মনে হয় যেন মদীনার বাহিরে চলে যাবেন। অবশেষে তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন।

আমি তাঁর নিকটে তাঁর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন।

তিনি আমাকে বললেন: হে ভাতিজা! তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ?

আমি বললাম: আপনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর মানুষকে এ কথা বলতে শুনলাম যে, কোনো জান্নাতী ব্যক্তির দিকে তাকালে যাকে আনন্দ দিবে সে যেন আব্দুল্লাহ্ বিন সালামের দিকে তাকায়।

আর এ কথা শুনে আমি আপনাকে অনুসরণ করলাম যাতেকরে আমি আপনার এ খবরটি জানতে পারি। কিভাবে মানুষ জানতে পেরেছে আপনি জান্নাতের অধিবাসী?

তিনি বললেন: হে বৎস! আল্লাহ্ জান্নাতের অধিবাসীদের সম্পর্কে ভালো জানেন।

আমি বললাম: হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু মানুষের এ কথা বলার কোনো কারণ আছে।

তিনি বললেন: আমি তোমাকে সে কারণ বর্ণনা করছি।

আমি বললাম: করুন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তিনি বললেন:

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক রাতে ঘুমাতে ছিলাম, তখন আমার নিকটে এক লোক আগমন করে।

সে আমাকে বলল: দাঁড়াও।

আমি তাঁর কথা মত দাঁড়ালাম, এরপর সে আমার হাত ধরল। বাম দিকে একটি রাস্তা দেখে আমি সেদিকে চলতে শুরু করি।

সে আমাকে বলল: এ ছাড়, এ পথ তোমার পথ নয়।

এরপর আমি দেখলাম আমার ডান দিকে একটি প্রশস্ত রাস্তা।

সে আমাকে বলল: এ পথে চল।

আমি সে পথে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে আমি একটি বিশাল বাগানে এসে পৌছেছি। যা অনেক সবুজ এবং দৃষ্টি কাড়ার মত সুন্দর।

সে বাগানের মধ্যখানে একটি লোহার স্তম্ভ, যার শুরু জমিনে এবং শেষ হয়েছে আসমানে গিয়ে।

সে স্তম্ভের মাথার উপরে স্বর্ণের একটি বৃত্ত।

সে লোকটি আমাকে বলল: তুমি এতে উঠ।

আমি বললাম: আমি উঠতে সক্ষম নই।

তখন একজন খাদেম এসে আমাকে উঠাল। আমি এর চূড়া গিয়ে উঠলাম এবং বৃত্তটিকে দুই হাতে ধরলাম।

সকাল হওয়া পর্যন্ত আমি তা ধরে রেখেছি, অবশেষে আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম।

সকাল হলে আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করি।

রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি তোমার বামে যে পথটি দেখেছ তা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী আসহাবে শিমালদের পথ।

আর তুমি তোমার ডান দিকে যে পথ দেখেছ তা হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী আসহাবে ইয়ামীনদের পথ।

যে বাগানের সবুজতা ও শ্যামলতা তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হচ্ছে ইসলাম।

এর মাঝখানে অবস্থিত স্তম্ভটি হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ।

এর উপরে বৃত্তটি হচ্ছে দৃঢ় বন্ধন।

তুমি সেই দৃঢ় বন্ধনটিকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখবে।

তথ্য সূত্র

আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৩২০ পৃ.।
তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ২৩০ ও ২৩১ পৃ.।
আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৩৮২ পৃ.।
আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল - ২য় খণ্ড, ৬২ ও ৬৩ পৃ.।
তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ৩৩৮ ও ৩৩৯ পৃ.।
তারীখু দিমাস্ক লি ইবনি আসাকির - ৭ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৪৮ পৃ.।
হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
সাজারাতুয্ যাহাবা - ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.।
উস্দুল গবাহ্ - ৩য় খণ্ড, ১৭৬ ও ১৭৭ পৃ.।
সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ৩০১-৩০৩ পৃ.।
তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ - ১ম খণ্ড ২২ ও ২৩ পৃ.।
আল ইবরু - ১ম খণ্ড, ১৫-৩২ পৃ.।
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৩য় খণ্ড, ২১১ ও ২১২ পৃ.।
তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ৮ পৃ.।

হযরত খালিদ
বিন সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আমার পিতা ইসলাম গ্রহণে পঞ্চম নাম্বারে ছিলেন ..... তাছাড়া তিনি প্রথম বিসমিল্লাহ হির রহমানির রহীম লিখেছেন।" [খালিদের মেয়ে]

মক্কা নগরীর এক সন্ধ্যায় সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়া যাকে আবু উহাইহা নামে ডাকা হত, সে হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো।

সে তার মাথায় তার দামি লাল পাগড়িটি পরে নিল এবং কাঁধে স্বর্ণ খচিত ইয়ামেনী একটি চাদর রাখল।

এরপর সে তার অস্ত্রে সজ্জিত গোলামদের মাঝ দিয়ে চলতে শুরু করল। তার ডানে তার সন্তানেরা ছিল, তাদের সবার অগ্রে ছিলেন তার ছেলে খালিদ।

আর তার বামে তার গোত্র বনূ আব্দুস শামশের কিছু লোক ছিল। তারা রেশমী কাপড় পরে হেলে দুলে চলছিল।

আবু উহাইহা যখন মক্কার নিকটবর্তী হল মানুষ বলতে লাগল: জুত্তাজ আগমন করেছে। মক্কার লোকেরা তাকে সম্মান করে এ উপাধি দিয়েছিল। জুত্তাজ অর্থ হচ্ছে- মুকুটওয়ালা। তারা তাকে এ নামে উপাধি দিল এ কারণে কেননা সে যে রঙয়ের তাজ পরে থাকত ওই রঙয়ের তাজ ওই দিন কোরাইশদের কেউ পরত না, যতক্ষণ না সে ওই তাজ মাথা থেকে খুলে রাখত।

মানুষ তাকে ও তার সাথে আসা লোকদেরকে বসার জন্যে জায়গা করে দিল। সে এসে কা'বার চত্বরে বসল।

আবু সুফিয়ান, উত্বা বিন রবীয়া ও আবু জাহেলসহ মক্কার অন্যান্য নেতারা এসে তাকে স্বাগত জানাল।

সে তাদেরকে বলল: সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছে?

তারপর সে বলল: লাত ও উজ্জার শপথ! তোমরা যদি বনূ হাসিম গোত্রের তোষামদ করতে গিয়ে এ ব্যাপারে অলসতার আশ্রয় নাও তাহলে আমি নিজে একাই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিব এবং আমি মক্কায় আবু কাবশার প্রভুর ইবাদত করতে দিব না।

তারপর আবু উহাইহা যেভাব ও ভঙ্গিমা নিয়ে এসেছিল সেভাবেই আবার ফিরে গেল। তার পুত্র খালিদ ব্যতীত আর কেউ তার এ কথার বিরোধিতা করেনি।

* * *

খালিদ বিন সাঈদ মানুষের মাঝে বসে থাকলেন যাতেকরে তিনি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর আহ্বানকৃত পথ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন।

কিন্তু তিনি কারো থেকে এমন কোনো কথা শুনতে পাননি যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি তার বাবা আবু উহাইহার অপবাদকে সমর্থন করবে এবং কোরাইশ নেতাদের হিংসাকে বৈধতা দিবে।

* * *

দিন শেষে রাত নেমে আসলে তিনি ঘরে ফিরে আসেন। তারপর তিনি ঘুমনোর জন্যে বিছানায় গমন করেন, কিন্তু তিনি ঘুমানোর শত চেষ্টা করার পরেও ঘুম তাঁর চোখে আসছিল না। তিনি শুধু রাসূল ﷺ ও তাঁর নতুন ধর্ম নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন তাঁর বাবা যদি আবার এ ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

* * *

রাতের শেষের দিকে তাঁর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারেননি, কিছুক্ষণ পরেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে গেলেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন সেটির ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপছিল। তিনি বলতে লাগলেন- আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ স্বপ্ন সত্য, আমি মিথ্যা কিছু দেখিনি।

* * *

খালিদ নিজেকে জাহান্নামের উপত্যকাগুলোর একটি উপত্যকায় দেখতে পেলেন, যার গভীরতা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি জানে না। সেটির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সেটির ফোঁপানি ও শ্বাস অন্তরে মারাত্মক ভীতি সৃষ্টি করে।

যখন তিনি এ আগুন থেকে দূরে সরে যেতে চাইলেন তাঁর বাবা এসে উপস্থিত হলো। তাঁর বাবা তাঁকে জাহান্নামের দিকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

তিনি তাঁর বাবার সাথে তীব্র যুদ্ধ শুরু করলেন এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাঁর হাত থেকে ছুটতে চাইলেন, কিন্তু তিনি পারলেন। অবশেষে তিনি অনেক দুর্বল হয়ে গেলেন এবং জাহান্নামে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন।

ঠিক তখন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর দুই হাতের বন্ধনীকে ধরে তাঁকে জাহান্নামে পড়া থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

* * *

পরের দিন সকালে হযরত খালিদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে গেলেন। কেননা তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ওপর হযরত খালিদের আস্তা ছিল।

তিনি তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসেবে জানতেন।

তিনি তাঁর নিকটে স্বপ্নে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেন।

হযরত আবু বকর তাঁর থেকে ঘটনা শুনে বললেন: হে খালিদ! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করার ইচ্ছা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ -কে সত্য ও হেদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন।

আর অচিরেই এ ধর্ম সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হবে যদিও তা মুশরিকরা অপছন্দ করে থাকে।

সুতরাং খালিদ! তুমি তাঁর অনুসরণ কর।

যদি তুমি তাঁর অনুসরণ কর তাহলে তোমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যাবে এবং তোমার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল তৈরি হয়ে যাবে।

আর তোমার বাবা জাহান্নামে পতিত হবে যে তোমাকে জাহান্নামে ফেলতে চাইল।

* * *

হযরত খালিদ রাসূল -এর নিকটে চললেন।

রাসূল তখন গোপনে আজয়াদ নামক মক্কার এক গলিতে ইবাদত করতেন।

হযরত খালিদ রাসূল -কে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেসা করলেন- হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে কোন দিকে আহ্বান করছেন?

রাসূল বললেন: তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে যার কোনো শরীক নেই, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল একথা স্বীকার করবে এবং তোমরা যে পাথরের ইবাদত করছ তা ছেড়ে দিবে, যে সকল মূর্তি দেখে না, শুনে না, উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না এমনকি যারা এর ইবাদত করে আর যারা করে না তাদের মাঝে সে কোনো পার্থক্য করতে পারে না।

একথাগুলো শুনে হযরত খালিদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হযরত খালিদ ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে পঞ্চম। তাঁর আগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন হযরত খাদীজা, হযরত আবু বকর, হযরত জায়িদ বিন হারিস, হযরত আলী বিন আবু তালিব ও সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ।

* * *

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত খালিদ তাঁর বাবার উঁচু ভবন ত্যাগ করলেন এবং বিলাসী জীবন থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনলেন।

তিনি রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের সাথে শিয়াবে মক্কায় অবস্থান নিলেন। তিনি এ ত্যাগ দ্বারা ঈমানের স্বাদ উপলব্ধি করার আশা করতেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর ওপর যা কিছু নাযিল হত তা মুখস্থ করে নিতেন। আর গোপনে গোপনে আল্লাহর ইবাদত করতেন যাতেকরে কোরাইশরা দেখতে না পায়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকার কারণে তাঁর বাবা তাঁকে খুঁজতে লাগল। সে তাঁকে খোঁজার জন্যে লোক নিয়োগ করল। তার নিয়োগকৃত লোকেরা তাকে সংবাদ দিল খালিদ ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদের অনুসরণ করেছে।

* * *

মক্কার এ নেতা পাগলের মতো হয়ে গেল, সে কল্পনাও করতে পারছে না তার কোনো ছেলে তার অবাধ্য হওয়ার সাহস দেখিয়ে তার শাসনের বাইরে চলে যাবে এবং লাত ও উজ্জাকে অস্বীকার করে মুহাম্মদের অনুসারী হবে।

সে তার দাস রাফি ও তার দুই ভাই আবান ও উমরকে তাঁর নিকটে পাঠাল। তারা তাঁকে এসে দেখল তিনি মক্কার এক গলিতে নামাজ আদায় করছিলেন। যে নামাজ হৃদয়কে কম্পিত করে, যা অন্তরকে ঈমানের নূরে ভরে দেয় এবং যার কারণে অন্তর প্রশান্ত হয়।

তারা বলল: তোমার বাবা তোমাকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে ডেকেছে। তিনি অনেক রাগান্বিত হয়েছেন তুমি তাঁর অনুমতি ব্যতীত এ কাজ করার কারণে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে তাঁর বাবার নিকটে গেলেন। তিনি তাঁর বাবাকে ইসলামের অভিবাদনে অভিবাদন জানালেন।

তার বাবা তাঁকে বলল: তোমার ধ্বংস হউক। তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে বেদ্বীন হয়ে গেছ এবং মুহাম্মদের অনুসরণ করেছ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমি বেদ্বীন হয়নি; বরং আমি এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, যার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মদের নবুওয়াতকে সত্যায়ন করেছি।

আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর আমি তাদেরকে ত্যাগ করেছি।

তার বাবা বলল: তোমার জন্যে আফসোস! তুমি কি বলছ?

নবী দাবিকারী এ লোকটিকে তুমি বিশ্বাস করেছ?

তিনি বললেন: তিনি মিথ্যা দাবিকারী নয়।

তিনি হচ্ছেন একজন সত্যবাদী ও তাঁর প্রভুর রিসালত প্রচারকারী।

তিনি আমাকে, আপনাকে ও সকল মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন।

তার বাবা বলল: তোমাকে অবশ্যই তার থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হবে এবং তাকে অস্বীকার করতে হবে।

তিনি বললেন: আমার শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতেও আমি এ কাজ করব না।

তার বাবা বলল: তাহলে আমি তোমাকে আমার খাদ্য থেকে বঞ্চিত করব।

তিনি বললেন: আমি আপনার থেকে যে শাস্তির অপেক্ষা করছি এর মধ্যে এটি সবচেয়ে সহজ ও অনেক ছোট শাস্তি।

আল্লাহ! যিনি আপনাকে রিযিক দান করেন তিনি আমাকেও রিযিক দান করবেন।

তাঁর এ কথা শুনার পর তাঁর বাবা কঠিন ভাবে রাগান্বিত হলো। সে একটি ভারি লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে শুরু করল।

সে তাঁকে এমনভাবে প্রহার করল যে, তাঁর শরীর থেকে রক্ত ধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

তারপর সে তাঁকে একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে নির্দেশ দিল। আর তিন দিনের জন্যে তাঁকে কোনো কিছু খেতে দিতে নিষেধ করল।

তারপর চতুর্থ দিন তাঁর পরিবারের কিছু লোক এসে তাঁকে বলল: হে খালিদ তোমার কি অবস্থা?

তিনি বললেন: আমি আল্লাহ নেয়ামতে অবস্থান করছি।

তারা বলল: তুমি কি তোমার বাবার অনুসরণ করে হেদায়েতের পথে আসবে না?

তিনি বললেন: আমি হেদায়েত থেকে দূরে যাইনি আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় আমি আমার বাবার অনুসরণ করতে পারব না।

তারা বলল: তুমি লাত ও উজ্জার সম্পর্কে এমন কথা বল যা তোমার বাবাকে খুশি করবে এবং তোমার থেকে কষ্ট দূর করবে।

তিনি বললেন: লাত ও উজ্জা বোবা ও বধির দুইটি পাথর।

আমি সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কথা বলতে পারব না। আর এ কারণে তিনি যা ইচ্ছে তাই করুক।

* * *

আবু উহাইহা খালিদকে আরো শক্তভাবে বাঁধল এবং তার লোকদেরকে আদেশ দিল তারা যেন তাঁকে দুপুর বেলায় মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে দেয়। যাতেকরে সূর্যের উত্তপ্ত তাপ তাঁকে পোড়াতে থাকে।

যখনই তারা তাঁকে মরুভূমিতে নিয়ে ফেলে আসত তিনি বলতেন- সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে ঈমান দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন এবং ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

এসব শাস্তি আমার নিকটে জাহান্নামের শাস্তি থেকে অনেক সহজ যে জাহান্নামে আমার পিতা আমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে।

আল্লাহ তাঁর নবী ও বন্ধুকে আমার ও সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তারপর হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাঁর বাবার বন্দিশালা থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এরপর কিছু দিন না যেতেই হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-এর দুই ভাই উমর, আবানও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা হযরত খালিদের সাথে হেদায়েত ও নূরের পথের পথিক হলেন।

এতে তাঁদের পিতা আবু উহাইহা পেরেশান হয়ে গেল। সে ভাবতে পারছে না কি থেকে কি হয়ে গেল। আর এখন সে কি করবে।

সে বলল: লাত ও উজ্জার শপথ! আমি আমার সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে অনেক দূরে চলে যাব। তা আমার জন্যে অনেক উত্তম। আমি এসব বেদ্বীনদেরকে ছেড়ে চলে যাব, যারা বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বিমুখ হয়েছে।

তারপর সে তায়েফের এক গ্রামে চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগল। অবশেষে একদিন সে শিরক অবস্থায় সেখানে মারা গেল।

* * *

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর হযরত খালিদ তাঁর স্ত্রী আমেনাকে নিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। তিনি সেখানে দশ বছরেরও বেশি সময় কাটান। তিনি খায়বার বিজয়ের পর সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের আগমনে অনেক বেশি খুশি হলেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধকারীদের মত গনীমতের অংশ প্রদান করলেন।

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-এর খেলাফতের সময়ে তিনি মুজাহিদের সাথে সিরিয়ায় রোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওয়ানা হলেন। তিনি সেই যুদ্ধে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন।

দামেশকের নিকটে মারজে সুফর নামক যুদ্ধের পূর্বে তিনি উম্মে হাকিম বিনতে হারিসকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। অতঃপর তাঁর সম্মতিক্রমে তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন। যখন তিনি বাসর ঘর সাজাতে চাইলেন।

উম্মে হাকিম বললেন: হে খালিদ! আপনি যদি এ যুদ্ধের পরে বাসর ঘর সাজাতেন।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন: আমার মন বলছে আমি এ যুদ্ধে আক্রান্ত হব।

তারপর তিনি তাঁর সাথে বাসর সাজান এবং পরের দিন সকালে ওলীমা করেন। মানুষের খাওয়া দাওয়া শেষ না হতেই তারা দেখল রোম সৈন্যরা যুদ্ধ করার জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে গেছে।

তাদের সৈন্য থেকে একজন বের হয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করার আহ্বান করে। তার মোকাবিলায় হযরত হাবীব বিন সালামা এগিয়ে আসেন।

অন্য আরেক জন সৈন্য বের হয়ে এসে সম্মুখ যুদ্ধ করার আহ্বান করে। তার আহ্বানে খালিদ বিন সাঈদ এগিয়ে আসেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে চেষ্টা করতে লাগল। রোমের সৈন্যের তরবারি হযরত খালিদকে আঘাত করে, কিন্তু হযরত খালিদের তরবারি তাকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তারপর দুই পক্ষের যোদ্ধারা একে উপরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মানুষ তখন তরবারির ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছিল না।

ওই দিকে হযরত খালিদের নববধূ হযরত উম্মে হাকিম তাঁর শরীর থেকে বাসর রাতের পোশাক খুলে ফেললেন। তিনি মারাত্মকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে তরবারি নিয়ে রোমদের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি তাঁদের সাতজন সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন।

* * *

ওই দিকে হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর রুহ মোবারক মহান রবের নিকটে হাসতে হাসতে চলে গেল।

তার হত্যাকারী দেখতে পেল যে আসমান থেকে একটি নূর বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর শরীরের ওপর এসে পড়ল।

তা দেখে সে খুব লজ্জিত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

মহান রব হযরত খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতকে কবুল করেছেন। আমরা আল্লাহর নিকটে আশা করি তিনি যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করেন।

তথ্য সূত্র

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৩য় খণ্ড, ৩২ পৃ.।

আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ৫৪ পৃ।

হায়াতুস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ৫১-৫৪ পৃ.।

আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃ.।

আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃ.।

হযরত
সুরাকা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"হে সুরাকা! যখন তুমি কিসরার বালা দুইটি পরবে তখন তোমার কেমন লাগবে?" [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

এক সকালে কোরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠল। কেননা তারা জানতে পেরেছে মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেছেন, কিন্তু এ খবর যেন কোরাইশ নেতাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তারা বনূ হাসিম গোত্রের সব ঘরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে লাগল। তারা তাঁর সকল সাহাবীদের ঘরে তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। অবশেষে তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে আসল। তাদেরকে দেখে তাঁর কন্যা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন।

তাঁকে আবু জাহিল বলল: এ মেয়ে! তোমার বাবা কোথায়?

তিনি বললেন: এখন তিনি কোথায় তা আমি জানি না।

এ কথা শুনে আবু জাহিল তাঁকে খুব জোরে থাপ্পড় মারল এতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

* * *

কোরাইশ নেতারা যখন নিশ্চিত হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে চলে গেছেন তারা পাগলের মত হয়ে গেল। তারা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্যে তাঁর পিছনে সৈন্য প্রেরণ করল। তারা তাঁকে মরুভূমির পায়ের দাগ অনুসরণ করে খুঁজতে লাগল। যখন তারা সওর পর্বতের গুহায় গিয়ে পৌছে তখন তাদেরকে পদাঙ্কবিদ বলল: আল্লাহর শপথ! তোমাদের সেই লোক এ গুহা অতিক্রম করেনি।

তার কথা একেবারে নির্ভুল ছিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সেই গুহার ভেতরেই ছিলেন। কোরাইশরা গুহার ওপরে ছিল। এমনকি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের পায়ের নড়া চড়া দেখতে পাচ্ছিলেন। এতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে পানি ঝরতে লাগল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ভালোবাসা ও দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে তাকালেন।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুব ছোট আওয়াজে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি আমার জন্য কাঁদছি না। আমি ভয় করছি তারা যদি আপনাকে দেখে ফেলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব শান্তভাবে বললেন: হে আবু বকর! চিন্তা করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

তখন আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। তিনি প্রফুল্লতার সাথে কোরাইশদের সৈন্যবাহিনীর পাগুলোর নড়া-চড়া দেখতে লাগলেন।

তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তাঁদের কেউ যদি নিচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দুইজনকেই দেখতে পাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: হে আবু বকর! তোমার ধারণা দুইজন, ওই দুইজনের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ।

এমন সময় তাঁদের দুইজন শুনলেন এক যুবক বলল: গুহার দিকে আস আমরা এর ভেতরে দেখব।

উমাইয়া বিন খাল্‌ফ বলল: তুমি কি দেখছ না? এ গুহার দরজায় মাকড়সা বাসা বেঁধেছে, আল্লাহর শপথ! এটি মুহাম্মদের জন্মের পূর্বে এসেছে।

আবু জাহেল বলল: লাত ও উজ্জার শপথ! আমার ধারণা তারা আমাদের নিকটে কোথাও অবস্থান করছে, তারা আমাদের কথা শুনছে এবং আমরা যা করছি তা দেখছে।

কিন্তু আল্লাহর মহিমায় সে তাঁদেরকে দেখতে পায়নি।

* * *

এরপরও কোরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খুঁজতে লাগল। তারা ঘোষণা করল যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে তাঁকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।

* * *

সুরাকা বিন মালিক আল মাদলাজী 'কুদাইদে' তাঁর গোত্রের একটি মিলনমেলায় ছিলেন। তখন হঠাৎ করে কোরাইশদের এক দূত এসে ঘোষণা করতে লাগল- যে মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে তাঁকে একশত উট পুরুস্কার দেওয়া হবে।

যখন সুরাকা বিন মালিক একশত উটের কথা শুনলেন তখন তা পাওয়ার জন্যে তাঁর মনে খুব লোভ জাগে, কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন যাতে করে কেউ তাঁর লোভের ব্যাপারে জানতে না পারে।

সুরাকা মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঘোষণাকারীর গোত্রের এক লোক এসে বলল: আল্লাহর শপথ! তিনজন লোক আমাকে অতিক্রম করে গেছে, আমি ধারণা করছি তারা মুহাম্মদ ও আবু বকরকে ধরতে গেছে।

সুরাকা বিন মালিক বললেন: তারা অমুক গোত্রের লোক তাদের একটি উট হারিয়ে গেছে আর তা খুঁজতে বের হয়েছে।

তখন লোকটি বলল: এ রকমও হতে পারে।

তারপর সে লোকটি চুপ হয়ে গেল।

সুরাকা মজলিশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লোকেরা যখন অন্য কথার দিকে মনযোগ দিল তখন তিনি সেখান থেকে সবার অগোচরে চলে আসলেন এবং খুব দ্রুত বাড়ির দিকে ফিরলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে বললেন: মানুষের অগোচরে তাঁর ঘোড়াটি বের করে বাতনুল ওয়াদীতে বেঁধে রেখে আসতে। আর গোলামকে আদেশ দিলেন সে যেন তাঁর অস্ত্র ঘরের পেছন দিয়ে নিয়ে ঘোড়ার নিকটে রেখে আসে যাতে মানুষ টের না পায়।

তিনি তাঁর বর্ম পরিধান করে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুহাম্মদ ﷺ-কে ধরার জন্যে ছুটলেন। তিনি খুব দ্রুত ছুটলেন যাতে অন্য কেউ ধরার পূর্বে তিনি রাসূল ﷺ-কে ধরতে পারেন এবং জয়ী হয়ে পুরস্কারটি নিতে পারেন।

* * *

সুরাকা বিন মালিক তাঁর গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায় এবং অনেক সাহসী ছিলেন। তিনি পদাঙ্কবিদ্যা জানতেন। এটি এমন এক বিদ্যা যা জানা থাকলে পদাঙ্ক দেখে বলা যায় লোকটি কোন গোত্রের। তাছাড়া তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও কবি ছিলেন। আর তাঁর ঘোড়াটিও অনেক উন্নত জাতের ঘোড়া ছিল।

* * *

সুরাকা বিন মালিক তাঁর ঘোড়াকে দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু কিছু দূর না যেতে তাঁর ঘোড়া তাঁকে নিয়ে হোঁচট খেল। এতে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। তিনি এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করলেন। তিনি ঘোড়াটিকে বললেন: তোমার ধ্বংস হউক। তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন, কিন্তু কিছু দূর না যেতেই ঘোড়া আবার তাঁকে নিয়ে হোঁচট খেল। এতে তিনি মনে মনে এটিকে অশুভ মনে করলেন এবং ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু একশত উটের লোভে তিনি ফিরে যেতে পারলেন।

* * *

হোঁচট খাওয়ার পর কিছু দূর না যেতেই তিনি রাসূল ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه-কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে তাঁর ধনুকে হাত টান দিতে চাইলেন, কিন্তু একি তাঁর হাতগুলো জমে গেছে।

ওই দিকে তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে গেছে এবং ধোঁয়া তাঁর ও ঘোড়ার চোখকে ঘিরে ফেলছে।

তিনি তাঁর ঘোড়াকে সামনের দিকে হাঁকালেন, কিন্তু তিনি দেখলেন তাঁর ঘোড়ার পাগুলো মাটিতে দেবে গেছে।

তিনি রাসূল ও তাঁর সাহাবী আবু বকর -এর দিকে তাকিয়ে ছোট হয়ে বললেন: এ যে তোমরা আমার জন্যে তোমাদের প্রভুর নিকটে দোয়া কর যাতে তিনি আমার ঘোড়ার পাগুলো মুক্ত করে দেন।

রাসূল তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ঘোড়ার পাগুলো মাটি থেকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু তারপরও তাঁর লোভ দমেনি। তিনি আবার তাঁর ঘোড়া সামনের দিকে হাঁকান। সাথে সাথে তাঁর ঘোড়ার পাগুলো আগের থেকে বেশি দেবে গেছে।

তিনি আবার রাসূল -এর নিকটে সাহায্য চেয়ে বললেন: আপনারা আমার পাথেয় ও অস্ত্র নিয়ে যান এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে আমার ওয়াদা আপনাদেরকে ধরতে আমার পেছনে যাঁরা ছুটে আসছে তাদেরকে আমি ফিরিয়ে দিব।

তারা দুইজন বললেন: তোমার পাথেয় ও সামগ্রীর আমাদের কোনো দরকার নেই, কিন্তু তুমি আমাদের থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে দিবে।

তারপর রাসূল তাঁর জন্য দোয়া করলেন; এতে তাঁর ঘোড়া চলতে শুরু করল।

তিনি ফিরে যাওয়ার সময় তাঁদেরকে ডেকে বললেন: তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি তোমাদের সাথে কথা বলব- আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অপছন্দনীয় কোনো কিছু আক্রমণ করবে না।

তারা বললেন: তুমি আমাদের নিকট কি চাও।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! হে মুহাম্মদ, আমি জানি আপনার ধর্ম অচিরেই জয়ী হবে এবং আপনার কাজ অনেক উপরে উঠবে; সুতরাং আপনি আমাকে ওয়াদা দিন যখন আমি আপনার রাজ্যে আসব তখন আপনি আমাকে সম্মানিত করবেন।

রাসূল আবু বকর -কে নির্দেশ দিলেন তাঁকে তা লিখে দিতে। হযরত আবু বকর একটি হাড়ের গায়ে তা লিখে তাঁকে দিলেন। তিনি যখন ফিরে যাবেন তখন রাসূল তাঁকে বললেন: হে সুরাকা! যখন তুমি কিসরার বালা দুইটি পরবে তখন তোমার কেমন লাগবে?

তিনি বিস্ময় হয়ে বললেন: কিসরা বিন হুরমুজ?

রাসূল বললেন: হ্যাঁ, কিসরা বিন হুরমুজ।

* * *

সুরাকা ফিরে আসার সময় দেখলেন কিছুলোক রাসূল -কে খোঁজার জন্যে এগিয়ে আসছিল। তিনি তাঁদেরকে বললেন: তোমরা ফিরে যাও, আমি নিজে তাঁকে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু পাইনি।

আর আমার পদাঙ্কবিদ্যা সম্পর্কে তোমরা ভাল করেই জান। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।

তিনি মুহাম্মদ ও আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি গোপন রাখেন। এরপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি ওই ঘটনাটি প্রচার করতে লাগলেন।

যখন আবু জাহেল এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল তখন সে তাঁকে এ মহাসুযোগ হারানোর কারণে নিন্দা করতে শুরু করল।

তিনি তাঁকে বললেন: হে আবুল হাকাম! তুমি যদি আমার অবস্থানে থাকতে যখন আমার ঘোড়া ও পাথেয় সবকিছু মাটিতে দেবে গেছে তুমি নিজেও মুহাম্মদের নবুওয়াতের ওপর সন্দেহ করতে না।

* * *

এরপর দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল........

একদিন যে মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন সেই মুহাম্মদ আজ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

তার আগমনে কোরাইশ নেতাদের গর্ব ও অহংকার সব ধুলায় মিশে গেল। তারা চিন্তা করতে লাগল আজ জানি তাদের কি পরিণতি হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমরা চলে যাও তোমরা সবাই স্বাধীন।

এমন সময় সুরাকা বিন মালিক তাঁর বাহন তৈরি করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে রওয়ানা হলেন এবং সাথে করে দশ বছরের পূর্বের সেই চুক্তিনামা নিয়ে গেলেন।

সুরাকা বিন মালিক নিজেই বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দেখা করতে জি'রানা নামক স্থানে এসেছি।

আমি আনসারদের একটি দলের ভিতরে ঢুকে পড়ি। তারা আমাকে বর্শার গোড়া দিয়ে আঘাত করে বলতে লাগল: দূরে যাও, দূরে যাও, তুমি কি চাচ্ছ?

আমি তাদের বাধা উপেক্ষা করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন উটের ওপর ছিলেন। আমি সেই চুক্তিনামা তুলে ধরে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুরাকা বিন মালিক।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তুমি আমার কাছে আস, হে সুরাকা! কাছে আস, এটা হচ্ছে ওয়াদা পূরণের ও সদ্ব্যবহারের দিন।

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাই এবং আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর সামনে ঘোষণা করি।

আর আমি তাঁর থেকে কল্যাণ ও পুণ্য হাসিল করি।

* * *

সুরাকা বিন মালিক রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর কিছু মাস না যেতেই রাসূল ﷺ তাঁর রবের নিকটে চলে গেলেন।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালে তিনি ভীষণ চিন্তিত হন। তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল তিনি মাত্র একশত উট পাওয়ার লোভে এক সময় রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে চাইছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর নিকটে সারা দুনিয়াও রাসূল ﷺ-এর একটি নখের সমান হবে না।

তিনি ওই কথা বার বার বলতে লাগলেন- হে সুরাকা! যখন তুমি কিসরার বালা দুইটি পরবে তখন তোমার কেমন লাগবে?

রাসূল ﷺ-এর এ কথার ব্যাপারে তাঁর সামান্য পরিমাণও সন্দেহ হচ্ছিল না। যদি তা তখনো স্বপ্নের মত ছিল।

* * *

এরপর দিনের পর দিন অতিক্রম হতে লাগল......।

তখন মুসলমানদের খলীফা ছিলেন হযরত উমর رضي الله عنه। তাঁর শাসন আমলে মুসলমানগণ পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁরা পারস্য জয় করেন এবং পারস্যের সকল ধন ভাণ্ডার তাঁদের হাতে চলে আসে।

উমর رضي الله عنه-এর খেলাফতের শেষ দিকে সা'দ বিন ওয়াক্কাসের দূত তাঁর নিকটে এসে বিজয়ের সুসংবাদ দেয় এবং তারা তাদের সাথে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে আসে।

হযরত উমর رضي الله عنه-এর সামনে গনীমতের মাল রাখা হলে তিনি আশ্চর্য হয়ে তা দেখতে লাগলেন।

সে গনীমতের মধ্যে ছিল কিসরার মণিমুক্তা খচিত তাজ।

স্বর্ণ খচিত জামা।

হিরা খচিত ঘাঘরা........

এবং তাঁর বাহু বন্ধন।

হযরত উমর رضي الله عنه এ মূল্যবান জিনিসগুলো একটি দণ্ডে রাখলেন, যা তাঁর হাতেই ছিল।

তারপর তিনি তাঁর চারপাশে তাকিয়ে বললেন: নিশ্চয়ই তারা এগুলো রক্ষকের নিকটে আদায় করে দিয়েছে।

হযরত আলী رضي الله عنه তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি পবিত্র আর তাই আপনার প্রজারাও পবিত্র।

যদি আপনি ভক্ষণ করতেন তাহলে তারাও ভক্ষণ করত।

হযরত উমর তখন সুরাকা বিন মালিককে ডেকে তাঁকে কিসরার জামা, পায়জামা, মুজা এইগুলো পরিয়ে দেন। তাঁর গলায় কিসরার তরবারি ঝুলিয়ে দেন, তাঁর মাথায় কিসরার তাজ পরিয়ে দেন এবং তাঁকে কিসরার বালা পরিয়ে দেন।

হ্যাঁ সেই বালা!

তখন মুসলমানরা চিৎকার দিয়ে বললেন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

এরপর উমর সুরাকার দিকে তাকিয়ে বললেন: বাহ্ বাহ্ !

বনূ মাদলাজের এক আরবের মাথায় কিসরার তাজ!

তার হাতে কিসরার বালা!

তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! তুমি এ সম্পদ তোমার রাসূল কে দাওনি অথচ তিনি তোমার কাছে আমার থেকেও বেশি প্রিয় এবং আমার থেকেও বেশি সম্মানিত।

তুমি এ সম্পদ আবু বকরকে দাওনি অথচ তিনিও তোমার কাছে আমার থেকে বেশি প্রিয় এবং সম্মানিত।

তুমি তা আমাকে দান করেছ, সুতরাং তুমি আমাকে যা পরীক্ষা করার জন্যে দান করেছে তা থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরপর তিনি মজলিশ থেকে উঠার পূর্বে সবগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

তথ্য সূত্র

উস্‌দুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ৩৩১ পৃ.।

আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ১৯ পৃ.।

ছিমারুল কুলুবি ফিল মুদাফি ওয়াল মানসূবি লিছ্ ছাআ'লিবি - ৯৩ পৃ.।

আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ - ১ম খণ্ড, ১৮১, ২৩২ ও ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৬ ও ৫ম খণ্ড, ৯০ পৃ.।

আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ২য় খণ্ড, ১৩৩-১৩৫ পৃ.।

হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

তাজুল ওরুস মিন জাহাহিরিল কামুস - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

হযরত

ফাইরুজ আদ্দায়লামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"ফাইরুজ, ভালো ঘরের একজন ভালো লোক।"

[হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের পর অসুস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর অসুস্থ হওয়ার খবর আরবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ইয়ামানের আসওয়াদ আল আনাসী, ইয়ামামার মুসায়লামাতুল কাজ্জাব, বনূ আসাদের তুলাইহাতুল আসাদী এ তিন মিথ্যাবাদী নিজেদেরকে নবী দাবি করে। তারা বলতে লাগল মুহাম্মদকে যেভাবে কোরাইশদের জন্যে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে সেভাবে তাদেরকেও তাদের গোত্রের জন্যে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

* * *

আসওয়াদ আল আনাসী গণক ও জাদুকর ছিল। সে অনেক শক্তির অধিকারী ছিল এবং বিশাল দেহের অধিকারী ছিল।

তাছাড়াও সে স্পষ্টভাষী ছিল, তাঁর ভাষণে জ্ঞানীরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হতো। সে মানুষের বিবেক ও চিন্তা নিয়ে খেলতে পারত এবং মানুষকে অর্থ, মর্যাদা ও বংশ গৌরব নিয়ে উত্তেজিত করতে পারত।

সে যেকোনো বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতেও মানুষের সামনে নিজেকে পরিতৃপ্ত ও নির্ভীক হিসেবে উপস্থাপন করতে পারত।

* * *

ইয়ামানের একটি দল যাঁরা আবনা নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ফাইরুজ আদ্দায়লামী। আবনা তাঁদেরকে বলা হত যাদের পিতৃপুরুষ পারস্যের অধিবাসী আর মাতৃগণ আরবের অধিবাসী ছিলেন।

তাঁদের সবার বড় হচ্ছেন বাযান। ইসলামের শুরুতে পারস্যের সম্রাটের পক্ষ থেকে তিনি ইয়ামানের রাজা ছিলেন। যখন তাঁর নিকটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রকাশ পায় তিনি কিসরার আনুগত্য ত্যাগ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যে চলে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাদশাহীকে বহাল রাখেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইয়ামানের রাজা ছিলেন।

* * *

ভণ্ড নবী আসওয়াদ আল আনাসীর আহ্বানে প্রথমে তার গোত্র বনূ মাযহিজ সাড়া দেয়। সে সানআ আক্রমণ করে সে শহরের গভর্নর সাহ্‌র বিন বাযানকে হত্যা করে এবং সাহরের স্ত্রী আযাদকে বিয়ে করে।

এরপর সানআ থেকে সে অন্যান্য অঞ্চল আক্রমণ করে। এমনকি হাজরা-মাউত থেকে তায়েফ পর্যন্ত এবং বাহরাইন ও আহ্সার থেকে আদান পর্যন্ত পুরো এলাকাটা খুব দ্রুত তার অধীনে চলে আসে।

* * *

আসওয়াদ আল আনাসী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাত এবং তাদেরকে তার কাজে ব্যবহার করত। আর একাজে তাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করত তার সীমাহীন বুদ্ধি। সে এমন অভিনয় করত যে, তার অনুসারীরা ধারণা করত তার কাছে ফেরেশতা আসত এবং অদৃশ্য সম্পর্কে তাকে খবর দিত।

সে প্রতিটি পথে পথে তার লোক রাখত, তারা তাকে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা গোপনে এসে বলত আর সে সেইগুলো তার অনুসারীদেরকে বলত। এতে মানুষ ধারণা করত তার কাছে সত্যিই ফেরেশতা আসে।

তাছাড়া সে সকল অভাবী মানুষের অভাব মোচন দিত এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করত। সে মানুষকে জাদুর মাধ্যমে অনেক কিছু দেখাত এবং একে অলৌকিক শক্তি বলে দাবি করত। আর এ সকল কারণে মানুষের মনে তার নবী দাবি করাটা যুক্তিযুক্ত মনে হতো।

* * *

রাসূল ﷺ-এর কানে যখন আসওয়াদ আনাসীর ইয়ামান দখলের কথা পৌছল। তিনি বারোজন সাহাবীকে একটি চিঠি দিয়ে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। সে চিঠিতে তিনি ইয়ামেনের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এবং জটিল পরিস্থিতিতে তাঁদেরকে ঈমানের ওপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

যে সকল ঈমানদাররা রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে সাথে সাথে সাড়া দিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত ফাইরুজ আদ্দায়লামী অন্যতম।

তিনি ও তাঁর সাথে আবনাদের যাঁরা রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের সে বীরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমরা ফাইরুজ رضي الله عنه-এর নিজ বর্ণনা থেকে তুলে ধরা হলো।

হযরত ফাইরুজ আদ্দায়লামী رضي الله عنه বলেন:

আমি ও আমার সাথের আবনারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতমও সন্দেহ করিনি এবং আল্লাহর শত্রুরকে আমরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করিনি।

আমরা তাকে আক্রমণ করার জন্যে এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। যখন রাসূল ﷺ-এর চিঠি আমাদের নিকটে এসে পৌছে আমরা একে অপরকে উৎসাহিত করতে লাগলাম এবং যে সত্যের ওপর আমরা ছিলাম সেদিকে ছুটতে লাগলাম।

* * *

আসওয়াদ আল আনাসী বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হবার কারণে তার মধ্যে অহংকার ও ধোঁকা কাজ করতে থাকে। এমনকি সে তার সেনাপতি কায়েস বিন আব্দুল ইয়াগুসের সাথে জোর-জুলুম করতে শুরু করে। কায়েস তখন তার নিকটে নিজের নিরাপত্তাহীনতা ভুগতে লাগল।

তখন আমি ও আমার চাচাতো ভাই দাজাওয়াই তাঁর নিকটে গিয়ে তাকে রাসূল ﷺ-এর চিঠি দেখালাম এবং আমরা তাকে বললাম সে যেন ধোঁকা খাওয়ার আগে ওই লোকটি থেকে সাবধান থাকে।

আমাদের আহ্বানে তার অন্তর খুলে যায় এবং আমরা তিনজন ওয়াদা করি যে, আমরা ভেতরে থেকে এ ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে কাজ করব আর অন্যরা বাইরে থেকে কাজ করবে।

আমরা আমাদের কাজে আমাদের চাচাতো বোন আযাদকে সঙ্গী করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। যার স্বামীকে আসওয়াদ আল আনাসী হত্যা করে তাকে বিয়ে করেছে।

* * *

আমি আসওয়াদ আল আনাসীর ভবনে গেলাম এবং আমার চাচাতো বোনকে লক্ষ্য করে বললাম: হে আমর চাচাতো বোন! এ লোকটি তোমার ও আমাদের যে কত ক্ষতি করেছে তা তোমার জানা আছে।

সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তোমার গোত্রের মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে আর পুরুষদেরকে হত্যা করেছে। আর সে তাদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

রাসূল ﷺ এ চিঠি বিশেষ করে আমাদের ও সাধারণ ইয়ামানবাসীদের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং তুমি কি তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

সে বলল: আমি তোমাদের কোন কাজে সাহায্য করব?

আমি বললাম: তাকে বের করে দেওয়ার কাজে।

সে বলল: বরং তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে।

আমি বললাম: আল্লাহ শপথ! আমি অন্য কোনো কিছু উদ্দেশ্য নিইনি, কিন্তু আমি ভয় করছি তুমি তার পক্ষে হয়ে গেছ নাকি।

সে বলল: যিনি মুহাম্মদকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি এ ধর্মের ব্যাপারে সামান্যতমও সন্দেহ করিনি এবং আল্লাহ তাআলা আমার নিকটে এ শয়তান থেকে বেশি নিকৃষ্ট আর কাউকে বানাননি।

আল্লাহর শপথ! আমি তাকে দেখার পর থেকে জানলাম সে একজন পাপী, গুনাহ্গার। সে সত্যের পথ দেখায় না, মন্দ থেকেও বিরত থাকে না।

আমি বললাম: আমরা তাকে কিভাবে হত্যা করব?

সে বলল: সে সর্বদা নিজেকে দেহরক্ষী দ্বারা বেষ্টন করে রাখে। এ কক্ষ ব্যতীত এ ভবনে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তার বাহিনী নেই। যখন সন্ধ্যা হয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসবে তখন তোমরা আসবে। তোমরা এ ভবনের ভিতরে অস্ত্র-সস্ত্র পাবে। রাতে আমাকে তোমরা অপেক্ষা করতে দেখবে। তোমরা এসে কক্ষে প্রবেশ করবে। এরপর তাকে হত্যা করবে।

আমি বললাম: কিন্তু এ ভবনের দেওয়াল ছিদ্র করা এত সহজ নয়। কেননা আমাদের পাশ দিয়ে যদি কোনো মানুষ যায় আর সে চিৎকার দিয়ে যদি নৈশ প্রহরীকে ডেকে আনবে। তাহলে কি হবে?

সে বলল: আমি এর বিরুদ্ধে নয়, তবে আমার নিকটে একটি বুদ্ধি আছে।

আমি বললাম: কি বুদ্ধি?

সে বলল: তুমি আগামী কাল বিশ্বস্ত একজন লোককে প্রেরণ করবে, তখন আমি তাকে দেওয়ালের ভেতরে দিয়ে সুড়ঙ্গ করতে বলব, তাহলে তোমরা রাতে বাইর থেকে সামান্য চেষ্টা করলেই সফল হবে।

আমি বললাম: কতই না উত্তম চিন্তা।

তারপর আমি চলে গেলাম এবং এ ব্যাপারে আমার সাথীকে খবর দিলাম। এরপর আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম।

আমরা আমাদের বিশ্বস্ত লোকদেরকে এ ব্যাপারে জানিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বললাম। তারা আমাদের সাথে সকালে মিলিত হবে এ কথাও বলে রাখলাম।

রাতে যখন নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে আসল, আমি আমার সাথীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ করার স্থানে চলে গেলাম। আমরা দেওয়ালে সুড়ঙ্গ করে ভেতরে প্রবেশ করে সেখান থেকে অস্ত্র নিলাম। তারপর আমরা আসওয়াদ আল আনাসীর কক্ষের সামনে এসে দেখি আমার চাচাতো বোন দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে ইশারা করে। আমরা ভেতরে প্রবেশ করে দেখি সে ঘুমিয়ে আছে।

আমি বড় একটি ছুরি দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলে সে ষাঁড়ের মত আওয়াজ করতে লাগল এবং জবাইকৃত উটের মতো লাফাতে লাগল।

যখন তার নৈশ প্রহরীরা তার গোঙ্গরানী আওয়াজ শুনতে পেল তারা ছুটে এসে বলল: কি হয়েছে?

তখন আমাদের চাচাতো বোন বলল: তোমরা শান্তভাবে ফিরে যাও, কেননা আল্লাহর নবীর ওপর অহী নাযিল হচ্ছে।

এতে তারা ফিরে গেল।

* * *

আমরা রাতে প্রাসাদেই ছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এভাবে আমি আযান দিতে লাগলাম।

এরপর আমি বললাম: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আসওয়াস আল আনাসী মিথ্যাবাদী।

এতে মুসলমানগণ প্রসাদের দিকে এগিয়ে আসে। আর আনাসীর বাহিনীরা আযান শুনে পালাতে থাকে। এরপর পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল।

তখন আমি ভবনের ওপর থেকে আসওয়াদ আল আনাসীর মাথা নিক্ষেপ করলাম। এটি দেখে তার বাহিনী দুর্বল হয়ে গেল।

মুসলমানরা কর্তিত মাথা দেখে তাকবীর দিতে লাগল। সকাল হওয়ার পূর্বে কাজ সমাধা হয়ে গেল।

* * *

সকাল হলে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে মদীনায় দূত প্রেরণ করি।

কিন্তু দূত গিয়ে দেখলো তিনি আর দুনিয়াতে নেই। তবে তিনি অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন আসওয়াদ আল আনাসী নিহত হয়েছে।

তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন- আসওয়াদ আল আনাসী নিহত হয়েছে।

তাকে হত্যা করেছে এক ভালো ঘরের এক ভালো লোক।

সাহাবীগণ তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল সে কে?

তিনি বললেন: ফাইরুজ......

ফাইরুজ সফল হয়েছে।

তথ্যসূত্র

আর ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ২১০ পৃ.।
আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ২০৪ পৃ.।
উস্‌দুল গবাহ্‌ - ৪র্থ খণ্ড, ৩৭১ পৃ.।
তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব - ৮ম খণ্ড, ৩০৫ পৃ.।
আত্‌ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ - ৫ম খণ্ড, ৫৩৩ পৃ.।
তারীখুত্‌ ত্বাবারী - ৩য় খণ্ড ও ১০ম খণ্ড (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
আল কামিলু লি ইবনিল আছীর- (ফি হাওয়াদিছিস্‌ সানাতিল হাদিয়াতি আশারাহ্‌)।
ফুতুহুল বুলদান লিল বালাযারী - ১১১-১১৩ পৃ.।
জামহাতুল আনসাব - ৩৮১ পৃ.।
তারীখুল খমীস্‌ - ২য় খণ্ড, ১৫৫ পৃ.।
দায়িরাতুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যাহ্‌ - ২য় খণ্ড, ১৯৮ পৃ.।
তারীখু খলীফাতিবনি খয়্যাত - ৮৪ পৃ.।
হায়াতুস্‌ সাহাবা ২য় খণ্ড, - ২৩৮-২৪০ পৃ.।
আল আ'লামু লিজ্‌ জিরিকলী - ৫ম খণ্ড, ৩৭১ পৃ.।

হযরত সাবিত
বিন কায়েস আল আনসারী

“তিনি রাসূল -এর খতীব ছিলেন।”

সাবিত বিন কায়েস মদীনার খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট ও সম্মানিত নেতাদের একজন ছিলেন।

তিনি একজন মেধাবী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, তাঁর স্বর খুব উঁচু ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন তখন অন্যরা চুপ হয়ে যেত। আর তিনি যখন ভাষণ দিতেন তখন শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনত।

তিনি মদীনার ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অগ্রগামীদের একজন। ইসলামের দাঈ মুসআব বিন উমাইর মধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলে সে তেলাওয়াতের মধুর সুর তাঁর কানে গেল। কোরআনের সুর তাঁকে মুগ্ধ করল। তাঁর অন্তর সত্যের জন্যে খুলে দিল। তাঁর অন্তর থেকে অন্ধকার দূর হয়ে আলোতে ভরে গেল।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইসলামের জন্যে কবুল করলেন এবং তাঁকে রাসূল -এর পতাকা তলে আসার তাওফীক দান করলেন।

* * *

রাসূল মদীনায় আগমন করলে তিনি রাসূল -কে সংবর্ধনা ও স্বাগতম জানানোর জন্যে এগিয়ে আসেন। তিনি রাসূল ও তাঁর হিজরতের সাথী আবু বকর -কে মদীনায় আগমন করার কারণে স্বাগতম জানান। তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। তারপর তিনি রাসূল -এর ওপর দুরূদ পাঠ করেন। অবশেষে তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার হাতে ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছি এ কথার ওপর যে, আমরা নিজেকে ও নিজেদের সন্তানদেরকে যা থেকে রক্ষা করি আপনাকেও তা থেকে রক্ষা করব। আমরা এর বিনিময়ে কি পাব?

রাসূল বললেন: জান্নাত।

একথা শুনার সাথে সাথে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

তাঁরা বলতে লাগলেন: আমরা এতে খুশি হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এতে খুশি হে আল্লাহর রাসূল।

ওই দিন থেকে রাসূল সাবিত বিন কায়েসকে তাঁর ভাষণদাতা হিসেবে মনোনীত করেন যেমনি ভাবে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে তাঁর কবি হিসেবে মনোনীত করেন।

সুতরাং যখনি আরবের কোনো দল রাসূল -এর সাথে দেখা করতে আসত এবং তারা বক্তৃতা ও কবিতা নিয়ে মুনাযারা (প্রতিযোগিতা) করতে চাইত রাসূল হযরত সাবিত বিন কায়েসকে ও হাস্সান বিন সাবিতকে এ দায়িত্ব দিতেন।

* * *

হযরত সাবিত বিন কায়েস একজন দৃঢ় ঈমানদার ও তাকওয়াবান ছিলেন। তিনি আল্লাহকে ভীষণ ভয় করতেন এবং আল্লাহ রাগ হবেন এমন সব কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।

একদিন রাসূল তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেসা করলেন- হে আবু মুহাম্মদ! তোমার কি হয়েছে?

তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভয় করছি আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।

রাসূল বললেনঃ কেন?

তিনি বললেনঃ

যে কাজ আমরা করি না সে কাজের ব্যাপারে প্রশংসিত হতে পছন্দ করা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি সে প্রশংসা পছন্দ করি।

তিনি আমাদেরকে অহংকার করা থেকে নিষেধ করেছেন অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি আমি তা পছন্দ করি।

রাসূল তাঁর ভয় দূর করার জন্যে তাঁকে শান্তনা দিতে লাগলেন এমনকি তিনি বললেনঃ হে সাবিত! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নয় যে, তুমি প্রশংসিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে, শহীদ হয়ে মারা যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে?

এ সুসংবাদ শুনার পর হযরত সাবিত -এর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!..... হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল বললেনঃ তাহলে তোমার জন্য তা।

* * *

যখন মহান আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ

অর্থ-"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর আওয়াজের থেকে তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বওে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্মফল নিস্ফল হয়ে যাবে আর তোমরা টেরও পাবে না।"

তখন থেকে সাবিত বিন কায়েস রাসূল -এর মজলিস থেকে দূরে থাকতেন যদিও তিনি রাসূল -কে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর বাড়িতে

অবস্থান করতে লাগলেন। শুধু ফরয নামাজ আদায় করার জন্যে মসজিদে যেতেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে অনেক দিন দেখতে না পেয়ে বললেন: কে আমাকে তাঁর ব্যাপারে জানাবে?

তখন আনসারদের একজন বলল: আমি, হে আল্লাহর রাসূল!

সে লোকটি তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে চিন্তিত অবস্থায় দেখতে পেল, সে তাঁকে বলল: হে আবু মুহাম্মদ তোমার কি অবস্থা?

তিনি বললেন: খারাপ।

সে বলল: তা কি?

তিনি বললেন: তুমি জান আমি উঁচু স্বরের মানুষ, আমার আওয়াজ বেশির ভাগ রাসূল ﷺ-এর আওয়াজ থেকে উঁচু হয়ে যায়। আর তুমি জান এ ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, আমি ধারণা করছি আমার উচ্চ আওয়াজের কারণে আমার আমল ধ্বংস হয়ে গেছে আর আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।

লোকটি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে তাঁকে যে অবস্থায় দেখল এবং তাঁর থেকে যা শুনল তা বর্ণনা করল।

রাসূল ﷺ বললেন: তুমি তাঁর নিকটে গিয়ে বল সে জাহান্নামী না; বরং সে জান্নাতী।

আর এ সুসংবাদ ছিল হযরত সাবিত বিন কায়েসের জন্যে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ।

* * *

হযরত সাবিত বিন কায়েস রাসূল ﷺ-এর সাথে বদর ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে শাহাদাতের আশা করতেন কেননা রাসূল ﷺ তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু এরপরও তাঁর অপেক্ষা বাড়তে লাগল। প্রত্যেক বার অল্পের জন্যে তিনি শহীদ হতে পারতেন না।

অতঃপর মুসায়লামার সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে তিনি আনসারদের আমীর ছিলেন। হযরত সালিম মুহাজিরদের আমীর ছিলেন। আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ পুরো বাহিনীর আমীর ছিলেন।

যুদ্ধের অবস্থা ও পরিস্থিতি মুসলমানদের প্রতিকূলে চলে গেল। কাফেররা খালিদ বিন ওয়ালিদের তাবুতে আক্রমণ করল। তারা তাঁর স্ত্রী উম্মে তামীমকে হত্যা করার চেষ্টা করল।

হযরত সাবিত বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দেখার পর তাঁর অন্তর দুঃখে ভরে গেল।

মুসলমানদের মধ্যে এ কি শুরু হল। তাঁদের মধ্যে শহরের অধিবাসীরা গ্রামের অধিবাসীদেরকে নিন্দা জানাতে লাগল যে, তারা ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে

না। আবার গ্রামের অধিবাসীরা শহরের অধিবাসীদেরকে নিন্দা জানাতে লাগল যে, তারা ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে না।

এমন সময় হযরত সাবিত বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের শরীরে সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরিধান করে বলতে লাগলেন- হে মুসলমানরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যুদ্ধ এমন ছিল না।

তোমরা যা করছ তা কতই না নিকৃষ্ট।

তারপর তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ! এরা (মুরতাদরা) যে শিরক নিয়ে এসেছে তা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

আর এরা (মুসলমানরা) যা করছে তা থেকেও আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

তারপর তিনি সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তারা হচ্ছেন- বারা বিন মালিক, জায়িদ বিন খাত্তাব, সালিম বিন মাওলা ও আরো অনেক।

তিনি যুদ্ধের ময়দানের কঠিন পরীক্ষায় পতিত হলেন।

তিনি তাঁর আশপাশে একের পর এক আঘাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া সেই শাহাদাতের সুসংবাদ বাস্তবায়িত হল।

* * *

হযরত সাবিত বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মূল্যবান একটি বর্ম ছিল। তিনি শহীদ হওয়ার পর তাঁর নিকট দিয়ে এক মুসলমান যাওয়ার পথে সেই বর্মটি খুলে নিজের জন্যে নিয়ে গেল।

তিনি শহীদ হওয়ার পরের রাতে মুসলমানদের এক লোক স্বপ্নে দেখে তিনি তাঁকে বললেন: আমি সাবিত বিন কায়েস, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

লোকটি বলল: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: আমি তোমাকে একটি বিষয়ে অসিয়ত করছি তুমি আবার এটিকে আজেবাজে স্বপ্ন মনে করে নষ্ট করে দিও না। আমি যখন কালকে শহীদ হয়েছি আমার নিকট দিয়ে এক মুসলমান অতিক্রম করে যে দেখতে এমন এমন। সে আমার বর্মটি তাঁর তাবুতে নিয়ে গেল। তাঁর তাবু উন্মুক জায়গায়। সে তা তার পাত্রের নিচে রেখেছে আর সে পাত্ররের উপরে তার পাথেয় রেখেছে।

তুমি খালিদ বিন ওয়ালিদের নিকটে গিয়ে বলবে: তিনি যেন ওই লোকের নিকটে তাঁর লোক প্রেরণ করে, সে এখনও সেখানে আছে।

আমি তোমাকে আরেকটি ব্যাপারেও অসিয়ত করছি তুমি তা আজে বাজে স্বপ্ন মনে করে নষ্ট করে দিও না। তুমি খালিদকে বলবে: যখন তিনি মদীনায় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফার নিকটে যাবে তিনি যেন তাঁকে বলেন: সাবিত বিন কায়েসের অনেক ঋণ রয়েছে এবং তাঁর গোলাম থেকে অমুক অমুক গোলাম আযাদ। তিনি যেন আমার ঋণ আদায় করে দেন এবং আমার গোমালদেরকে মুক্ত করে দেন।

লোকটি এরপর জেগে গেল। সে খালিদ বিন ওয়ালিদের নিকটে গিয়ে যা দেখলো তা বর্ণনা করল।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ যে লোকটি বর্ম নিয়েছে তার নিকটে লোক পাঠালেন। তিনি যেভাবে বলেছেন তারা তা সেভাবে পেলেন।

হযরত খালিদ মদীনা ফিরে আসার পর সাবিত বিন কায়েসের অসিয়ত সম্পর্কে বলেন তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অনুমোদন দেন।

তার আগে বা পরে কারো অসিয়ত মৃত্যুর পর কার্যকর হয়নি।

আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও খুশি করুন।

তথ্য সূত্র

আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃ.।

আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ১৯২ পৃ.।

তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ২য় খণ্ড, ১২ পৃ.।

ফাত্হুল বারী - ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃ.।

তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃ.।

হায়াতুস্ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

আল বায়ানু ওয়াত্ তাবয়ীন - ১ম খণ্ড, ২০১, ৩৫৯ পৃ.।

সিরাতুবনি হিশাম - ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃ.।

আস্ সিদ্দীক লি হুসাইন হাইকাল - ১৬০ পৃ.।

সিয়ারু আ'লামিন নুবালা।

উস্দুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আত্তামীমী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"আয়ুষ্কাল শেষ হবার পরও পৃথিবীতে বিচরণ করছে এমন কোনো লোককে দেখে যদি কেউ আনন্দ পায় তাহলে সে যেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখে।"

[হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ কোরাইশদের এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। কাফেলা বুসরা নামক শহরে পৌঁছার পর ব্যবসায়ীরা ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল।

হযরত তালহা তখনো নব যুবক ছিলেন, কিন্তু তারপরও তিনি ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় অনেক দক্ষ ছিলেন।

ব্যবসার মধ্য দিয়ে হযরত তালহার সকাল সন্ধ্যা কাটছিল, কিন্তু এর মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা তাঁর জীবনকে পরিবর্তন করে দিল।

তিনি হয়ত কল্পনা করেননি যে, এর মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে রইবেন।

আমরা সে ঘটনা তাঁর নিজ মুখের বর্ণনা থেকে আপনাদের নিকটে পেশ করছি।

* * *

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

আমরা বুসরা নামক শহরেই ছিলাম। এমন সময় এক পাদরি এসে মানুষের সামনে ঘোষণা করতে লাগল- হে ব্যবাসায়ীরা! তোমাদের মধ্যে কি হেরেমের অধিবাসী কেউ আছে?

আমি তাঁর নিকটেই ছিলাম, আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললাম: হ্যাঁ, আমি হেরেমের অধিবাসী।

তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কি আহমাদ নামের কেউ আবির্ভূত হয়েছে?

আমি বললাম: কোন আহমাদ?

তিনি বললেন: আব্দুল্লাহর ছেলে, আব্দুল মুত্তালিবের নাতী।

এ মাস হচ্ছে তাঁর আবির্ভাবের মাস।

তিনি হচ্ছেন শেষ নবী।

তিনি তোমাদের হেরেম শরীফ থেকে আবির্ভূত হবেন এবং তিনি হিজরত করবেন কালো দুই পাথরবিশিষ্ট জমিনে, যে জমিনে খেজুর ও লবণ উৎপাদিত হয় এবং যে ভূমি থেকে পানি প্রবাহিত হয়।

হে যুবক! তুমি দ্রুত তাঁর নিকটে যাও।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

তার এ কথা আমার মনে গভীর ভাবে দাগ টানে। তখন আমি আমার উটের কাছে গিয়ে তাতে হাওদা বাঁধলাম এবং মক্কার দিকে রওয়ানা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এরপর আমি কাফেলার অন্যান্যদেরকে রেখে মক্কার দিকে রওয়ানা দিলাম।

মক্কায় এসে পৌছার পর আমি আমার পরিবারের সদস্যদেরকে জিজ্ঞেসা করলাম- আমি যাওয়ার পর কি মক্কায় কোনো নতুন ঘটনা ঘটেছে।

তারা বলল: হ্যাঁ, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছেন। আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাঁর অনুসরণ করেছে।

আমি আবু বকরকে চিনতাম, তিনি একজন সহজ-সরল ও ভালোবাসার মানুষ ছিলেন এবং লোকদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা অনেক বেশি ছিল।

তাছাড়া তিনি একজন সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। আমরা তাঁর মজলিশে বসা পছন্দ করতাম। তাঁর থেকে আমরা কোরাইশদের ইতিহাস শুনতাম এবং কোরাইশদের নসব-নামা মুখস্থ করতাম।

আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন বলে যে কথাটি বলা হচ্ছে তা কি সত্য? আর আপনি তাঁর অনুসরণ করেছেন?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন খবর দিতে লাগলেন এবং আমাকে এ ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে পাদরির সেই সংবাদ দিলাম। এতে তিনি খুব বেশি অবাক হয়েছেন।

তিনি আমাকে বললেন: তোমার এ ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলার জন্যে, তুমি তাঁর কথা শুনার জন্যে এবং আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার জন্যে তুমি আমার সাথে তাঁর নিকটে চল।

আমি তাঁর সাথে মুহাম্মদের নিকটে গেলাম, তিনি আমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন।

এতে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরকে ইসলামের জন্যে খুলে দিলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে সেই পাদরির কথা বর্ণনা করি। তিনি এ ঘটনা শুনে অনেক বেশি খুশি হলেন এমনকি তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল।

তারপর আমি তাঁর সামনে কালিমা শাহাদাত ঘোষণা করি।

আমি হচ্ছি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি।

* * *

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ তাঁর পরিবারের মাথায় বজ্রের মত এসে আঘাত করে।

বিশেষ করে তাঁর মা অনেক বেশি রাগান্বিত হয়। কেননা সে আশা করত তাঁর ছেলে উত্তম ব্যবহার দিয়ে তাঁর জাতিকে নেতৃত্ব দিবে।

* * *

তাঁর গোত্র তাঁকে ইসলাম ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জোর করতে লাগল, কিন্তু তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। তারা যখন সুন্দর ব্যবহার দ্বারা তাঁকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি তখন তারা নির্যাতনের পথ বেছে নিল।

হযরত মাসউদ বিন খারাস বলেন: আমি সাফা ও মারওয়াতে সায়ী করছিলাম। এমন সময় দেখলাম ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় এক যুবককে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। তাঁর পিছনে অনেক মানুষ হাঁটছে। মানুষ তাঁর পিঠে ও মাথা আঘাত করছিল এবং তাঁর পিছনে এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে গালি দিতে দিতে আসছিল।

আমি বললাম: এ যুবকের এ অবস্থা কেন?

তারা বলল: এ হচ্ছে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সে তাঁর ধর্ম থেকে বিমুখ হয়েছে এবং বনূ হাসিমের এক গোলামের অনুসরণ করেছে।

আমি বললাম: এ বৃদ্ধা মহিলা কে?

তারা বলল: এ যুবকের মা সা'বা বিনতে হাজরমী।

* * *

তারপর নওফিল বিন খুওয়াইলিদ যাকে কোরাইশদের সিংহ নামে ডাকা হতো, সে হযরত তালহা -কে একটি রশিতে শক্ত করে বেঁধে ফেলে এবং আরেকটি রশিতে হযরত আবু বকর -কে বেঁধে ফেলে। তারপর তাঁদের দুইজনকে নির্বোধদের হাতে সোপর্দ করে যাতেকরে তারা তাঁদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়।

আর এ কারণে হযরত তালহা ও আবু বকর -কে একত্রে কারিনাইন বলে ডাকা হতো।

* * *

এরপর দিন যেতে লাগল আর হযরত তালহা -এর বিভিন্নভাবে ঈমানী পরীক্ষাও বাড়তে লাগল। তিনি রাসূল -এর সাথে অনেক মসিবতের সম্মুখীন হতে লাগলেন। তিনি মুসলমানদের জন্যে অনেক বেশি দান করতেন। আর এ কারণে রাসূল তাঁকে কল্যাণের তালহা, দানকারী তালহা ও প্রবাহিত তালহা নামে ডাকতেন। তাঁকে মানুষ জীবন্ত শহীদ নামেও ডাকত।

তার প্রতিটি উপনামের এক একটি আকর্ষণী ঘটনা আছে।

* * *

তাঁকে জীবন্ত শহীদ ডাকার কারণ হচ্ছে উহুদের দিন মুসলমানগণ যখন রাসূল -কে ছেড়ে পালাতে লাগল তখন রাসূল -এর সাথে মাত্র এগারো জন আনসার ও মুহাজির ছিলেন। হযরত তালহা তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

রাসূল তাঁর সাথের সাহাবীদেরকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলেন। তখন তাঁদেরকে মুশরিকদের একদল আক্রমণ করে হত্যা করার জন্যে ছুটে আসে।

রাসূল বললেন: কে আমাদের থেকে এদেরকে ফিরাবে সে জান্নাতে আমার সাথি হবে।

হযরত তালহা বললেন: আমি হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন: না, তুমি তোমার অবস্থানে থাকো।

তখন এক আনসারী বলল: আমি হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন: হ্যাঁ, তুমি।

তখন ওই আনসারী সাহাবী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

তারপর রাসূল -এর দিকে মুশরিকরা আবার তেড়ে আসে।

রাসূল বললেন: এদের মোকাবিলা করার জন্য কি কোনো লোক নেই?

হযরত তালহা বললেন: আমি হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন: না, তুমি তোমার অবস্থানে থাকো।

তখন আনসারী এক সাহাবী বললেন: আমি হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন: হ্যাঁ, তুমি।

তারপর ওই আনসারী যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূল পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। তখন আবারও মুশরিকরা রাসূল-এর দিকে তেড়ে আসে।

এভাবে রাসূল ওই কথার পুনারাবৃত্তি করলেন আর হযরত তালহা প্রত্যেক বার বললেন: আমি হে আল্লাহর রাসূল, কিন্তু প্রত্যেক বার রাসূল তাঁকে বারণ করেছেন এবং আনসারী সাহাবীদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি সকল আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন এবং তালহা ব্যতীত রাসূল-এর সাথে আর কেউ বাকি ছিল না।

রাসূল তখন তালহাকে বললেন: হ্যাঁ, এখন তুমি।

ওই দিকে রাসূল-এর রুবাইয়া দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেছে, তাঁর কাপাল ফেটে গেছে এবং ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত তালহা মুশরিকদেরকে প্রতিহত করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। আবার তাঁর উপরে নতুন শত্রু আক্রমণ করলে তিনি তাদেরকেও প্রতিহত করেন।

হযরত আবু বকর বলেন- তখন আমি ও আবু উবাইদা বিন আল জার্‌রা একটু দূরে ছিলাম। আমরা রাসূল-এর নিকটে এসে তাঁর সেবা করতে চাইলাম।

কিন্তু তিনি আমাদেরকে বললেন: তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং তোমাদের সাথির দিকে যাও।

আমরা গিয়ে দেখলাম তালহার গা থেকে রক্তের স্রোত বইছে। তাঁর শরীরে অন্তত সত্তরটির মত তরবারীর ও বর্শার আঘাত রয়েছে। অন্যদিকে তাঁর হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে গেছে।

তখন রাসূল বললেন: "আয়ুষ্কাল শেষ হবার পরও পৃথিবীতে বিচরণ করছে এমন কোনো লোককে দেখে যদি কেউ আনন্দ পায় তাহলে সে যেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখে।"

হযরত আবু বকর যখন উহুদের যুদ্ধের আলোচনা করতেন তখন বলতেন: উহুদের যুদ্ধে পুরো অবদানটা হচ্ছে তালহা বিন উবাইদুল্লাহর।

* * *

এ ঘটনা হচ্ছে তাঁকে জীবন্ত শহীদ বলার ঘটনা আর তাঁকে দানকারী তালহা বলার অনেক ঘটনা আছে।

হযরত তালহা একজন বিশিষ্ট ও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

একদিন হাজরা-মাউত থেকে তাঁর কিছু সম্পদ আসে যার পরিমাণ হচ্ছে সাত লক্ষ দিরহাম। তিনি তাঁর সেই রাতটি খুব চিন্তিত অবস্থায় কাটান।

তখন তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর এসে বললেন: হে আবু মুহাম্মদ! আপনার কি হয়েছে?

মনে হয় আপনি আমাদের ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছেন।

তিনি বললেন: না, তুমি কতই না উত্তম একজন স্ত্রী।

কিন্তু আমি মনে মনে চিন্তা করছি আর বলছি- কোনো ব্যক্তি তাঁর প্রভুর ব্যাপারে কি ধারণা হতে পারে যখন তাঁর ঘরে এত সম্পদ রেখে সে ঘুমিয়ে থাকবে।

তার স্ত্রী বললেন: আপনি সকাল বেলা গরিব মিসকিনদেরকে তা বিলিয়ে দিবেন।

তিনি বললেন: আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুক, তুমি যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা।

পরের দিন সকালে তিনি আগত সকল সম্পদ গরিব মিসকিনদের মাঝে বিলি করতে লাগলেন।

হযরত তালহার জন্য সৌভাগ্য তাঁর দানশীলতা এত বেশি ছিল যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'দানবীর' উপাধি পেয়েছেন।

আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হউক এবং তাঁকে ও খুশি করুক।

তথ্য সূত্র

১. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা - ৩য় খণ্ড, ২১৪ পৃ.।
২. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৫ম খণ্ড, ২০ পৃ.।
৩. আল বাদ্উ ওয়াত্ তারীখ - ৫ম খণ্ড, ১২ পৃ.।
৪. আল জাম্উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ২য় খণ্ড, ৩০ পৃ.।
৫. গয়াতুন নিয়াহা - ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ.।
৬. আর রিয়াদুন নাদ্রা - ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৭. সিফাতুস্ সফ্ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃ.।
৮. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ৭ পৃ.।
৯. যাইলুল মুযায়্যাল - ১১ পৃ.।
১০. তাহ্যীব ইবনি আসাকির - ৭ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।
১১. আল মুহব্বার - ৩৫৫ পৃ.।
১২. রুগবাতুল আমাল - ৩য় খণ্ড, ১৬, ৮৯ পৃ.।
১৩. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃ.।
১৪. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃ.।

হযরত
আবু হুরায়রা

"হযরত আবু হুরায়রা উম্মতের জন্যে রাসূল -এর ষোলোশ'রও অধিক হাদিস সংরক্ষণ করেছেন।"

[ঐতিহাসিকগণ]

মুসলমানদের মধ্যে যাদের হাদীস সম্পর্কে একটু জ্ঞান আছে তাঁদের প্রত্যেকের নিকটে হযরত আবু হুরায়রা একটি পরিচিত নাম। যাঁরা হাদীস শাস্ত্র পাঠ করেছেন তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, হাদীসের কিতাবগুলোতে আবু হুরাইরা -এর নাম এত বেশি এসেছে যে, অন্য কোনো সাহাবীর নাম এত বেশি আসেনি।

জাহিলী জামানায় তাঁকে মানুষ আব্দুশ শাম্‌স বলে ডাকত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল বললেন: তোমার নাম কি?

তিনি বললেন: আব্দুশ শাম্‌স।

রাসূল বললেন: বরং তোমার নাম আব্দুর রহমান।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, আব্দুর রহমান, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবানি হউক।

আর তাঁর উপনাম আবু হুরাইরা (বিড়ালের পিতা) হওয়ার একটি আকর্ষণীয় ঘটনা রয়েছে।

তার একটি ছোট বিড়াল ছিল তিনি তাকে নিয়ে খেলা করতেন। যার কারণে তাঁর সমবয়সিরা এটি দেখে তাঁকে আবু হুরায়রা (বিড়ালের পিতা) বলে ডাক দিলেন।

তাঁর এ নামটি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

রাসূল তাঁকে আবু হির্ বলে ডাকতেন।

কেননা হির্ হচ্ছে পুরুষ বিড়াল আর হুরায়রা হচ্ছে মহিলা বিড়াল। আর পুরুষ অবশ্যই মহিলার থেকে উত্তম। যার কারণে তিনি নিজেও গর্ব করে বলতেন যে, আমাকে আমার হাবীব এ নামে ডেকেছেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা হযরত তোফাইল বিন আমরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর এলাকা দাউসে ছয় বছর অবস্থান করেন। তারপর তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মদীনায় আসেন।

* * *

এ দাউসী যুবক মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিজের জীবন কাটাতে লাগলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে অবস্থান নেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইমাম ও শিক্ষক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর কোনো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। তাঁর একজন বৃদ্ধা মা ছিলেন। তাঁর মা শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে অনেক বার শির্ক ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর মা প্রত্যেক বারই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তেমনি একদিন হযরত আবু হুরায়রা তাঁর মাকে ইসলাম ও ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। এতে তাঁর মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এমন কিছু কথা বললেন যার কারণে হযরত আবু হুরায়রা মনে খুব কষ্ট পেলেন।

তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কাঁদছ কেন?

তিনি বললেনঃ আমি আমার মাকে সর্বদা ইসলামের দিকে আহ্বান করছি, কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি তাঁকে আজও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি। এতে তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমি অপছন্দ করি।

আপনি আল্লাহ নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ যেন তাঁর অন্তরকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করে দিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন-

আমি আমার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম, বাড়িতে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতর থেকে আমি পানির কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম। তখন আমি ঘরের ভেতরে ঢুকতে চাইলে.............

আমার মা বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি তোমার জায়গায় অবস্থান কর।

তারপর তিনি কাপড় পরিধান করে বললেনঃ আস। আমি ঘরে প্রবেশ করলাম।

তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলাম যেমন কিছুক্ষণ আগে চিন্তা ও দুঃখে কেঁদেছিলাম। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনার দোয়া কবুল করেছেন, আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দিয়েছেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাসূল -কে অনেক বেশি ভালোবাসতেন, যেন রাসূল -এর ভালোবাসা তাঁর রক্তে মাংসে মিশে গেছে। আর তাই তিনি রাসূল -এর দিকে চোখ মেলে চাইতে পারতেন না।

তিনি বলতেন: আমি রাসূল -এর চেহারার মতো উজ্জ্বল ও মিষ্ট আর কোনো কিছুই দেখিনি মনে হয় যেন তাঁর চেহারায় সূর্য চমকাতো।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসূল -এর সহবতে থাকার সুযোগ করে দেওয়ায় তিনি আল্লাহর নিকটে শুকরিয়া আদায় করতেন।

তিনি বলতেন- সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে হেদায়েত দান করেছেন।

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে রাসূল -এর সহবতে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা যেমন রাসূল -এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তেমনি তিনি ইলমের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন।

হযরত জায়েদ বিন সাবিত বলেন:

একদিন আমি, আবু হুরাইরা ও আমার এক সাথী মসজিদে দোয়া ও জিকির করছিলাম। এমন সময় রাসূল এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের নিকটে এসে বসলেন। এতে আমরা চুপ হয়ে গেলাম।

রাসূল বললেন: তোমরা যা করছিলে তা আবার কর।

আমি ও আমার সেই সাথি আবু হুরায়রার পূর্বে দোয়া করলাম। আমাদের দোয়া শেষে রাসূল আমীন বললেন।

তারপর আবু হুরায়রা দোয়া করা শুরু করলেন। তিনি বলেন- হে আল্লাহ! আমার দুই সাথি আপনার নিকটে যা চেয়েছে তা আমিও চাই এবং আমি আপনার নিকটে এমন ইলম চাই যা স্মৃতি থেকে ভুলে যায় না।

রাসূল বললেন: আমীন।

তখন আমরা বলে উঠলাম: আমরাও আল্লাহর নিকটে এমন ইলম চাই যা স্মৃতি থেকে ভুলে যায় না।

রাসূল বললেন: দাউসী যুবক এ দোয়াতে তোমাদের থেকে অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

* * *

হযরত আবু হুরাইরা যেমন নিজের জন্যে ইলম অর্জন করা পছন্দ করতেন তেমনি অন্যের জন্যেও পছন্দ করতেন।

একদিন তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন মানুষ দুনিয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। তারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। তিনি তাদের নিকটে গিয়ে বললেন: হে মদীনার অধিবাসীরা! তোমাদেরকে কিসে অবাক করবে?

তারা বলল: হে আবু হুরায়রা আমাদের অবাক করার মতো কিছুই আমরা দেখছি না।

তিনি বললেন: রাসূল ﷺ-এর মিরাস বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে?

তোমরা কি সেখানে যাবে না এবং তা থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করবে না।

তারা বলল: হে আবু হুরায়রা কোথায়?

তিনি বললেন: মসজিদে।

তারা খুব দ্রুত মসজিদের দিক ছুটে গেল, তারা কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে আসল। যখন তারা আবু হুরায়রাকে দেখল তারা বলল: হে আবু হুরাইরা! আমরা মসজিদে গেলাম, কিন্তু আমরাতো কিছুই দেখতে পেলাম না।

তিনি তাঁদেরকে বললেন: তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি?

তারা বলল: আমরা দেখি কিছু মানুষ নামাজ পড়ছে, কিছু মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করছে আর কিছু মানুষ হালাল হারাম সম্পর্কে আলোচনা করছে।

তিনি বললেন: তোমাদের জন্য আফসোস! এটিই তো রাসূল ﷺ-এর মিরাস।

* * *

হযরত আবু হুরাইরা ইলম অর্জনে এত বেশি কষ্ট করেছেন যা অন্য কেউ করেননি। তিনি ইলম অর্জন করার জন্যে ক্ষুধার্ত ও বিলাসহীন জীবন-যাপন করতেন।

তিনি নিজেই বর্ণনা করেন- মাঝে মাঝে আমার ক্ষুধা এত মারাত্মক হত যে, আমি কোনো সাহাবীকে কোরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করতাম অথচ তা আমি জানি। এ আশায় জিজ্ঞেসা করতাম যে, তিনি আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে খাওয়াবেন।

একদিন আমার মারাত্মক ক্ষুধা লাগে এমনকি আমি আমার পেটে পাথর বাঁধি। আমি সাহাবীদের চলার রাস্তায় বসে ছিলাম। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে অতিক্রম করে গেছেন আমি তাঁকে কোরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেসা করলাম। আমি অন্য কোনো কারণে জিজ্ঞেসা করিনি, আমি জিজ্ঞেসা করেছি যাতেকরে তিনি আমাকে ডেকে নেন, কিন্তু তিনি আমাকে ডেকে নেননি।

তারপর আমার নিকট দিয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অতিক্রম করে গেছেন। আমি তাঁকেও আবু বকরের মত কোরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেসা করলাম, কিন্তু তিনিও আমাকে ডাকেননি।

তারপর আমার নিকট দিয়ে রাসূল ﷺ অতিক্রম করেন। তিনি আমর ক্ষুধার ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন।

তিনি আমাকে বললেনঃ আবু হুরায়রা!

আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল আমি হাজির! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। আমি তাঁর সাথে ঘরে প্রবেশ করি। তিনি ঘরে গিয়ে এক পাত্র দুধ পেলেন।

তিনি তাঁর পরিবারকে বললেনঃ এ দুধ তোমাদের নিকটে কোথা থেকে এসেছে?

তাঁরা বললেনঃ অমুক ব্যক্তি আপনার জন্যে পাঠিয়েছে।

তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি সুফ্‌ফাবাসীদের নিকটে যাও এবং তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আস।

তিনি সুফ্‌ফাবাসীদেরকে ডাকতে বলার কারণে আমার কাছে বিষয়টি খারাপ লেগেছে। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- এ দুধ সুফ্‌ফাবাসীদের কি করবে?

আমি আশা করেছি আমি তা থেকে দুধ পান করে ক্ষুধা মিটাব। তারপর আমি তাঁদের নিকটে গেলাম।

আমি সুফ্‌ফাবাসীদের নিকটে এসে তাঁদেরকে ডাকলাম।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি এটি ধর এবং এর থেকে তাঁদেরকে দাও।

আমি এক এক ব্যক্তি করে সবাইকে পান করতে দিলাম তারা সবাই পান করল। এরপর আমি পাত্রটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হস্তান্তর করতে চাইলাম।

এতে তিনি মাথা তুলে হেসে বললেনঃ এখনও তুমি ও আমি বাকি আছি।

আমি বললামঃ আপনি সত্য বলেছেন।

তিনি বললেনঃ তুমি পান কর।

আমি পান করলাম।

তিনি আবার বললেনঃ তুমি পান কর।

আমি আবার পান করলাম।

তিনি আমাকে বার বার বলতে লাগলেন তুমি পান কর এবং আমিও বার বার পান করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি বললামঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমি এটি শেষ করতে সক্ষম নই।

এরপর তিনি পাত্রটি নিয়ে এর বাকি দুধটুকু খেয়ে নিলেন।

* * *

এরপর বেশি দিন যায়নি মুসলমানগণ বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং গনীমতের মালিক হয়। এতে হযরত আবু হুরায়রাও ধন সম্পদের মালিক হন। তিনি স্ত্রী ও সন্তান লাভ করেন, কিন্তু সম্পদ ও সন্তান তাঁকে তাঁর অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়নি। তাই তিনি বার বার বলতেন আমি ইয়াতিম হয়ে জীবন যাপন করেছি, মিসকিন অবস্থায় হিজরত করেছি এবং আমি বুসরা বিনতে গাজওয়ানের

কর্মচারী ছিলাম। আমি মানুষ আসলে তাদের খেদমত করতাম। তাদের বাহন টেনে নিতাম। তারপর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বিয়ে করার তাওফীক দেন।

সকল শুকরিয়া সে আল্লাহর, যিনি দ্বীনকে মূল বানিয়েছেন এবং আবু হুরায়রাকে ইমাম বানিয়েছেন।

* * *

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনার গর্ভরণ নিয়োজিত হন, কিন্তু এ ক্ষমতা তাঁর ন্যায়নীতিকে কোনোভাবে পরিবর্তন করতে পারেনি।

একদিন তিনি মদীনার এক রাস্তা দিয়ে লাকড়ি পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন অথচ তখন তিনি মদীনার গভর্নর।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইলমের কারণে তাঁর মধ্যে তাকওয়া, খোদাভীতিতে ভরপুর ছিল। তিনি সারাদিন রোযা রাখতেন আর রাতের তিন ভাগের এক ভাগ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাগ্রত করতেন সে রাতের মধ্যাংশ জেগে জেগে নামাজ আদায় করত। তারপর তাঁর স্ত্রী তাঁর মেয়েকে জাগ্রত করতেন তিনি রাতের বাকি অংশ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এভাবে তিনি সারা রাত তাঁর ঘরে আল্লাহর ইবাদত চালু রাখতেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর একটি দাসী ছিল। সে তাঁদেরকে কোনো এক কাজে কষ্ট দিয়েছে। তখন তিনি তাঁকে মারার জন্যে লাঠি উঠালেন, কিন্তু তিনি তাঁকে মারলেন না বরং বললেনঃ যদি কিয়ামতের দিন কিসাস না থাকত তাহলে আমি তোমাকে তেমন কষ্ট দিতাম যেমন তুমি আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমাকে অতিশীঘ্রই তাঁর নিকটে বিক্রয় করে দিব যিনি আমাকে তোমার মূল্য দিতে পারবে।

যাও তুমি আল্লাহর জন্য স্বাধীন।

* * *

তার মেয়ে তাঁকে বলতঃ মেয়েরা আমাকে তিরস্কার করে বলেঃ তোমার বাবা তোমাকে কেন স্বর্ণ দিয়ে সাজায় না?

তিনি বলতেনঃ হে আমার মেয়ে তুমি তাঁদেরকে বলবেঃ আমার বাবা আমার উপরে জাহান্নামের আগুনের ভয় করছে।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা তাঁর মেয়েকে কৃপণতার কারণে স্বর্ণ দিতেন না বিষয়টি এ রকম না বরং তিনি অনেক বেশি দানশীল হওয়ার কারণে তাঁর নিকটে কোনো অর্থ থাকত না।

একবার মাওয়ান বিন হাকাম তাঁর নিকটে একশত দিনার পাঠালেন, কিন্তু পরের দিন তাঁর নিকটে দূত প্রেরণ করে বললেন: আমার লোক ভুল করে দিনারগুলো আপনাকে দিয়েছে এগুলো আপনার জন্যে নয়। তখন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি তাঁকে বললেন: আমি ওই সবগুলো দিনার ওই দিনেই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছি। ওই রাতেও আমার নিকটে কোনো দিনার ছিল না।

সুতরাং যখন আমার বেতন আসবে তখন আপনি তা নিয়ে যাবেন।

হযরত মারওয়ান এ কাজ করেছেন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে। তিনি তাঁকে পরীক্ষা করে পুরো পুরো ঠিক পেয়েছেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করার কারণে তিনি অনেক লম্বা হায়াত পেয়েছেন।

তিনি যখনই ঘর থেকে বের হতেন তখনই তাঁর মায়ের কক্ষের সামনে গিয়ে বলতেন: আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহ্।

তাঁর মা বলতেন: ওয়াইলাকুমুস সালাম ওরাহমাতুল্লাহ ওবারাকাতুহ।

তিনি বলতেন: আল্লাহ আপনাকে রহম করুক যেমন আপনি আমাকে ছোট বেলা লালন করেছেন।

তাঁর মা বলতেন: আল্লাহ তোমার প্রতিও রহম করুক যেমন তুমি আমার বৃদ্ধ কালে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করছ।

তারপর তিনি বাড়িতে ফিরেও তেমন বলতেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওপর মানুষকে উৎসাহিত করতেন।

একদিন তিনি দেখলেন একজন বৃদ্ধ লোক ও এক যুবক লোক হাঁটছিলেন।

তিনি তাকে বললেন: এ লোক তোমার কি হয়?

সে বলল: আমার বাবা।

তিনি তাকে বললেন: তুমি তাঁকে তাঁর নামে ডাকবে না।

তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটবে না।

তাঁর আগে বসবে না।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তাঁকে বলা হল- আপনি কেন কাঁদছেন।

তিনি বললেন: আমি দুনিয়ার জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি সফর অনেক দূর, কিন্তু সামগ্রী অনেক কম।

এরপর হযরত উমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁদেরকে বিদায় জানালেন।

আহওয়াজ একটি গুরুত্ব পূর্ণ এলাকা। এ এলাকাটি বিজয় করা মুসলমানদের জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা এটি বসরা ও পারস্যের মাঝে অবস্থিত ছিল। পারস্যদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে এ এলাকাটি মুসলমানদের দখলে আসা অনেক প্রয়োজন ছিল।

* * *

হযরত সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সৈন্যদের অগ্রভাগে গাজী বেশে চলতে লাগলেন। তাঁরা শত্রুদের নিকটে পৌছার পর হযরত সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খলীফা উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আদেশ অনুসারে কাফেরদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করলেন।

তারা আল্লাহর দ্বীনে আসতে অস্বীকৃতি করে।

তারপর তিনি তাদেরকে জিজিয়া দেওয়ার প্রতি আহ্বান করলেন, কিন্তু তারা তা দিয়ে পূর্ণ অস্বীকৃতি জানায়।

তাদের এ রকম আচরণের কারণে তাদের ঘাড়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করা ব্যতীত আর কোনো পথ ছিল না।

আর তাই মুসলমানরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে প্রস্তুতি নেন। যাতেকরে সেই জমিনে আল্লাহর দ্বীনের পতাকা উড়ে আর এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকটে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়।

* * *

এরপর উভয় পক্ষ থেকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। মুসলমানরা মহান আল্লাহর পথে নিজেদের সব কিছু বিলিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যান। মহান আল্লাহ বিশেষ দয়ায় মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং কাফের মুশরিকদেরকে পরাজিত করেন।

* * *

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুজাহিদদের মাঝে গনীমত ভাগ করতে লাগলেন।

তিনি গনীমতের মালের মধ্যে মূল্যবান একটি অলংকার পেয়েছেন। তিনি তা আমীরুল মুমিনীনকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন।

তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে বললেন: নিশ্চয়ই এ অলংকারটি যদি তোমাদের মাঝে বণ্টন করা হয় তাহলে তা তোমাদের ভাগে সামান্য সামান্য যাবে।

তোমরা কি তোমাদের অন্তর পবিত্র রাখতে পারবে যদি তা আমীরুল মুমিনীনের জন্যে প্রেরণ করা হয়?

তারা বললে- হ্যাঁ।

তিনি ওই অলংকারটি একটি ছোট সিন্দুকে রাখলেন। তারপর বনূ আসজা গোত্রের এক লোককে ডেকে বললেন: তুমি এবং তোমার গোলাম এটি নিয়ে

মদীনায় যাও। তোমরা আমীরুল মুমিনীনকে বিজয়ের সংবাদ দিও এবং এ অলংকার তাঁকে হাদিয়া দিও।

প্রেরিত ওই লোকের সাথে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমরা আপনাদের নিকট উপস্থান করছি।

ওই আসজায়ী গোত্রের লোকটি বলল:

সালামা আমাদেরকে যা দিয়েছে তা থেকে আমরা বসরা গিয়ে আমাদের চলার জন্যে বাহন ক্রয় করলাম।

তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম।

আমরা মদীনায় পৌছার পর আমিরুল মুমিনীনকে খুঁজতে লাগলাম। আমরা তাঁকে লাঠির ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় পেলাম। তিনি খানার পাত্রের পাশ দিয়ে ঘুরা-ফিরা করছিলেন আর তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে বলছিলেন: ইয়ারফা! এদেরকে গোস্ত বেশি করে দাও। ইয়ারফা! এদেরকে রুটি বেশি করে দাও। ইয়ারফা! এদেরকে ঝোল বেশি করে দাও।

আমি তাঁর নিকটে গেলে তিনি বললেন: তুমি বস।

আমি মানুষের সাথে বসলাম। আমার জন্যে খানা আনা হলে আমি তা থেকে খেয়ে নিলাম।

তিনি ঘরে প্রবেশ করার পর আমি ঘরে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দেয়ার পর আমি ঘরে প্রবেশ করলাম।

তিনি তখন পশমের এক টুকরা কাপড়ের উপরে বসে ছিলেন এবং একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন, যা আঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

তাঁর পিছনে একটি পর্দা ছিল।

তিনি বললেন: হে উম্মে কুলসুম! আমাদেরকে দুপুরের খাবার দাও।

তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- সম্ভবত আমীরুল মুমিনীন নিজের জন্য বিশেষ কোনো খাবার রেখেছেন।

তার স্ত্রী তাঁর জন্যে তৈলের অমসৃণ রুটি নিয়ে এসেছেন, যাতে শুধু লবণ ছিল।

তখন আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি আমাকে বললেন: খাও।

আমি তাঁর আদেশ মানার জন্যে সামান্য খেলাম, কিন্তু তিনি অনেক মজা করে তা খেতে লাগলেন। আমি এ রকম আর কাউকে খেতে দেখিনি।

তারপর তিনি বললেন: আমাদেরকে পানীয় পান করাও।

ভেতর থেকে যবের নিংড়ানো পানি নিয়ে আসা হলো।

তিনি বললেন: লোকটিকে আগে দাও।

তারা আমাকে দিল।

আমি তা নিয়ে সামান্য পান করলাম। কেননা আমার পানীয় এর থেকেও মজাদার ছিল।

তিনি পানীয়র পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হলেন।

তিনি বললেন: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ততার সাথে খাওয়ালেন এবং পান করালেন।

আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি বার্তা নিয়ে আপনার নিকটে এসেছি।

তিনি বললেন: কোথা থেকে?

আমি বললাম: সালামা বিন কায়েসের নিকট থেকে।

তিনি বললেন: সালামা বিন কায়েসকে স্বাগতম, তাঁর দূতকেও স্বাগতম।

তুমি আমাকে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা বর্ণনা কর।

আমি বললাম: আপনি যেমন শান্তি ও আল্লাহর শত্রুদের ওপর বিজয় পছন্দ করেন অবস্থা তেমনি।

আমি তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলাম এবং মুসলমানদের সৈন্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম।

তিনি বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি নেয়ামত দান করেছেন এবং তা বৃদ্ধি করেছেন।

তারপর তিনি বললেন: তুমি কি বসরার ওপর দিয়ে এসেছ?

আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন: সেখানের মুসলমানরা কেমন আছে?

আমি বললাম: আল্লাহর রহমতে ভাল আছে।

তিনি বললেন: তাঁদের হারগুলো কেমন?

আমি বললাম: খুব সস্তা।

তিনি বললেন: তাঁদের গোস্ত কেমন?

কেননা গোস্ত হচ্ছে আরবদের গাছ, আর আরবরা গাছ ব্যতীত ঠিক থাকতে পারে না।

আমি বললাম: তাঁদের গোস্ত অফুরন্ত।

তারপর তিনি আমার সাথে থাকা সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার হাতে এটা কি?

আমি বললাম: যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শত্রুদের ওপর বিজয় দান করল, আমরা গনীমতের মাল জমা করলাম। তখন সালামা সেখানে এ অলংকারটি দেখতে পেয়ে সৈন্যদেরকে বলল: যদি এটি তোমাদের মাঝে ভাগ করা হয় তাহলে এর কিছুই তোমাদের মাঝে পৌঁছবে না। তোমরা কি তোমাদের অন্তর পবিত্র রাখতে পারবে যদি এটি আমীরুল মুমিনীনের জন্যে প্রেরণ করা হয়?

তারা বলল: হ্যাঁ।

তারপর আমি হারটি তাঁর হাতে দিলাম।

তিনি তা খুলে যখন অলংকারের লাল হলুদ ও সবুজ পাথরের দিকে তাকালেন সাথে সাথে তিনি বসা থেকে লাফ দিয়ে উঠলেন। তিনি ওই অলংকারকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। এতে সেটির পাথরগুলো ডানে বামে ছড়িয়ে পড়ল।

তখন মহিলারা মনে করছে আমি তাঁকে হত্যা করতে এসেছি আর তাই তারা পর্দার নিকটে এসে দেখল।

তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: এগুলো জমা কর।

তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন: তাকে মার, তাকে শাস্তি দাও।

আমি সিন্দুক থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া অলংকার জমা করছিলাম আর ইয়ারফা আমাকে মারছিল।

তারপর তিনি বললেন: যাও, তুমি প্রশংসার যোগ্য না, না তুমি না তোমার সাথি।

আমি বললাম: তাহলে আমাকে ও আমার গোলামকে আহ্ওয়াজে যাওয়ার জন্যে বাহন দিন। কেননা আপনার গোলাম আমাদের বাহন নিয়ে নিয়েছে।

তিনি বললেন: ইয়ারফা একে ও এর গোলামকে সদ্কার উট থেকে দুইটি বাহন দাও।

তারপর তিনি বললেন: যখন ওই দুইটি বাহনের প্রয়োজন তোমার শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি তোমার থেকে অধিক মুখাপেক্ষী লোককে ওইগুলো দিয়ে দিবে।

আমি বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তা করব, আমি তা করব।

তারপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: জেনে রেখ! যদি এ অলংকার বন্টন করার পূর্বে সৈন্যরা বিছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আমি তোমাকে ও তোমাকে যে প্রেরণ করেছে তাকে কঠিন শাস্তি দিব।

তারপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছি।

আমি তাঁকে বললাম: তুমি আমাকে যে কাজে প্রেরণ করেছ সেই কাজে আল্লাহ বরকত দেয়নি।

আমার ও তোমার কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে তুমি এ অলংকার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দাও।

এরপর আমি তাঁকে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম।

তিনি ওই মজলিসেই সৈন্যদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

তথ্য সূত্র

১. মু'জামুল বুলদান - ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃ.।
৩. ক্বাদাতু ফাতহি ফারিস্ লি মাহমুদ শীত খত্তাব।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব - ৪র্থ খণ্ড, ১৫৪ পৃ.।
৫. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৬৭ পৃ.।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা - ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।
৭. উস্দুল গবাহ্ - ২য় খণ্ড, ৪৩২ পৃ.।

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

"আমার উম্মতের মধ্যে হালাল হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুয়াজ বিন জাবাল।" [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

যখন জাযিরাতুল আরবে হেদায়েতের নূর জ্বলে উঠল তখন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন পরিণত যুবক। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনেক আকর্ষণীয় ছিল যা মানুষের অন্তর কেড়ে নিত।

তিনি উজ্জ্বল সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন। তাঁর চোখ খুব কালো ছিল এবং চুলগুলো কোঁকড়ানো ছিল।

হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত মুসআব বিন উমাইর মাক্কীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আকাবার রাতে এ মহান সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সেই বাহাত্তর জনের একজন ছিলেন যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদেরকে ধন্য করার জন্যে মদীনা থেকে মক্কায় গিয়েছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা ইসলামের ইতিহাসের পাতায় আকাবার শপথ গ্রহণকারী হিসেবে পরিচিত।

* * *

হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর সাথিরা আকাবার শপথ থেকে মদীনায় ফিরে এসে মূর্তি ভাঙ্গার কাজ শুরু করলেন। তাঁরা গোপনে বা প্রকাশ্যে মুশরিকদের মূর্তি ও উপাসনালয় ভেঙে দিতেন। এ যুবকের অবদানে মদীনার এক বিশিষ্ট লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। যাঁর নাম হচ্ছে আমর বিন আল জামুহ্।

আমর বিন আল জামুহ্ মদীনার নেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন নেতা ছিলেন।

তিনি নিজের ঘরে একটি কাঠের মূর্তি রাখলেন। যেমনিভাবে মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের ঘরে একটি মূর্তি রাখত।

বনূ সালামার এ নেতা তাঁর মূর্তিকে খুব বেশি যত্ন করতেন। তিনি মূর্তিকে রেশমী কাপড় পরাতেন এবং প্রত্যেক সকালে এর গায়ে সুগন্ধি লাগাতেন।

এ যুবক তাঁর এ মূর্তিটির বিরুদ্ধে লেগে গেলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে মূর্তিটির কক্ষে গিয়ে সেটি অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। এরপর সেটিকে ঘর থেকে বের করে বনূ সালামার একটি ময়লা আবর্জনার কূপে নিক্ষেপ করলেন।

সকাল বেলা এ বৃদ্ধ নেতা তাঁর মূর্তির ঘরে গিয়ে দেখলেন মূর্তিটি নেই। তিনি মূর্তিটিকে সব স্থানে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সেটিকে ময়লা আবর্জনার গর্তে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তখন তিনি বললেন: তোমাদের ধ্বংস হোক! কে আমাদের প্রভুর সাথে এ শত্রুতা করল।

তিনি মূর্তিটিকে তুলে নিয়ে গোসল করিয়ে সুগন্ধি মেখে আবার আগের জায়গায় রেখে আসলেন।

তারপর বললেন: হে মানাত! কে তোমার সাথে এ আচরণ করছে যদি আমি জানতাম তাহলে আমি তাঁকে অপমানিত করতাম।

পরের দিন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়ে আসলে সেই নেতা ঘুমাতে গেল। তখন সেই যুবক আবার গত রাতের মতো এ রাতেও মূর্তিটিকে ময়লা আবর্জনার গর্তে ফেলে আসলেন।

বৃদ্ধ নেতা ঘুম থেকে উঠে তাঁর মূর্তিকে খুঁজতে লাগলেন অবশেষে তিনি গত কালের মতো মূর্তিটিকে আরেকটি ময়লার গর্তে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তিনি মূর্তিটিকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মেখে আগের স্থানে রাখলেন এবং এ ব্যাপারে কঠিনভাবে হুঁশিয়ারি করতে লাগলেন।

যখন বার বার তাঁর মূর্তিটিকে তাঁর অজান্তে সেই যুবক ময়লা আবর্জনার গর্তে ফেলে দিচ্ছিল তখন এক রাত তিনি তাঁর মূর্তির গলায় তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কে তোমার সাথে এ আচরণ করে।

হে মানাত! যদি তোমার মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে তাহলে তুমি নিজে সেটিকে প্রতিরোধ করবে।

এ তরবারি তোমাকে দিলাম।

পরের রাত গভীর হলে সেই নেতা ঘুমিয়ে পড়লেন। ওই যুবক আবার আগের মত মূর্তিটিকে ঘর থেকে বের করে একটি মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে ময়লা আবর্জনার গর্তে ফেলে দিলেন।

সকাল হলে সেই নেতা তাঁর মূর্তিটিকে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে একটি কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় একটি ময়লার গর্তে পেলেন।

তখন তিনি মূর্তিটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন:

وَاللهِ لَوْ كُنْتَ إِلٰهًا لَمْ تَكُنْ ـ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِي قَرَنٍ

অর্থ-

যদি তুমি প্রভু হতে

তাহলে তুমি আর কুকুর থাকতে না এক সাথে

তারপর বনূ সালামার সেই নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

রাসূল ﷺ মদীনায় আগমন করার পর মুয়াজ বিন জাবাল নামের এ যুবক ছায়ার মতো রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর থেকে

কোরআন ও শরিয়তের মাসয়ালা-মাসায়িলসমূহ শিখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সবচেয়ে বড় কারী ও ফকিহ্তে পরিণত হয়ে গেলেন।

হযরত ইয়াজিদ বিন কুতাইব বলেন- আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আমি দেখলাম কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট এক যুবক। সেই যুবকের চারদিকে মানুষ জড়ো হয়ে আছে।

যখন তিনি কথা বলা শুরু করলেন মনে হয় যেন তাঁর মুখ দিয়ে নূর আর মণিমুক্তা বের হতে লাগল।

আমি বললাম: ইনি কে?

তারা বলল: মুয়াজ বিন জাবাল।

* * *

হযরত আবু মুসলিম আল খাওলানী বর্ণনা করেন- আমি দামেশকের মসজিদে এসে দেখলাম একটি ইলমের মজলিস। সেই মজলিসে রাসূল ﷺ-এর এক যুবক সাহাবী। যাঁর চোখগুলো কালো কালো।

যখন তারা কোনো বিষয়ে মতনৈক্য করত তখন তারা সেই বিষয় সম্পর্কে জানার জন্যে সেই যুবককে জিজ্ঞেসা করত।

আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেসা করলাম- ইনি কে?

সে বলল: মুয়াজ বিন জাবাল।

* * *

হযরত মুয়াজের এ মহান অবস্থার ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই কেননা তিনি স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর মাদ্রাসায় পড়া-শুনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া একজন আলেম।

তিনি রাসূল ﷺ- কে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন।

তিনি তাঁর থেকে মসয়ালা-মাসায়িল শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

তার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে হালাল হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে মুয়াজ বিন জাবাল।

তাছাড়াও তিনি সেই ছয় জন লোকের একজন যাঁরা রাসূল ﷺ-এর যুগে কোরআনকে লিখে জমা করতেন।

আর সেই কারণে যখন সাহাবায়ে কেরাম কোনো বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতেন তখন তাঁর দিকে তাকাতেন। ইলমের মজলিশে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল।

* * *

রাসূল ﷺ ও তাঁর খলিফাগণ তাঁকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিয়োজিত করেন।

রাসূল ﷺ যখন দেখলেন মক্কার কোরাইশরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তিনি তাঁদেরকে কোরআন হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্যে আত্তাব বিন

উসাইদকে নিয়োজিত করেন এবং তাঁর সাথে হযরত মুয়াজ বিন জাবালকেও নিয়োজিত করেন।

যাতেকরে মানুষ তাঁর থেকে কোরাআন তেলাওয়াত ও শরীয়তের মাসয়ালা-মাসায়িল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

* * *

যখন ইয়ামানের রাজা ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিয়ে রাসূল -এর নিকটে একজন দূত প্রেরণ করেন এবং রাসূল -এর নিকটে একজন শিক্ষক প্রেরণ করার অনুরোধ করেন তখন রাসূল একদল সাহাবীকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। আর তাঁদের প্রধান হিসেবে হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে নিয়োজিত করেন।

রাসূল হযরত মুয়াজকে বিদায় জানানোর জন্যে তাঁর সাথে বের হলেন। হযরত মুয়াজ আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর রাসূল তাঁর পাশে হেঁটে হেঁটে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

তিনি তাঁকে বললেন: হে মুয়াজ বিন জাবাল! সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আমার সাথে আর সাক্ষাৎ করতে পারবে না। সম্ভবত তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।

তখন হযরত মুয়াজ রাসূল -কে হারিয়ে ফেলবেন একথা ভেবে খুব বেশি কান্নাকাটি করলেন। তাঁর সাথে অন্যান্য সাহাবীগণও খুব কাঁদলেন।

* * *

রাসূল -এর কথা সত্যে পরিণত হল। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল -এরপর আর রাসূল -কে দেখতে পাননি।

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল ইয়ামান থেকে ফিরে আসার আগেই রাসূল দুনিয়া ছেড়ে তাঁর রবের নিকটে চলে গেলেন।

হযরত মুয়াজ মদীনায় ফিরে আসার পর রাসূল -কে হারানোর ব্যাথায় অনেক কান্নাকাটি করেছেন।

* * *

হযরত উমর তাঁকে বনূ কিলাব গোত্রের মাঝে সম্পদ বন্টন করার জন্যে তাঁদের নিকটে প্রেরণ করলেন। তিনি খলিফার আদেশ মতো কাজ করতে উঠে পড়লেন।

তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকটে আসলে তাঁর স্ত্রী বললেন: গভর্নরদের পরিবারের জন্যে যা দেওয়া হয় তুমি তা কোথায় রেখেছ?

তখন তিনি বললেন: আমার সাথে এক পাহরাদার আছে যে আমার সব কিছু দেখে।

তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেনঃ তুমি রাসূল ﷺ ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে বিশ্বস্ত ছিলে আর এখন উমর তোমার সাথে পাহারাদার প্রেরণ করেছেন?

তাঁর স্ত্রী এ বিষয়টি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রীদের নিকটে বললেন। আর এ কথাটি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কানে গেল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াজ বিন জাবালকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসা করলেন- আমি কি তোমার সাথে পাহারাদার প্রেরণ করেছি?

তখন তিনি বললেনঃ না, হে আমীরুল মুমিনীন, কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর নিকটে ওযর পেশ করার জন্যে আর কোনো কারণ পাইনি।

এতে হযরত উমর হেসে দিলেন এবং তাঁকে কিছু অর্থ দিয়ে বললেনঃ তুমি এর দ্বারা তোমার স্ত্রীকে খুশি কর।

* * *

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে সিরিয়ার গভর্নর ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান তাঁর নিকটে একটি বার্তা দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তাতে লিখা ছিল হে আমীরুল মুমিনীন সিরিয়ার মানুষেরা কোরআন ও ইলমে দ্বীন শিখার প্রতি খুব আগ্রহী। সুতরাং আপনি আমাকে কিছু লোক প্রেরণ করে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন।

তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর যামানায় কোরআন লিখে জমাকারী পাঁচজন সাহাবীকে ডাকলেন। তারা হচ্ছেন- হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, উবাইদা বিন সামিত, আবু আইয়ূব আল আনসারী, উবাই বিন কা'ব ও আবুদ্দারদা।

তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ সিরিয়ার অধিবাসীরা কোরআন শিখার জন্যে তোমাদের নিকটে সাহায্য চেয়েছে। সুতরাং যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের মাঝে লটারি দিব। না হয় তোমাদের থেকে আমি তিনজনকে বেছে নিব।

তারা বললেনঃ আমরা কেন লটারি দিব?

আমাদের মধ্যে আবু আইয়ূব খুব বৃদ্ধ, উবাই খুব অসুস্থ, আর আমরা তিনজন বাকি থাকি।

তখন তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ তোমরা হিমস শহর থেকে শুরু করবে, যখন তোমরা হিমসবাসীদের অবস্থা ভালো দেখবে তখন তোমাদের একজনকে হিমসে রেখে বাকি দুইজন দামেশ্‌কে ও ফিলিস্তিনে যাবে।

রাসূল ﷺ-এর এ তিন সাহাবী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আদেশ মানার জন্যে উঠে পড়লেন। তাঁরা হিমসের দিকে রওয়ান হলেন।

তারপর তাঁরা হিমসে আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রেখে হযরত আবুদ্দারদা দামেশকে গেলেন আর হযরত মুয়াজ ফিলিস্তিনে গেলেন।

* * *

সেখানে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

যখন তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হলো তখন তিনি বলতে লাগলেন-স্বাগতম মৃত্যুকে।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে বললেন: হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে মুমিনদের আত্মাকে কবুল করেছ সেই কল্যাণে আমার আত্মাকেও কবুল কর।

তারপর তাঁর পবিত্র রূহ মোবারক মহান রবের নিকটে উড়ে গেল।

মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পরিবার থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি হিজরত করা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহর কোরাআনের শিক্ষক ছিলেন।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৪২৬ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ৩য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্‌ - ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৪ পৃ.।
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃ.।
৫. আত্‌ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা - ৩য় খণ্ড, ৫৮৩ পৃ.।
৬. হুলিয়াতুল আওলিয়া - ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃ.।
৭. সিফাতুস্‌ সফ্‌ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃ.।
৮. তাহ্‌যীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত - ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৯. তারীখুল ইসলাম লিয্‌ যাহাবী - ২য় খণ্ড, ২৪ পৃ.।
১০. আল জামউ বায়না রিজালিস্‌ সহীহাইন - ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃ.।
১১. আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা - ৭ম খণ্ড, ৯৪ পৃ.।
১২. দুয়ালুল ইসলাম - ১ম খণ্ড, ৫ পৃ.।
১৩. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব - ১০ম খণ্ড, ১৮২ পৃ.।
১৪. ওফিতুল আ'য়ান।
১৫. জামহারাতুল আওলিয়া - ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃ.।
১৬. ত্বাবাক্বাতু ফুকাহায়িল ইয়মিন - ৪৪ পৃ.।
১৭. আল বাদ্‌উ ওয়াত্‌ তারীখ - ৫ম খণ্ড, ১১৭ পৃ.।
১৮. আজ্‌ জুহ্‌দু লি আহমাদ বিন হাম্বাল - ১৮০ পৃ.।
১৯. তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফাজ - ১ম খণ্ড, ১৯ পৃ.।
২০. আল মাআ'রিফু লি ইবনি কুতাইবা - ১ম খণ্ড, ১১১ পৃ.।
২১. আসহাবু বাদ্‌র (মানজুমাতু লিশ্‌ শাইখি হুসাইনিল গলাম) - ২০৪ পৃ.।
২২. হায়াতুস সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত ইয়াসিরের পরিবার
ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

"ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের স্থান জান্নাতে।"

[হযরত মুহাম্মদ ﷺ]

এক সুন্দর সকালে.......

আলোকিত পরিবেশে......

ইয়ামান থেকে আগত এক কাফেলা মক্কা এসে পৌঁছে।

যখন হযরত ইয়াসির বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বা শরীফ দেখতে পেলেন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

তাঁর অন্তর খুশিতে ভরে গেল।

কেননা তিনি ইতোঃপূর্বে আর কখনো কা'বা শরীফ দেখেননি।

* * *

অন্যান্য কাফেলার মতো মক্কায় হযরত ইয়াসির ব্যবসা করতে আসেননি। তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা মক্কা আগমন করেছেন তাঁর হারানো এক ভাইকে খোঁজার জন্যে। তারা তাঁদের ভাইকে কয়েক বছর আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

* * *

এ তিন ভাই তাঁদের হারানো ভাইকে মক্কার অলি-গলিতে খুঁজতে লাগলেন।

তাঁরা প্রত্যেক লোককে তাঁদের ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা যখন নৈরাশ হয়ে গেলেন তখন ইয়ামানে ফিরে যেতে চাইলেন।

তার দুই ভাই ইয়ামানে ফিরে গেল, কিন্তু তিনি মক্কায় থেকে গেলেন। তিনি মক্কা নগরীকে তাঁর আবাস ভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেন।

* * *

হযরত ইয়াসির তখন জানতেন না তাঁর এ সিদ্ধান্ত তাঁকে কোন মর্যাদায় নিয়ে পৌঁছাবে।

তিনি এও জানতেন না যে, তিনি ইতিহাসের অমর পাতায় তাঁর নাম লিখাচ্ছেন।

কিন্তু হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মক্কায় কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না।

তার এমন কোনো পরিবারও নেই যে তাঁকে আশ্রয় দিবে।

আর তাই অন্যান্য বিদেশি লোকদের মত তাঁকেও কোরাইশদের কোনো নেতার হাতে জোটবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। যাতেকরে নিরাপদে বসবাস করতে পারেন।

তিনি আবু হুজায়ফা বিন আলমুগীরার সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করলেন।

* * *

আবু হুজাইফা দেখল ইয়াসির একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ। তাঁর ব্যবহার ও কথা বার্তা অনেক সুন্দর আর তাই তিনি তাঁর দাসী সুমাইয়া বিনতে খিবাতকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াসির -এর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করায় তাঁরা অনেক খুশি হলেন। তারা তাঁর নাম রাখলেন আম্মার।

তাদের এ খুশি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল যখন আবু হুজায়ফা তাঁদের সন্তানকে আযাদ করে দিল।

* * *

এ পরিবার বনূ মাখজুম গোত্রের আশ্রয়ে খুব শান্তিতে বসবাস করা লাগলেন।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এভাবে কাটতে লাগল। একদিন হযরত ইয়াসির ও হযরত সুমাইয়া বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হলেন।

আর তাঁদের সন্তান হযরত আম্মার যুবকে পরিণত হলেন।

* * *

আর তখন মহান রব আসমান থেকে জমিনে নূর প্রেরণ করতে শুরু করলেন।

মক্কার জমিনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে প্রেরণ করলেন। যার আলোতে জাহিলী সমাজ আলোকিত হতে লাগল।

তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ।

রাসূল মহান রবের হুকুমে তাঁর দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন।

* * *

হযরত আম্মার মানুষের মুখে এ নতুন ধর্মের আহ্বানের ডাক শুনলেন। এতে তাঁর কান ও চোখ খুলে গেল, কিন্তু তিনি দেখলেন এ ধর্মের ডাকে সাড়া দানকারী অধিকাংশ মানুষ দুর্বল ও গরিব।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন- তোমার ধ্বংস হোক! হে আম্মার, কি কারণে তুমি নিজেকে পিপাসার্ত রাখছ অথচ পানি তোমার খুব নিকটে।

তুমি তাড়াতাড়ি রিসালাতের লোকের নিকটে যাও।

তাড়াতাড়ি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর নিকটে যাও। কেননা তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের নিকটে সত্য সংবাদ আছে।

* * *

হযরত আম্মার দারুল আরকামে গেলেন।

সেখানে তিনি রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাতে নিজেকে ধন্য করলেন এবং তাঁর থেকে হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করলেন।

এতে তাঁর অন্তর হেদায়েতের জন্যে খুলে গেল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসূল ﷺ-এর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

* * *

এরপর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মায়ের নিকটে গিয়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াতের সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মনে হয় তিনি অনেক পূর্ব থেকে ইসলামের সাথে পরিচিত।

এরপর তিনি তাঁর বাবা ইয়াসিরের নিকটে গেলেন। তাঁর বাবাও তাঁর মায়ের মতো সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ তিন নক্ষত্রের ইসলাম গ্রহণ আজ পর্যন্ত মুমিনদের হৃদয়কে আলোকিত করছে।

আল্লাহর রহমতে তাঁদের এ আত্মত্যাগ কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদেরকে পথ দেখাবে।

* * *

তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা বনূ মাখজুম গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তারা প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়।

তারা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে তাঁদের সর্ব শক্তি ব্যয় করতে শুরু করল।

লোহার বর্মা পরিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর উপরে সূর্যের তীব্র তাপের মধ্যে তাঁদেরকে রেখে দিত।

তারা তাঁদেরকে পানি দিত না; বরং বেদম প্রহার করত। এমনকি তাঁদের গলা শুকিয়ে যেত তাঁদের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতো। যে চাবুক দিয়ে তাঁদেরকে মারা হতো তা ফেটে যেত।

তারা প্রতিদিন তাঁদেরকে এভাবে শাস্তি দিতে লাগল।

একদিন তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়া অবস্থায় রাসূল ﷺ তাঁদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি তাঁদেরকে এ অবস্থায় দেখে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন: হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের স্থান জান্নাতে।

রাসূল ﷺ-এর এ কথা তাঁদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

শত কষ্টের মাঝেও তাঁদের মুখে হাসি ফুটে।

* * *

রাসূল ﷺ-এর এ কথা বাস্তবায়ন হতে বেশি দিন লাগেনি।

হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট দিয়ে আবু জাহেল অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। সে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে গালাগালি করল এবং খারাপ খারাপ কথা বলল, কিন্তু হযরত সুমাইয়া তাঁর কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি।

এতে সে তাঁর বর্শা দিয়ে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর তলপেটে আঘাত করে। বর্শাটি তাঁর পিষ্ঠ দেশ দিয়ে বের হয়ে গেল।

আর হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ।

অন্যদিকে হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কঠিন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি মৃত্যুর সময় বলছিলেন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

* * *

হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর হযরত আম্মারের ওপর শাস্তির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। তাঁর জল্লাদ তাঁকে নানা রকম শাস্তি প্রদান করেছে।

একদিন তিনি খুব চিন্তিত ও লজ্জিত অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর নিকটে গেলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তাকাতে সক্ষম হলেন না।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: তোমার কি হয়েছে হে আম্মার?

তিনি বললেন: খুব খারাপ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন: তা কি?

তিনি বললেন: গত রাতে আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে যে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। যদি কোনো পাহাড়কে এমন শাস্তি দেওয়া হতো তাহলে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। এরপর আল্লাহর শত্রুরা আমাকে দুপুরে মরুর উত্তপ্ত বালির ওপর রেখে ক্ষান্ত হয়নি তারা আমার শরীরে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দিয়েছে।

তারা আমার মুখ দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ও তাঁদের মূর্তির প্রশংসা বের করে ক্ষ্যান্ত হয়েছে।

তারপর তিন খুব বেশি কন্না শুরু করলেন। যে কান্না হৃদয়কে গলিয়ে দেয়।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: হে আম্মার! তুমি তোমার অন্তরকে কেমন পেয়েছ?

তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তা আস্থাশীল ছিল।

রাসূল ﷺ বললেন: তোমার কোনো অপরাধ হবে না। যদি তারা আবার তোমাকে এভাবে বাধ্য করে তখন তুমি আবার ওই রকম বলবে।

তারপর আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে হযরত আম্মার -কে সম্মানিত করলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمٰنِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمٰنِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ- "যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর কুফরী করে, সেই লোক ব্যতীত যাকে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরীর জন্য সদা উন্মুক্ত করে রাখে তাদের ওপর আল্লাহর গযব, তাদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি।" [সূরা নাহল-১০৬]

* * *

রাসূল যখন তাঁর সাহাবীদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। হযরত আম্মার হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাঁরা নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচানোর জন্যে হিজরত করেছিলেন।

যখন তিনি কুবা নগরীতে পৌঁছেন তখন তিনি মুহাজিরদেরকে মসজিদ বানানোর প্রতি আহ্বান করলেন। হযরত আম্মার -এর নির্মিত মসজিদ হচ্ছে ইসলামের প্রথম মসজিদ।

* * *

রাসূল মদীনায় হিজরত করার পর হযরত আম্মার ভীষণ খুশি হলেন। তিনি রাসূল সহবতে একনিষ্ঠভাবে থাকা শুরু করলেন। তিনি তাঁর রাত-দিনকে রাসূল -এর সাথে কাটাতে লাগলেন।

রাসূল তাঁর এ ভালোবাসার সুন্দর প্রতিদান দিতেন। যখনই তিনি রাসূল -এর নিকটে আসতেন রাসূল বলতেন- পবিত্র ও পবিত্রকারী এসেছে।

* * *

বদরের যুদ্ধে তিনি রাসূল -এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। তিনি এমন একজন মুসলমান যার বাবা-মা দুইজনই ইসলামের জন্যে শহীদ হয়েছেন।

* * *

রাসূল যখন তাঁর প্রভুর নিকটে চলে গেলেন তখন ইয়ামামার লোকেরা মুরতাদ হয়ে যেতে শুরু করল।

তিনি ইয়ামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করল। মুসলমানদের পায়ের তলে মাটি যেন সরে যাচ্ছিল।

তখন হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি পাথরের উপরে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে তাঁর কান কেটে গেছে। তিনি বলতে লাগলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?

আমার দিকে আস, আমার দিকে আস হে মুসলমানদের দল।

তখন তারা কঠিন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করল।

* * *

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খেলাফত কালে তিনি তাঁকে কূফার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি তাঁর সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে প্রেরণ করেন।

তিনি কূফাবাসীদের নিকটে লিখে পাঠান-

> পর কথা.........
>
> আমি আম্মারকে তোমাদের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছি আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে ওজীর ও শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছি। তারা দুইজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত সাহাবী। সুতরাং তোমরা তাঁদের কথা শুনবে এবং তাঁদের অনুসরণ করবে।

অতঃপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো এক কারণে তাঁকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন, কিন্তু পরে এক সময় হযরত আম্মারের সাথে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন- হে আম্মার! আমি তোমার সাথে এমন ব্যবহার করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে বরখাস্ত করে যে কষ্ট দিয়েছেন তাঁর থেকে বেশি কষ্ট দিয়েছেন দায়িত্ব দিয়ে।

* * *

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হউক।

তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো ঈমানে ভরপুর ছিল।

আল্লাহ তাঁর শহীদ পিতামাতার ওপরও রাজি হউক এবং তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

তথ্য সূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্ - ৪র্থ খণ্ড, ৪৬ পৃ.।
২. আল ইসাবা - ৩য় খণ্ড, ৬৪৭ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব - ২য় খণ্ড, ৪৭৬ ও ৪র্থ খণ্ড, ৩৩০ পৃ.।
৪. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়া - ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃ.।
৫. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম - ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ.।

হযরত সুহাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"যিনি দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেক আফসোস করেছেন।"

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোরাইশদের বিশিষ্ট নেতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আরবের একজন স্পষ্টভাষী বক্তা ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক ছিলেন।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের দাওয়াত প্রকাশ হতে লাগল তখন হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাতেন এবং মুসলমানদেরকে শাস্তি দিতেন। তাঁদেরকে গালাগালি করে শির্কের দিকে যেতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন শুনলেন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ও তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কোরাইশদের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরা হাবশায় হিজরত করেছেন তখন এ খবর যেন তাঁর মাথায় বজ্রের ন্যায় আঘাত করে।

* * *

কিন্তু হঠাৎকরে হাবশায় হিজরতকারীদের নিকটে একটি মিথ্যা খবর পৌঁছে। তারা জানতে পেরেছে কোরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানগণ নিরাপদে তাদের সাথে বসবাস করছে। আর এ খবর শুনে তাদের কেউ কেউ হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসল। আর কেউ কেউ হাবশায় থেকে গেল।

তার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

* * *

তিনি ফিরে আসার সাথে সাথে তাঁর বাবা সুহাইল তাঁকে বন্দি করে একটি অন্ধকার কক্ষে নিক্ষেপ করলেন।

তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহকে সকল প্রকার শাস্তি দিতে লাগলেন এবং তাঁকে শিরক করতে বাধ্য করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর এ ছেলে ইসলাম ত্যাগ করার ঘোষণা দেয়।

তার ছেলে ইসলাম ত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়ায় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় তিনি অনেক খুশি হলেন।

* * *

এরপর মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বদরে একত্রিত হয়। তাঁদের সাথে সুহাইল বিন আমর তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বের হলেন। তাঁর খুব আশা ছিল তাঁর ছেলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে।

* * *

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে আসার পর এমন এক ঘটনা ঘটল যা হযরত সুহাইল কল্পনাও করতে পারেননি।

যখন বদরের প্রান্তে দুই বাহিনী মিলিত হলো তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ তাঁদের দল থেকে পালিয়ে মুসলমানদের কাতারে ঢুকে গেলেন এবং মুসলমানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা শুরু করলেন।

আব্দুল্লাহ কাফেরদের দল ছেড়ে রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্যে কৌশলে পালিয়ে আসেন। যা তাঁর বাবা কল্পনাও করতে পারেননি।

* * *

বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। অনেক কাফের এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। এ বন্দিদের মধ্যে হযরত সুহাইলও ছিলেন।

যখন তাঁকে রাসূল ﷺ-এর নিকটে আনা হয় তিনি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পেতে চাইলেন।

হযরত উমর رضي الله عنه তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ অনুমতি দিন) আমি তাঁর সামনের দাঁতগুলো ভেঙে ফেলি যাতে করে সে মক্কার কোনো অনুষ্ঠানে ইসলাম ও নবীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে দাঁড়াতে না পারে।

তখন রাসূল ﷺ বললেন: হে উমর তাঁকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ চাইলে সম্ভবত তুমি তাঁর থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমাকে খুশি করবে।

* * *

এরপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল এমনকি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আসল। তখন সন্ধি করার জন্যে কোরাইশরা তাঁদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমরকে প্রেরণ করে। রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তিনি রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের সাথে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহকে দেখতে পেলেন।

চুক্তিপত্র লিখার জন্যে রাসূল ﷺ হযরত আলী বিন আবু তালিবকে ডাকলেন।

রাসূল ﷺ বললেন: লিখ- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম (অর্থাৎ- পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)।

সুহাইল বললেন: এ বাক্য আমরা চিনি না; বরং লিখ- বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার নামে শুরু করছি)।

রাসূল ﷺ আলী رضي الله عنه-কে বললেন: লিখ- বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার নামে শুরু করছি)।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন: লিখ- এ চুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে।

সুহাইল বললেন: যদি আমরা সাক্ষ্য দিতাম তুমি আল্লাহর রাসূল তাহলে আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না; বরং তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লিখ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা আমাকে অস্বীকার কর, লিখ- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।

এরপর হযরত সুহাইল মক্কায় ফিরে গেলেন। তিনি মনে মনে খুশি হলেন যে, তিনি তাঁর গোত্রের পক্ষে ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

* * *

এরপর আবার অনেক দিন পার হয়ে গেল। পরে মক্কা বিজয়ের দিন কোরাইশরা বিনা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা রক্তপাতে জয় লাভ করেছেন। তিনি মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেছেন।

তখন এক ঘোষক ঘোষণা করল- হে মক্কার অধিবাসীরা! যে নিজের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ আর যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ আওয়াজ শুনার পর তাঁর অন্তরে ভয় ঢুকে গেল। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

ঘটনার বাকি অংশ আমরা তাঁর নিজ মুখের বর্ণনা থেকে আপনাদের নিকট পেশ করলাম.............

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই।

আমি আমার ছেলেকে খুঁজে আনার জন্যে একজন লোক প্রেরণ করলাম। আমার ছেলের চোখে চোখ রাখতে আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল। কেননা আমি তাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেক বেশি শাস্তি দিয়েছিলাম।

সে আসলে আমি তাকে বলি- মুহাম্মদের নিকটে আমার নিরাপত্তা চাও। কেননা আমি নিহত হওয়া থেকে নিরপদ না।

তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গিয়ে বললেন: আমার পিতা, আপনি কি তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন? আমি আপনার জন্য উৎসর্গ হলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, সে আল্লাহর নিরাপত্তায় নিরাপদ, সুতরাং সে যেন বের হয়ে আসে।

* * *

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুব বেশি ভালোবাসতে শুরু করলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন- আমি বিদায় হজ্বের সময় সুহাইলকে দেখলাম সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে দাঁড়িয়ে তাঁর উটগুলোকে এগিয়ে দিচ্ছেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো জবাই করছিলেন।

এরপর রাসূল ﷺ নাপিতকে ডেকে নিজের মাথা হলক করলেন। আর আমি লক্ষ্য করলাম হযরত সুহাইল রাসূল ﷺ-এর চুলগুলো নিয়ে তাঁর চোখে রাখছিলেন।

তখন আমি তাঁকে হুদাইবিয়ার দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম কিভাবে সে 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ' এ কথা লিখতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত দেয়ার কারণে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

* * *

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে সকল প্রকার চেষ্টা শুরু করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তিনি তাঁদের মত না; বরং তিনি তাঁদের থেকে একটু আলাদা ছিলেন। কারণ মক্কা বিজয়ের পর অনেকে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তিনি নিজের পেছনের জীবনের জন্যে খুব আফসোস করতে লাগলেন এবং নেক আমল দ্বারা বাকি জীবন সাজাতে শুরু করলেন।

তিনি সারা দিন রোযা রাখতেন, সারা রাত নামাজে কাটিয়ে দিতেন, অধিক পরিমাণে দান করতেন এবং আল্লাহর ভয়ে অনেক বেশি কান্না-কাটি করতেন।

তিনি প্রতিদিন হযরত মুয়াজ বিন জাবালের নিকটে গিয়ে কোরআন শিখতেন।

তখন তাঁকে জিরার বিন খাত্তাব বললেন: হে আবু জায়েদ! তুমি এ খাজরাজী লোকের নিকটে কোরআন শিখতে আস! তুমি কি তোমার গোত্রে কোরাইশের কারো নিকটে যেতে পার না?

তিনি বললেন: হে জিরার! তুমি যা বলেছ তা জাহিলী যুগের কথা, যার কারণে আমরা সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ইসলাম আমাদের থেকে গোত্রপ্রীতি দূর করেছে এবং এমন এমন গোত্রের নামকে স্মরণীয় করেছে যাদের কোনো নামও ছিল না। হায় আফসোস! আমরা তাদের সাথে ছিলাম আমরাও এগিয়ে যেতাম যেমন তারা এগিয়ে গিয়েছিল।

* * *

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু যাঁরা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মর্যাদা বুঝতেন এবং তাঁর ও তাঁদের মাঝে যে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে তাঁর তিনি জানতেন।

একদিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে তিনি, হারিস বিন হিসাম, আবু সুফিয়ান, ও তাঁদের সাথে আম্মার বিন ইয়াসির, সুহাইব আররুমী-সহ আরো সাধারণ অনেক মানুষ যাঁরা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা উপস্থিত হলেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবেশের অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন: আম্মার যেন প্রবেশ করে, তারপর সুহাইব যেন প্রবেশ করে। তিনি কোরাইশদের সম্মানিত নেতাদের

পূর্বে সাধারণ লোকদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন কেননা তাঁরা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তখন কোরাইশ নেতারা একে অন্যের দিকে ক্রোধের সাথে চোখাচোখি করতে লাগল।

তাঁদের একজন বললেন: আমরা আজকের মতো আর কোনো দিন দেখিনি। উমর ওদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছে অথচ আমরা তার ঘরের দরজায় আমাদের দিকে সে কোনো লক্ষ্য করছে না।

তখন হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: লোকদেরকে ডাকা হয়েছে আমাদেরকেও ডাকা হয়েছে, তারা ডাকে দ্রুত সাড়া দিয়েছে আর আমরা সাড়া দিতে দেরি করেছি। তখন আমাদের কি হবে যখন কিয়ামতের দিন আমাদেরকে রেখে তাদেরকে ডাকা হবে?

জেনে রেখ! নিশ্চয়ই এ লোকেরা মর্যাদার দিক দিয়ে আমাদের থেকে অগ্রগামী যা তোমরা দেখছ না।

তারপর তিনি বললেন: এসব লোক তোমাদেরকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে সুতরাং তোমাদের জিহাদ ও শহীদ হওয়া ব্যতীত আর কোনো পথ নেই।

* * *

তখন সিরিয়ায় রোমানদের সাথে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ চলছিল। হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সন্তান, স্ত্রী ও নাতীদেরকে একত্রিত করে সিরিয়া মুখী হলেন। যাতেকরে তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তিনি তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান করার ব্যাপারে এমন কোনো স্থান ছাড়ব না যেমনিভাবে আমি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছিলাম।

আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর পথে এমনভাবে থাকব, হয় আমি শহীদ হব, না হয় মক্কা থেকে দূরে গিয়ে মারা যাব।

* * *

হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি কঠিন পরিস্থিতির শিকার হলেন।

এরপর তিনি একের পর এক যুদ্ধ করেছেন। তখন সিরিয়ায় এক মহামারী আক্রমণ করে এতে তিনি আক্রান্ত হলেন এবং সেখানেই মারা গেলেন। তাঁর সাথে থাকা তাঁর সকল স্ত্রী ও সন্তানরা সবাই সেখানে মারা গেলেন।

আল্লাহ হযরত সুহাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর সন্তুষ্ট হউক এবং তাঁকে এমন কিছু দান করেন যাতে তিনি খুশি হয়ে যান।

তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা - ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃ.।
২. উস্‌দুল গবাহ্‌ - ৫ম খণ্ড, ৪৭৯ পৃ.।
৩. সিফাতুস্‌ সফওয়া - ১ম খণ্ড, ৭৩১ পৃ.।
৪. আস্‌ সিরাতু লি ইবনি হিশাম - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. হায়াতুস্‌ সাহাবা - ৪র্থ খণ্ড (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

হযরত জাবির বিন
আব্দুল্লাহ্ আল আনসারী

"তিনি রাসূল থেকে এক হাজার পাঁচশত চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

আরোহীরা খুব দ্রুত ইয়াসরিব থেকে মক্কার দিকে চলছিলেন।

কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য হেদায়েতের বাণী নিয়ে আগত রাসূল -এর সাক্ষাৎ করবেন। এর থেকে সৌভাগ্যের কি আছে যে শ্রেষ্ঠ মানবের সাথে কিছুক্ষণ পর সাক্ষাৎ হবে। আর তাই তাঁরা রাসূল -এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান করতে খুব দ্রুত চলছিলেন।

যাতেকরে তাঁরা সেই মহান ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বাইয়াত হতে পারেন।

নব ধর্মের সব ধরনের সহায়তা করার ওপর তারা বাইয়াত গ্রহণ করবে।

এ কাফেলার মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাঁর বাহনের পিছনে করে ছোট একটি ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছেন। কেননা এ ছেলে ছাড়া তাঁর আর কোনো ছেলে নাই। তাঁর নয়টি মেয়ে আছে।

এ বৃদ্ধ লোকটির খুব আকাঙ্ক্ষা যে, তাঁর এ ছোট ছেলেটি বাইয়াতে উপস্থিত থেকে রাসূল -এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

যাতেকরে এ মহান দিনটি ও মহান কাজটি থেকে তাঁর এ ছেলে বঞ্চিত না হয়।

এ মহান শায়েখ হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর আল খাজরাজী আল আনসারী।

আর তাঁর ছেলে হচ্ছেন হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারী।

* * *

হযরত জাবির -এর ছোট বেলা থেকে তাঁর অন্তরে ঈমানের নূর জ্বলতে লাগল। তাঁর প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ঈমানের নূর জ্বলছিল।

ফুল যেভাবে বাগানকে অপরূপ সাজে সাজায় ঈমানের আলো তাঁর অন্তরকে সেভাবে সাজাতে লাগল।

* * *

রাসূল মদীনায় হিজরত করলে তিনি রাসূল -এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি হেদায়েতের নবীর কাছে কোরআন শিখতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয় কোরআনের সাথে সাথে তিনি ফিকহী আহকামও শিখতে লাগলেন। তিনি রাসূল -এর মাদ্‌রাসার একজন ছাত্র হিসেবে দিন কাটাতে লাগলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেমন ছাত্র ছিলেন তা শুধু তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক হাজার পাঁচশত চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বোখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে দুইশত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি তাঁর সারা জীবন হেদায়েত ও ইসলাম প্রচারে কাটিয়েছিলেন।

* * *

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কেননা তিনি ছোট ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর নয় বোনের দেখাশুনার জন্যে বাড়িতে রেখে গেছেন। কেননা তাঁদেরকে দেখার মতো আর কেউ ছিল না।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন-

উহুদের যুদ্ধের রাতে আমার বাবা আমাকে ডেকে বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা নিহত হবে আমি তাঁদের মধ্যে নিজেকে দেখেছি। আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তোমাকে সবচেয়ে আপন হিসেবে রেখে যাচ্ছি।

আমার ঋণ আছে, তুমি তা শোধ করে দিবে।

তুমি তোমার বোনদের ওপর দয়া করবে এবং তাঁদেরকে ভালো উপদেশ দিবে।

উহুদের যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়ে গেলেন।

আমি তাঁকে দাফন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার নিকটে খেজুর গাছের খেজুর ব্যতীত আর কিছুই নেই। যদি আমি তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে যায় তাহলে অনেক বছর লেগে যাবে।

তাছাড়া আমার বোনদের জন্যে ব্যয় করার মতো খেজুর ব্যতীত আর কোনো সম্পদ নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আমাদের খেজুর রাখার ঘরে চললেন। তিনি বললেন: তোমার বাবার পাওনাদারদেরকে ডাক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই খেজুর থেকে সকল পাওনাদারদেরকে তাঁদের পাওনা আদায় করে দিলেন, কিন্তু এরপর আমি খেজুরের স্তূপের দিকে তাকিয়ে দেখলাম খেজুরের স্তূপ যেমন ছিল তেমনি আছে এর থেকে একটি খেজুরও কমেনি।

* * *

তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনি প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর অনেক অবদান ছিল। আমরা সে সব যুদ্ধ থেকে একটি উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন:

আমরা খন্দকের যুদ্ধে গর্ত খনন করছিলাম, কিন্তু আমাদের খনন করার অংশে একটি শক্ত পাথর পড়ল, যার কারণে আমরা কোনোভাবে মাটি খনন করতে পারছিলাম না।

আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পথে একটি শক্ত পাথর বাধা হয়ে দাঁড়িছে। আমরা সেটির কারণে কোনো কাজ করতে পারছি না।

রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা সেটিকে ছাড়, আমি আসছি।

এরপর তিনি আসলেন তখন তাঁর পেটে ক্ষুধার কারণে পাথর বাধা ছিল। কেননা আমরা তিন দিন ধরে কোনো খাদ্য খেতে পারিনি। তিনি গাঁতি হাতে নিয়ে তাতে আঘাত করলেন।

তখন রাসূল ﷺ-এর ক্ষুধার অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল।

আর তাই আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: আপনি কি আমাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন?

তিনি বললেন: যাও।

আমি বাড়িতে গিয়ে আমার বিবিকে বললাম: আমি রাসূল ﷺ-কে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি যা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারবে না। তোমার কাছে কি কিছু আছে?

সে বলল: আমার নিকটে সামান্য যব ও একটি ছোট ছাগল আছে। আমি ছাগলটির নিকটে গেলাম। আমি সেটিকে জবাই করে গোশত টুকরো টুকরো করে নিলাম।

তারপর যব নিয়ে আটা বানালাম। আটা ও গোশত উভয়টি রান্না করার জন্যে আমার স্ত্রীর নিকটে দিলাম। সে এগুলোকে রান্না করতে শুরু করল। আমি যখন দেখলাম যে, রান্না হয়ে গেছে তখন আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর নবী! সামান্য খানা যা আপনার জন্যে আমরা তৈরি করেছি। সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথে একজন বা দুইজন লোক নিয়ে আসুন।

তিনি বললেন: তা কি পরিমাণ?

আমি এর পরিমাণ বললাম।

রাসূল ﷺ-এর পরিমাণ জেনে বললেন: হে খন্দকবাসী! জাবির তোমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করেছে। তোমরা তা খেতে আস।

তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটে গিয়ে বল: আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে যেন পাত্র না নামায় এবং তার ময়দা দিয়ে রুটি না বানায়।

আমি আমার বাড়ির দিকে চললাম। তখন আমার এত বেশি লজ্জা লাগছিল আর চিন্তা হচ্ছিল যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। আমি বলতে লাগলাম: আমাদের এক সা' আটা আর একটি ছোট বকরি খেতে খন্দকের সকলে আসবে?

আমি আমার স্ত্রীর নিকটে গিয়ে বললাম: তোমার জন্য আফসোস! আমার অবস্থা খারাপ।

রাসূল ﷺ পুরো খন্দকবাসীদেরকে নিয়ে আসছেন।

সে আমাকে বলল: তিনি কি খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞেসা করেছেন?

আমি বললাম: হ্যাঁ।

সে বলল: তুমি অন্তর থেকে চিন্তা দূর কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন তাঁর কথার দ্বারা আমার চিন্তা দূর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর রাসূল ﷺ আমার ঘরে আসলেন।

তাঁর সাথে আনসার ও মুহাজির সবাই এসে হাজির হলেন।

রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন: তোমরা প্রবেশ কর তবে ভিড় করবে না।

তারপর তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন: একজন রুটি প্রস্তুতকারিণীকে নিয়ে আস এবং তুমি তাঁর সাথে রুটি বানাও।

আর পাত্র থেকে চামচ ভরে গোশত তোল। সেটিকে চুলা থেকে নামাবে না।

তারপর তিনি রুটি নিয়ে তাতে গোশত দিয়ে সাহাবীদেরকে দিতে লাগলেন।

সাহাবীগণ সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তারা খাওয়া শেষ করেছে, কিন্তু আমাদের গোশতের পাত্র আগের মতো পুরো ছিল এবং আমাদের আটাও আগের মতো ছিল।

তারপর রাসূল ﷺ আমার স্ত্রীকে বললেন: খাও আর হাদিয়া দাও।

সে খেল এবং সারা দিন ধরে মানুষকে দিল।

* * *

এভাবে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সারা জীবন ইসলামের খেদমত করে ছিলেন। তিনি এত বেশি বয়স পেয়েছেন তা এক শতাব্দী হবে।

এক বছর তিনি রোম থেকে গাজী হয়ে ফিরছিলেন।

সেই সৈন্য দলের প্রধান ছিলেন হযরত মালিক বিন আব্দুল্লাহ আল খাসয়ামী।

হযরত মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সৈন্যদের অবস্থা দেখছিলেন। তিনি মুজাহিদদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের উপযুক্ত সম্মান ও ব্যবস্থাপনা দিচ্ছিলেন।

তিনি হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখলেন পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অথচ তাঁর নিকটে একটি খচ্চর ছিল।

তিনি তাঁকে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ (জাবির)! আপনার কি হয়েছে? আপনি কেন বাহনে আরোহণ করছেন না? অথচ আল্লাহ আপনাকে সেটির পিঠে আরোহণ করা সহজ করে দিয়েছেন।

তখন হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যার পা দুইটি আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় মলিন হবে আল্লাহ তাঁর পাগুলোকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

এরপর মালিক তাঁকে ছেড়ে সৈন্য দলের সামনে চলে গেলেন।

তারপর তিনি সামনের থেকে তাঁর দিকে ফিরে উঁচু আওয়াজে ডাক দিয়ে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ (জাবির)! আপনি কেন আপনার খচ্চরে আরোহণ করছেন না? অথচ তা আপনার মালিকানায় আছে।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যার পা দুইটি আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় মলিন হবে আল্লাহ তাঁর পাগুলোকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

একথা শুনে সৈন্য দল বাহন থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে শুরু করে। তাঁদের প্রত্যেকে এ সওয়াব পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করল।

আর তাই সৈন্য দলের মধ্যে আরোহীর থেকে পায়ে হেঁটে চলার সংখ্যা বেশি দেখা গেল।

* * *

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্য শুভ কল্যাণ।

তিনি ছোট অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি তাঁর কৈশোর রাসূলের ছাত্র হিসাবে কাটিয়েছিলেন।

তিনি দেড় হাজারের উপরে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদর, উহুদ ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় হেঁটে নিজের পাকে ধুলায় আবৃত্ত করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্ - ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃ.।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী - ৩য় খণ্ড, ১৪৩ পৃ.।
৪. আল ইসাবা - ১ম খণ্ড, ২১২ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব - ১ম খণ্ড, ২২১ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়া - ১ম খণ্ড, ৬৪৮ পৃ.।
৭. আল জাম্‌উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন - ১ম খণ্ড, ৭২ পৃ.।
৮. আত্ ত্বাবারী - (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৯. জামিউল উসূল লি ইবনিল আছীর - ১ম খণ্ড, ৪২৭ পৃ.।
১০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ৪র্থ খণ্ড, ৮৬ ও ৯৭ পৃ.।
১১. সিরাতু ইবনি হিশাম - ৩য় খণ্ড, ২১৭-২১৮ পৃ.।
১২. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ - ৯ম খণ্ড, ১১ পৃ.।

হযরত সালিম

মাওলা আবু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

"যদি সালিম জীবিত থাকত তাহলে আমি আমার পর তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব দিতাম।" [হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

সুবাইতা বিনতে ইয়ার তাঁর দাস সালিমকে আযাদ করে দিয়েছেন। হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন একজন কিশোর ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ও চাল-চরিত্র সুবাইতাকে মুগ্ধ করেছে আর তাই তিনি তাঁকে আযাদ করেছেন।

তার এমন আচরণ ও ব্যবহার বনূ আব্দুশ শামসের সম্মানিত ব্যক্তি সুবাইতার স্বামীরও মন কেড়েছে। আর তাই তিনিও হযরত সালিমকে খুশি করার জন্যে তাঁর দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নিতে চাইলেন। তাই তিনি তাঁর হাত ধরে হারাম শরীফের দিকে নিয়ে যান। তিনি কা'বার চারদিকে জমে থাকা মানুষের সামনে বললেন: হে মানুষ সকল! তোমরা সাক্ষী থাক আমার স্ত্রী আযাদ করে দেওয়ার পর আমি এ সালিমকে নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করলাম।

জন্মদাতা পিতার পুত্র যেমন আজ থেকে সে আমার নিকটে তেমন।

তখন কোরাইশরা বলল: হে উত্ববার ছেলে! তুমি কতই না উত্তম কাজ করেছ।

সেদিন থেকে এ যুবক আবু হুজায়ফার ছেলে সালিম হিসাবে পরিচয় লাভ করে।

* * *

এরপর কিছু দিন না যেতেই মক্কায় আসমান থেকে এক হেদায়েতের নূর আগত হয়। আর এ নতুন ধর্মের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আবু হুজায়ফা ও তাঁর ছেলে সালিম ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন করেন।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তাঁদের ঈমানের কথা ঘোষণা করলেন।

তারা সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও শেষ রাসূল।

* * *

তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরেই ইসলামে জন্মদাতা পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে পিতা ডাকার পদ্ধতি নিষেধ এবং নসব-নামা ঠিক রাখার জন্যে মানুষদেরকে তাদের নিজ পিতার নামে ডাকার আদেশ করা হয়।

মুসলমানগণ আল্লাহর এ আদেশ পালনে জাহিলী যুগের এ পদ্ধতি বাদ দিয়ে যে সকল লোকদেরকে তাদের পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের নামে ডাকা হতো তাদেরকে ওই নাম বাদ দিয়ে নিজ পিতার নামে ডাকা শুরু করেন।

প্রিয় পাঠক আপনাদের সুবিধার্থে একটি বিষয় জানাচ্ছি।

আমাদের দেশে আমরা কাউকে ডাকতে শুধু তাঁর নাম বলে ডাকি, কিন্তু আরবদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কাউকে ডাকার সময় তার নামের সাথে তার

পিতার নাম উল্লেখ করে ডাকে। যেমন, খাত্তাবের ছেলে উমর, আরবরা ডাকার সময় বলে উমর বিন খাত্তাব। অর্থাৎ পিতার নামটি পরে উল্লেখ করে, কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই।

জাহিলী যুগে মানুষ অন্য কারো ইয়াতীম বা আশ্রয়হারা ছেলেকে নিজের ছেলে হিসেবে ঘোষণা দিলে তাকে ওই ব্যক্তির নামে ডাকা হত, কিন্তু ইসলাম সেই পদ্ধতি বাতিল করে সন্তানদেরকে নিজ জন্মাদাতা পিতার নামে ডাকার আদেশ দিল।

মুসলমানগণ নিজ পিতা ব্যতীত অন্যের নামে ডাকা সন্তানদের পিতার নাম খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোনোভাবেই সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতার নাম জানতে পারল না। কেননা হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ছোট কালে শত্রুরা বন্দি করে দাসের বাজারে বিক্রয় করে দেয়। যার কারণে তিনি জানতেন না তাঁর পিতামাতার নাম কি।

তাঁর পিতৃপরিচয় না পেয়ে তাঁকে তারা আবু হুজায়ফা এর মাওলা বলে ডাকত। মাওলার অনেকগুলো অর্থ আছে এখানে মাওলা হচ্ছে আযাদকৃত দাস।

যদিও তিনি আবু হুজাইফার আযাদকৃত দাস ছিলেন, কিন্তু আবু হুজায়ফা কখনো তাঁকে দাস হিসেবে দেখতেন না। তিনি তাঁকে নিজের ধর্মের এক ভাই হিসেবে দেখতেন।

তারা উভয়ে একে অপরকে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

হযরত আবু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সালিমের সাথে সম্পর্ক আরো গভীর করতে চাইলেন। আর তাই তিনি তাঁর ভাতিজী আবসামীয়াকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন।

এতেকরে হযরত সালিমের সাথে তাঁর দূরত্ব কমে যায় এবং সে তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়ে পরিণত হয়।

* * *

কিন্তু কিছু দিন পার না হতেই যখন কোরাইশদের অত্যাচার বেড়ে গেল তখন হযরত আবু হুজায়ফা মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করলেন।

আর হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কায় থেকে গেলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহবতে থাকতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে কোরআন শিখতে লাগলেন। যখনই কোনো আয়াত নাযিল হতো তিনি তা মুখস্থ করে ফেলতেন। এমনকি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ক্বারী সাহাবীদের অন্যতম হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন- তোমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালিম মাওলা আবু হুজায়ফা, উবাই বিন কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল এ চারজন থেকে কোরআন শিক্ষাগ্রহণ কর।

* * *

কোরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখার কারণে সাহাবীদের মাঝে তাঁর আলাদা মর্যাদা ছিল। তাছাড়াও তিনি কোরআনের মর্মার্থ ভালোভাবে বুঝতেন।

মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর তারা সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁদের ইমামতি করার আহ্বান করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করা পর্যন্ত তিনিই নামাজের ইমামতি করেছেন। অথচ সেখানে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো আরো অনেক বড় বড় সাহাবিগণও ছিলেন।

* * *

এরপর আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় তাঁকে ও হযরত আবু হুজাইফাকে হিজরতের পর একত্রিত করলেন।

তাঁরা এক সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যখন মুসলমানগণ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে নামবেন তখন সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন: হে আবু হুজায়ফা! কাতারের অগ্রভাগে তোমার বাবা উত্বা বিন রবীয়া সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছে।

আবু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখছি। এ দুই আল্লাহর শত্রু আমার চাচা শায়বা বিন রবীআ ও আমার ভাই ওলীদ বিন উতবা তাকে বেষ্টন করে আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমি একের পর এক লড়াই করে তাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতাম অথবা নিজে প্রভুর নিকটে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতাম।

* * *

যুদ্ধ শেষে হযরত আবু হুজায়ফা নিহত মুশরিকদেরকে দেখতে লাগলেন। তখন তিনি তাদের মাঝে তাঁর পিতা উতবা, চাচা শায়বা ও ভাই ওলীদকেও দেখতে পেলেন।

তারা তিনজনই নিহত হয়েছে।

তিনি তাদেরকে দেখে বললেন: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি এদেরকে হত্যা করে নবীর চক্ষু শীতল করেছেন।

* * *

এ দুইজন মহান সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা ইয়মামার যুদ্ধ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল হক্ব আদায় করেছেন।

যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার যুদ্ধের আহ্বান করলেন তখন তারা দুজন দ্রুততার সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন।

* * *

যুদ্ধ করার জন্যে দুই দল মুখোমুখি হল। এটি এমন একটি যুদ্ধ যা ইসলামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুদ্ধ।

মুসলমানগণ হযরত ইকরামা ও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে জিহাদ করতে লাগলেন। যাঁদের বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে পারবে না।

আর মুরতাদদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুসায়লামাতুল কাজ্জাব। তাঁর বীরত্বও কম ছিল না, কিন্তু সাহায্যের বাতাস তার দিকে ছিল না।

এমনকি মুসায়লামার বাহিনী মুসলমানদেরকে পরাজিত করার উপক্রম হয় এবং মুসলিম নারীদেরকে বন্দি করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

* * *

এমন সময় মুসলমানদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। তারা মৃত্যুর ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ আবার তাঁর সৈন্যদেরকে একত্রিত করে সাজিয়ে নিলেন। তিনি মুহাজিরদের পতাকা হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে তুলে দিলেন। আর আনসারদের পতাকা সাবিত বিন কায়েসের হাতে দিলেন।

হযরত জায়িদ বিন খাত্তাব জিহাদের ওপর মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন: হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের অবস্থানে অটল থাক এবং তোমাদের শত্রুদেরকে আঘাত কর আর সামনে পা বাড়াও।

হে মানুষ সকল! আল্লাহর শপথ আমি এরপর আর তোমাদের সাথে কোনো কথা বলব না। যতক্ষণ না মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ পরাজিত করেন অথবা আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই।

এরপর তিনি কাতার ভেঙে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

তারপর আবু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অনুসরণ করলেন তিনি বললেন: হে কোরআনের অধিকারীরা! তোমাদের কোরআনকে তোমরা আমলে পরিণত করে সাজাও।

এরপর তিনি জিহাদের দিকে সবাইকে আহ্বান করলেন এবং তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

অন্যদিকে হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজিরদের নিকটে গিয়ে বললেন: যদি আমার দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা আসে তাহলে আমি কতই না নিকৃষ্ট কোরআনের বাহক।

তারপর তিনি মুরতাদদের ওপর আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এতে তাঁর ডান হাত কাটা যায়।

صور من حياة الصحابة

সাহাবীদের জীবন চিত্র

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা

১

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ISBN 978-984-91092-4-2
9 578241 285983

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯